কুরআন মাজীদ

অনুবাদ

BENGALI

বাংলা অনুবাদ

কুরআন মাজীদ

অনুবাদক

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

অধ্যাপিকা-ফরিদা খানম

GOODWORD BOOKS

First published by Goodword Books 2019
Second published by Goodword Books 2023

Translation and Editorial Team:

Waliur Rahman, Chandpuri
Md Israfil Islam Nadwi
Maulana Israfil Mondal
Mohammed Abdullah
Mustafa Kamal Haider
Subedar Major Mahiuddin Mondal

Goodword Books
A-21, Sector 4, NOIDA-201301
Delhi NCR, India
Tel. +9111-41827083, Mob: +91-8588822678
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Center for Peace and Spirituality
1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013
Mob. +91-9999944119
email: info@cpsglobal.org
www.cpsglobal.org

Peace and Spirituality Forum
Mohammed Abdullah
C/O, Babu Ali, Near Sona Footwear Shop
83/A/H/48/1, Belgachia Road Kolkata - 700037.
Contact Nos: +91-9831345685, +91-9674677871, +91-9836950130

Printed in India

কুরআন মাজীদ

সূ চী প ত্র

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

-----ঃ পরিচয় ঃ-----

কুরআন হলো আল্লাহর প্রেরিত এক গ্রন্থ যা অবিকৃত অবস্থায় সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সু-সংরক্ষিত। এই গ্রন্থ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও, অনুবাদের কল্যাণে অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষজনের জন্য এটা সহজবোধ্য হয়েছে। যদিও মূল গ্রন্থের কোনো বিকল্প হয় না, তবুও বিভিন্ন ভাষাভাষী অগণিত মানুষজনের নিকটে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য অনুবাদের মাধ্যমে সাধিত হয়েছে ।

আপাতদৃষ্টিতে কুরআনের ভাষা আরবী হলেও, বাস্তবিক ভাবে এটাই হলো প্রকৃতির ভাষা। এটা হলো সেই ভাষা যে ভাষায় আল্লাহ সৃষ্টির আদি লগ্নে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করেছিলেন। সেই পবিত্র সম্বোধন প্রত্যেক মানুষের চেতনায় চিরভাস্বর হয়ে আছে। সেই জন্য কুরআন সর্বজনীনভাবে বোধগম্য - কারো নিকট সচেতন রূপে, কারো নিকট অবচেতন রূপে। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে - 'বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। শুধু জালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে (২৯ ঃ ৪৯)।'

অর্থাৎ চেতনার স্তরে কুরআন যে পবিত্র বাস্তবতার কথা বলে, তা মানুষের অবচেতনে পূর্বাহ্ন থেকেই বিদ্যমান আছে। সেই জন্য কুরআনের বাণী মানুষের নিকটে অস্বাভাবিক কিছুই নয়; বরং এটা সেই পবিত্র বাস্তবতার এক শাব্দিক অভিব্যক্তি যা মানুষের নিজস্ব প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যার সাথে সে পূর্বাহ্ন থেকেই পরিচিত। কুরআনে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী যুগে যে সমস্ত মানুষ জন্মগ্রহণ করছে, তাদের সকলকেই প্রাথমিকভাবে আদম সৃষ্টির সময়ই সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তখন আল্লাহ সকল মানবাত্মাদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করেছিলেন। এই সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে - 'যখন

তোমাদের প্রভু আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদের বাহির করলেন এবং তাদেরকেই তাদের সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই ?' তারা সমস্বরে উত্তর দিলঃ 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী থাকলাম যে আপনিই প্রভু।' সুতরাং পুনরুত্থান দিবসে বলতে পারবে নাঃ 'আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম' (৭ ঃ ১৭২)।

অন্য একটি আয়াতে, আল্লাহ ও মানবাত্মার কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে-'আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার নিকট এই দায়িত্ব অর্পন করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং মানুষ তা উঠিয়ে নিল। নিঃসন্দেহে সে জালিম এবং অজ্ঞ ছিল (৩৩ ঃ ৭২)।'

মানুষের নিকটে কুরআনের সারমর্ম কোন অজ্ঞাত বিষয় নয়, বরং এ বিষয়ে সে পূর্ব থেকেই জ্ঞাত আছে। বস্তুতঃ কুরআন হলো মনুষ্য হৃদয়ের এক অনুপম উন্মেষ।

যার মধ্যে সেই অনুপম প্রকৃতি প্রাণময় হয়ে আছে, যে পরবর্তী সকল প্রকার হীন প্রভাব থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছে, সে যখন কুরআন পড়ে, তার মস্তিষ্কের যে সমস্ত কোষগুলিতে আল্লাহর প্রথম সম্ভাষণ সংরক্ষিত আছে, সেগুলি তখন জাগ্রত হয়ে ওঠে। যদি আমরা এটা স্মরণে রাখি, তাহলে আমরা অনুধাবন করতে পারবো যে কুরআন হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এর অনুবাদ পাঠ একটি যুক্তিসিদ্ধ পন্থা।

সৃষ্টির আদিলগ্নে আল্লাহ মানবাত্মাদেরকে প্রথম সম্বোধন করেছিলেন এবং কুরআন হলো তাঁর দ্বিতীয় সম্বোধন। এই সম্বোধন দুটি একে অপরের পরিপূরক। যদি কেউ আরবী ভাষা না জানে বা অল্প জানে এবং কেবলমাত্র কুরআনের অনুবাদ পড়ে, তাহলে সে কুরআন বুঝবে না, এমন ধারণা করার কোন হেতু নেই-কারণ বর্তমানে কুরআনের এই ধারণা সর্বজনবিদিত যে

মানুষ হলো আল্লাহর বাণীর স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাহক। জেনেটিক কোড সংক্রান্ত আধুনিক ধারণা এবং নৃবিদ্যা সংক্রান্ত আবিষ্কার এই দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করে।

----ঃ আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনা ঃ----

প্রত্যেক গ্রন্থের একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং কুরআনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা। অর্থাৎ মানুষকে জানানো - কেন আল্লাহ এই পৃথিবী সষ্টি করেছেন, মানুষকে পৃথিবীতে স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? মৃত্যুর পূর্ববর্তী জীবদ্দশায় মানুষের নিকট কি কাঙ্খিত হয়েছে, এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মানুষের কি ঘটবে? মানুষ এক অমর সৃষ্টি হিসাবে জন্মলাভ করেছে। তিনি মানুষের জীবনকালকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগ হলো মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবন বা পরীক্ষার জীবন। দ্বিতীয় ভাগ হলো মৃত্যু পরবর্তী জীবন বা মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনে কৃতকর্মের প্রতিদান হিসাবে পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণের জীবন, যা অনন্ত জান্নাত বা অনন্ত জাহান্নাম হিসাবে মানুষের জীবনে প্রতিভাত হবে। এটাই এই পবিত্র গ্রন্থের মূলভাব যা মানুষের ইহজীবন থেকে পরজীবনে উত্তোরনের যাত্রাপথে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে।

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় মানুষ জন্ম থেকেই সত্যান্বেষী। তার মনের গহনে নানা প্রশ্ন উঁকি দেয় - 'আমি কে? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? জীবন মৃত্যুর মাঝে কি সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, মানুষের সাফল্য বা ব্যর্থতা কিসের মধ্যে নিহিত আছে?' ইত্যাদি। কুরআনের ভাষ্য অনুসারে - মানুষের পার্থিব জীবন কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য এবং যা কিছু মানুষ মৃত্যুপূর্ববর্তী জীবনে লাভ করে, সবই পরীক্ষার উপকরণ। পরজীবনে মহান প্রভু পরীক্ষার ফল প্রকাশ

করবেন এবং তখন পুরস্কার বা তিরস্কার হিসাবে মানুষ যা কিছু প্রাপ্ত হবে তা ইহজীবনে কৃতকর্মের সমানুপাতিক হবে। আল্লাহর এই সৃষ্টি পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তদানুসারে জীবন পরিকল্পনা রচনা করার মধ্যেই ইহজীবনের সাফল্য নিহিত আছে।

----ঃ খোদায়ী সতর্কবার্তা সম্বলিত গ্রন্থ ঃ----

কুরআন হলো খোদায়ী সতর্কবার্তা সম্বলিত এক গ্রন্থ, যার মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এ এক নির্ভুল প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ। কুরআন প্রচলিত নীতিমূলক গ্রন্থের কাঠামো অনুসরণ করে না। সেই জন্য সাধারণ পাঠক যখন কুরআনপাঠ করে, তখন তার মনে হয়, এই গ্রন্থটি কিছু বিচ্ছিন্ন বিবৃতির সংকলন মাত্র। আপাতভাবে এমন মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোন ত্রুটির কারণে কুরআনের এমন বিন্যাস হয়নি, বরং কুরআনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য - কোন নৈমিত্তিক পাঠক যদি এক ঝলকে এই গ্রন্থের কোন একটি পৃষ্ঠা বা পংক্তি পাঠ করে তার কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়া - এর সঙ্গে এই বিন্যাস যথার্থরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

কুরআন হলো মহান করুনাময়ের অপার অনুগ্রহের এক স্মারক গ্রন্থ। মানুষকে সৃষ্টি করার সময়ে আল্লাহ তাকে এক অনন্য গুণ সম্পন্ন করেছেন। তিনি তাকে পৃথিবীতে স্থান দিয়েছেন এবং সমস্ত ধরনের জীবনোপকরণ দান করেছেন। ঐ সমস্ত জীবনোপকরণ ভোগ করার সময়ে মানুষ মহান করুণাময়কে স্মরণে রাখবে এবং তাঁর মহানুভবতার স্বীকৃতি জানাবে- এটাই সুনিশ্চিত করা কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে মানুষ অনন্ত জান্নাতে প্রবেশাধিকার অর্জন করবে। পক্ষান্তরে করুণাময়ের অনুগ্রহ অস্বীকার করার ফলস্বরূপ জাহান্নামের পথে পরিচালিত হবে। কুরআন এই অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

----ঃ আত্মচেতনা ও আল্লাহর উপলব্ধি ঃ----

কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলোঃ এই গ্রন্থ আমাদেরকে মৌলিক এবং অত্যাবশ্যকীয় নীতি শিক্ষা দেয়, এবং ঐ শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার লক্ষ্যে প্রায়শই তার পুনরাবৃত্তি করে। বিপরীতক্রমে আনুষাঙ্গিক বা বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এই গ্রন্থে খুবই অকিঞ্চিৎকর স্থান লাভ করেছে। কুরআনের পরিকল্পনায় বিন্যাসের গুরুত্ব খুবই নগন্য। কেবলমাত্র মৌলিক নির্দেশিকাসমূহকে কুরআনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দিকটি কুরআনে এত স্পষ্ট যে, পাঠক তার প্রশংসা না করে পারে না।

বস্তুত ইসলামি ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য আত্মচেতনার গুরুত্ব অপরিসীম। যখনই আত্মচেতনার বিকাশ ঘটবে, তখনই তার বিন্যাস সুনিশ্চিত হবে। কিন্তু বিন্যাসের মাধ্যমে আত্মচেতনা অর্জিত হয় না। সেই জন্য কুরআনের লক্ষ্য হলো ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিপ্লবের সূচনা করা এবং তাকে চরিতার্থ করা। কুরআনের ভাষায় যাকে বলে, 'মা'রিফাহ' (সত্যাপলব্ধি) (৫ঃ৮৩)। উপলব্ধির মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের প্রতি কুরআনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপলব্ধির মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস অর্জন করে। যেখানে উপলব্ধি নাই, সেখানে বিশ্বাসও নাই।

----ঃ আল্লাহর বাণী ঃ----

কুরআন পাঠ করার সময়ে দেখা যায় বারবার বলা হচ্ছে - 'এটা আল্লাহর বাণী।' আপাতভাবে এটা সাধারণ বিষয় মনে হলেও, অনুসঙ্গগত ভাবে এটা একটা অসাধারণ বিবৃতি। পৃথিবীতে আরো অনেক গ্রন্থ আছে যেগুলি পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাস করা হয়, কিন্তু কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থে সেটাকে আল্লাহর বাণী হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি। কুরআনের এই অনন্য

উক্তি পাঠকের মনে এক প্রবল আকাঙ্খা জন্ম দেয়। তখন সে মানুষের লিখিত সাধারণ পুস্তক হিসাবে নয়, বরং এক অসাধারণ গ্রন্থ হিসাবে এটা পাঠ করতে থাকে। কুরআনে একটি বিষয় অল্পবিস্তর এই ভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে - 'হে মানব সকল! তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে সম্বোধন করেছেন। তাঁর কথা শ্রবণ কর এবং তা অনুসরণ কর।' এ এক ব্যতিক্রমধর্মী সম্বোধন। এই ধরনের প্রত্যক্ষ পবিত্র সম্বোধন অন্য কোন গ্রন্থে নেই। এই সম্বোধন পাঠকের মনে একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং আল্লাহর এই দ্ব্যর্থহীন সম্ভাষণকে সে অনুভব করে। তখন সে কুরআনের বিবৃতিগুলিকে অসাধারণ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করে, সাধারণ পুস্তকের আটপৌরে বিবৃতির মতো করে নয়। কুরআন সংকলনের রীতিটিও অনন্য সাধারণ। মানুষের লিখিত পুস্তক সমূহ বিষয়বস্তু অনুসারে ক্রমান্বয়ে সংকলিত হয়। কিন্তু কুরআনে এই রীতি অনুসৃত হয় নি। তাই সাধারণ পাঠকের ধারণা হতে পারে যে, এখানে ক্রম বিন্যাসের অভাব হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে এটা শীঘ্রই প্রতিভাত হয় যে, এটা একটা চুড়ান্ত ভাবে সুসংগত ও সুবিন্যাস্ত গ্রন্থ এবং এর রচনাশৈলী প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এই গ্রন্থ পাঠ করার সময়ে এটা অনুভূত হয় যে, এর রচয়িতা কোন উচ্চ স্থান হতে নিম্নে অবস্থিত সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করছেন-এটাই এর বিশেষত্ব। পৃথক পৃথক মানবগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর এই সম্বোধন প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানব জাতিকেই সন্নিবেশিত করে।

কুরআনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট হলো, এর পাঠক যে কোন মুহূর্তে এর রচয়িতার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে, 'তাঁর' নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে এবং তার উত্তরও পেতে পারে, কারণ এর রচয়িতা হলেন আল্লাহ নিজেই। তিনি সদাজাগ্রত। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, 'তিনি' মানুষের ডাক শোনেন এবং তার ডাকে সাড়া দেন।

----ঃ শান্তিপূর্ণ ভাবাদর্শগত সংগ্রাম ঃ----

কেবলমাত্র মিডিয়ার মাধ্যমে যাদের সাথে কুরআনের পরিচয় ঘটেছে তারা জানে যে কুরআন একটি জিহাদি গ্রন্থ এবং হিংসার মাধ্যমে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নামই জিহাদ। এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে অমূলক। যারা কুরআন পাঠ করে, তারা শীঘ্রই অনুভব করে, হিংসার সাথে কুরআনের কোন সম্পর্ক নাই। কুরআন সামগ্রিকভাবে শান্তির বাণী ঘোষণা করে এবং হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় না। তবে এটা সত্য কুরআনের অন্যতম শিক্ষা হলো 'জিহাদ'। প্রকৃত অর্থে জিহাদ হলো শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম, হিংসাত্মক কার্যকলাপ নয়। কুরআনের ভাষায় - 'কুরআনের সাহায্যে তুমি বৃহত্তর জিহাদ (কঠোর সংগ্রাম) চালিয়ে যাও (২৫ ঃ ৫২)।'

স্পষ্টত কুরআন কোন অস্ত্র নয়, বরং শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের পবিত্র আদর্শ সম্বলিত এক গ্রন্থ। এই সংগ্রামের কৌশল সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশিকা হলো - 'তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী কথা বল (৪ ঃ ৬৩)।'

কুরআন অনুসারে কাঙ্খিত পথ এমন হবে যা মানুষের হৃদয় ও মনকে আন্দোলিত করে। হৃদয়ের এই সম্ভাষণের দ্বারা মানুষ পরিতৃপ্ত হয়, কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করে এবং তার মধ্যে এক বৌদ্ধিক বৈপ্লব সংঘটিত হয়। এটাই কুরআনের বিশেষ লক্ষ্য। যুক্তিসঙ্গাত তর্কের মাধ্যমে এই মহালক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। হিংসা বা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে উপনীত হওয়া যায় না।

তবে এটা সত্য, কুরআনে এমনও ভাষ্য আছে - 'তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর (২ ঃ ১৯১)।' এই ধরনের ভাষ্যগুলি উল্লেখ করে এমন একটি ধারণা তৈরী করার চেষ্টা করা হয় যে, ইসলাম হলো একটি হিংসা ও সংঘাতের ধর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে অসত্য। এই ধরনের ভাষ্যগুলি বিশেষরূপে তাদের

জন্য প্রযোজ্য যারা একতরফা ভাবে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করে। উক্ত ভাষ্যগুলি কখনই ইসলামের সাধারণ নির্দেশিকা নয়।

কুরআনকে আমরা বর্তমানে যে আঙ্গিকে পাই, এমন সম্পূর্ণ আঙ্গিকে একই সময়ে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয় নি। বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ২৩ বছর ধরে এটা অবতীর্ণ হয়। এই সমগ্র সময়কালকে যদি যুদ্ধের সময়কাল ও শান্তির সময়কাল হিসাবে বিভাজন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, যুদ্ধের কালের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৩ বছর এবং শান্তির কালের স্থায়িত্ব ছিল দীর্ঘ ২০ বছর। এই ২০বছরের শান্তির কালে অবতীর্ণ কুরআনের ভাষ্যের মধ্যে আল্লাহ উপলব্ধি, উপাসনা, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

নানা শ্রেণীতে বিভাজিত নির্দেশিকা একটি স্বাভাবিক সহজাত বিষয়, যা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ গীতার মধ্যে প্রজ্ঞা ও নৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয় অবতারনার পাশাপাশি দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রেরণা দান করেছেন (ভগবত গীতা, ৩ঃ৩০)। তার অর্থ এই নয় যে গীতার অনুসারীদেরকে সদা সর্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এই গীতা থেকেই মহাত্মাগান্ধী অহিংসার দর্শন উপলব্ধি করেন। যখন অন্য কোন উপায় না থাকে, তেমন ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই যুদ্ধ সংক্রান্ত গীতার নির্দেশিকা কার্যকরী হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে শান্তির নির্দেশিকাই মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, যা মহাত্মাগান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন।

বাইবেলে কথিত আছে, যীশুখ্রিষ্ট বলেছেন - 'মনে করো না আমি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য এসেছি। আমি শান্তি নয়, তলোয়ারের জন্য এসেছি (ম্যাথিউ, ১০ঃ৩৪)।' সুতরাং যীশুখ্রিষ্ট কতৃক প্রচারিত ধর্ম কেবলমাত্র হিংসা ও যুদ্ধের প্ররোচনা দেয়, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যথার্থ নয়, কারণ বিশেষ ব্যতিক্রমীপরিস্থিতিতেএই কথাগুলি প্রযোজ্য। জীবনের সাধারণ

ক্ষেত্রে, যীশু শান্তির বাণী তথা সৎচরিত্র গঠন, পারস্পারিক ভালোবাসা, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা হত্যাদি বিষয় সমূহ প্রচার করেছেন।

কুরআনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। যখন মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন, তখন পৌত্তলিক উপজাতি সমূহ তাঁর প্রতি নানা উৎপীড়ন মূলক আচরণ করে। কিন্তু নবী (সঃ) ধৈর্য ও পরিহারের কৌশল দ্বারা তাদের উৎপীড়নকে প্রতিহত করেন। বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে যখন আত্মরক্ষার জন্য অন্য আর কোন উপায় অবশিষ্ট ছিল না, কেবল তখনই তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এমন বিশেষ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলি অবতীর্ণ হয়। যেহেতু এই নির্দেশিকাগুলি বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, স্বাভাবিকভাবে যে কোন সাধারণ পরিস্থিতিতে বা ভবিষ্যতের সকল সময়ের জন্য এগুলি প্রযোজ্য নয়। সেইজন্য নবী (সঃ) কে 'সমগ্র মানবজাতির আশীর্বাদ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলাম হলো পরিপূর্ণ অর্থে একটি শান্তির ধর্ম। কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে- 'শান্তির পথ (৫ ঃ ১৬)।' আরও বলা হয়েছে- 'আপোষ মিমাংসাই উত্তম পন্থা (৪ ঃ ১২৮)।' 'আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না (২ ঃ২০৫)।' তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় - হিংসা ও ইসলাম দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়।

----ঃ এক অবতীর্ণ গ্রন্থ ঃ----

কুরআন হলো নবী মুহম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ এক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ আকারে একবারে অবতীর্ণ হয় নি। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আংশিকভাবে অবতীর্ণ হয়। ৬১০ খৃষ্টাব্দে, নবী (সঃ) যখন মক্কায় থাকতেন তখন সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের সামান্য অংশ অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে অবতীর্ণ হতে থাকে। সর্বশেষে ৬৩২ খৃষ্টাব্দে, নবী (সঃ) যখন মদিনায় থাকতেন তখন কুরআনের অন্তিম অংশ অবতীর্ণ হয়।

কুরআনে ছোট বড়ো মিলিয়ে মোট ১১৪ টি সূরা আছে। আয়াতের সংখ্যা ৬২৩৬ টি। পাঠের সুবিধার্থে কুরআনকে ৩০ টি পারায় ভাগ করা হয়েছে। ফেরেস্তা জিব্রাইলের (গ্যাব্রিয়েলের) মাধ্যমে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেন এবং তারই পরামর্শক্রমে কুরআনের অংশ সমূহ বিন্যাস্ত করা হয়।

সপ্তম শতকের প্রথম অংশে যখন কুরআন অবতীর্ণ হতে শুরু করে, তখন কাগজের উদ্ভাবন হয়ে গেছে। বিশেষ এক প্রকার গাছের তন্তু দিয়ে তৈরী 'প্যাপিরাস' নামের এই কাগজগুলি সাধারণতঃ হাতে বানানো হতো। যখনই কুরআন অবতীর্ণ হতো, অবতীর্ণ পংক্তিগুলি তখনই 'প্যাপিরাস', যার আরবী প্রতিশব্দ 'কিরতাস'(৬ঃ৭) এর উপর লিখে নেওয়া হতো। একই সাথে নবী (সঃ) এর সাথীরা অবতীর্ণ অংশটি স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে নিতেন, কারণ কুরআনই হল একমাত্র ইসলামি ভাষ্য যা প্রার্থনার সময় বা দা'ওয়াহ এর কাজে আবৃত্তি করা হয়। এইভাবে কুরআন লিখিত আকারে এবং মানব স্মৃতিতে সংরক্ষিত হতে থাকে। নবী (সঃ) এর জীবৎকালে এই প্রক্রিয়া চালু থাকে।

তৃতীয় খলীফা উসমান বিন আফফান কুরআনের কিছু অনুলিপি প্রস্তুত করেন এবং বিভিন্ন শহরে সেগুলি প্রেরণ করেন। বড়ো বড়ো মসজিদে সেগুলি রাখা হতো। অনুগামীগণ সেগুলি কেবলমাত্র আবৃত্তিই করতো না, তা থেকে আরও অনুলিপি বানিয়ে নিত।

ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্ত কুরআন হাতে লিখিত হতো। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে কাগজ উৎপাদন যখন অত্যাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তখন থেকে কুরআনের ছাপা অনুলিপি প্রকাশিত হতে থাকে। এখন কুরআনের ছাপা অনুলিপিগুলি এত সহজলভ্য হয়ে গেছে যে, প্রায় প্রতিটি বাড়ি, মসজিদ, পাঠাগার বা পুস্তক বিপনীতে এগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এখন যে কোন মানুষ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে কুরআনের একটি সুন্দর অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।

----ঃ কুরআন পাঠের রীতি ঃ----

কুরআনে বলা হয়েছে- 'কুরআন আবৃতি করো ধীরে ধীরে এবং স্পষ্টভাবে (৭৩ঃ৪)।' অর্থাৎ কুরআন ধীরে ধীরে এবং পরিমিত ছন্দোবদ্ধ সুরে পাঠ করতে বলা হয়েছে, যাতে বিষয়বস্তুর প্রতি পূর্ণ মনসংযোগ স্থাপন করা যায়। এই ভাবে পাঠের মাধ্যমে কুরআন ও পাঠকের মধ্যে একটি দ্বিমুখী ক্রিয়া চলতে থাকে। সে অনুভব করে - কুরআন হলো আল্লাহর সম্ভাষণ বা বাণী এবং তার অন্তর প্রতিটি ছত্রের মধ্যে নিহিত আল্লাহর সম্ভাষণে সাড়া দিতে থাকে। কুরআনের মধ্যে যেখানেই আল্লাহর মহানুভবতার কথা বলা হয়, পাঠকের সমগ্র অস্তিত্ব তাঁর মহানুভবতার দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হয়। কুরআনে যখন আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন পাঠকের অন্তর কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়; আবার যখন আল্লাহর শাস্তি বিধানের কথা বলা হয়, তখন পাঠক-হৃদয় প্রকম্পিত হয়; আর যখন কোন নির্দেশনা দান করা হয়, তখন পাঠক হৃদয়ে আল্লাহর ঐ নির্দেশনা মান্য করার মাধ্যমে তার একান্ত অনুগত বান্দা হওয়ার বাসনা তীব্রতর হয়।

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান, নিউ দিল্লি
www.mwkhan.com

—ঃ এই পুস্তকে ব্যবহৃত পরিভাষা ও প্রতিশব্দ সংক্রান্ত কিছু কথা ঃ—

কুরআনে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির একটি বিশেষ অর্থ, অভিমুখ ও উদ্দেশ্য আছে। অন্য কোন প্রতিশব্দ কুরআনে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির বিকল্প হতে পারে না। সাধারণ নৈমত্তিক পাঠকের সুবিধার্থে কুরআনে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির অনুরূপ বহুল প্রচলিত কিছু প্রতিশব্দ এই অনুবাদ গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে যা কুরআনের অন্তরের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট নিবেদন, কুরআনের মধ্যে নিহিত শিক্ষা ও উপদেশাবলী গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্য এ বিষয়ে আরও কিছু নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক। এখানে কুরআনে ব্যবহৃত পরিভাষা এবং এই গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতিশব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো।

ঈমান - বিশ্বাস

মুত্তাকি - আল্লাহভীরু

তওবা - অনুতাপ

মুমিন - বিশ্বাসী/আস্থাবান

শির্ক - অংশীদার স্থাপন

ওহী - প্রত্যাদেশ/অত্যাদেশ

মুশরিক - অংশীবাদী

কেয়ামত - মহাপ্রলয়/মহাবিনাশ

যালিম - অত্যাচারী, দূরাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী, দুষ্কর্মকারী, অনর্থকারী

১ ঃ সূরা আল-ফাতিহা (উদ্বোধনী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল জগতের প্রতিপালক। (২) পরম করুণাময়, দয়ালু। (৩) প্রতিফল দিবসের মালিক। (৪) আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সহায়তা চাই। (৫) আমাদেরকে সরল পথ দেখান। (৬) তাঁদের পথ, যাদের প্রতি আপনি কৃপা করেছেন। (৭) তাদের পথ নয় যারা আপনার ক্রোধের পাত্র এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।

২ ঃ সূরা আল-বাকারাহ (গাভী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এটা সেই গ্রন্থ, যাতে কোন সন্দেহ নেই, এতে আল্লাহ-ভীরু সদাসতর্ক ব্যক্তিদের জন্য পথনির্দেশ আছে, (৩) যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করে আর আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে; (৪) আর যারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, যা (অর্থাৎ কুরআন) তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছিল আর যারা পরকালে বিশ্বাসী -- (৫) এই ধরনের লোকেরাই তাদের প্রভুর পথ অনুসরণ করছে এবং তারাই হবে সফলকাম।

(৬) যারা সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের সতর্ক করো আর না করো, উভয়ই তাদের জন্য সমান, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৭) আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহের উপর ও কর্ণ সমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর আছে আবরন, ওদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত।

(৮) আবার এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর এবং বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু বাস্তবে তারা বিশ্বাসী নয়। (৯) তারা আল্লাহকে ও বিশ্বাসীদের ধোঁকা দিতে চায়; তারা কেবল নিজেরাই নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারছে না। (১০) তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, কারণ তারা মিথ্যা কথা বলে। (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, 'পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না,' তখন তারা উত্তর দেয়, 'আমরা তো শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই'। (১২) সাবধান! বাস্তবে এরাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী; কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। (১৩) আর যখন তাদের বলা হয়ঃ 'তোমরাও ওদের মত বিশ্বাসী হও (নিষ্ঠাবান হয়ে যাও) যেভাবে অন্যেরা বিশ্বাসী হয়ে গেছে,' তখন তারা বলেঃ 'আমরা কি ঐ রকম বিশ্বাসী হয়ে যাব যে রকম বিশ্বাসী মুর্খ লোকেরা হয়ে গেছে।' সাবধান! মুর্খ স্বয়ং এরাই; কিন্তু তারা জানে না। (১৪) আর যখন তারা বিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরাও বিশ্বাস স্থাপন করেছি,' আর যখন তারা তাদের ভ্রষ্ট নেতাদের সান্নিধ্যে থাকে তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরাতো ওদের সাথে কেবল উপহাস করে থাকি।' (১৫) আল্লাহ ওদের সাথে উপহাস করছেন আর তিনি তাদের বিদ্রোহের অবকাশ দিচ্ছেন। তারা পথহারা হয়ে ঘুরছে। (১৬) এরা সেই লোক যারা সঠিক পথের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করছে, ফলে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নি এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয় নি।

(১৭) তারা ওদের মতো যারা আগুন প্রজ্বলিত করলো, আগুন যখন তাদের আশপাশ আলোকিত করল, তখনই আল্লাহ তাদের চোখের জ্যোতি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন তখন তারা আর কিছুই দেখতে পায় না – (১৮) তারা বধির, বোবা ও অন্ধ সুতরাং তারা সঠিক

পথে ফিরে আসবে না। (১৯) অথবা তাদের অবস্থা এমন হয় যে, অন্ধকারে বজ্র-বিদ্যুৎসহ যখন মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয় তখন তারা বজ্রপাতের শব্দে ভীত হয়ে মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য কানে আঙুল দিয়ে রাখে, বস্তুতঃ আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের পরিবেষ্টন করে নেন। (২০) বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম করে, যখনই বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে ওঠে তখন তারা পথ চলতে থাকে, আবার যখন তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে তখন তাদের চলা থেমে যায়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারতেন। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই করার সামর্থ্য রাখেন।

(২১) হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা চলে গেছে তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পুণ্যবান হতে পারো। (২২) তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেছেন এবং তা থেকে তোমাদের জন্যে জীবিকারূপে সকল প্রকার ফল উৎপন্ন করেছেন। অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিও না। (২৩) আর আমি আমার বান্দার উপর যে বাণী অবতীর্ণ করেছি (কুরআন) সে সম্বন্ধে তোমাদের মনে যদি কোন সন্দেহ হয় তাহলে তার মত একটি পরিচ্ছেদ রচনা করে দেখাও আর ডেকে নাও আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সমর্থকদের, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (২৪) আর যদি তোমরা এরকম করতে না পার এবং কখনই করতে পারবে না, তাহলে ভয় কর সেই আগুনের যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা অবজ্ঞাকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (২৫) আর তাদের সু-সংবাদ দাও যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে; তাদের জন্য এমন উদ্যান থাকবে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, যখনই তাদের ঐ উদ্যান হতে

কোন ফল খেতে দেওয়া হবে তখন তারা বলবেঃ 'এটাতো ঐ ফল যা ইতিপূর্বে আমাদের দেওয়া হয়েছিল,' তাদেরকে একই আকৃতির বস্তু দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য সেখানে পবিত্র সঙ্গিনীও থাকবে এবং তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে।

(২৬) আল্লাহ মশা বা এর চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। যারা বিশ্বাসী তারা জানে যে, এই সত্য তার পালনকর্তার নিকট হতে এসেছে। আর যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে এই উপমার দ্বারা আল্লাহ কি বোঝাতে চান? আল্লাহ এর মাধ্যমে অনেককে বিপথগামী করেন এবং অনেককে এর মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দেন; তিনি তাদেরকেই বিপথগামী করেন যারা অবজ্ঞাকারী। (২৭) যারা আল্লাহর সঙ্গে নিজকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আর আল্লাহ যা অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করো, অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তারপর তিনিই তোমাদের জীবন দান করলেন? অতঃপর তিনি পুনরায় তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, আবার জীবিত করবেন, পুনরায় তাঁর কাছেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৯) তিনিই তোমাদের জন্য সব কিছুই তৈরী করেছেন যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সপ্ত আকাশ সুষমভাবে তৈরী করলেন, আর তিনি সবকিছুই জানেন।

(৩০) আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেস্তাগণকে বললেনঃ 'আমি পৃথিবীতে এক খলীফা (উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি) বানাব;' ফেরেস্তাগণ বলেছিলঃ 'আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে বসাতে চান যারা ওখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে আর রক্তপাত ঘটাবে।

আমরাইতো আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি।' আল্লাহ বললেনঃ 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।'

(৩১) তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিখিয়ে দিলেন, তারপর তাকে ফেরেস্তাগনের সম্মুখে এনে বলেন, 'তোমরা যা বল তা যদি সত্য হয় তাহলে এদের নামগুলো বল।' (৩২) ফেরেস্তাগণ বললঃ 'আপনিই পবিত্র, আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিঃসন্দেহে আপনিই মহাজ্ঞানী এবং পরম প্রাজ্ঞ।' (৩৩) তিনি বলেছিলেনঃ 'হে আদম! ওদেরকে নামগুলো বলে দাও।' যখন আদম ঐ গুলোর নাম বলে দিল, তখন আল্লাহ বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়গুলি আমিই জানি, আর তোমরা যা প্রকাশ করো আর যা গোপন করো সবই আমি জানি।'

(৩৪) আর যখন আমি ফেরেস্তাদের বললাম যে, 'আদমকে সিজদা কর,' তখন ইবলিস (শয়তান) ব্যতীত সকলে সিজদা করল। সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল এবং সে অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত হয়ে গেল। (৩৫) আর আমি বললামঃ 'হে আদম! তুমি আর তোমার পত্নী দুজনেই জান্নাতে থাক এবং এর মধ্যে যখন যেখানে খুশি সেখান থেকে আহার কর; তবে ওই বৃক্ষের নিকটে যেওনা, তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।' (৩৬) অতঃপর শয়তান (ইবলিস) তাদের দুজনকেই (ঐ বৃক্ষের মাধ্যমে) বিচলিত করে তুলল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে অপসারিত করল। আর আমি বললামঃ 'তোমরা এখান থেকে একে অপরের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমরা আবাস ও জীবিকা পাবে।' (৩৭) আদম তখন তার প্রতিপালকের নিকট হতে কয়েকটি (প্রার্থনার) বাক্য প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর 'তিনি' তার (আদমের) অনুশোচনা গ্রহণ করলেন। নিঃসন্দেহে 'তিনি' ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(৩৮) অতঃপর আমি বললামঃ 'তোমরা এখান থেকে নেমে যাও; অনন্তর যদি আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকটে কোন নির্দেশনা আসে তাহলে যারা আমার নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় বা দুঃখ থাকবে না।' (৩৯) আর যারা অবজ্ঞা করবে এবং আমার নিদর্শনগুলি মিথ্যা বলবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(৪০) হে ইসরায়েলীয়গণ! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি, আর আমার নিকটে যে অঙ্গীকার করেছিলে তা পূরণ কর। আমিও তোমাদের নিকটে যে অঙ্গীকার করেছি তা পূরণ করবো, আর আমাকেই ভয় কর। (৪১) আর আমি যা বার্তা প্রেরণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, এটা তোমাদের কছে যা আছে (অর্থাৎ নবী (সঃ) সম্পর্কে তাদের ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বানী) তা পরিপূরণ করে, আর তোমরা তার প্রথম মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হয়ো না, আর আমার বাণী সামান্য মূল্যে বিক্রয় করো না, আর আমাকেই ভয় কর। (৪২) আর সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না, আর জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। (৪৩) নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকু'কারীদের সাথে রুকু' কর। (৪৪) তোমরা মানুষকে সৎকাজ করতে বল, আর নিজের ক্ষেত্রে ভুলে যাও; অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর, তোমরা কি বোঝ না? (৪৫) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিঃসন্দেহে এটা খুব কঠিন নিয়মানুবর্তিতা; কিন্তু ঐ লোকদের জন্য কঠিন নয়, যারা ভয় করে, (৪৬) যারা মনে করে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তাদেরকে তাঁরই নিকটে ফিরে যেতে হবে।

(৪৭) হে ইসরায়িলের সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি এবং আমিই তোমাদেরকে

বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (৪৮) এবং ঐ দিনকে ভয় কর যখন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না, কারও কোন সুপারিশ (recommendation) গৃহীত হবে না। কারও নিকট থেকে বিনিময়ে কিছু নেওয়া হবে না, আর তাদের (অপরাধীদের) কোন সাহায্য করা হবে না।
(৪৯) আর (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের (ফ্যারাও) লোকদের থেকে রক্ষা করেছিলাম, সে তোমাদের নির্যাতন করত। তোমাদের পুত্রদের হত্যা করত, আর তোমাদের কন্যাদের জীবিত রাখত, এতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক বিরাট পরীক্ষা ছিল। (৫০)
আর (স্মরণ কর ঐ সময়) যখন আমি সমুদ্রকে বিভক্ত করে তোমাদের পার করিয়েছিলাম। অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে ফেরাউনের (ফ্যারাও) লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম, যা তোমরা দেখছিলে। (৫১) আর যখন আমি
(সিনাই পর্বতে) মূসার (মোজেস) জন্য চল্লিশ রাত নির্ধারণ করলাম, আর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে (গো-বৎসকে) উপাস্য বানিয়ে নিলে, বস্তুতঃ তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলে। (৫২) এরপরেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা
করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পার। (৫৩) আর যখন আমি
মূসাকে (মোজেস) গ্রন্থ দিলাম এবং যা (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) ফয়সালাকারী, যাতে তোমরা যথার্থপথে চালিত হতে পার। (৫৪) আর যখন মূসা (মোজেস)
তাঁর জাতিকে বলেছিলঃ ‘হে আমার জাতি! তোমরা বাছুরকে (গো-বৎসকে) উপাস্য বানিয়ে নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করেছ। এখন নিজের সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোযোগ দাও এবং নিজেদের (মধ্যেকার অপরাধীদের) হত্যা কর। এটা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোমল হয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।
(৫৫) আর যখন তোমরা বলেছিলেঃ ‘হে মূসা (মোজেস)! আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব।’

তখনই তোমাদের উপর বজ্রপাত হল, আর তোমরা তা দেখছিলে। (৫৬) তারপর তোমাদের মৃত্যুর পর আবার তোমাদের জীবিত করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৫৭) আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়েছিলাম এবং তোমাদের জন্য মান্না এবং সালওয়া (এক বিশেষ উপকারী খাদ্য) পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার দেওয়া উত্তম খাবার আহার কর।' তারা আমার কিছুই ক্ষতি করেনি, বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছিল।

(৫৮) আর যখন আমি বলেছিলামঃ এই জনপদে প্রবেশ করে যেখান থেকে চাও আহার কর, আর মাথা নত করে এর প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, আর বলতে থাক, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ সমূহ মার্জনা করুন।' আমি তোমাদের পাপ সমূহ দূর করে দেব, আর উত্তম কাজ সম্পন্নকারীদের আরো অধিক দেব। (৫৯) কিন্তু যে কথা তাদেরকে বলা হয়েছিল সীমালঙ্ঘনকারীরা সেই কথা বদলে দিল। তাই তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করেছিলাম। (৬০) আর স্মরণ কর, যখন মূসা (মোজেস) তাঁর জাতির জন্য পানি চেয়েছিল, তখন আমি বলেছিলামঃ তোমার লাঠি পাথরে আঘাত কর, তখন তা হতে প্রবাহিত হল বারোটি স্রোত। প্রত্যেক দল তাদের পানি পানের জায়গা চিনে নিল। আল্লাহর দেওয়া জীবিকা হতে আহার কর ও পান কর এবং পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টিকারী হয়ে বিচরণ কোরো না। (৬১) এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা (মোজেস)! আমরা একই প্রকার খাবারে সন্তুষ্ট নই। তোমার প্রতিপালককে আমাদের জন্য বল যে, তিনি আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য, সবজি, শসা, গম, মসুর এবং পেঁয়াজ দান করুন।' মূসা (মোজেস) বললঃ 'তোমরা কি এক উত্তম জিনিষের পরিবর্তে সাধারণ জিনিষ চাও? তাহলে কোনো এক শহরাঞ্চলে

চলে যাও এবং তোমরা যা চাইছ সেখানে তা পেয়ে যাবে।' তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র নিপতিত হল, আর তারা আল্লাহর ক্রোধভাজন হয়ে গেল। তাদের এই পরিণতির কারণ, তারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ মিথ্যা মনে করত ও আল্লাহর নবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তাদের এই পরিণতির কারণ, তারা অবজ্ঞা করেছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল।

(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে, যারা ইহুদী হয়েছে এবং খ্রিষ্টান ও সাবেয়ী (নক্ষত্র পূজারী), এদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং পরকাল বিশ্বাস করে, আর সৎকাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট ভাল প্রতিফল আছে, আর তাদের জন্য কোন ভয় বা কোন দুঃখ নেই।

(৬৩) (ইসরায়েলীয়গণ) যখন আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুত করলাম এবং তূর পাহাড় তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদেরকেযা দিয়েছি তা দৃঢ় রূপে ধারণ কর, যাতে তোমরা (অনিষ্ট হতে) সুরক্ষিত থাকো। (৬৪) তার পরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি না থাকত তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (৬৫) আর তাদের অবস্থা তো তোমরা জানো, যারা শনিবার সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেছিল, আমি তাদের বলেছিলামঃ 'তোমরা অপমানিত বানর হয়ে যাও।' (৬৬) অতঃপর আমি তাদের পরিণামকে তাদের প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষনীয় করে দিলাম, আর আমি এতে শিক্ষা রেখেছি যারা ভয় করে তাদের জন্য।

(৬৭) যখন মূসা (মোজেস) তাঁর জাতিকে বললঃ আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, একটি গাভী কুরবানি (উৎসর্গ) কর। তারা বললঃ তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? মূসা (মোজেস) বললঃ

মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।
(৬৮) তারা বললঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট জিজ্ঞাসা করো, যেন
তিনি আমাদের বলে দেন ঐ গাভী কেমন হবে। মূসা (মোজেস) বললঃ
আল্লাহ বলছেন ঐ গাভী অতি-বয়স্কা বা অতি স্বল্প-বয়স্কা হবে না,
বরং এ দুই এর মধ্যবর্তী হবে। সুতরাং যা আদিষ্ট হয়েছ, তা পালন কর।
(৬৯) আবার তারা বললঃ তোমার প্রতিপালকের নিকটে নিবেদন কর,
তিনি বলে দিন, তার রং কেমন হবে। মূসা (মোজেস) বললঃ আল্লাহ
বলছেন সেটি গাঢ় হলুদ বর্ণের হবে, সেটি দেখতে খুবই সুন্দর হবে। (৭০)
তারা বলতে থাকলঃ তোমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর তিনি আমাদেরকে বলে
দিন সেটি প্রকৃষ্টরূপে কেমন হবে, আমাদের নিকট সমস্ত গাভী একই রকম
মনে হচ্ছে, আর আল্লাহ চাইলে অবশ্যই আমরা সঠিক নির্দেশনা পাব।
(৭১) মূসা (মোজেস) বললঃ আল্লাহ বলছেন, সেটা এমন একটা গাভী হবে
যাকে ভূমিচাষ বা ক্ষেতেপানিসেচের কাজে ব্যবহার করা হয় নি, সম্পূর্ণ নিখুঁত
গাভী। তারা বললঃ 'এবার তুমি ঠিক বলেছ।' অতঃপর, তারা সেটা কুরবানি
(উৎসর্গ) করল, যদিও কাজটি তারা করতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না।
(৭২) আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে মেরে ফেললে এবং তোমরা একে
অপরের প্রতি দোষারোপ করছিলে, আর তোমরা যা গোপন করছিলে, আল্লাহ
সেটাকে প্রকাশ করে দিতে চাইছিলেন। (৭৩) তখন আমি আদেশ দিয়েছিলাম
যে, '(ঐ মৃতদেহকে) এর একটি টুকরো দিয়ে আঘাত কর।' এই ভাবে আল্লাহ
মৃতকে জীবিত করেন। আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিজের নিদর্শন দেখান
যাতে তোমরা বুঝতে পার।

(৭৪) এরপর তোমাদের মন আবার কঠিন হয়ে গেল - পাথর বা
তার চেয়ে আরও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমন কিছু পাথর আছে যা
থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, কিছু পাথর ফেটে তা থেকে পানি বের হয়,

আবার এমন পাথরও আছে যা আল্লাহর ভয়ে নিচে ধ্বসে পড়ে, আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

(৭৫) তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? অথচ ওদের মধ্যে এমন কিছু লোক গত হয়েছে যারা আল্লাহর বাণী শুনত, আবার তা জেনে শুনে বিকৃত করত। (৭৬) যখন তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি।' আর যখন নিজেরা পরস্পর একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আল্লাহ তোমাদের নিকটে যা প্রকাশ করেছেন তা তোমরা ওদের কাছে বল না কি? তাহলে তো তারা এটা দিয়ে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক করবে! তোমরা কি বুঝতে পার না?' (৭৭) তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে সবই আল্লাহ জানেন?

(৭৮) আর তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাদের গ্রন্থ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবলমাত্র মিথ্যা কল্পনা ও অলীক ধারণা পোষন করে। (৭৯) অতঃপর তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজের হাতে গ্রন্থ লেখে আর বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট থেকে,' যাতে তারা নগন্য মূল্যে এটা বিক্রি করতে পারে। অতঃপর যারা তাদের হাত দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছে, তাদের জন্য দূর্ভোগ রয়েছে এবং এর মাধ্যমে যারা উপার্জন করেছে, তাদের জন্যও দূর্ভোগ আছে! (৮০) আর তারা বলে জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না (আর যদি করেও থাকে, তাহলে) তা হাতে গোনা কয়েক দিনের জন্য। (তাদেরকে) বলো, 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে কোনো অঙ্গীকার প্রাপ্ত হয়েছো -- কারণ অল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না -- অথবা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলো যার জ্ঞান তোমাদের নেই? (৮১) বস্তুত যারা কোন পাপ করে এবং নিজেদের পাপের দ্বারা যারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে, তারাই জাহান্নামবাসী,তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(৮২) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারাই জান্নাতি, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(৮৩) স্মরণ করো যখন আমি ইসরায়িলের সন্তানদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করবে না এবং ভাল ব্যবহার করবে মাতা পিতার সাথে, আত্মীয়স্বজনের সাথে, অনাথ ও গরীবদের সাথে, আর মানুষের সাথে সদালাপ করবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে;' কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সকলে বিমুখ হল এবং কর্নপাত করল না।

(৮৪) আর যখন আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিলাম যে, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করবে না' এবং নিজেদের লোকজনকে ঘরছাড়া করবে না।' তখন তোমরা স্বীকার করেছিলে, আর তোমরাই তো তার সাক্ষী। (৮৫) তারপর তোমরাই নিজেদের লোকজনদেরকে হত্যা করছো এবং নিজেদেরই একটি দলকে তাদের শহর থেকে বহিষ্কার করে দিচ্ছো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে একে ওপরকে সাহায্য করছো। আর যদি তারা তোমাদের নিকটে বন্দী হয়ে আসে তাহলে তোমরা মুক্তিপণ (অর্থদণ্ড) নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছো; অথচ তাদের বহিষ্কার করে দেওয়াটাই তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তোমরা কি আল্লাহর গ্রন্থের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ অমান্য কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা আর শেষ বিচারের (পুনরুত্থান দিবসের) দিনে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ সবই জানেন। (৮৬) এরাই সেই লোক যারা পরলোকের বদলে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; অতএব তাদের দণ্ড লঘু হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।

(৮৭) আমি মূসাকে (মোজেস) গ্রন্থ দিয়েছি এবং তারপরে একে একে পয়গম্বর পাঠিয়েছি। মারইয়ামের (মেরী) পুত্র ঈসাকে (যিশু) স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মার (জিবরাঈল) মাধ্যমে তাকে সহায়তা করেছি। কিন্তু যখনই কোন পয়গম্বর তোমাদের কাছে তোমাদের অনভিপ্রেত বিষয় নিয়ে এসেছে তখনই তোমরা উদ্ধত হয়ে গেছ; অতঃপর তোমরা একদলকে অবিশ্বাস করেছ আর অন্যদলকে হত্যা করেছ। (৮৮) এবং তারা বলে, '(তোমরা যা কিছু বল না কেন) আমাদের হৃদয় দূর্ভেদ্য রূপে আচ্ছাদিত;' কিন্তু অস্বীকার করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই কারণে তারা খুবই কম বিশ্বাস করে। (৮৯) আর যখন ওদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ হতে একটি গ্রন্থ এল যা তাদের নিকট বিদ্যমান গ্রন্থের (অন্তিম পয়গম্বরের পূর্বাভাস বিষয়ক) সত্যতাকে মান্যতা প্রদান করে, তারা তা অমান্য করল -- অথচ এর পূর্বে তারা স্বয়ং অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত – আর যখন ওদের নিকট সেই জিনিষ এল যার সত্যতা তারা অনুধাবন করতে পেরেছিল, তবুও তারা তা অবিশ্বাস করল। অতএব সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে। (৯০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে সেটা কতই না নিকৃষ্ট, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে অস্বীকার করছে এই ঈর্ষার কারণে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন! অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়েছে। আর অস্বীকারকারীদের উপর রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

(৯১) আর যখন তাদের বলা হয়, 'ঐ বাণী বিশ্বাস কর যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন,' তখন তারা বলে, 'যা আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সেটাই বিশ্বাস করি। আর যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে তারা ওটাকে অবিশ্বাস করে যদিও তা সত্য এবং তাদের কাছে যা আছে তা প্রতিপাদন করে। বলঃ 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক তাহলে ইতিপূর্বে যে নবীগণ এসেছিল

তাদেরকে কেন হত্যা করেছিলে ? (৯২) আর মূসা (মোজেস) তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তোমরা তার অনুপুস্থিতিতে বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলে, আর তোমরা অসদাচারী হয়ে গেলে। (৯৩) আর যখন আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, আর তূর পাহাড়কে তোমাদের উর্ধ্বে তুলে ধরে বলেছিলাম যে, 'তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর।' তারা বলেছিলঃ 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম।' আর তাদের অস্বীকারের কারণে বাছুরের প্রতি ভালোবাসা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল। বলঃ 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের বিশ্বাস যা তোমাদেরকে শেখায় তা কত মন্দ!' (৯৪) বলঃ 'আল্লাহর নিকটে পরলোকের নিবাস যদি সকলকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (৯৫) কিন্তু তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা পাঠিয়েছে তার কারণে তারা কখনই মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ এই অসদাচারীদের কথা ভাল করেই জানেন। (৯৬) আর অবশ্যই তুমি দেখবে যে তারা জীবিত থাকার প্রতি যে কোন মানুষের চেয়ে অধিক আগ্রহী , এমনকি অংশীবাদীদের চেয়েও। তাদের মধ্যে প্রত্যেকে চায় যে সে হাজার বছরের আয়ু প্রাপ্ত হোক, যদিও এতদিন জীবিত থেকেও তারা শাস্তি হতে বাঁচতে পারবে না; আর আল্লাহ দেখছেন তারা যা করছে।

(৯৭) তুমি বলঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের (আল্লাহর বাণী পয়গম্বরের নিকট যে দূত নিয়ে এসেছেন) শত্রু -- যিনি এই বাণী (কুরআন) আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছেন যা পূর্ববর্তী গ্রন্থের (পূর্বে প্রকাশিত অন্তিম পয়গম্বর সংক্রান্ত পূর্বাভাস) সত্যতাকে স্বীকার করে এবং তা বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ -- (৯৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেস্তাগণ, পয়গম্বরগণ, জিবরাঈল ও মিকাইলের শত্রু, নিশ্চিত ভাবে

আল্লাহ ঐ সব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু। (৯৯) আর আমি তোমার উপরে স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ অবতীর্ণ করেছি, দুষ্কর্মকারী (জালিম) ব্যতীত কেডই তা অস্বীকার করতে পারবে না। (১০০) এটা কেন হয়, যখনই তারা কোন প্রতিজ্ঞা করে তখনই তাদের কোন না কোন দল তা ভঙ্গ করে? আসলে তাদের অধিকাংশেরই প্রকৃত বিশ্বাস নেই। (১০১) তাদের নিকটে পূর্ব হতে যে (ভবিষ্যদ্বাণী) আছে তা পূর্ণ করে যখন তাদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ হতে একজন রাসূল এসেছেন, তখন ঐ লোকেরা যাদেরকে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তারা আল্লাহর গ্রন্থকে এমনভাবে পিছনে ফেলে দিয়েছে যেন তারা কিছুই জানে না।

(১০২) সুলাইমানের (সলোমান) রাজত্বের নামে শয়তানরা অসাধুভাবে যা করতো, তারা তা মানতে লাগলো। সুলাইমান (সলোমান) সত্য অস্বীকারকারী ছিল না; বরং শয়তানরাই ছিল অস্বীকারকারী। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শেখাতো; ব্যাবিলনের দুই ফেরেস্তা হারুত ও মারুত এর উপর ঐ জাদুবিদ্যা অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এই দুজন (ততক্ষণ) কাউকে শিক্ষা দিতনা যতক্ষন না তারা (তাকে) বলতো, 'আমরা তো কেবল এক পরীক্ষার জন্য, অতএব, তুমি (আল্লাহর নির্দেশনার) অস্বীকারকারী হয়ো না।' তারা তাদের নিকট ঐ বিষয়টি শিখতো যার দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে; কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া এর দ্বারা তারা কারও কোন ক্ষতি করতে পারত না। এই মানুষগুলো যা শিখতো তার দ্বারা তাদেরই ক্ষতি হতো, কোন লাভ হতো না। আর তারা ভালোভাবেই জানতো যে, যারা এই জ্ঞান অর্জন করে, পরলোকে তাদের কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না নিকৃষ্ট! যদি তারা এটা বুঝত! (১০৩) আর যদি তারা বিশ্বাসী হয়ে যেত এবং আল্লাহকে ভয় করত তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে উত্তম প্রতিফল পেত। যদি তারা এটা বুঝত!

(১০৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পয়গম্বরকে ‘রাইনা’ (আমাদের মেষপালক) বলো না, বরং ‘উনযুরনা’ (আমাদের প্রতি খেয়াল কর) বলো এবং মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনে নাও; অবজ্ঞাকারীদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি।[১] (১০৫) যারা অবজ্ঞা করেছে, তারা গ্রন্থধারীই হোক বা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী হোক, তারা চায় না যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন কল্যাণ নেমে আসুক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহের পাত্র হিসাবে তাকে বেছে নেন, আল্লাহ পরম দয়াবান। (১০৬) আমি যে বাণী রহিত কিম্বা বিস্মৃত করি তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমতুল্য বাণী আনয়ন করি। তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম? (১০৭) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য কেবল আল্লাহর জন্য, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অতিরিক্ত কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই? (১০৮) তোমরা কি চাও যে, তোমরা তোমাদের রাসূলকে প্রশ্ন কর যেমন ইতিপূর্বে মূসাকে (মোজেসকে) প্রশ্ন করা হয়েছিল। আর যে ব্যক্তি ঈমানকে (বিশ্বাসকে) অবিশ্বাসের সাথে বিনিময় করেছে সে নিশ্চিতরূপে সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে। (১০৯) অনেক গ্রন্থধারী ঈর্ষাবশত যেকোন প্রকারে তোমাদেরকে আবার মুনকির (অবজ্ঞাকারী) করে দিতে চায়, যদিও তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো এবং সত্য তাদের সামনে প্রকট হয়েছে। অতএব, তোমরা ক্ষমা করে যাও আর উপেক্ষা করতে থাক যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশনা আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

---

১ বিঃ দ্রঃ (২ঃ১০৪) নবী (সঃ) এর সাহচর্যে এমন কিছু লোক থাকতো, যারা ভাষার চাতুরী প্রয়োগ করে বাণীসমূহকে বিদ্রুপ করতো। যেমন, দ্ব্যর্থহীন আরবী শব্দ ‘উনযুরনা’ (অর্থাৎ আমাদের প্রতি খেয়াল কর) পরিবর্তে তরা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ‘রা-‘ইইনা’ অর্থাৎ আমাদের মেষপালক বলত।

(১১০) আর নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত আদায় কর, আর যে ভাল কর্ম তোমরা পূর্বে পাঠাবে সেটা তুমি আল্লাহর নিকটে পাবে। যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ নিশ্চিতরূপে তা দেখছেন। (১১১) আর তারা বলে, 'ইহুদি ও খ্রিষ্টান ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রেবেশ করতে পারবে না।' এটা তাদের মিথ্যা আশা। বলঃ 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এস যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (১১২) বরং যে নিজেকে স্বয়ং আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল, এমন ব্যক্তির জন্য তার প্রতিপালকের নিকট প্রতিফল আছে। তাদের কোন ভয় নেই, কোন দুঃখও নেই।

(১১৩) আর ইহুদীরা বলে, 'খ্রিষ্টানদের কোন ভিত্তি নেই।' আর খ্রিষ্টানরা বলে, ' ইহুদীদের কোন ভিত্তি নেই।' অথচ তারা সবাই ঐশীগ্রন্থ পাঠ করে, এবং যাদের জ্ঞান নেই তারাই কেবল এমন কথা বলে। অতএব, তারা যা নিয়ে মতভেদ করত বিচার দিনে আল্লাহ সে বিষয়ের মীমাংসা করবেন। (১১৪) তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হবে যে আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা ধ্বংসের চেষ্টা করে? তাদের উচিত ছিল যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা। তাদের জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা আর পরলোকেও বড় ধরনের শাস্তি নির্ধারিত। (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তুমি যে দিকেই মুখ ফেরাও, আল্লাহ রয়েছেন। নিশ্চিতরূপে আল্লাহ সর্বব্যাপী, মহাজ্ঞানী। (১১৬) তারা বলে আল্লাহ একজন সন্তান গ্রহণ করেছেন! আল্লাহ এ হতে পবিত্র; বরং আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর, সবাই তাঁর অনুগত। (১১৭) তিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করেছেন। তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বলে দেন, 'হয়ে যাও' তখনই তা হয়ে যায়।

(১১৮) যারা অজ্ঞ তারা বলেঃ 'আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন?'

এই ভাবে এদের পূর্ববর্তীরাও এদের মতই বলেছিল, এদের অন্তর একই রকমের। আমি দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছি।
(১১৯) আমি তোমাকে সত্যসহ, সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি। আর তোমাকে জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হবে না।
(১২০) ইহুদী আর খ্রিষ্টানগণ কখনই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী না হও। তুমি বলঃ 'যে পথ আল্লাহ দেখান সেটাই সঠিক পথ। আর যে জ্ঞান তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা অর্জনের পর যদি তুমি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন পৃষ্টপোষক বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (১২১) যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা তা যথার্থ ভাবে পাঠ করে; তারা তা বিশ্বাস করে; আর যারা তা অবিশ্বাস করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(১২২) হে ইসরায়িলের সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (১২৩) আর সেই দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না, আর কারও থেকে কোন অর্থদণ্ড নেওয়া হবে না, কারও সুপারিশ কারও কোন উপকার করতে পারবে না, কারও কোন সাহায্যও পাওয়া যাবে না। (১২৪) যখন ইবরাহীমকে (আবরাহামকে) তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন তখন সে তা পূরণ করেছিল। আল্লাহ বললেনঃ 'আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য পথ প্রদর্শক করবো।' ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও?' তখন আল্লাহ বললেনঃ 'আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের (জালিমদের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।'

(১২৫) আর যখন আমি কাবাকে মানুষের একত্রিত হওয়ার স্থান এবং শান্তির স্থান বলে ঘোষণা করলাম আর আদেশ দিলাম যে, মকামে-ইবরাহীম

(আবরাহামের দাঁড়াবার স্থান) কে নামায পড়ার জায়গা বানিয়ে নাও। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিলাম যে, 'আমার ঘরকে পরিক্রমাকারী, এতেকাফকারী আর রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।' (১২৬) আর যখন ইবরাহীম বলেছিলঃ 'হে আমার প্রতিপালক! এই নগরকে শান্তির নগর বানিয়ে দিন; আর এর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী তাদেরকে ফল ফলাদি দ্বারা জীবিকা প্রদান করুন।' আল্লাহ বললেনঃ 'যারা অবজ্ঞা করবে আমি তাদেরকে কিছু দিনের জন্য উপভোগ করতে দেব; অতঃপর তাদেরকে আগুনের শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবো, আর সেটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।'

(১২৭) আর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল ক্বা'বার দেওয়াল গেঁথে তুলছিল, আর বলছিলঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করুন, আপনি সবই শোনেন সবই জানেন।' (১২৮) হে আমাদের প্রভু! 'আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, আর আমাদের বংশ থেকে আপনার অনুগত একটি জাতি তৈরী করুন, আর আমাদের ইবাদত পদ্ধতি শিখিয়ে দিন, আর আমাদের ক্ষমা করুন, আপনিই ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।' (১২৯) হে আমাদের প্রভু! সেই দলে এদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠান যে তাদেরকে আপনার বাণী শোনাবে, আর তাদেরকে গ্রন্থ ও বিবেকের শিক্ষা দিন, আর তাদের তাজকীয়া (শুদ্ধিকরণ ও আধ্যাত্মিক বিকাশ) করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

(১৩০) নির্বোধ ছাড়া কে ইবরাহীমের (আবরাহামের) ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে? আমিই তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, আর পরলোকেও সে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১৩১) যখন তর প্রভু তাকে বললেন, 'আত্মসমর্পণ করো।' তখন সে বলল, 'আমি স্বয়ং নিজেকে নিখিল বিশ্বের প্রভুর নিকট সমর্পণ করলাম।' (১৩২) আর এই

পন্থা অনুসরণের জন্য ইয়াকুব (জ্যাকব) যেমন তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল, ইবরাহীম (আবরাহাম) তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল, 'হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীন (ধর্ম) মনোনীত করেছেন; অতএব, তাঁর অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মৃত্যু বরণ করো না।' (১৩৩) তুমি কি ইয়াকুবের (জ্যাকব) মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলে, যখন সে তার পুত্রদের বলেছিল, 'আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা বলেছিলঃ 'আমরা ঐ আল্লাহর ইবাদত করবো যাঁর ইবাদত তুমি আর তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আবরাহাম), ইসমাঈল, ইসহাক (আইজ্যাক) করে এসেছ। তিনিই একমাত্র উপাস্য, আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পন করেছি।' (১৩৪) এরা ছিল এক জাতি যারা অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের; আর তোমরা যা উপার্জন করছো তা তোমাদের। তারা যা করতো, সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

(১৩৫) তারা বলে ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পাবে। বলঃ 'না বরং আমরা তো অনুসরণ করি ইবরাহীমের (আবরাহামের) ধর্ম, যে আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্ত ছিল, আর সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী ছিল না। (১৩৬) বলঃ 'আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহকে এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইবরাহীম (আবরাহাম), ইসমাঈল (ইসমায়েল), ইসহাক (আইজ্যাক), ইয়াকুব (জ্যাকব) ও তার সন্তানদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, আর যা প্রদান করা হয়েছিল মূসা (মোজেস) ও ঈসাকে (যিশু), আর যা নবীগনকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রদান করা হয়েছিল। আমরা তাদের মধ্যে কারও সাথে কারও প্রভেদ করি না। আর আমরা আল্লাহরই অনুগত (মুসলিম)।' (১৩৭) তোমরা যা যা বিশ্বাস করেছ তারা যদি তদ্রুপ বিশ্বাস করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা সঠিক পথ পেয়ে গেছে। আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে জেনে রাখ তারা শত্রুতার মধ্যেই লিপ্ত থাকল। নিশ্চই,

তাদের থেকে তোমাদের সুরক্ষার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি সব কিছুই শোনেন, সব কিছুই জানেন। (১৩৮) আমরা আপন করে নিয়েছি আল্লাহর রং। আল্লাহর রং হতে আর কার রং উত্তম? আমরা তাঁরই ইবাদতকারী। (১৩৯) বলঃ 'তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিবাদ করতে চাও? অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু আর তোমাদেরও প্রভু। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম, আর আমরা তাঁরই জন্য নিবেদিত। (১৪০) তোমরা কি বলতে চাও যে, ইবরাহীম (আবরাহাম), ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব আর তার সন্তানেরা সবাই ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান ছিল?' বলো, 'তোমরা বেশী জানো না আল্লাহ? আর তার চেয়ে অধিক অসদাচারী আর কে হবে যে সেই সাক্ষ্য গোপন করে যা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে? আর যা কিছু তোমরা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন।' (১৪১) যারা গত হয়েছে এরা ছিল এক জনগোষ্ঠী। তারা যা করেছে তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা করছ তা তোমাদের জন্য। তাদের সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

(১৪২) নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবেঃ 'বিশ্বাসীদের কি হলো, যেদিকে মুখ করে তারা প্রার্থনা করতো, তার থেকে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল?' বলঃ পূর্ব আর পশ্চিম আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান। (১৪৩) এই ভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও এবং পয়গম্বর তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন। পূর্বে তোমরা যে দিকে মুখ করে নামায প্রতিষ্ঠা করতে, তা পরিবর্তন করেছি এই জন্য যে, এর দ্বারা আমি পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারবো, কারা পয়গম্বরের অনুসারী আর কারা তাকে পৃষ্টপ্রদর্শন করে। আল্লাহ যাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের জন্য এটা অবশ্যই খুবই কঠিন বিষয়। আল্লাহ কখনও তোমাদের বিশ্বাস নষ্ট করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু।

(১৪৪) আমি তোমাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখেছি। অতএব আমি তোমাকে প্রার্থনার জন্য ঐ কিবলামুখী করব যেটা তুমি পছন্দ করো। এখন নিজের মুখ মসজিদে হারাম (ক্বাবা) এর দিকে ফিরিয়ে নাও। আর তোমরা যেখানেই থাকো নিজেদের মুখ ওই দিকেই কর। আর যাদেরকে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তারা ভালভাবেই জানে যে, এটা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে সঠিক বিধান। তারা যা করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৪৫) আর যদি তুমি ঐ গ্রন্থধারীদের নিকট সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করো, তবুও তারা তোমাদের কিবলা (অভিমুখ) মানবে না, তোমরাও তাদের প্রার্থনা করার অভিমুখ মানবে না। এবং তাদের কেউই একে অপরের প্রার্থনা করার অভিমুখ মানবে না। তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তার পরেও যদি তুমি ওদের ইচ্ছার অনুসরণ কর, তাহলে অবশ্যই তুমি অবাধ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (১৪৬) আমি যাদেরকে গ্রন্থ দিয়েছি, তারা তাকে (রাসূলকে) ওই ভাবেই চেনে যে ভাবে তারা নিজেদের পুত্রদেরকে চেনে। ওদের মধ্যে একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে। তোমার প্রতিপালক যা বলেন তাই সত্য। (১৪৭) অতএব তুমি কখনও সন্দেহ পোষণ করো না।

(১৪৮) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নিজস্ব অভিমুখ রয়েছে, যেদিকে তারা মুখ ফেরায়। অতএব তোমরা ভালোর দিকে ধাবমান হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবই করতে পারেন। (১৪৯) তুমি যেখান থেকেই বাহির হও না কেন, মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরাও। নিঃসন্দেহে এটা তোমার প্রভুর পক্ষ হতে সত্য, আর যা কিছু তোমরা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন। (১৫০) তুমি যেখান থেকেই বাহির হও না কেন মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরাও; আর তোমরাও যেখানেই থাক না কেন এই মসজিদের দিকেই মুখ ফেরাবে। যারা অবিবেচক, তারা ছাড়া কোন মানুষ যেন তোমাদের

বিপক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করাতে না পারে। অতএব তোমরা ওদের ভয় কর না, আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি আমার কৃপা তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিই, আর যাতে তোমরা সঠিক দিশা পেয়ে যাও। (১৫১) সেই জন্য আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার বাণী (নিদর্শনাবলী) পড়ে শোনায়, আর সে তোমাদেবকে পবিত্র করে, আর তোমাদেরকে গ্রন্থের (কুরআনের) এবং হিকমতের (বিবেকের বা প্রজ্ঞার) শিক্ষা দান করে। আর তোমাদেরকে যা শেখায় তা তোমরা জানতে না। (১৫২) অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণে রাখবো। আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, কৃতঘ্ন হয়ো না।

(১৫৩) হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য আর নামাযের মাধ্যমে সহায়তা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা জান না। (১৫৫) আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় আর ক্ষুধা দ্বারা, সম্পত্তি, প্রাণ আর ফল ফলাদির ক্ষতি দ্বারা। আর ধৈর্যধারণকারীদের সুসংবাদ দাও। (১৫৬) যারা বিপদ আসলে বলে নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। (১৫৭) এরাই সেই লোক যাদের উপর তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে বিশেষ কৃপা আর অনুগ্রহ রয়েছে। আর এরাই সঠিক পথে আছে!

(১৫৮) সাফা আর মারওয়া (মক্কার দুটি পাহাড়) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিদর্শন। অতএব যারা আল্লাহর ঘরে হজ্ব অথবা উমরা করতে যায়, তারা এদুটি পরিক্রমা করলে তাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই, এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যদি কেউ কিছু ভালকাজ করে, তাহলে আল্লাহ যথার্থ পুরস্কারদাতা ও সর্বজ্ঞাত।

(১৫৯) যারা আমার অবতীর্ণ করা স্পষ্ট নিদর্শন সমূহকে এবং আমার পথ নির্দেশনাকে গোপন করে, যেগুলি আমি মানুষের জন্য গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্ট করেছি, তাদের জন্য আছে আল্লাহর প্রত্যাখ্যান, আর তাদেরকে প্রত্যাখ্যানকারীরাও প্রত্যাখ্যান করবে। (১৬০) তবে যারা অনুশোচনা করেছে এবং শুধরে নিয়েছে এবং সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করবো, এবং আমি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬১) নিঃসন্দেহে যারা অস্বীকার করেছে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেস্তাগণের এবং মানুষের অভিসম্পাত। (১৬২) তারা ঐ অভিশাপ নিয়েই চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না বা তাদেরকে বিরাম দেওয়া হবে না।

(১৬৩) তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি অত্যন্ত করুণাময় ও অতি দয়ালু। (১৬৪) নিঃসন্দেহে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি, রাতদিনের বিবর্তন, মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে পানিপথে ভাসমান নৌযান, আকাশ থেকে যে বৃষ্টি আল্লাহ বর্ষণ করেন যার দ্বারা মৃত ভূমি জীবিত হয় এবং তার উপর নানা প্রকার পশু বিচরণ করে, বাতাসের দিক-পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়োজিত মেঘমালা সঞ্চারন এ সমস্ত কিছুর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

(১৬৫) কিছু লোক এমন আছে যারা, আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে। তারা তাকে এমন ভালোবাসে যেমন ভালবাসা আল্লাহর প্রতি থাকা উচিত। আর যারা বিশ্বাসী, তারা সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভালবাসে। আর যদি অত্যাচারীরা (জালিমরা) তাদের ঐ অবস্থাটা দেখে নিতে পারতো যখন তারা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে, তবে তারা উপলব্ধি করতে পারতো, সমুদয় শক্তি আল্লাহর এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

(১৬৬) যখন শাস্তি তাদের সম্মুখবর্তী হবে, তখন তারা যাদের অনুসারী ছিল, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। (১৬৭) আর তাদের অনুসারীরা বলবে, 'হায়! যদি আমরা আর একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেভাবে আমাদের দায় অস্বীকার করেছে তেমন করে আমরাও তাদের দায় অস্বীকার করতাম। এই ভাবে আল্লাহ তাদের কর্মসমূহকে তাদের জন্যে আক্ষেপে পরিণত করে দেখাবেন। আর তারা আগুন (জাহান্নাম) থেকে বাহির হতে পারবে না।

(১৬৮) হে মানুষ! পৃথিবীর বৈধ ও পবিত্র বস্তু আহার কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু। (১৬৯) সে কেবল তোমাদেরকে মন্দ কাজ এবং নির্লজ্জতার আদেশ দেয়, আর আল্লাহ সম্পর্কে তাই বলতে বলে যা তোমরা জান না। (১৭০) আর, যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন তা মেনে চল,' তখন তারা বলে, 'আমরাতো তাই মেনে চলবো যা আমাদের পূর্বপুরুষদের মেনে চলতে দেখেছি।' যদি ও তাদের পূর্বপুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না। (১৭১) আর সত্য অস্বীকারকারীরা ঐ পশুগুলোর মতো, যাদের আহ্বান করলে কেবল আওয়াজটাই শুনতে পায়, তার অর্থ বোঝে না। তারা বধির, মূক ও অন্ধ। তারা কিছুই বোঝে না।

(১৭২) হে বিশ্বাসীগণ! আমার দেওয়া পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তুমি তাঁর উপাসক হও। (১৭৩) আল্লাহ তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন মৃতদেহ, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত। আর যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যায়, কিন্তু লালায়িত হয় না বা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তাহলে তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১৭৪) আল্লাহ গ্রন্থের যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন তার কোন অংশ গোপন করে বিনিময়ে সামান্য বৈষয়িক মুনাফা লাভ করে তারা শুধু আগুন দিয়ে নিজেদের উদর পূর্ণ করছে। উত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। (১৭৫) এরাই সেই লোক, যারা সুপথের বদলে পথভ্রষ্টতা, আর ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করেছে। তারা জাহান্নামের অগ্নিকেও কত অল্প ভয় করে! (১৭৬) এই জন্যই আল্লাহ সত্য গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যারা এই গ্রন্থের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, তারা গভীর বিরোধের মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছে।

(১৭৭) তোমরা তোমাদের মুখ পূর্বদিকে বা পশ্চিম দিকে করার মধ্যে কোন পুণ্য নেই; বরং আল্লাহ, পরলোক, ফেরেস্তা, ঐশীগ্রন্থ ও তাঁর পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিকট আত্মীয়, অনাথ, সাহায্য প্রার্থী এবং পথিকদের সম্পদ দান করা, দাসমুক্ত করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, বিপদে ও দুঃখ কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করার মধ্যে পুণ্য আছে। এই লোকেরাই সত্যশ্রয়ী এবং আল্লাহ-ভীরু।

(১৭৮) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য হত্যার প্রতিশোধ বিধিবদ্ধ করা হচ্ছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের বদলে দাস, মহিলার বদলে মহিলা, তবে মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করা হলে সেক্ষেত্রে তার উচিৎ ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সহৃদয়তার সাথে তার অনুকূলে রক্তমূল্য পরিশোধ করা। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক সুবিধা এবং দয়া। এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারিত। (১৭৯) হে বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা! কিসাসের (প্রতিশোধের) মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত আছে, যাতে

তোমরা আল্লাহ-ভীরু হতে পারো। (১৮০) তোমাদের জন্য এটা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, যদি সে কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে তার পিতামাতা আত্মীয়স্বজনদের জন্য সে যেন মৃত্যুকালীন জবানবন্দী করে যায়। এটা আল্লাহ-ভীরুদের কর্তব্য। (১৮১) অতঃপর অসিয়ৎ বা জবানবন্দী শোনার পর যদি কেউ তা বদলে দেয়, তাহলে এ পাপ তারই উপরে বর্তাবে যে অসিয়ৎ বদলে দিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুই শোনেন, সব কিছুই জানেন। (১৮২) হ্যাঁ, তবে কেউ যদি কোন অসিয়ৎকারীর কোন রকম পক্ষপাত বা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, বা কারও অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে মনে করে এবং সে আপোষ মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন পাপ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(১৮৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর রোযা আবশ্যিক করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্বের লোকদের উপর রোযা আবশ্যিক করা হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমী হও। (১৮৪) এই রোযা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য; তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা ভ্রমণে থাকে তাহলে অন্য দিনে তারা সংখ্যা পূর্ণ করে নেবে। আর যার শক্তি নেই, তাকে একদিন রোযার পরিবর্তে একজন গরীবকে একদিনের খাদ্য দিতে হবে। যে অতিরিক্ত পুণ্য করবে তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তুমি রোযা কর তাহলে তা তোমাদের জন্য মঙ্গল। যদি তোমরা বুঝতে পারো। (১৮৫) রমযান হল সেই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানুষের জন্য দিক-নির্দেশনা, সৎপথের প্রত্যক্ষ নিদর্শন এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে। আর যারা অসুস্থ অথবা ভ্রমণরত অবস্থায় থাকে, তারা অন্যদিনে এই সংখ্যা পূর্ণ করে নেবে।

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। তিনি চান তোমরা পুরো মাস রোযা পালন করো, যাতে করে তোমাদেরকে সুপথ দেখানোর জন্য তোমরা তাঁর মহিমা প্রকাশ করতে পারো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

(১৮৬) আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তখন তাদেরকে বলে দাওঃ 'আমি তো কাছেই আছি। কেউ যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার আদেশ মান্য করুক এবং আমার উপরে বিশ্বাস রাখুক যাতে তারা সঠিক পথ পায়।' (১৮৭) তোমাদের জন্য রোযার রাত্রিতে নিজেদের পত্নীদের নিকটে গমন করা বৈধ করা হল। তারা তোমাদের বস্ত্রস্বরূপ আর তোমরাও তাদের বস্ত্রস্বরূপ, আল্লাহ জানেন তোমরা ইতিপূর্বে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে, তবে তিনি তোমাদের উপর কৃপা করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সংস্পর্শে যেতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বরাদ্দ করে রেখেছেন তা কামনা করতে পার। আর আহার কর, পান কর, যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে প্রভাতের শুভ্র রেখা স্পষ্ট হয়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যখন তোমরা মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় থাকবে, তখন স্ত্রী-সহবাস করবে না। এটাই আল্লাহর তৈরী সীমারেখা, অতএব তোমরা তাদের নিকট যাবে না। এই ভাবে আল্লাহ তাঁর নির্দেশনা মানুষের নিকট বর্ণনা করেন, যাতে তারা সংযত হতে পারে। (১৮৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জ্ঞাতসারে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদের একটা অংশ ভোগ করার উদ্দেশ্যে তা শাসকদের নিকটে উপঢৌকন হিসাবে পেশ করো না।

(১৮৯) তারা তোমার নিকটে চাঁদের বিভিন্ন আকার সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দাওঃ 'এগুলো মানুষের জন্য এবং হজ্বের জন্য সময় নির্দেশক।'

তোমরা যে পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো, এটা পুণ্য নয়; বরং আল্লাহ-ভীরুতার জন্য যে সংযমশীলতা অবলম্বন করে, সেই পূণ্যবান। তোমরা সামনের দরজা দিয়েই ঘরে প্রবেশ কর ও আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (১৯০) এবং আল্লাহর পথে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।[১] আর অত্যাচার করো না, আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৯১) আর মারো যেখানে ওদেরকে পাও (যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে)[১], আর বার করে দাও ওদেরকে যেখান থেকে তারা তোমাদের বার করে দিয়েছে। আর ফিতনা (ধর্মীয় অত্যাচার) হত্যার চেয়েও গুরুতর। আর তাদের সাথে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে। অতএব যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তাদেরকে বধ করো। এটাই অবজ্ঞাকারীদের শাস্তি। (১৯২) আর যদি তারা মেনে নেয়, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (১৯৩) আর ওদের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিতনার (ধর্মীয় অত্যাচার) অবসান হয়[১] এবং আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয়, তাহলে অত্যাচারী ব্যতীত কারো বিরুদ্ধে কোন বৈরিতা নেই।

(১৯৪) পবিত্র মাসের পরিবর্তে পবিত্র মাস এবং পবিত্রতা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কিসাস (প্রতিশোধ) প্রযোজ্য।[১] অতএব যারা তোমাদের উপরে কঠোর হয়েছে তোমরাও তাদের উপর ঐ পরিমাণ কঠোর হও, যে পরিমাণ কঠোরতা তারা তোমাদের উপর প্রদর্শন করেছে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ আল্লাহ আল্লাহ-ভীরুদের সঙ্গে আছেন। (১৯৫) এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো আর নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা। আর ভাল কাজ কর। নিশ্চয় যারা ভাল কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

---

[১] বিঃ দ্রঃ (২ঃ১৯০-১৯৪) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৯৬) তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্ব আর উমরাহ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন কর। তবে যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, যেমনটি পাওয়া যায় তেমন একটি পশু কুরবানি কর। কুরবানীর পশুটি তার জায়গায় না পৌঁছনো পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করো না। আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয়, কিম্বা কারও মাথায় যদি কোন সমস্যা থাকে, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ (ফিদিয়া) দেবে উপবাস, দান অথবা কুরবানি দ্বারা। তারপর নিরাপত্তা ফিরে এলে, কেউ হজ্বের সাথে উমরাহ পালন করতে চাইলে, যেমন পাওয়া যায় একটি পশু কুরবানি করবে। আর যদি পশু না পাওয়া যায় তাহলে হজ্বের সময় তিন দিন রোযা পালন করবে আর ঘরে ফিরে সাত দিন রোযা পালন করবে, এই ভাবে দশদিন পূর্ণ হবে। এটা তাদের জন্য যাদের পরিবার মসজিদে হারামের নিকট বাস করে না। আল্লাহকে ভয় কর, আর মনে রেখো আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। (১৯৭) হজ্বের জন্য নির্ধারিত মাস আছে। অতএব যে ব্যক্তি এই নির্ধারিত মাসে হজ্ব করার ইচ্ছা করেছে সে হজ্বের মধ্যে কোনো অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ বা ঝগড়া-বিবাদ করতে পারবে না এবং যে ভাল কাজ তোমরা করবে আল্লাহ তা জানতে পারবেন। সঙ্গে পাথেয় নিও, সবচেয়ে ভাল পাথেয় হল আল্লাহ-ভীরুতা। হে বুদ্ধিমানেরা! আমাকে ভয় কর।

(১৯৮) (হজ্বের সময়ে) যদি তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুকম্পা অন্বেষণ কর তাতে কোন পাপ নেই। আর আল্লাহকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্টদের মধ্যে ছিলে। (১৯৯) অতঃপর পরিক্রমায় চলো যেখান দিয়ে সব লোক চলে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বাস্তবিক আল্লাহ ক্ষমা প্রদানকারী, দয়াবান। (২০০) অতঃপর যখন তুমি হজ্বের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেল, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা এর পূর্বে তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে স্মরণ

করতে বা তার চেয়েও অধিক আকুলভাবে। কিছু মানুষ আছে যারা বলেঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জগতেই সবকিছু দিয়ে দিন। তাদের জন্য পরলোকে কোন অংশ নেই।' (২০১) আর কিছু লোক বলেঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জগতে কল্যাণ দান করুন, আর পরলোকেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের যন্ত্রণা হতে বাঁচান।' (২০২) তাদের জন্য আছে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল (এই জগতে ও পরলোকে)। আর আল্লাহ অতি সত্ত্বর হিসাব নেবেন। (২০৩) আর আল্লাহকে স্মরণ কর নির্ধারিত দিনে। আর যে তাড়াতাড়ি করে দুদিনেই (মক্কায়) চলে আসে, তার কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি থেকে যাবে তারও কোন পাপ নেই। এটা তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং মনে রেখো, তোমাদেরকে তাঁরই নিকটে একত্রিত করা হবে।

(২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার পার্থিব জীবন সম্পর্কিত কথা তোমাকে মুগ্ধ করে। তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। আসলে সে সর্বাধিক কলহপ্রিয় প্রতিপক্ষ। (২০৫) যখন সে চলে যায়, তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, এবং শস্যক্ষেত ও জীবজন্তু ধ্বংস করার প্রয়াস চালায়। আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহকে ভয় কর,' তখন অহমিকা তাকে অপরাধের দিকে টেনে ধরে। অতএব এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা। (২০৭) কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে, আর আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর পরম স্নেহপরায়ণ।

(২০৮) হে বিশ্বাসীগণ! পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, সে তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু।

(২০৯) তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসা সত্ত্বেও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (২১০) তবে কি মানুষ এই প্রতিক্ষায় আছে যে, আল্লাহ (স্বয়ং) মেঘের ছায়ার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে চলে আসুন এবং ফেরেস্তারাও (আসুন) আর বিষয়টির মিমাংসা করে দিন। বস্তুতঃ সকল বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। (২১১) ইসরায়িলের সন্তানদের জিজ্ঞাসা কর, আমি ওদের কি পরিমাণ স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি। আর যে ব্যক্তি তার কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পর তা পরিবর্তন করে, সে জেনে বাখুক, আল্লাহ নিশ্চিতরূপে কঠোর দণ্ডদাতা। (২১২) অবজ্ঞাকারীদের জন্য এই সাংসারিক জীবন আকর্ষণীয় করে দেওয়া হয়েছে। আর তারা বিশ্বাসীদের উপহাস করে। তবে যারা আল্লাহ-ভীরুতা অবলম্বন করেছে, তারা পুনরুত্থান দিবসে ওদের তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে এবং আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

(২১৩) সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসাবে পয়গম্বর পাঠালেন এবং তাদের সঙ্গে সত্য গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন, যাতে তারা তাদের মতভেদের মিমাংসা করে নিতে পারে। শুধু পারস্পারিক বিদ্বেষবশত তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও যাদেরকে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তারা বিরোধিতা করলো। অতঃপর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে বিশ্বাসীদের সঠিক পথ দেখালেন যে বিষয়ে অন্যেরা মতবিরোধ করছিল এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (২১৪) তোমরা কি মনে করছো যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের যে অবস্থা হয়েছিল, তোমরা তেমন অবস্থার মুখোমুখি না হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে? তারা অভাব-অনটন ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়েছিল এবং এমনভাবে কম্পিত

হয়েছিল যে, রাসূল ও তাঁর সঙ্গী বিশ্বাসীগণ বলে উঠেছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে?' মনে রেখো আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে।

(২১৫) মানুষ তোমার নিকট জানতে চায় যে, তারা কিরূপে খরচ করবে। বলে দাও, যে ধন-সম্পত্তি তোমরা খরচ করো তাতে অধিকার আছে তোমাদের পিতা-মাতার, আত্মীয়-স্বজনের, অনাথদের, গরীব মানুষদের এবং ভ্রমণকারীদের। আর যে উত্তম কাজ তোমরা করবে তা আল্লাহ্ জানেন। (২১৬) তোমাদের উপর যুদ্ধের আদেশ এসেছে, অথচ তা তোমাদের নিকটে কঠিন মনে হচ্ছে। হতে পারে তোমরা যে জিনিষ পছন্দ করো না ওটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল। এবং এটাও হতে পারে, তোমরা যে জিনিষ পছন্দ করো, সেটাই তোমাদের জন্য অমঙ্গল। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

(২১৭) পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করছে। বলঃ 'ঐ মাসে যুদ্ধ করা খুবই খারাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া এবং তা অস্বীকার করা এবং মসজিদে হারাম থেকে তার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর দৃষ্টিতে এর চেয়েও খারাপ। আর অত্যাচার হত্যার চেয়েও আরও বড় খারাপ কাজ।' আর এরা তোমাদের সাথে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, এমনকি এরা তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) থেকে ফিরিয়ে নেবে যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্যে যারা নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, তাদের কর্মসমূহ ইহজগতে এবং পরজগতে বিনষ্ট হবে। আর তারা আগুনে (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। (২১৮) যারা বিশ্বাস এনেছে আর যারা হিজরত (আল্লাহর পথে নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়েছে) করেছে এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশী। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

(২১৯) লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলঃ 'এ দুটি জিনিষেই বড় পাপ রয়েছে, আর লোকদের জন্য কিছু উপকারও রয়েছে। আর এ দুটোর উপকারের চেয়ে অপকার বেশী। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে? বলোঃ 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।' এই ভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান সমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর --
(২২০) এই জগৎ এবং পরলোক সম্বন্ধে। আর তারা তোমাকে অনাথদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলঃ 'যাতে তাদের ভাল হয় সেটাই উপযুক্ত, আর যদি তোমরা তাদের সাথে একত্রে থাকো তাতে ক্ষতি নেই, তারা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ জানেন কে অকল্যাণকারী আর কে কল্যাণকারী। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের বিপত্তিতে ফেলতে পারতেন, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

(২২১) বহুদেববাদী নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা বিশ্বাসী হয়ে যায়। আর একজন বিশ্বাসী দাসী একজন বহুদেববাদী নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাকে তোমার ভাল লাগে। নিজেদের মেয়েদেরকে বহুদেববাদী পুরুষের সাথে বিবাহ দিও না যতক্ষণ না তারা বিশ্বাসী হয়ে যায়। বিশ্বাসী দাস একজন স্বাধীন বহুদেববাদী পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও তাকে তোমাদের ভাল লাগে। এরা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ বেহেস্ত ও তাঁর ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি তাঁর নিদর্শনাবলী স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।
(২২২) তারা তোমাকে মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলঃ 'এটা অশুচি। ঐ সময় তোমরা নারীদের থেকে আলাদা থাক,' আর যতক্ষণ না তারা পবিত্র হচ্ছে তার নিকটে যেও না। অতঃপর যখন সে ভালভাবে পবিত্র হয়ে যায়, তখন আল্লাহ যেভাবে

নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাদের নিকট যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুশোচনা কারীদের ভালবাসেন, আর যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে ভালবাসেন। (২২৩) তোমাদের নারীরা তোমাদের ক্ষেত্রস্বরূপ, অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ক্ষেত্রে গমন কর, আর নিজের জন্য কিছু পাথেয় আগে পাঠাও এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সাথে মিলিত হতে হবে, এবং বিশ্বাসীগণকে শুভ সংবাদ দাও।

(২২৪) তোমরা সৎকাজ করা, আল্লাহ-ভীরুতা অবলম্বন করা এবং মানুষের মাঝে মিমাংসা করে দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখার স্বীয় শপথের জন্য আল্লাহকে অজুহাত বানিও না। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (২২৫) আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে ধরবেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তরের অভিপ্রায়ের জন্য পাকড়াও করবেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল। (২২৬) যারা নিজ স্ত্রীদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। পুনরায় যদি তারা (নিজ স্ত্রীদের কাছে) ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (২২৭) আর যদি তারা বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে নিশ্চিতরূপে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। (২২৮) বিচ্ছেদপ্রাপ্তা স্ত্রীরা নিজেদেরকে তিন ঋতুস্রাব কাল পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখবে; আর যদি সে আল্লাহকে এবং পরলোকের দিনে বিশ্বাস রাখে তাহলে তার জন্য ঐ জিনিষকে গোপন করা বৈধ নয় যা আল্লাহ তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন; এবং এই সময়ের মধ্যে তার স্বামী তাকে আবার ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে, যদি সে সম্পর্ক ঠিক করে নিতে চায়। নারীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে ঠিক যেমন তাদের পুরুষদের অধিকার আছে। তবে নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(২২৯) বিচ্ছেদ (তালাক) দুইবার; অতঃপর হয় যথোচিতভাবে পুনঃগ্রহণ অথবা সদব্যবহার সহকারে বিদায় দান। আর তুমি যা কিছু ঐ মহিলাকে দিয়েছ তার মধ্যে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমার জন্য এটা বৈধ নয়, তবে দুজনেই যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবে না, তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি তোমার এই আশঙ্কা হয় যে, দুজনেই আল্লাহর সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করতে কিছু বিনিময় দিলে তাতে দুজনের কারও পাপ হবে না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা; তোমরা এগুলো লঙ্ঘন করো না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে তারা অত্যাচারী (জালিম)। (২৩০) অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তারপর ঐ স্ত্রী তার জন্য বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করে। অতঃপর যদি সেই পুরুষ তাকে তালাক দেয় তখন যদি তারা আবার মিলে যায় ওদের দুজনের ক্ষেত্রে কোন পাপ নেই তবে শর্ত এটাই যে তাদের আল্লাহর সীমারেখায় দৃঢ় থাকার ইচ্ছা থাকতে হবে। এটাই আল্লাহর বিধান, এটা তিনি বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বর্ণনা করেন। (২৩১) আর যখন নারীদের তালাক দাও আর তারা তাদের প্রতিক্ষাকাল (তিন মাস দশ দিন বা প্রসবের সময় পর্যন্ত) পূরণ করে, তখন হয় তাদেরকে যথোচিতভাবে রেখে দাও নতুবা যথোচিতভাবে বিদায় দাও। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না, তাদের উপর অত্যাচার করো না। আর যে এমন করবে সে নিজেরই প্রতি অন্যায় করবে। আর আল্লাহর বাণীসমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না। আর স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর গ্রন্থ ও প্রজ্ঞাকে যা তিনি তোমাদের উপদেশ দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

(২৩২) যখন তোমরা নিজ স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, আর তারা তাদের প্রতিক্ষাকাল সমাপ্ত করে নেয়, তখন তারা যদি বিধিসম্মত ভাবে আপোষে সম্মত হয়ে তাদের (পূর্ববর্তী) স্বামীদের সাথে পুনর্বিবাহ করতে চায় তাহলে তোমরা বাধা দিও না। এই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ঐ ব্যক্তিকে যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী, এটা তোমাদের জন্য অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বিধান। আল্লাহই জানেন তোমরা জান না। (২৩৩) আর (বিবাহ বিচ্ছিন্না) মা তার সন্তানদের পুরো দুই বৎসর দুধ পান করাবে, যদি সে পুরো মেয়াদ দুধ পান করাতে চায়। এক্ষেত্রে সন্তানের পিতাকে যথোচিত ভাবে মায়েদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া যাবে না। নিজ সন্তানের কারণে মাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং পিতাকেও কষ্ট দেওয়া যাবে না। (পিতার মৃত্যু জনিত কারণে) পিতার উত্তরাধিকারীকেও এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর যদি পিতা মাতা পারস্পরিক সহমত ও পরামর্শে দুধ ছাড়াতে চায় তাহলে দুজনের কোন পাপ নেই যদি তোমরা চাও তাহলে নিজের সন্তানকে অন্যের দুধ পান করাও, তাহলেও তোমাদের উপর কোন পাপ নেই, তবে শর্ত এই যে, বিধি অনুসারে তুমি তাকে (দুধমাতাকে) যে মূল্য দিতে সম্মত হয়েছিলে, তা পরিশোধ করে দেবে। আর আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখো যা কিছু তুমি করছো আল্লাহ সেটা দেখছেন।

(২৩৪) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের রেখে মারা যাবে তাদের স্ত্রীরা (বিধবাগণ) চার মাস দশদিন নিজেদের অপেক্ষায় রাখবে। তাদের এই সময়কাল পূর্ণ হলে তারা নিজেদের ব্যাপারে রীতি অনুযায়ী যা করবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। (২৩৫) যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে (বিবাহ বিচ্ছিন্না বা বিধবা) নারীদের

(বিবাহের) প্রস্তাব দাও কিম্বা নিজেদের মনে গোপন রাখো, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তাদের কথা তোমাদের মনে আসবে; কিন্তু লুকিয়ে তাদের সাথে অঙ্গীকার করবে না, তোমরা তাদের সাথে স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী কথা বলতে পার। আর ঐ সময় পর্যন্ত বিবাহের ইচ্ছা করো না যতক্ষণ নির্ধারিত মেয়াদ (ইদ্দত) পূর্ণ না হয়। আর জেনে রেখো আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে। অতএব তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম সহিষ্ণু। (২৩৬) যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর নির্ধারণ করার আগে তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, তবে (মোহর পরিশোধ না করার জন্য) তোমাদের কোন দোষ হবে না। তবে রীতি অনুযায়ী কিছু সামগ্রী তাদের দিয়ে দাও -- ধনী তার সাধ্যানুসারে, গরীব তার সাধ্যানুসারে। এটা সৎকর্মশীলদের জন্য অনিবার্য। (২৩৭) আর যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও আর তাদের জন্য কিছু মোহরও নির্ধারণ করে থাকো, তাহলে যত মোহর নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক পরিশোধ করো, তবে যদি তারা ছেড়ে দেয় অথবা সে ছেড়ে দেয় যার হাতে বিবাহের বন্ধন, তাহলে ভিন্নকথা। ছেড়ে দেওয়া হল ন্যায় পরায়ণতার নিকটবর্তী। আর তোমরা পারস্পারিক সহায়তা থেকে বিমুখ হয়ো না। যা কিছু তোমরা করো তা আল্লাহ প্রত্যক্ষকারী।

(২৩৮) নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের এবং আল্লাহর সামনে বিনম্র অবস্থায় দাঁড়াও। (২৩৯) আর যদি তোমাদের বিপদের আশঙ্কা থাকে তাহলে চলতে চলতে বা যানবাহনে চলন্ত অবস্থায় নামায পড়ে নাও। আর যখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে তখন আল্লাহকে ঐভাবে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।

(২৪০) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের রেখে মারা যায়, তারা যেন স্ত্রীদের জন্য মৃত্যুকালীন জবানবন্দী (ওসিয়ৎ) করে যায় যে, এক বৎসর পর্যন্ত তাদের বাড়ীতে রেখে যেন খরচ দেওয়া হয়। তবে সে যদি নিজেই ঘর ছেড়ে দিয়ে বিধান অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৪১) আর তালাক দেওয়া মহিলাদেরকেও বিধান অনুযায়ী খরচ দিতে হবে। এটা আল্লাহ-ভীরুদের কর্তব্য। (২৪২) এই ভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আদেশ স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

(২৪৩) তুমি কি ঐ লোকদের দেখনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল? আর তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তখন আল্লাহ তাদের বলেছিলেন, 'মৃত্যুবরণ কর!' তারপর আল্লাহ তাদের জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (২৪৪) তোমরা আল্লাহর পথে (রক্ষণাত্মক) লড়াই করো, আর জেনে রেখো আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (২৪৫) কে আল্লাহকে একটি উত্তম ঋণ দিতে পারে? আল্লাহ তার জন্য তা অনেকগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ কমাতেও পারেন, বাড়াতেও পারেন। আর তোমাদেরকে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(২৪৬) তুমি কি মূসার পরে ইসরায়িলের সন্তানদের নেতাদের দেখনি? যখন তারা তাদের দূতকে বলেছিল আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করে দিন, আমরা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করবো। দূত বলেছিলেন, 'তোমাদের উপর যুদ্ধের আদেশ করা হলে তখন তোমরা যদি যুদ্ধ করতে অস্বীকার কর তখন কি হবে?' তারা বলেছিল, 'এটা কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহর পথে আমরা লড়াই করবো না, যখন আমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, সন্তান সন্ততিদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।'

অতঃপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের আদেশ করা হল তখন অল্প কয়েকজন ব্যতীত তারা অস্বীকার করল। আর অত্যাচারীদের (জালিমদের) সম্পর্কে আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত আছেন। (২৪৭) তাদের দূত তাদেরকে বললেনঃ 'আল্লাহ তালুতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন।' তারা বললঃ 'সে আমাদের রাজা হয় কিভাবে? রাজা হওয়ার জন্য তো তার চেয়ে আমরাই বেশী যোগ্য। তার তো পর্যাপ্ত ধন-সম্পদও নেই।' দূত বললেনঃ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তাকেই মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও শারীরিক শক্তি প্রদান করেছেন, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং মহাজ্ঞানী।' (২৪৮) তাদের পয়গম্বর তাদেরকে আরও বলেছিলেনঃ 'তালুতের রাজা হওয়ার লক্ষণ হল, তোমাদের কাছে একটি (চুক্তিপত্রের) সিন্দুক আসবে যাতে থাকবে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে আসা প্রশান্তি এবং মূসা (মোজেস) ও হারুনের বংশধরদের রেখে যাওয়া কিছু জিনিষপত্রের অবশিষ্টাংশ। ফেরেস্তারা সেটি বহন করে আনবে। এতে তোমাদের জন্য বড় নিদর্শন থাকবে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

(২৪৯) পরে তালূত যখন সেনাদল নিয়ে বার হল, তখন সে তাদেরকে বললঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা নেবেন। যে ঐ নদীর পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত। অবশ্য যে নিজের হাতের এক অঞ্জলি পরিমাণ নেবে তার কথা আলাদা।' কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই পানি পান করল। তারপর যখন তালূত ও তাঁর সঙ্গী বিশ্বাসীগণ নদী পার হয়ে গেল, তখন তারা বললঃ 'আজ জালূত (গোলিয়াত) ও তার সেনাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।' তবে যারা জানতো যে, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে, তারা বললঃ 'আল্লাহর হুকুমে কত ছোট দল

বড় দলকে পরাজিত করেছে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (২৫০) যখন তারা জালুত (গোলিয়াত) ও তার সেনাদলের মুখোমুখি হল, তখন তারা বললঃ 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের পর্যাপ্ত ধৈর্যদান করুন, আমাদের পা অবিচল রাখুন এবং অবিশ্বাসী লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন।' (২৫১) তারপর তারা আল্লাহর হুকুমে ওদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ (ডেভিড) জালুতকে (গোলিয়াত) হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে (ডেভিড) রাজত্ব এবং বিচক্ষণতা প্রদান করেন, আর সে যা চাইছিল তা তাকে শিখিয়ে দিলেন। আল্লাহ যদি কতিপয় মানুষকে কতিপয় মানুষ দ্বারা দমনের ব্যবস্থা না রাখতেন তাহলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

(২৫২) এগুলো আল্লাহর নিদর্শন, আমি তোমার কাছে যথাযথ ভাবে শোনাচ্ছি আর নিঃসন্দেহে তুমি দূতগণের অন্তর্ভুক্ত। (২৫৩) ঐ পয়গম্বরদের মধ্যে আমি কয়েকজনকে কয়েকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাদের মধ্যে কিছু আছে যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কতককে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন; আর আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দান করেছি এবং তাকে সাহায্য করেছি পবিত্র আত্মা দ্বারা। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তার পরবর্তীরা স্পষ্ট আদেশ আসার পরেও হানাহানি করত না। কিন্তু তারা মতভেদ করেছে, অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু লোক বিশ্বাস করেছে, আর কিছু লোক অবিশ্বাস করেছে। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তারা হানাহানি করত না; কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

(২৫৪) হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, ঐ দিন আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ কর, যে দিন কোন লেনদেন, কোন বন্ধুত্ব থাকবে না, কোন সুপারিশ থাকবে না, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী (জালিম)।

(২৫৫) আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সমস্ত জগতের প্রতিপালক। তিনি তন্দ্রা বা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হন না। আসমান ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর নিকটে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু তাঁর সামনে আছে আর যা কিছু তাঁর পিছনে আছে তিনি সবই জানেন। তিনি যতটুকু চান তাছাড়া তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ত্ব করতে পারে না। তাঁর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই দুইয়ের সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহামহিম। (২৫৬) ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। ভ্রান্তপথ হতে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি শয়তানের নেতৃত্ব অমান্য করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করলো যা ছিন্ন হওয়ার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। (২৫৭) আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বন্ধু শয়তান, সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(২৫৮) তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি, যে ইবরাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালকের বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছিল, কেননা আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন? যখন ইবরাহীম বলেছিলঃ 'আমার প্রভু তিনি যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন।' সে বলেছিলঃ 'আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই।' ইবরাহীম বলেছিলঃ 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত করান। তুমি ওটাকে পশ্চিম দিকে উদিত করাও।' তখন সেই অস্বীকারকারী স্তব্ধ (হতবাক) হয়ে গেল। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের পথ দেখান না।

(২৫৯) অথবা ঐ ব্যক্তির মতো, যে একটি জনপদে গিয়েছিল, আর

সেই জনপদের বাড়ীঘরগুলি বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল, সে বলেছিলঃ 'মৃত্যুর পর আল্লাহ পুনরায় কিভাবে এটাকে জীবিত করবেন?' এরপর আল্লাহ তাকে একশত বৎসরের জন্য মৃত্যু দিলেন। অতঃপর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তুমি এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলে?' সে বললঃ 'একদিন বা তার চেয়ে কিছু কম।' আল্লাহ বললেনঃ 'না, বরং তুমি একশত বৎসর এই অবস্থায় অতিবাহিত করেছো। এখন তুমি তোমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় দ্রব্যের দিকে তাকাও। এগুলি নষ্ট হয় নি। আর তোমার গাধাটির দিকে তাকাও। আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চাই। আর হাড়গুলির দিকে তাকিয়ে দেখ, কিভাবে আমি ওই গুলি দিয়ে একটি কাঠমো তৈরী করি, তারপর ওতে মাংস দিয়ে ঢেকে দিই।' যখন ব্যাপারটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল তখন সে বললঃ 'আমি জানি নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।' (২৬০) যখন ইবরাহীম বলেছিলঃ 'হে আমার প্রভু! আমাকে দেখান আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন?' আল্লাহ বললেনঃ 'কেন তুমি কি বিশ্বাস কর না?' সে বললঃ 'হ্যাঁ, তবে মনকে আশ্বস্ত করার জন্য।' তিনি বললেনঃ 'আচ্ছা তাহলে চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার কাছে ফিরে আসার প্রশিক্ষণ দাও, তারপর তাদেরকে আলাদা করে করে পাহাড়ের উপর রেখে দাও। অতঃপর তাদের ডাক দাও, তারা তোমার কাছে ছুটে আসবে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

(২৬১) যারা তাদের সম্পত্তি আল্লাহর পথে খরচ করে, তারা এমন একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শিষ উৎপন্ন হয়, আর প্রত্যেক শিষে একশটি করে বীজ হয়। আল্লাহ যাকে চান তার সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ পরম দাতা, মহাজ্ঞানী। (২৬২) যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পরে খোঁটা বা গঞ্জনা দেয় না, কষ্ট দেয় না, তার জন্য তার

প্রভুর নিকটে বিনিময় রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না। (২৬৩) উত্তম কথা বলা এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা, ঐ দান অপেক্ষা উত্তম, যার পরে গঞ্জনা দেওয়া হয়ঃ আর আল্লাহ সম্পদশালী ও পরম সহিষ্ণু। (২৬৪) হে বিশ্বাসীগণ! খোঁটা কিম্বা গঞ্জনা দিয়ে নিজের দানকে নষ্ট করো না, যেভাবে মানুষ লোক দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাস করে না। ঐ মানুষেরা এমন একটি পাথরের মতো যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপরে মুষলধারে বৃষ্টি হলে, পাথরটি সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। এমন লোকেরা স্বীয় কৃতকার্যের প্রতিদান কিছুই পাবে না। আর আল্লাহ অস্বীকারকারীদের পথ দেখান না।

(২৬৫) বরং যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং নিজেদের আস্থা সুদৃঢ় করার জন্য আল্লাহর পথে খরচ করে তারা একটি টিলার উপর অবস্থিত বাগানের মতো, তার উপরে মুষলধারে বৃষ্টি হলে তার ফসলও দ্বিগুণ হয়ে যায়। যদি অধিক বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে হালকা বৃষ্টিপাতই যথেষ্ট। যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ তা দেখছেন। (২৬৬) তোমাদের মধ্যে কোনো বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যার কিছু অসহায় সন্তান সন্ততি আছে, সে কি চাইবে যে, নদীর পানি দ্বারা সিঞ্চিত তার খেজুর ও আঙুরের বাগান, যেখানে সমস্ত রকমের ফল পাওয়া যায় অগ্নিময় ঘূর্নিবায়ু দ্বারা আক্রান্ত হোক এবং তা সম্পূর্ণ রূপে পুড়ে যাক ? আল্লাহ এই ভাবেই তোমাদের জন্য নির্দশন সমূহ স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

(২৬৭) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা তোমরা নিজেরাই চোখ বন্ধ না করে তা নিতে চাইবে না। জেনে রেখো

আল্লাহ অবশ্যই অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায়, আর অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত বা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, নিঃসন্দেহে সে মহাসম্পদ প্রাপ্ত হয়। বস্তুত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ব্যতীত কেউই তা উপলব্ধি করতে পারে না।

(২৭০) তোমরা যা খরচ কর, বা যা কিছু মানত কর, তা আল্লাহ জানেন, আর অত্যাচারীদের (জালিমদের) কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তাহলে তা উত্তম; যদি গোপনে দান কর এবং তা অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তা তোমাদের জন্য অতিউত্তম এবং এর দ্বারা তোমাদের কিছু দুষ্কর্ম বিদূরিত হবে। বস্তুত তোমরা যা করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে সুপথে আনার দায় তোমার নয়; বরং আল্লাহ যাকে চান সুপথ দেখান। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর তা নিজেদের জন্য এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে তার পুরস্কার পরিপূর্ণরূপে পেয়ে যাবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) দান সেই অভাবগ্রস্তদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যপৃত হয়ে আছে যে, ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য পৃথিবীতে দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না। যারা জানে না, তারা তাদেরকে ধনবান মনে করে, কারণ তারা মানুষের কাছে কিছু চায়না। তাদের দেখে তুমি তাদের চিনতে পারবে না। তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। (২৭৪) যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট প্রতিফল আছে। আর তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না।

(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কেয়ামতের দিনে শয়তানের স্পর্শে উন্মত্ত মানুষের মত আল্লাহর সামনে উত্থিত হবে। ।কারণ, তারা বলেঃ 'কেনা-বেচা তো একপ্রকার সুদের মতোই।' কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন, আর সুদকে অবৈধ করেছেন। অতএব প্রভুর কাছ থেকে উপদেশ আসারপর যে সুদ গ্রহণ বন্ধকরেছে, সেক্ষেত্রে সে ইতিপূর্বে যা কিছু গ্রহণ করেছে, তা তারই থাকবে। এ বিষয়টির নিষ্পত্তি আল্লাহর উপরই ন্যস্ত থাকবে ।আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে, তারা অগ্নিকুণ্ডের বাসিন্দা হবে, তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে। (২৭৬) আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন, আর দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কৃতঘ্নদের ও পাপীদের পছন্দ করেন না। (২৭৭) নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং যথাযথ ভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট প্রতিফল আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

(২৭৮) হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং যে সুদ বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহর উপর আস্থাবান হও। (২৭৯) যদি তোমরা এরকম না কর, তাহলে জেনে রাখো তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আছো। আর যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদের থাকবে। তোমরা কারও প্রতি অন্যায় কর না, তোমাদের প্রতিও অন্যায় করা হবে না। (২৮০) আর যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তার স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি মাফ করে দাও, তাহলে এটাই তোমাদের জন্য অধিক উত্তম, যদি তোমরা বোঝ। (২৮১) আর ঐ দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল পেয়ে যাবে, তাদের প্রতি কোন অবিচার হবে না।

(২৮২) হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ অবধি ঋণের চুক্তি কর, তাহলে সেটা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ সেটা যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে লেখে। লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করেঃ আল্লাহ তাকে যেমন শিখিয়েছেন, সে যেন তেমনই লিখে দেয়। ঋণ গ্রহীতা লেখার বিষয় বলে দিক, আর সে ভয় করুক আল্লাহকে, যিনি তার প্রভু, আর সে যেন এতে এতটুকু কম না লেখায়। ঋণ গ্রহীতা যদি মুর্খ হয় বা দুর্বল হয় অথবা নিজে বলতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে হতে দুজন পুরুষ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নেয়। যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুই জন মহিলাকে বেছে নাও, যাদেরকে তুমি সাক্ষ্য হিসাবে অনুমোদন দিতে চাও। যদি একজন মহিলা ভুলে যায় তাহলে দ্বিতীয়জন যাতে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর সাক্ষীদের ডাকা হলে তারা যেন অস্বীকার না করে। আর লেন-দেন ছোট হোক বা বড়, মেয়াদ উল্লেখ করে তা লিখতে অলসতা করো না। আর এই লিখে নেওয়া আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত এবং সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং এটা তোমাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার পক্ষে অধিক অনুকুল হয়। কিন্তু যদি কোন লেনদেন হাতে হাতে হয়, যেমন তোমরা পরস্পর করে থাকো, যদি তোমরা না লেখ, তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ নেই; কিন্তু যখন সওদা করবে তখন সাক্ষী রাখবে। আর কোন লেখককে বা কোন সাক্ষীকে কষ্ট দিও না। আর যদি এমন কর তাহলে এটা তোমাদের জন্য বড় অপরাধ হবে। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের শেখান, তিনি সর্ব বিষয়ে জানেন। (২৮৩) আর যদি তোমরা ভ্রমণরত অবস্থায় থাকো, আর লেখার লোক না পাও, তাহলে কোন জিনিষ বন্ধক রেখে সমস্যা মেটাও। আর যদি একে অপরকে বিশ্বাস করে,

তাহলে যার প্রতি বিশ্বাস করা হয়েছে, সে যেন বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা রাখে। আর আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদের প্রভু। আর সাক্ষ্য গোপন কর না; আর যে গোপন করবে তার মন অপরাধী হয়ে যাবে; আর যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ সবই জানেন।

(২৮৪) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা নিজের মনের কথা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের নিকট তার হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি যাকে খুশি ক্ষমা করবেন, যাকে খুশি শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (২৮৫) রাসূল তার প্রভুর নিকট হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীরাও (তা বিশ্বাস করে)। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেস্তাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থ সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে, 'আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা শুনলাম, আর মেনে নিলাম। হে আমাদের প্রভু ! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনারই দিকে আমাদের ফিরতে হবে!' (২৮৬) আল্লাহ কারও উপর সাধ্যের অধিক দায়িত্ব দেন না। যে যা কিছু সুকর্ম এবং মন্দকর্ম সম্পাদন করবে তার প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। (তারা প্রার্থনা করে) হে আমাদের প্রতি পালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন গুরুভার অর্পন করবেন না যেমন আপনি পূর্ববর্তীদের উপর অর্পন করেছিলেন। হে আমাদের প্রভু! আমাদের এমন দায়িত্ব দেবেন না যা পালন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর আমাদের ক্ষমা করে দিন, আমাদের উপর দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব অবিশ্বাসীদের মোকাবিলা করতে আমাদের সাহায্য করুন।

৩ ঃ সূরা আল ইমরান (ইমরান পরিবার)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর, জগতের সংরক্ষক। (৩) তিনি তোমার উপর মহা সত্যসহ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন -- যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের (ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যতা নিশ্চিত করে। আর তিনি তৌরাত (তোরাহ) এবং ইঞ্জিল (বাইবেল) অবতীর্ণ করেছেন, (৪) ইতিপূর্বে মানুষের পথ-নির্দেশের জন্য; আর আল্লাহ ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছেন। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকটে পৃথিবীর বা আকাশের কোন কিছুই গোপন নেই। (৬) তিনিই তোমাদের মাতৃগর্ভে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।

(৭) তিনিই তোমার উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। তাতে কিছু বাণী স্পষ্ট, এগুলোই গ্রন্থের মূল অংশ এবং অন্য অংশ রূপকধর্মী। অতএব যাদের অন্তরে কুটিলতা আছে তারা মতানৈক্য ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশে রূপকধর্মী অংশগুলো অনুসরণ করে। অথচ এর অন্তর্নিহিত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী, তারা বলে, 'আমরা এগুলো বিশ্বাস করেছি।' সবই আমাদের প্রভুর নিকট হতে এসেছে। আর উপদেশ ঐ লোকেরাই গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান। (৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরকে বিপথগামী করবেন না, যখন আপনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। আর আপনার পক্ষ হতে আমাদের উপর দয়া করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই সবকিছু প্রদানকারী।

(৯) হে আমাদের প্রভু! আপনি একদিন সবাইকে একত্রিত করবেন, সেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

(১০) নিঃসন্দেহে যারা অবিশ্বাসের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের ধন-সম্পদ, তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট তাদের কোনই কাজে আসবে না। আর এরাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। (১১) এদের পরিণাম হবে ফিরাউন (ফ্যারাও) সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের মতো। তারা 'আমার' নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করেছিল, এজন্য আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (১২) অস্বীকারকারীদের বলে দাও, 'অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; আর সেটা নিকৃষ্টতর স্থান।' (১৩) নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় আছে ঐ দুই দলের মধ্যে যারা পয়গম্বরের বিরুদ্ধে (বদরের ময়দানে) যুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছিল, আর অন্যদল অবিশ্বাসী ছিল। এই অবিশ্বাসীরা খোলা চোখে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে চান স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তিদান করেন। এতে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

(১৪) মানুষের জন্য পার্থিব চাহিদাগুলি যথা নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্য, ভাল জাতের ঘোড়া, গবাদীপশু এবং ক্ষেত-খামারের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এসব হল পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী। আর আল্লাহর নিকটে উত্তম আবাস রয়েছে। (১৫) বলঃ 'আমি কি তোমাদের এর চেয়েও ভাল কিছুর কথা বলবো?' যারা আল্লাহভীরু তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন উদ্যান আছে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আরও রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনীরা (অপ্সরা) ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তার বান্দাদের সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন – (১৬) যারা বলেঃ 'হে আমাদের প্রভু!

আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আপনি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করুন, আর আমাদের জাহান্নামের যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন, (১৭) তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত এবং দানশীল ও শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।'

(১৮) আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন, আর ফেরেস্তা ও জ্ঞানীগণ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, বিদ্বেষবশত তাদের নিকট সত্য জ্ঞান আসার পরেও তারা পরস্পর মতভেদ করেছে। যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশীঘ্র তাদের হিসাব নেবেন। (২০)পুনরায় যদি তারা এ সম্বন্ধে তোমার সাথে বিতর্ককরে তাহলে ওদের বলে দাও, 'আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছি আর আমার অনুসারীরাও (তাই করেছে)।' যারা গ্রন্থধারী ও যারা নিরক্ষর তাদের জিজ্ঞাসা করঃ 'তোমরাও কি এই ভাবে আত্মসমর্পণ করেছ?' যদি তারাও আত্মসমর্পণ করে তাহলে তারা সঠিক পথ পেয়ে গেল। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায় তাহলে তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের সবকিছু দেখেন। (২১) যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে,পয়গম্বরদের অন্যায় ভাবে হত্যা করে এবং ন্যায়ের আদেশদানকারী লোকদের হত্যা করে, তাদেরকে এক কষ্টদায়ক শাস্তির কথা জানিয়ে দাও। (২২) এরাই সেই লোক, যাদের কর্ম ইহলোক ও পরলোকে নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(২৩) তুমি কি ওদের দেখনি, যাদেরকে গ্রন্থের একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল? যখন ওদেরকে প্রভুর গ্রন্থের দিকে আহ্বান করা হলো, ওদের একদল বিমুখ হয়ে চলে গেল। (২৪) তার কারণ, তারা বলে, 'মাত্র সীমিত কয়েকদিন ছাড়া জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না।' নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের বানানো কথা তাদেরকে প্রতারিত করেছে।

(২৫) তখন কি হবে, যখন আমি তাদেরকে সমবেত করবো, যাতে কোন সন্দেহ নেই, আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদানপূর্ণভাবে দেওয়া হবে? কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। (২৬) তুমি বলঃ 'হে আল্লাহ! সমুদায় সম্রাজ্যের মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন। আর যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মান প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ, নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু করতে সক্ষম। (২৭) আপনি দিনের মধ্যে রাত আর রাতের মধ্যে দিন প্রবেশ করান। আর আপনি প্রাণহীন হতে প্রাণবানকে বাহির করেন এবং প্রাণবান হতে প্রাণহীনকে বাহির করেন। আপনি যাকে ইচ্ছা অঢেল জীবিকা দান করেন।'

(২৮) অবিশ্বাসীদের অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া, বিশ্বাসীগণের উচিত বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে অবিশ্বাসীগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা। যে এরূপ করে, আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নাই; আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আল্লাহর দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[১](২৯) তুমি বলঃ 'যা কিছু তোমাদের মনে আছে তা গোপন কর বা প্রকাশ কর, আল্লাহ সবই জানেন। এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন। সর্ব বস্তুতেই আল্লাহর প্রভুত্ব।' (৩০) যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত পুণ্য তার সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ করেছে তাও দেখতে পাবে,

---

[১] বিঃ দ্রঃ -(৩ঃ২৮) একজন বিশ্বাসী, মুসলমান ও অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে নিরপেক্ষতা ও সততাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু যে সমস্ত অমুসলমান ইসলামের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বিধিসম্মত নয়।

তখন সে ইচ্ছা করবে – যদি তার মধ্যে আর ওই দিনের মধ্যে সুদূর ব্যবধান হতো! আর আল্লাহ নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। (৩১) বলঃ 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন, আর তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।' (৩২) বলঃ 'তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণ কর।' কিন্তু এর পরেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের ভালোবাসেন না।

(৩৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদমকে, নূহকে (নোয়াহ), ইবরাহীমের (আবরাহামের) পরিবার পরিজনদেরকে এবং ইমরানের পরিবার পরিজনদেরকেসমগ্র বিশ্বে মনোনীত করেছেন। (৩৪) এরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সবই শোনেন, সবই জানেন। (৩৫) যখন ইমরানের স্ত্রী বললঃ 'হে আমার প্রভু! আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে তা আমি একান্তভাবে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। আমার পক্ষ হতে আপনি তা গ্রহণ করুন। নিঃসন্দেহে আপনি মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।' (৩৬) তারপর সে যখন তাকে প্রসব করল তখন বললঃ 'হে আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।' সে যা প্রসব করেছে তাতো আল্লাহই ভাল জানেন, আর পুরুষ তো নারীর মত নয় - 'আমি এর নাম রেখেছি মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তান-সন্ততিকে বিতাড়িত শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করছি।' (৩৭) অতঃপর তার 'প্রভু' তাকে ভালভাবে গ্রহন করেন এবং উত্তমরূপে লালনপালন করেন এবং যাকারিয়াকে তার অভিভাবক করেন। যাকারিয়া যখনই তাকে দেখতে তার কক্ষে প্রবেশ করত তখনই তার কাছে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। সে জিজ্ঞাসা করলঃ 'হে মারইয়াম!

এসব জিনিষ তুমি কোথা থেকে পাও?’ মারইয়াম বলেছিলঃ ‘এসব আল্লাহর নিকট হতে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান অঢেল জীবিকা দান করেন।’ (৩৮) ঐ সময় যাকারিয়া তার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করল। সে বললঃ ‘হে আমার প্রভু! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান করুন। নিঃসন্দেহে আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।’ (৩৯) অতঃপর সে যখন কক্ষের মধ্যে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হল তখন ফেরেস্তারা তাকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ ‘আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া (জন) সম্বন্ধে সু-সংবাদ দিচ্ছেন যে, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, অসামান্য মানুষ, সংযত চরিত্র এবং সৎকর্মশালী নবীদের মধ্যে একজন।’ (৪০) যাকারিয়া বললঃ ‘হে প্রভু! আমার পুত্র কিভাবে হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে? আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা।’ (ফেরেস্তাগণ) বললঃ ‘এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।’ (৪১) যাকারিয়া বলেছিলঃ ‘হে প্রভু! আমার জন্য কোন নিদর্শন নির্ধারিত করে দিন।’ তিনি বললেনঃ ‘তোমার জন্য নিদর্শন হবে এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশরায় ছাড়া কথা বলতে পারবে না। বেশী করে তোমার প্রভুকে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁরই সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর।’ (৪২) আর যখন ফেরেস্তাগণ বলেছিলঃ ‘মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন, আর পৃথিবীর নারীদের মধ্যে তোমাকেই বেছে নিয়েছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! তোমার প্রভুর অনুগত হও এবং সিজদা কর, আর মস্তক অবণতকারীদের সাথে মস্তক অবনত কর।’ (৪৪) এটা একটা অদৃশ্যের সংবাদ যা আমি তোমাকে অবহিত করছি। তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে তা ঠিক করার জন্য যখন তারা প্রতিযোগীতা করছিল তখন তুমি তাদের মধ্যে ছিলে না। আর তখনও তুমি তাদের মধ্যে ছিলে না, যখন তারা (এ বিষয়ে) কলহ করছিল।

(৪৫) যখন ফেরেস্তারা বলেছিল, 'হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি নিদর্শনের সুসংবাদ দিচ্ছেন যার নাম মারইয়াম পুত্র মসীহ (যিশু)। সে এই জগতে ও পরলোকে মর্যদাবান এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪৬) সে যখন মায়ের কোলে থাকবে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে এবং প্রাপ্ত বয়সেও, এবং সে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (৪৭) মারইয়াম বললঃ 'হে আমার প্রভু! আমার পুত্র কিভাবে হবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শই করেনি? তিনি বললেনঃ 'এই ভাবেই আল্লাহ সৃষ্টি করেন তিনি যা ইচ্ছা করেন।' যখন তিনি কোন কাজ করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হয়ে যাও' আর তা হয়ে যায়। (৪৮) আর আল্লাহ তাকে গ্রন্থ, প্রজ্ঞা, তৌরাত (তোরাহ) ও ইঞ্জিল (বাইবেল) শিক্ষা দেবেন। (৪৯) আর তিনি তাকে ইসরায়িল বংশীয়দের জন্য পয়গম্বর করবেন। সে বলবে, "নিশ্চই আমি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরী করি আর তাতে ফুঁক দিই, তখন তা আল্লাহর আদেশে সত্যিকার পাখিতে পরিণত হয়ে যায়। আমি আল্লাহর আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করি, আর আমি আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি। আর আমি তোমাদের বলে দিই, তোমরা কি আহার কর, আর ঘরে কি মজুদ কর। নিঃসন্দেহে এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে যদি তোমরা বিশ্বাস কর। (৫০) আমি এসেছি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তৌরাতের (ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যতা প্রতিপাদন করতে এবং এমন কিছু বস্তু তোমাদের জন্য বৈধ করতে যা তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছিল। আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমার আনুগত্য কর। (৫১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার প্রতিপালক, আর তোমাদেরও প্রতি পালক। অতএব তাঁরই ইবাদত কর, এটাই সোজা পথ।"

(৫২) কিন্তু যখন ঈসা (যীশু) তাদের মধ্যে অবিশ্বাস লক্ষ্য করলো তখন বললঃ 'আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে আছে?' অনুসারীরা বললঃ 'আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা অনুগত। (৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করছি। অতএব আমাদেরকে সাক্ষী হিসাবে তালিকাভুক্ত করুন।' (৫৪) তারা গোপন কৌশল করেছিল, আর আল্লাহও গোপন কৌশল করেছিলেন। আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম কৌশলকারী। (৫৫) যখন আল্লাহ বলেছিলেনঃ 'হে ঈসা (যিশু)! আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেব এবং তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে নেব, তোমাকে অবিশ্বাসীদের থেকে পবিত্র করবো। আর যারা তোমার আনুগত্য করেছে, তাদেরকে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর প্রাধান্য দেব। তখন আমি তোমাদের মধ্যে মতানৈক্যের বিষয়ে মীমাংসা করবো। (৫৬) যারা অস্বীকারকারী, তাদের দুনিয়ায় আর পরলোকে কঠিন শাস্তি দেব, তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।' (৫৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে আল্লাহ পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (৫৮) এই আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীসমূহ আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই।

(৫৯) নিঃসন্দেহে ঈসার (যিশু) দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকটে আদমের মত। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর বলেছিলেনঃ 'হয়ে যাও।' তখন সে হয়ে যায়। (৬০) এ বাস্তব ঘটনা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৬১) তোমার নিকট সত্য জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও যদি এ ব্যাপারে কেউ বিতর্ক করে,

তবে তাকে বলোঃ 'এসো আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের এবং আমাদের স্ত্রীদেরকে ও তোমাদের স্ত্রীদেরকে একত্রে ডাকি এবং আমরা ও তোমরা সবাই একত্রিত হই, অতঃপর সবাই মিলে প্রার্থনা করি যে, যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।' (৬২) নিঃসন্দেহে এটাই সত্য বর্ণনা, আল্লাহ ছাড়া কোনই উপাস্য নেই এবং আল্লাহই পরম পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ। (৬৩) যদি তারা না মানে, তাহলে আল্লাহ গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

(৬৪) বলঃ 'হে গ্রন্থধারীগণ! আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ কথাগুলো লক্ষ্য করি, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবো না, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবো না, আর আমাদের মধ্যে কেউই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অতিরিক্ত প্রভু বানাব না। যদি তারা এটা থেকে বিমুখ হয় তাহলে বলে দাও যে তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অনুগত।' (৬৫) হে গ্রন্থধারীগণ! তোমরা ইবরাহীম (আবরাহাম) সম্পর্কে কেন বিতর্ক করছো? অথচ তৌরাত (তোরাহ) ও ইনজীল (বাইবেল) তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা কি বোঝনা? (৬৬) তোমরা (ইতিপূর্বে) এমন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করেছিলে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল। কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই তা নিয়ে কেন (এখন) বিতর্ক করছ? আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (৬৭) ইবরাহীম (আবরাহাম) ইহুদীও ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না বরং সে ছিল ন্যায়নিষ্ঠ, আল্লাহর কাছেপরিপূর্ণ আত্মসমর্পনকারী। আর সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। (৬৮) অবশ্যই ইবরাহীমের (আবরাহামের) ঘনিষ্ঠ মানুষ তারাই যারা তাকে এবং এই পয়গম্বর (মুহাম্মদ) কে অনুসরণ করেছে, আর বিশ্বাসীগণ। আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক। (৬৯) গ্রন্থধারীদের একটি দল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আসলে তারা কেবল নিজেদেরকেই

বিভ্রান্ত করছে; কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। (৭০) হে গ্রন্থধারীগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে কেন অমান্য করছো? অথচ তোমরাই তো সাক্ষী। (৭১) হে গ্রন্থধারীগণ! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করছো? আর জেনেশুনে সত্যকে গোপন করছো কেন?

(৭২) গ্রন্থধারীদের একদল বললঃ 'বিশ্বাসীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর সকালে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং সন্ধ্যায় তা প্রত্যাখ্যান কর। তাহলে তারা (বিশ্বাসীরা) হয়তো (সন্দেহ পরায়ণ হয়ে) তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে। (৭৩) তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে এমন লোক ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করো না।' বলঃ 'আল্লাহর নির্দেশিত পথই সঠিক পথ' -- যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে, তদ্রুপ অন্যকেও প্রদান করা হতে পারে; অথবা যদি তোমার প্রভুর সম্বন্ধে তোমার সাথে বিতর্ক করে তবে তুমি বলঃ 'অনুগ্রহ তো আল্লাহর হাতে।' তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন, আর আল্লাহ বড় প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী। (৭৪) তিনি যাকে খুশী স্বীয় অনুগ্রহের জন্য বেছে নেন, আর আল্লাহ পরম অনুগ্রহকারী। (৭৫) আর গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, তার কাছে যদি তুমি বিপুল সম্পদ গচ্ছিত রাখো সে তা তোমাকে ফেরৎ দেবে; আর তাদের মধ্যে কিছু এমনও লোক আছে যে, তার নিকটে যদি তুমি এক দিনারও গচ্ছিত রাখো তাও সে তা তোমাকে ফেরৎ দেবে না, যদি তুমি বারবার তার কাছে তাগাদা না দাও। এর কারণ, তারা বলে, ঐ অশিক্ষিতদের সম্পর্কে আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনে মিথ্যা বলে। (৭৬) হ্যাঁ, যারা নিজ অঙ্গীকার পালন করে ও আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন; নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।

(৭৭) যারা আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, তাদের জন্য পরলোকে কোন অংশ নেই, আল্লাহ তাদের সাথে কথাও বলবেন না, শেষবিচারের দিনে তাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৭৮) তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা গ্রন্থ পড়ার সময় (উচ্চারণ বিকৃতি ঘটাতে) জিহ্বা বাঁকা করে, যাতে তোমরা ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ তা আল্লাহর নিকট হতে আগত নয়, আর তারা জেনে শুনেই আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। (৭৯) আল্লাহ যাদেরকে গ্রন্থ, প্রজ্ঞা, পয়গম্বরত্ব দান করেছেন তাদের কেহই বলবে না যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার উপাসক হও।' বরং সে বলবে, 'তোমরা আল্লাহর অনুগত বান্দা হও,' কেননা তোমরাই তো অন্যকে গ্রন্থের শিক্ষা দাও আর নিজেও তা পাঠ কর। (৮০) আর সে তোমাদের এই আদেশ দেবে না যে, তোমরা ফেরেস্তাদেরকে এবং পয়গম্বরদেরকে প্রতিপালক বানাও। তোমরা প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণকারী হওয়ার পর কিভাবে সে তোমাদেরকে অবিশ্বাসী হওয়ার আদেশ দেবে?

(৮১) যখন আল্লাহ পয়গম্বরদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা দান করার পর যখন তোমাদের কাছে (গ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্ববাণীর) সত্যায়নকারী রূপে কোন পয়গম্বর আসবে, তখন তোমরা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'তোমরা কি এটা সুনিশ্চিত করছো এবং আমার দেওয়া দায়িত্ব গ্রহণ করছো?' তারা বলেছিল, 'আমরা সুনিশ্চিত করলাম।' আল্লাহ বললেনঃ 'তবে তোমরা সাক্ষী থাকো, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।'

(৮২) অতঃপর যারা বিমুখ হবে তারাই কৃতঘ্ন। (৮৩) এরা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য কোন ধর্ম চাইছে? অথচ যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আছে সবই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত হয়েছে এবং তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৪) বলঃ 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, আর মূসা, ইসা এবং অন্য পয়গম্বরগণকে তাদের প্রতিপালক যা দিয়েছেন তার প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আর আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। (৮৫) যে ব্যক্তি ইসলাম (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত) ছাড়া অন্য ধর্ম চাইবে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না, আর পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৮৬) আল্লাহ কেন এমন লোকদের পথ দেখাবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর অস্বীকারকারী হয়ে গেছে; যখন সে সাক্ষী দিয়ে দিয়েছে যে, এই রাসূল সত্য, আর তার নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে। আল্লাহ অত্যাচারীদের পথ দেখান না। (৮৭) এমন লোকদের প্রতিফল হলো এই যে, এদের উপর আল্লাহর, তাঁর ফেরেস্তাগণের ও মানবকুলের প্রত্যাখ্যান। (৮৮) তারা ওখানে চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না বা তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হবে না। (৮৯) হ্যাঁ, যারা এর পরেও ক্ষমা-প্রার্থনা করে নিজেকে শুধরে নেয় তারা ব্যতীত, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অনুশোচনা গ্রহণকারী ও অতি দয়ালু। (৯০) নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাস স্থাপন করার পরে অবিশ্বাস করেছে এবং তার অবিশ্বাস বেড়েই চলেছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা কখনই গৃহীত হবে না, এরাই পথভ্রষ্ট। (৯১) নিঃসন্দেহে যারা অস্বীকার করে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তারা মুক্তিপণস্বরূপ যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও দেয়, তাহলেও তা কখনই গ্রহণ করা হবে না; তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(৯২) তোমরা কখনই পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষন না তোমরা তোমাদের পছন্দের বস্তু হতে ব্যয় না করবে; আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন। (৯৩) তৌরাত (তোরাহ) অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরায়িল নিজের জন্য যে খাবার নিষিদ্ধকরে নিয়েছিল, তাছাড়া অন্যান্য সমস্ত খাবার ইসরায়িলের সন্তানদের জন্য বৈধ ছিল। বলঃ 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তৌরাত (তোরাহ) নিয়ে এস এবং তা পাঠ কর।' (৯৪) এর পরেও যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। (৯৫) বলঃ 'আল্লাহ সত্য বলেছেন; অতএব ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ কর। সে একাগ্রচিত্ত ছিল এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (৯৬) নিঃসন্দেহে প্রথম যে ঘর মানবমণ্ডলীর জন্য তৈরী হয়েছিল সেটা ঐ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত। এটা একটা সৌভাগ্যযুক্ত স্থান ও সমগ্র বিশ্বের জন্য পথনির্দেশ কেন্দ্র। (৯৭) এতে স্পষ্ট নিদর্শন আছে। মকামে-ইবরাহীম (আবরাহামের দাঁড়াবার স্থান) আছে। এই ঘরে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। সামর্থ্যবান মানুষের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেখানে হজ্ব করতে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। যে অস্বীকার করে তার জানা উচিত আল্লাহ সৃষ্টি কুলের অমুখাপেক্ষী। (৯৮) বলঃ 'হে গ্রন্থধারীগণ! কেন তোমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করছো ? অথচ আল্লাহ দেখছেন যা তোমরা করছো।' (৯৯) বলঃ 'হে গ্রন্থধারীগণ! যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তোমরা কেন তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছো? তোমরা সেখানে কুটিলতা তৈরী করছো, অথচ তোমাদেরকেই তো সাক্ষী বানানো হয়েছে; আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।

(১০০) হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা গ্রন্থধারীগণের মধ্যে কোন এক সম্প্রদায়ের কথা মেনে নাও, তাহলে তারা তোমাদেরকে বিশ্বাসী থেকে আবার অবিশ্বাসী করে দেবে। (১০১) তোমরা কিভাবে অবিশ্বাস করবে,

যখন তোমাদেরকে আল্লাহর বাণী পাঠ করে শোনান হচ্ছে, আর তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বর্তমান আছে? যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। (১০২) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত, আর পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর অনুগত না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। (১০৩) আর সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো, এবং মতভেদ করো না, আর আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির আবেগ সঞ্চার করেছিলেন। অতএব তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরের ভাই হলে। তোমরা জাহান্নামের খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েছিলে, আল্লাহই তোমাদের তা থেকে রক্ষা করলেন। এই ভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা পথ-নির্দেশনা পাও।

(১০৪) তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি সম্প্রদায় থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে, এধরনের লোকেরাই সফল হবে। (১০৫) ঐ লোকদের মত হয়ো না যারা স্পষ্ট নির্দেশ আসার পরেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে, আর নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি। (১০৬) সে দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কিছু চেহারা মলিন হবে। যাদের চেহারা মলিন হবে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কি বিশ্বাস করার পরে আবার অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলে?' তাহলে এখন অবিশ্বাস করার শাস্তি ভোগ কর। (১০৭) আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর করুণাভুক্ত থাকবে এবং অনন্তকাল সেখানেই অবস্থান করবে। (১০৮) এগুলো আল্লাহর নিদর্শন যা আমি তোমাদের সত্যতার সাথে পাঠ করে শোনাচ্ছি, আর আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর অবিচার চান না। (১০৯) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আল্লাহর কাছেই সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল।

(১১০) এখন তোমরাই সর্বোত্তম (গুণ সম্পন্ন) সম্প্রদায় যাদেরকে মানুষের জন্য সৃজন করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আর যদি গ্রন্থধারীগণও (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) বিশ্বাস করত, তাহলে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। তাদের মধ্যে কিছু বিশ্বাসী আছে, আর অধিকাংশই অবিশ্বাসী। (১১১) কিছুটা কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা পলায়ন করবে। অতঃপর তারা কোন সহায়তা পাবে না -- (১১২) যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হবে, যদি না তারা আল্লাহ বা মানুষের সাথে সুরক্ষাচুক্তি না করে। আর তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়ে গেছে। আর তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে দুরাবস্থা, কারণ তারা আল্লাহর নিদর্শনগুলো অমান্য করেছিল; আর তাদের পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল; কারণ, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেছিল।

(১১৩) সমস্ত গ্রন্থধারী সমান নয়। তাদের মধ্যে একদল নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল। তারা রাত্রে আল্লাহর বাণী পাঠ করে এবং সিজদাবনত অবস্থায় থাকে। (১১৪) তারা আল্লাহ ও পরলোক বিশ্বাস করে। সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখে ও সৎকর্মের দিকে ছুটে যায়, এরাই সৎলোক। (১১৫) যে ভাল কাজই তারা করবে, ফল থেকে তাদেরকে বঞ্চিত বা উপেক্ষা করা হবে না। আল্লাহ পরহেজগারদের ভালভাবেই জানেন। (১১৬) নিঃসন্দেহে যারা অবিশ্বাস করেছে, আল্লাহর সামনে তাদের ধন সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজেই আসবে না; এরাই জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (১১৭) এই পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে তা শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা বায়ুর অনুরূপ।

যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের শস্যক্ষেতের উপর দিয়ে এই বায়ু প্রবাহিত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচার করেন নি; বরং এরা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে।

(১১৮) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের ব্যতিরেকে অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করো না, তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোন ত্রুটি করে না। তুমি কষ্ট পেলে তারা খুশী হয়। তাদের শত্রুতা মুখের কথায় প্রকাশ পেয়েছে, আর তাদের মনে যা লুকিয়ে আছে তা গুরুতর। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছি যেন তোমরা বুঝতে পারো। (১১৯) তোমরা ওদেরকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না; তোমরা সব আসমানী গ্রন্থ বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরাও বিশ্বাস স্থাপন করেছি;' কিন্তু যখন তারা নিজেরা পরস্পর মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এত বেশী বেড়ে যায় যে, তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে। বলঃ 'তোমরা আপন ক্রোধে মরে যাও।' নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্তরের কথা জানেন। (১২০) তোমাদের ভাল হলে তাদের কষ্ট হয় এবং যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন তারা খুশী হয়। তোমরা যদি ধৈর্য ধরো ও আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তাদের কোনো কৌশল তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে তা সবই আল্লাহর আয়ত্বাধীন।

(১২১) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজের ঘর থেকে বের হয়েছিলে, আর বিশ্বাসীদের যুদ্ধের স্থানে নিযুক্ত করেছিলে -- আল্লাহ সবই শোনেন ও জানেন। (১২২) যখন তোমাদের দুটি দল হতোদ্যম হওয়ার উপক্রম করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে সহায়তা করার জন্য বর্তমান ছিলেন। বিশ্বাসীগণের উচিত আল্লাহর উপর আস্থাশীল হওয়া। (১২৩) আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেছেন বদর যুদ্ধে যখন তোমরা দুর্বল ছিলে। অতএব আল্লাহকে ভয় কর

যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (১২৪) (এবং স্মরণ করো) যখন তুমি বিশ্বাসীদের বলছিলে যে, 'তোমাদের প্রভু তিন হাজার ফেরেস্তা অবতীর্ণ করে তোমাদের সাহায্য করলে সেটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না?' (১২৫) যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর (অটল থাকো) আর আল্লাহকে ভয় কর, আর শত্রুরা যদি আচমকা আক্রমণ করে, তাহলে তোমাদের প্রভু পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৬) আল্লাহ এটা এজন্যে করেছেন যাতে তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং তোমাদের অন্তর তাতে সন্তুষ্ট হয় -- সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে, যিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় -- (১২৭) যাতে অবিশ্বাসীদের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করা যায় কিম্বা তাদেরকে দমন করা যায়, যাতে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। (১২৮) এই ব্যাপারে তোমার করণীয় কিছু নেই -- হয়তো আল্লাহ তাদের ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করবেন নতুবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, কেননা নিশ্চয় তারা অত্যাচারী। (১২৯) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর; তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন, যাকে চান শাস্তি দেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(১৩০) হে বিশ্বাসীগণ! কয়েকগুণ বাড়িয়ে সুদ গ্রহণ করো না, আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফল হও। (১৩১) সেই জাহান্নামকে ভয় কর যা অবিশ্বাসীদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। (১৩২) আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার(১৩৩) আর ছুটে যাও তোমার প্রভুর ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা আকাশ ও পৃথিবীর মত। ওটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ-ভীরুদের জন্য, (১৩৪) যারা সুদিন ও দুর্দিনে ব্যায় করে, যারা ক্রোধ সংবরনকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

(১৩৫) এবং তারা এমন লোক যারা প্রকাশ্যে কোন মন্দ কাজ করে ফেলে অথবা নিজের অন্তরকে বিভ্রান্ত করে ফেলে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায় -- আল্লাহ ছাড়া কে আছেন যে পাপসমূহ ক্ষমা করে? তারা জেনে শুনে নিজেদের (অসৎ) কৃতকর্মের উপর অটল থাকে না। (১৩৬) তাদের প্রতিদান হল তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন উদ্যান যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। কত সুন্দর প্রতিদান সৎকর্মশীলদের জন্য! (১৩৭) তোমার পূর্বে অনেক (সম্প্রদায়ের) উদাহরণ অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব, পৃথিবীতে পরিভ্রমন করে দেখ যে, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কি হয়েছিল। (১৩৮) এই কুরআন মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহ-ভীরুদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।

(১৩৯) দুর্বলচিত্ত এবং বিষন্ন হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা আস্থাবান হও -- (১৪০) যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে তাহলে শত্রুদের তো এমনই আঘাত লেগেছে। এই দিনগুলি (পরিস্থিতি) আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করাই, যাতে আল্লাহ বিশ্বাসীদের যাচাই করতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে সাক্ষী বানাতে পারেন; আর আল্লাহ অসদাচারীদের ভালবাসেন না, (১৪১) যাতে তিনি বিশ্বাসীদের শোধন আর অস্বীকারকারীদের নির্মূল করতে পারেন। (১৪২) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে অথচ আল্লাহ এখনও যাচাই করেন নি, কারা তাঁর জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে এবং কারা ধৈর্যশীল? (১৪৩) তোমরা মৃত্যু কামনা করছিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই। এখন তোমরা খোলা চোখে তা দেখে নিলে।

(১৪৪) মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে অনেক

রাসূল বিগত হয়েছে। তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? আর যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করবে সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দেবেন।(১৪৫) আল্লাহর অনুমতি এবং নির্ধারিত সময় ব্যতীত কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না। যে দুনিয়ার মঙ্গল চায় তাকে আমি দুনিয়াতে দিয়ে দিই। আর যে পরলোকের মঙ্গল চায় তাকে আমি পরলোকে দিয়ে দিই। কৃতজ্ঞ লোকদের প্রতিদান অবশ্যই আমি দেব।(১৪৬) কতপয়গম্বর আছে যাদের পক্ষে অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি যুদ্ধ করেছে! আল্লাহর পথে তাদেরকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাতে তারা মনোবল হারায়নি, আর দুর্বলতাও দেখায়নি এবং নতি স্বীকারও করেনি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।(১৪৭) তারা কেবল একথাই বলেছিলঃ ‘হে আমাদের প্রভু ! আমাদের পাপ ক্ষমা করুন, আর আমাদের কাজে আমাদের যে অন্যায় হয়েছে তাও ক্ষমা করে দিন, আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করুন আর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।’ (১৪৮) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব প্রতিদান দিয়েছেন ও পরলোকেও উত্তম প্রতিফল দিয়েছেন। আল্লাহ পুণ্যবানদের ভালবাসেন।

(১৪৯) হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা যদি অবিশ্বাসীদের কথা মত চলো তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাৎমুখী করে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১৫০) নিশ্চয়, আল্লাহ তোমাদের সহায়ক এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী। (১৫১) আমি অস্বীকারকারীদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করবো, কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন জিনিষকে শরিক (অংশীদার স্থাপন) করেছে যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন সনদ (প্রমাণ) অবতীর্ণ করেন নি। তাদের আশ্রয়স্থল হলো আগুন। অত্যাচারীদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট! (১৫২) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করে দেখিয়েছেন,

যখন আল্লাহর আদেশে তোমরা শত্রুদের প্রায় বিনাশ করে দিয়েছিলে, কিন্তু তখন তোমরা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলে এবং পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে, আর তোমরা পরগম্বরের কথাও শোননি। যখন আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিষ দেখিয়েছিলেন যা তোমরা চাইছিলে -- তোমাদের মধ্যে কিছু লোক সাংসারিক বৈভব চাইছিল এবং কিছু লোক পরলোক চাইছিল -- অতঃপর তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য শত্রুদের পরাজিত করা থেকে তিনি তোমাদেরকে বাধা দিলেন। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ বিশ্বাসীগণের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল।
(১৫৩) স্মরণ কর, যখন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছিলে, এমনকি পিছনে ফিরেও দেখছিলে না, আর রাসূল তোমাদের ডাকছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের কষ্টের উপর কষ্ট দিয়েছিলেন (তোমাদের ব্যবহারের জন্য) যাতে তোমরা যা হাতছাড়া হয়ে গেছে তার জন্য নিরাশ না হও এবং যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য দুঃখ না করো। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

(১৫৪) অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টের পর শান্তিময় তন্দ্রা দান করেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল, আর অন্য একদল নিজের জীবনের জন্যে চিন্তা করছিল। এরা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে মূর্খদের মতো ভুল ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলছিলঃ ‘এই বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নেই?’ তাদেরকে বলঃ ‘সকল বিষয়ে আল্লাহর অধিকার।’ তারা তাদের মনে এমন কিছু কথা লুকিয়ে রেখেছে যা তোমার কাছে প্রকাশ করছিল না। তারা বলছিল, ‘বিষয়টিতে যদি আমাদের কিছু করার থাকত তাহলে এখানে আমরা নিহত হতাম না।’ বলঃ ‘যদি তোমরা নিজের ঘরেও থাকতে তবুও যাদের নিহত হওয়া নির্ধারিত থাকত তারা তাদের মৃত্যুর জায়গায় বেরিয়ে পড়ত।’ আসলে আল্লাহ চেয়েছেন তোমাদের

মনে যা আছে তা পরীক্ষা করতে এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা শোধন করতে। আর আল্লাহ মনের গোপন কথা ভালভাবেই জানেন। (১৫৫) যে দিন দুটো দল সামনা-সামনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, তোমাদের মধ্যে একটি দল পশ্চাদপসরণ করেছিল কারণ তাদের কিছু কর্মের জন্য শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।

(১৫৬) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অস্বীকারকারীদের মত হয়ো না। তাদের ভাইয়েরা যখন সফরে যায় বা যুদ্ধ যাত্রা করে তখন তারা বলে, 'যদি ওরা আমাদের কাছে থাকত তাহলে মরত না বা নিহত হত না' -- যাতে আল্লাহ এটাকে তাদের অন্তরে পরিতাপের বিষয়ে পরিণত করতে পারেন। আল্লাহই জীবনদান করেন এবং মৃত্যু দান করেন; যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ তা দেখেন। (১৫৭) যদি তোমরা আল্লাহর পথে মারা যাও বা নিহত হও, তাহলে যা কিছু তোমরা সঞ্চয় করো তার চেয়ে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ উত্তম। (১৫৮) যদি তোমরা মারা যাও বা নিহত হও, সবরকম পরিস্থিতিতে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে একত্রিত করা হবে। (১৫৯) এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে -- যদি তুমি কঠোর স্বভাব ও কঠোর হৃদয় হতে, তাহলে এরা তোমার নিকট হতে পালাত। অতএব ওদের ক্ষমা করে দাও এবং ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। যখন সিদ্ধান্ত নেবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে। (১৬০) আল্লাহ যদি তোমাদের সাথে থাকেন তাহলে তোমাদের উপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না, আর যদি তিনি তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে দেন তাহলে তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? বিশ্বাসীগণের আল্লাহর উপরই আস্থাশীল হওয়া উচিত।

(১৬১) কোন কিছু গোপন করা পয়গম্বরের কাজ নয়। যারাই গোপন করবে তারা নিজের গোপন করা জিনিষ পরলোকে নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে, কারও প্রতি অবিচার করা হবে না। (১৬২) যে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অনুসরণকারী সে কি ঐ ব্যক্তির মত হবে, যে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছে এবং তার ঠিকানা জাহান্নামে? আর তা কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা! (১৬৩) আল্লাহর নিকটে তাদের অবস্থান ভিন্ন-ভিন্ন হবে। আর আল্লাহ দেখছেন তারা যা করছে। (১৬৪) আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর বাণী শোনান এবং তাদের পরিশোধন করেন, কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন (কুরআন ও বিবেক শিক্ষা দেন)। নিঃসন্দেহে ইতিপূর্বে তারা পথভ্রষ্ট ছিল।

(১৬৫) আর যখন তোমাদের উপর এমন বিপর্যয় এল, যার দ্বিগুণ বিপর্যয় ইতিপূর্বে তোমরা ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বললে, 'এটা কোথা থেকে এল?' বলঃ 'এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকেই এসেছে।' নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (১৬৬) দুপক্ষের যুদ্ধের দিনে তোমাদের যে বিপর্যয় হয়েছিল তা আল্লাহর আদেশেই হয়েছিল, যাতে আল্লাহ বিশ্বাসীদের যাচাই করতে পারেন। (১৬৭) আর তাদেরকেও যাচাই করতে পারেন যারা মুনাফিক ছিল। এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'এস, আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা কর।' তারা বলল, 'যদি আমরা জানতাম যে, যুদ্ধ হবে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে যেতাম।' সেদিন তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের অধিক নিকটে ছিল। তারা নিজের মুখে যে কথা বলে তা তাদের অন্তরে নেই, তারা যেটা গোপন করে অবশ্যই তা আল্লাহ ভালভাবে জানেন।

(১৬৮) এরা সেই সব লোক, যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলছিল যে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত তাহলে মারা যেত না। বলঃ 'তোমরা নিজের মৃত্যু আটকাও যদি তোমাদের কথা সত্যি হয়।'

(১৬৯) যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের প্রভুর নিকটে জীবিত, তারা জীবিকা পাচ্ছে। (১৭০) আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং যারা তাদের পিছনে থেকে গেছে, এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি তাদের জন্যও তারা সুসংবাদ দিচ্ছে যে তাদের কোন ভয় নেই আর তাদের দুঃখও করতে হবে না। (১৭১) তারা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে আনন্দ প্রকাশ করে;তারা জানে যে, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীগনের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (১৭২) যারা আহত হওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও সংযত, তাদের জন্য আছে মহান প্রতিদান। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে বড় শক্তি একত্রিত করেছে, তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু একথায় তাদের বিশ্বাস আরো বেড়ে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি সর্বোত্তম সহায়ক।' (১৭৪) অতঃপর তারা আল্লাহর অনুকম্পা এবং কৃপা নিয়ে ফিরে এসেছিল। কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করে নি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই চলেছিল এবং আল্লাহ বড়ই দয়ালু। (১৭৫) বস্তুতঃ শয়তান তোমাদেরকে তার বন্ধুদের দিয়ে ভয় দেখায়। তোমরা ওদের ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

(১৭৬) যারা সত্য অস্বীকার করার জন্য প্রতিযোগীতা করছে তারা যেন তোমার জন্য দুঃখের কারণ না হয়। তারা আল্লাহকে কখনই কোন ক্ষতি

করতে পারবে না। আল্লাহ চাইছেন ওদের জন্য পরলোকে কোন প্রতিদান না রাখতে। ওদের জন্য রয়েছে মস্তবড় শাস্তি। (১৭৭) যারা বিশ্বাসের মূল্যে বা বিনিময়ে অবিশ্বাস ক্রয় করে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১৭৮) যারা অবিশ্বাস করছে, তারা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য ভাল। আমি কেবল এজন্য অবকাশ দিচ্ছি, যাতে তারা অপরাধের দিকে আরো অগ্রসর হয়, আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭৯) আল্লাহ কখনও বিশ্বাসীগণকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না, তারা যে অবস্থায় আছে - যতক্ষন তিনি মন্দকে ভালো থেকে পৃথক না করেন। তিনি তোমাদেরকে অদৃশ্য সম্পর্কেও জানাবেন না। বরং তিনি তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নেন। অতএব তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহকে আর তাঁর রাসূলগণকে, কারণ যদি তোমরা বিশ্বাস করো এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তোমাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।

(১৮০) আল্লাহর দেওয়া সম্পদ নিয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য ভাল; বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। যে জিনিস নিয়ে তারা কার্পণ্য করছে, পুনরুত্থানের দিন ওটাই তাদের জন্য বেড়ীতে পরিণত হবে। আসমান ও পৃথিবীর সত্বাধিকারী আল্লাহই। যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ সবই জানেন। (১৮১) আল্লাহ সেই সব লোকদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে আল্লাহ নির্ধন আর আমরা ধনবান। আমি তাদের এই কথা লিখে নেব, আর তাদের পয়গম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার কথাও লিখে নেব, আর আমি বলবো, 'তোমরা আগুনে দগ্ধ হওয়ার কষ্ট আস্বাদন কর।' (১৮২) এটা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল কারণ আল্লাহ

বান্দাদের প্রতি অন্যায়কারী নন। (১৮৩) যারা বলে যে, আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলকে স্বীকার না করি যতক্ষন না তিনি আমাদের কাছে এমন কুরবানি উপস্থিত করেন, যাকে আগুন গ্রাস করে নেয়। ওদের বলঃ 'আমার পূর্বেও তো তোমাদের কাছে অনেক রাসূল এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তোমরা যে নিদর্শনের কথা বলছ, তা নিয়েও এসেছিল। তাহলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?' (১৮৪) অতএব এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তাহলে তোমার আগেও তো অনেক রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছিল, যারা স্পষ্ট নিদর্শন এবং সহীফা (ধর্মগ্রন্থ) এবং আলোকদানকারী গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল। (১৮৫) প্রত্যেক বক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কেয়ামতের দিনে তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে; তখন যাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম হবে, আর পার্থিব জীবন তো শুধু প্রতারণার সামগ্রী মাত্র।

(১৮৬) নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন ও সম্পদের ব্যাপারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। এবং তুমি ওদের নিকট থেকে অনেক কষ্টপ্রদ কথা শুনবে, যারা তোমাদের পূর্বে গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে, আর তাদের থেকেও যারা শির্ক (অংশীদার স্থাপন) করেছে। যদি তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং (খোদাভীতি) সংযম অবলম্বন কর, তাহলে সেটা হবে দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ। (১৮৭) আল্লাহ গ্রন্থধারীদের (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহর গ্রন্থ পূর্ণরূপে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে এবং কোনকিছু গোপন করবে না; কিন্তু তারা একথা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছিল এবং এটাকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিল। কত খারাপ যা তারা ক্রয় করেছিল!

(১৮৮) যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রসন্ন থাকে এবং যারা চায়, যে কাজ তারা করেনি তার জন্য তাদের প্রশংসা হোক, এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই প্রাপ্ত মনে করো না। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১৮৯) আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর, আর আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(১৯০) আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং রাত দিনের আবর্তনে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে – (১৯১) যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে আর বলেঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আপনি এসব কিছু উদ্দেশ্যহীন ভাবে সৃষ্টি করেন নি; আপনি পবিত্র, অতএব আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।’ (১৯২) হে আমাদের প্রভু ! ‘আপনি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেন বাস্তবে তাকে লাঞ্ছিত করলেন এবং অত্যাচারীদের জন্যে কেউই সাহায্যকারী নেই।’ (১৯৩) হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চই আমরা শুনেছিলাম, একজন আহ্বানকারী ঈমানের দিকে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ ‘নিজের প্রভুর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর,’ এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম। হে আমাদের প্রভু ! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দগুলি দূর করুন এবং পুণ্যবাণদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। (১৯৪) হে আমাদের প্রভু ! আপনি আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি আমাদের সাথে করেছেন তা পূর্ণ করুন। আর পুনরুত্থানের দিনে আমাদের অপমানিত করবেন না। নিঃসন্দেহে আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

(১৯৫) তাদের প্রভু তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন (এই বলে)ঃ ‘তোমাদের কর্ম আমি নষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক অথবা নারী, তোমরা একে অপরের অংশ; অতঃপর যারা হিজরত (খোদার পথে দেশত্যাগ) করেছে, আর যারা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে এবং আমার পথে অত্যাচারিত হয়েছে আর আমার পথে যুদ্ধে নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব, এবং তাদের এমন উদ্যানে প্রবেশ করাব যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত।’ আল্লাহর নিকটে এটাই তাদের পুরস্কার, আর সর্বোত্তম পুরস্কার আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। (১৯৬) দেশের মধ্যে অবিশ্বাসীদের পদচারণা যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে না ফেলে। (১৯৭) এটা স্বল্পকালীন উপভোগ মাত্র; অতঃপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, তা কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (১৯৮) তবে যারা, তাদের প্রভুকে ভয় করে, তাদের জন্য হবে এমন উদ্যান যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অতিথি আপ্যায়ন হবে; আর যা কিছু আল্লাহর নিকটে পুণ্যবানদের জন্য প্রস্তুত আছে, তা সর্বোত্তম। (১৯৯) অবশ্যই গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আর ঐ গ্রন্থকেও মানে যা ইতিপূর্বে ওদের নিকটে পাঠানো হয়েছে; তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে আছে, আর তারা আল্লাহর বাণীসমূহ অল্পমূল্যে বিক্রি করে না; এমন লোকদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে পুরস্কার আছেঃ আল্লাহ অতি সত্বর হিসাব নেবেন! (২০০) হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য ধারণ কর, সহিষ্ণুতার সাথে প্রতিযোগীতা কর, নিজেরা বিশ্বাসে অটল থাকো এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সুফলপ্রাপ্ত হও।

৪ ঃ সূরা আন-নিসা (নারী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে মানুষ! তোমার প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, আর তা থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই দুজন থেকেই অসংখ্য নারী-পুরুষ (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নাম করে তোমরা একে ওপরের কাছে নিবেদন কর এবং অত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সচেতন থাকো। আল্লাহ সর্বদা তোমাদের নিরীক্ষণ করছেন।[১] (২) অনাথদের সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। ভাল সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বিনিময় করো না, আর তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে তাদের সম্পদ ভোগ করো না, এটা মহাপাপ। (৩) যদি তোমরা অনাথ নারীদের ক্ষেত্রে সুবিচার না করার আশঙ্কা কর, তাহলে তোমার পছন্দের নারীদের মধ্যে দুই, তিন বা চার জনকে বিবাহ করতে পারো। যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তুমি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একটিই বিবাহ কর -- অথবা তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের (মধ্য হতে)। এটাই অবিচার করা থেকে তোমাকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ। (৪) নারীদেরকে সানন্দে তাদের মোহরানা (যৌতুক) দিয়ে দাও। তবে তারা যদি খুশী মনে তোমাদেরকে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা স্বানন্দে ও প্রীতিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারো।

---

[১] বিঃ দ্রঃ (৪ ঃ ০১) প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে এক এবং অভিন্ন। ফলে, প্রত্যেকেই একই মানব মানবীর মধ্যে তাদের মৌলিক উৎসের সন্ধান পেতে পারে। সেই জন্য প্রত্যেক মানুষের উচিত একটি বৃহত্তর পরিবারের সদস্য হিসাবে পারস্পারিক সদ্ভাব বজায় রাখা এবং জীবনধারনের ক্ষেত্রে সহানুভূতিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করা।

(৫) যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনযাত্রার জন্য নির্ধারিত করেছেন তা অর্বাচীনদেরকে প্রদান করো না, তবে তা দিয়ে তাদের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে ভালভাবে কথা বলবে। (৬) অনাথদের পর্যবেক্ষণে রাখ, যতদিন না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে যায়। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা দেখতে পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করো এবং তারা বড় হয়ে যাবে এই ভয়ে, তাড়াতাড়ি অপচয় করে অনাথদের সম্পদ শেষ করে ফেলো না। যার আবশ্যকতা নেই সে যেন অনাথের সম্পদ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। যে ব্যক্তি নির্ধন সে সামান্য পরিমাণে ন্যায় সঙ্গত উপায়ে গ্রহণ করতে পারে। যখন তোমরা তাদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দেবে, তখন তাদের সামনে সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (৭) পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায় তাতে পুরুষদের অংশ আছে। পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা কম হোক বা বেশী। এটা (আল্লাহ কতৃক) নির্ধারিত অংশ। (৮) বন্টনকালে অনাথ গরীবরা উপস্থিত থাকলে তা থেকে তাদেরকেও কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল। (৯) নিজের মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া অসহায় সন্তানদের দূরবস্থা আন্দাজ করে কোনো মানুষ যতটা উদ্বিগ্ন হয়, অনাথদের প্রতি ততটা উদ্বেগ থাকা উচিত। অতএব তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং ন্যায্য কথা বলে। (১০) যারা অন্যায়ভাবে অনাথদের সম্পদ গ্রাস করে, তারা আগুন দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করে। আর শিঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

(১১) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আদেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষ পাবে দুই নারীর অংশের সমান; কিন্তু যদি নারী দুই এর অধিক হয় তাহলে তারা তিনভাগের দুভাগ অংশের উত্তরাধিকারী হবে।

আর যদি একজন হয় তাহলে সে পাবে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতা প্রত্যেকে পাবে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি মৃতের সন্তান না থাকে, আর তার পিতা মাতা তার উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে তার মা পাবে তিনভাগের একভাগ, আর যদি তার ভাই বোন থাকে তাহলে মা পাবে ছয়ভাগের একভাগ; আর কোন অসিয়তনামা (ইচ্ছাপত্র) বা কোন ঋণ থাকলে তা পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে। তোমাদের পিতা মাতা ও সন্তাদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না। এসব অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (১২) তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে যদি তার কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তার কোন সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির চারভাগের একভাগ পাবে; তাদের কোন অসিয়তনামা (ইচ্ছাপত্র) বা কোন ঋণ থাকলে তা পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে। আর তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে, তোমাদের কোন অসিয়তনামা থাকলে কিম্বা ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার পর। আর যদি কোন নিঃসন্তান ও পিতৃ-মাতৃহীন পুরুষ বা নারী মারা যায় এবং তার একজন ভাই বা একজন বোন থাকে তাহলে তাদের প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে, আর যদি তাদের সংখ্যা দুইয়ের অধিক হয় তাহলে তারা তিন ভাগের এক ভাগে অংশীদার হবে; কোন অসিয়তনামা (ইচ্ছাপত্র) বা কোন ঋণ থাকলে তা পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে, যাতে কারও কোন ক্ষতি না হয়। এটা আল্লাহর নির্দেশ; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহিষ্ণু।

(১৩) এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। সে সেখানে চিরকাল থাকবে, আর এটাই বড় সফলতা। (১৪) কিন্তু যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারণ করা নিয়মের বাইরে বেরিয়ে যাবে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। যেখানে সে চিরকাল থাকবে, তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

(১৫) তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যাভিচার করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করো। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ঐ নারীদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখবে যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ বার করেন। (১৬) তোমাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ যদি ঐরূপ জঘন্য কাজ করে তাহলে তাদেরকে শাস্তি দাও। যদি তারা দুজনেই অনুশোচনা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তাহলে তাদের ব্যাপারে নিবৃত্ত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুশোচনা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (১৭) বস্তুত তাদের অনুশোচনা আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার সূযোগ রয়েছে যারা অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে তারপর অবিলম্বে অনুশোচনা করে। এমন লোকদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সবই জানেন, তিনি বিবেকবান। (১৮) ঐ লোকদের ক্ষমা প্রাপ্তির সুযোগ নেই, যারা নিরন্তর মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, ‘এখন আমি অনুতাপ করছি।’ তাদেরও ক্ষমা প্রাপ্তির সুযোগ নেই, যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

(১৯) হে বিশ্বাসীগণ! জোর পূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কিছু অংশ নিয়ে নেওয়ার জন্য

তাদেরকে আটকে রেখো না, তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা করলে অন্য কথা। তাদের সাথে সম্মানজনক ভাবে বসবাস করো। হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ তোমাদের জন্য অনেক বড় কল্যাণ রেখেছেন। (২০) যদি তোমরা এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী নিয়ে আসার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে স্তুপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট অত্যাচার করে তা ফিরিয়ে নেবে? (২১) তোমরা তা কিভাবে নেবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরী করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে? (২২) তোমরা ঐ নারীকে বিবাহ করবে না যাকে তোমার পিতা বিবাহ করেছে, তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটা অশোভনীয় ও জঘন্য এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রচলন।

(২৩) তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে তোমাদের মায়েরা, কন্যারা, বোনেরা, ফুফুরা, খালারা, ভাই-ঝিরা, ভাগ্নিরা, দুধ মায়েরা, শাশুড়ীরা, দুধ বোনেরা এবং তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ তাদের কন্যারা যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে; তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করে থাকলে তোমাদের কোন পাপ নেই। এছাড়া তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং একত্রে দুই বোনকে বিবাহ করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু পূর্বে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (২৪) ঐ নারীকেও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী; কিন্তু যদি সে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে তোমার হাতে আসে, তাহলে ভিন্ন কথা। এটা তোমাদের উপর আল্লাহর আদেশ। এছাড়া অন্য নারীরা তোমাদের জন্য বৈধ; তবে শর্ত এই যে,

তোমরা তোমাদের সম্পদের মাধ্যমে তাদেরকে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ কর; ব্যভিচার কর না। অতঃপর ঐ নারীদের মধ্যে যার সাথে তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছ, তাকে তার নির্ধারিত মোহরানা (যৌতুক) দিয়ে দাও। মোহরানা নির্ধারণের পর পারস্পরিক সম্মতিতে কোন হ্রাস বৃদ্ধি করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। (২৫) তোমাদের মধ্যে যাদের স্বাধীন নারীদেরকে বিবাহ করার আর্থিক সামর্থ নেই, তারা তাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী দাসীদেরকে বিবাহ করবে। তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ ভালই জানেন। তোমরাতো সবাই এক। অতএব তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিবাহ করবে, এবং যথাযথভাবে তাদের মোহর পরিশোধ করবে, এমতাবস্থায় তারা যেন ব্যাভিচারিনী কিম্বা উপ-পতি গ্রহণকারিনী না হয়। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তারা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীন মহিলাদের জন্য যা নির্ধারিত তার অর্ধেক। এই ব্যবস্থা তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য, যারা খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে। ধৈর্য ধারণ করতে পারলে, তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(২৬) আল্লাহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চান, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ দেখিয়ে দিতে চান এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে চান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। (২৭) আল্লাহ তোমাদের অনুশোচনা গ্রহণ করতে চান, যে লোকেরা নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা সঠিক পথ হতে বহুদূরে চলে যাও। (২৮) আল্লাহ চাইছেন তোমাদের বোঝা হাল্কা করতে, কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(২৯) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করতে পার।

আর আপোষে খুনোখুনী করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। (৩০) যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে আর অত্যাচার করে তাকে অবশ্যই আমি আগুনে নিক্ষেপ করবো। আল্লাহর পক্ষে এটা করা খুবই সহজ। (৩১) তোমাদের নিষেধ ক রা হয়েছে এমন বড় পাপগুলি হতে যদি তোমরা বিরত হও, তাহলে আমি তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে একটি মহৎ জায়গায় স্থান দেব। (৩২) যেসব জিনিষ দ্বারা আল্লাহ তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা সেই রকম জিনিষ পেতে চেয়ো না। পুরুষ যা উপার্জন করে সে তার প্রতিদান পাবে এবং নারী যা উপার্জন করবে সেও তার প্রতিদান পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর কৃপা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু অবগত আছেন। (৩৩) আমি পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছি, আর যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

(৩৪) পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষরা তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে তাদের জন্য ব্যয় করে। অতএব যারা সৎ নারী তারা অনুগত হয় এবং তাদের স্বামীদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহ যা রক্ষা করতে বলেছেন তা রক্ষা করে। আর যে নারীদের মধ্যে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে বোঝাও, তাদেরকে শয্যা থেকে পৃথক করো এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার করো।[১]

---

[১] বিঃ দ্রঃ - (৪ ঃ ৩৪) এখানে একটি প্রতিকী ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, কারণ পয়গম্বর নারীদের প্রহার করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেছেন - কখনও ঈশ্বরের সৃষ্টিকে প্রহার করো না।

এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপের পথ অন্বেষণ করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুউচ্চ,অতি মহান। (৩৫) তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তাহলে স্বামীর পরিবারের মধ্য হতে একজন সালিসী এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিসী নিযুক্ত কর। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ তাদের সহমত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই জানেন এবং সব কিছু অবগত আছেন।

(৩৬) আল্লাহরই ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছু অংশীদার স্থাপন করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, এবং আত্মীয়, অনাথ, গরীব, কাছের প্রতিবেশী, দূরের প্রতিবেশী, ঘনিষ্ঠ সহচর, পথিকজন ও তোমাদের দাস দাসীদের সাথেও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কখনও পছন্দ করেন না দাম্ভিক ও অহংকারীকে, (৩৭) আর যারা কার্পণ্য করে এবং লোকদেরও কার্পণ্য শেখায় এবং যা কিছু আল্লাহ কৃপা করে তাদের দিয়েছেন তা গোপন করে, তাদেরকে। আমি সত্য- অস্বীকারকারীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি , (৩৮) আর তাদের জন্য যারা লোক দেখানোর জন্য নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিনকে বিশ্বাস করে না। শয়তান (চির অভিশপ্ত) সঙ্গী হলে, সে খুবই খারাপ সঙ্গী। (৩৯) তাদের কি ক্ষতি হত যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনকে বিশ্বাস করত, আর আল্লাহ তাদের যা কিছু দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করত? আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৪০) নিঃসন্দেহে আল্লাহ কারও উপর অনুপরিমাণও অত্যাচার করেন না। যদি কারও কোন পুণ্য থাকে তাহলে তিনি তাকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেন, এবং নিজের থেকে অশেষ পুণ্য দান করেন।

(৪১) ঐ সময় কি হবে যখন আমি প্রত্যেক জাতি হতে একজন করে সাক্ষী নিয়ে আসবো এবং তোমাকেও এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী করে আনবো?

(৪২) যারা সত্য অস্বীকার করেছে এবং পয়গম্বরকে অবিশ্বাস করেছে সেদিন তারা কামনা করবে, যদি (এমন সম্ভব হত) মাটি দিয়ে তাদেরকে সমান করে দেওয়া হত! তারা আল্লাহর কাছে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না। (৪৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় প্রার্থনার নিকটবর্তী হয়ো না, যে পর্যন্ত না স্বীয় বাক্য বুঝতে পার এবং (আবশ্যিক স্নান) না করে অপবিত্র অবস্থায়ও না। তবে সফরে থাকলে ভিন্ন কথা। যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসো অথবা নারীদের নিকট গমন করে থাক এবং স্নান করার জন্য পানি না পাও তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্র হয়ে নাও এবং নিজের মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

(৪৪) তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে গ্রন্থের অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং তারা চাইছে তুমিও সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হও। (৪৫) আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট। (৪৬) ইহুদীদের মধ্যে একদল অপ্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বিকৃত করে এবং বলে, 'আমরা শুনলাম কিন্তু অমান্য করলাম বা মনেনিবেশ না করে শুনলাম।' এবং ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা নিজের জিহ্বা বিকৃত করে ভাষার প্রকাশ ভঙ্গী পরিবর্তন করে বলে, 'আমাদের দিকে দেখুন।' যদি তারা বলতো, ''শুনলাম এবং মান্য করলাম এবং আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দান করুন'', তাহলে তাদের জন্য অধিক উত্তম ও উপযুক্ত হত। তাদের প্রকাশ্য অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; সেইজন্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

(৪৭) হে গ্রন্থধারীগণ! তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা আমি অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, ঐ সময় আসার পূর্বে,

যখন আমি (তোমার চেতনার বা অনুভূতির) অভিমুখ ধ্বংস করে দেব, যাতে আমি তোমাকে হতবুদ্ধি বা প্রত্যাখ্যান করতে পারি, যেমন আমি বিনষ্ট করেছিলাম 'সাব্ত' ভঙ্গাকারীদেরকে (শনিবার ওয়ালাদেরকে)। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। (৪৮) আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেন না এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, সে মহাপাপ করে। (৪৯) তুমি কি তাদের দেখেছ যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে? বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। তাদের প্রতি অনুপরিমাণও অবিচার হবে না। (৫০) লক্ষ্য করো, তারা কিভাবে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলে! স্পষ্ট পাপ হিসাবে এটাই যথেষ্ট।

(৫১) তুমি কি ঐ লোকদের দেখনি যাদের গ্রন্থের অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা প্রতিমা ও শয়তানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা সত্য অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বলে যে, তারা বিশ্বাসীদের অপেক্ষা অধিকতর সুপথগামী। (৫২) এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেছেন, আর আল্লাহ যাকে প্রত্যাখ্যান করেন তার জন্য তুমি কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৫৩) তবে কি আল্লাহর রাজত্বে এদের কোন অংশ আছে? তাহলে তো তারা মানুষকে তিল পরিমাণও কিছু দেবে না। (৫৪) আল্লাহ মানুষকে যা দান করেছেন তার জন্য তারা কি তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষন করছে? আমি তো ইবরাহীমের বংশধরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্যও দিয়েছিলাম। (৫৫) এদের মধ্যে কেউ তাকে মানল, আবার কেউ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, এদের জন্য জাহান্নামের জলন্ত আগুনই যথেষ্ট। (৫৬) নিঃসন্দেহে যারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করবে তাদেরকে আমি জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবো। যতবার তাদের চর্ম দগ্ধ হবে ততবার আমি তাদেরকে নতুন চর্ম দিয়ে তা বদল করে দেব, যাতে তারা যন্ত্রণা ভোগ করতেই থাকে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫৭) যারা বিশ্বাসী ও সৎকাজ করে, তাদেরকে আমি এমন উদ্যানে প্রবেশ করাব যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে শুদ্ধ সহধর্মিণীগণ, আমি তাদেরকে নিবিড় ছায়ায় রাখব।

(৫৮) আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানত সমূহ তার প্রাপকদের ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার কর, তখন যেন ন্যায়সম্মতভাবে বিচার কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৯) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে কতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির আনুগত্য কর। যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয়, তাহলে তার মীমাংসার ভার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী হও, একথাই উত্তম আর এর পরিণামও শ্রেষ্ঠতর। (৬০) তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে, তারা তোমার উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা মন্দলোকের কাছে বিচার প্রার্থী হয়, যদিও তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শয়তান (অভিশপ্ত আত্মা) তাদেরকে ঘোরতর ভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (৬১) যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে এসো,' তুমি দেখবে মুনাফিকরা তোমার থেকে বিমুখ হচ্ছে। (৬২) তাদের কৃতকর্মের ফলে যখন তাদের উপর বিপদ আসবে, তখন কেমন হবে? তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে, 'আমরা সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছাড়া কিছুই চাইনি।' (৬৩) তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা ভালাভাবেই জানেন, তাই তারা যা বলে তা উপেক্ষা কর, এবং তাদেরকে উপদেশ দাও, আর তাদের সাথে এমন কথা বলো যা তাদের হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে পারে।

(৬৪) আমি সমস্ত রাসূলগণকে পাঠিয়েছি যাতে মানুষ আল্লাহর নির্দেশমত তাদের আনুগত্য করে। যখনই তারা নিজেদের উপরে অত্যাচার করেছিল তখনই যদি তারা তোমার কাছে আসতো, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং পয়গম্বর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে তারা প্রত্যক্ষ করতো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৬৫) অতএব তোমার প্রভুর শপথ, তারা ততক্ষণ প্রকৃত বিশ্বাসী হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের সকল বিরোধে তোমাকে নির্ণায়ক বিচারক হিসাবে মেনে নেবে এবং তুমি যে মিমাংসা করবে তাতে কোনো সংশয় প্রকাশ করবে না এবং সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবে। (৬৬) আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম, 'নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা আপন ঘর থেকে বেরিয়ে যাও' তাহলে অল্প কিছু লোকই এই নির্দেশ কার্যকর করত। তবে তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা যদি তারা পালন করতো, তাহলে নিশ্চয় ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। (৬৭) তখন আমি তাদেরকে আমার পক্ষ হতে মহাপুরস্কার প্রদান করতাম। (৬৮) তাদের সোজা পথ দেখাতাম। (৬৯) যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা ঐ লোকদের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন অর্থাৎ পয়গম্বর, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি, সাক্ষ্যদাতা এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তি; আর সঙ্গী হিসাবে তারা কতই না উত্তম! (৭০) এই অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

(৭১) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর এবং বেরিয়ে পড় আলাদা আলাদা ভাবে অথবা একসঙ্গে। (৭২) তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বিলম্ব করে, তারপর যদি তোমাদের কোন বিপদ আসে তখন তারা বলে, 'আল্লাহ আমাকে কৃপা করেছেন কারণ আমি ওদের সাথে ছিলাম না।' (৭৩) যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে কোন অনুগ্রহ লাভ কর, তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন হৃদ্যতা ছিল না।

তারা বলবে, 'আমিও যদি ওদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে দারুণ ভাবে সফল হতাম।'
(৭৪) অতএব আল্লাহর রাস্তায় ঐ লোকেরা যুদ্ধ করবে যারা পরলোকের
বিনিময়ে ইহলোকের জীবন বিক্রি করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে
লড়াই করে এবং নিহত হয় কিম্বা বিজয় লাভ করে, আমি তাকে মহাপুরস্কার
দেব। (৭৫) তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা যুদ্ধ করছো না, আল্লাহর জন্য
এবং ঐ সব দুর্বল বৃদ্ধপুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলছে, 'হে আমাদের
প্রভু! অত্যাচারী অধিবাসী অধ্যুষিত এই জনপদ থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দান
করুন, আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক প্রেরণ
করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী প্রেরণ
করুন?' (৭৬) বিশ্বাসীরা আল্লাহর পথে লড়াই করে। যারা অস্বীকার করে
তারা শয়তানের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গীদের
বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের কৌশল খুবই দুর্বল।

(৭৭) তুমি কি ঐ লোকদের দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হাত সংযত কর, নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত আদায় কর? তারপর যখন তাদের যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হল তখন তাদের মধ্যে একটি দল মানুষকে এমন ভয় করতে লাগল যেমন আল্লাহকে ভয় করা দরকার, অথবা তার চেয়েও বেশী ভয় করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি কেন আমাদের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য করে দিলে? আমাদের কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে না কেন?' বলে দাও, 'এ জগতের মুনাফাতো সামান্য, আল্লাহ-ভীরুদের জন্য পরলোকই উত্তম। তোমাদের উপর বিন্দু পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না।'
(৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরে ফেলবে;

সুরক্ষিত দূর্গে থাকলেও। যদি তাদের ভাল কিছু হয় তাহলে তারা বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে।' আর যদি খারাপ কিছু হয় তাহলে বলে, 'এটা তোমার জন্যে হয়েছে।' বলে দাওঃ 'সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।' ঐ লোকগুলোর হয়েছে কি? মনে হয় তারা কোন কথাই বুঝতে পারবে না। (৭৯) তোমার কাছে ভাল যা আসে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, আর তোমার সাথে খারাপ যা কিছু ঘটে তা তোমার নিজের কারণে ঘটে। আমি তোমাকে মানুষের কাছে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(৮০) যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। যারা বিমুখ, তাদের জন্য আমি তোমাকে রক্ষক করে পাঠাইনি। (৮১) এরা বলে, 'আমরা রাজী আছি।' যখন তারা তোমার নিকট থেকে বেরিয়ে যায়, তখন রাতের বেলায় এদের মধ্যে একটি দল তুমি যা বলো তার বিপরীত পরিকল্পনা করে। তারা যা পরিকল্পনা করে আল্লাহ তা লিখে রাখেন। আল্লাহ তাদের শলা পরামর্শ লিখছেন। অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা কর আর আল্লাহর উপরে ভরসা রাখো। ভরসার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (৮২) এরা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে আসতো তাহলে তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত। (৮৩) যখন তারা নিরাপত্তা বা ভয়ের কোন বিষয় শোনে তখন তারা সেটা প্রচার করে দেয়। তারা যদি বিষয়টা পয়গম্বর ও তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলদের গোচরে আনতো, তাহলে তাদের মধ্যেকার তথ্যানুসন্ধানীগন সঠিক তথ্য পেয়ে যেত। তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তাহলে অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা সকলে শয়তানদের অনুসরণ করতে।

(৮৪) অতএব আল্লাহর পথে লড়াই কর[১] তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারোর দায়িত্ব নেই, আর বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অস্বীকারকারীদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আল্লাহ পরম শক্তিশালী এবং তাঁর শাস্তি সবচেয়ে কঠোর। (৮৫) যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে তার জন্য তার একটি অংশ থাকবে এবং যে মন্দ কাজের সুপারিশ করবে তার জন্য তার একটি অংশ থাকবে। আল্লাহ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। (৮৬) যখন কেউ তোমাকে অভিবাদন করবে তখন তুমি তার চেয়েও ভালভাবে অভিবাদন জানাবে অথবা একই অভিবাদন ফিরিয়ে দেবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুরই হিসাব গ্রহণকারী। (৮৭) আল্লাহই উপাস্য, তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের সবাইকে শেষবিচারের দিনে একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?

(৮৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিকদের (কপটাচারীদের) ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছো? অথচ আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে পশ্চাদমুখী করে দিয়েছেন। তুমি কি চাও যে, তাদের সুপথে আনবে, যাদের আল্লাহই পথ ভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তুমি কখনই তাদের সুপথে আনতে পারবে না। (৮৯) তারা চায় যে, যেভাবে তারা অস্বীকার করেছে তোমরাও সেভাবে অস্বীকার কর, যাতে তোমরা সবাই সমান হয়ে যাও। অতএব তুমি ওদের মধ্যে কাউকেও বন্ধু করো না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত (দেশত্যাগ) করে। যদি তারা রাজি না হয় তাহলে ওদেরকে ধর এবং যেখানে ওদের পাবে হত্যা কর।[১] আর তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে অথবা সহায়করূপে গ্রহণ করো না।

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৪ঃ৮৪ এবং ৪ঃ৮৯) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(৯০) কিন্তু ব্যতিক্রম তাদের জন্য যারা এমন কোন দলের শরণাপন্ন হয় যাদের সঙ্গে তোমাদের শান্তি-চুক্তি আছে, অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন ভাবে আসে যে, তারা অন্তরে তোমাদের বিরুদ্ধে বা তাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকোচ বোধ করে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের চেয়ে তাদেরকে অধিক শক্তিশালী করতেন। তখন তারা অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায় এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সন্ধি করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকেও তাদের বিরুদ্ধে অনাক্রমনের নির্দেশ দিচ্ছেন। (৯১) আবার অন্য এমন শ্রেনীকে তোমরা পাবে যারা চায় যে, তোমাদের সাথেও শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকতে এবং নিজেদের গোত্রের সঙ্গেও শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকতে। যখনই তারা উপদ্রব করার সুযোগ পায় তখনই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনন্তর যদি তারা তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয় বা সন্ধি না করে বা তাদের হাতগুলো সংযত না রাখে, তাহলে তাদেরকে যেখানে পাও ধরো এবং সংহার করো।[১] আমি তোমাদেরকে এদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কর্তৃত্ব দিলাম।

(৯২) আর বিশ্বাসীদের কাজ এ নয় যে, কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে; তবে ভুলক্রমে হয়ে গেলে অন্য কথা। যদি কেউ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশত হত্যা করে তাহলে সে একজন বিশ্বাসী দাস মুক্ত করবে এবং নিহতের পরিবারকে রক্তমূল্য পরিশোধ করবে। তবে তারা ক্ষমা করলে ভিন্ন কথা। যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয় তাহলে একজন বিশ্বাসী দাস মুক্ত করতে হবে। যদি সে এমন কোন গোষ্ঠীর লোক হয় যাদের সাথে তোমাদের শান্তি চুক্তি আছে তাহলে

[১] বিঃ দ্রঃ -(৪ ঃ ৯১) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তার পরিবারকে রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং একজন বিশ্বাসী দাস মুক্ত করতে হবে। যার (দাস মুক্ত করার) ক্ষমতা নাই সে অবিরাম দুমাস রোযা রাখবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত প্রায়শ্চিত্য। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৯৩) আর যে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসীকে জেনেশুনে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার উপর আল্লাহর ক্রোধ এবং প্রত্যাখ্যান, আল্লাহ তার জন্য বড় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(৯৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করবে তখন ভালভাবে যাচাই করে নেবে এবং যে তোমার শান্তি কামনা করবে তাকে বলো না যে, 'তুমি বিশ্বাসী নও' কারণ তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষন করো। বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো পূর্বে এমন ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অতএব যাচাই করে নাও। যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। (৯৫) বিনাকারণে বসে থাকা বিশ্বাসী, আর আল্লাহর পথে সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রামকারী বিশ্বাসী সমান নয়। সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রামকারীর মর্যাদা বসে থাকা লোকদের চেয়ে অনেক বেশি। আর প্রত্যেকের সঙ্গে আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি করেছেন। আল্লাহ তাঁর পথে সংগ্রামকারীদেরকে ঘরে বসে থাকা লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (৯৬) তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বড় মর্যাদা, ক্ষমা ও অনুগ্রহ আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(৯৭) যারা নিজের মন্দ করছিল, যখন ফেরেস্তা তাদের প্রাণ হরণ করবেন তখন সে তাকে প্রশ্ন করবে, 'তুমি কি অবস্থায় ছিলে?' উত্তরে তারা বলবে, 'পৃথিবীতে আমরা দুর্বল ছিলাম।' ফেরেস্তা বলবেন, 'আল্লাহর জমিন কি তোমার স্থানত্যাগ করে প্রবাসে চলে যাওয়ার মতো প্রশস্ত ছিল না?

এরাই সেই লোক যাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা খুবই খারাপ ঠিকানা -- (৯৮) তবে ঐ দুর্বল নর-নারী ও শিশুরা নয় যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথেরও সন্ধান পায় না। (৯৯) আশা করা যায় আল্লাহ এদের ক্ষমা করবেন; আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (১০০) যে আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য্য লাভ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তারপরে মারা যায়, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

(১০১) যখন তোমরা সফর করো তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমাদের আশংঙ্কা হয় যে সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের অত্যাচার করবে। নিঃসন্দেহে সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১০২) যখন তুমি বিশ্বাসীদের মধ্যে থাক (যুদ্ধের সময়) এবং নামাযে তাদের নেতৃত্ব দাও, তখন তাদের একদল সশস্ত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গে নামাযে দাঁড়াবে। তাদের নামায সম্পন্ন হলে, তারা তোমাদের পিছনের সারিতে দাড়িয়ে পাহারা দেবে এবং অন্য একটি দল যাদের নামায পড়া হয়নি, সামনের দিকে এগিয়ে আসবে এবং তোমার সঙ্গে নামাযে যোগ দেবে। তারা তাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার সঙ্গে রাখবে। সত্য অস্বীকারকারীরা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র-সস্ত্র ও মালপত্র সম্পর্কে অসাবধান হয়ে পড়, যাতে তারা একবারে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বৃষ্টির কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয়, কিম্বা তোমরা অসুস্থ থাক, তাহলে অস্ত্র নামিয়ে রাখলে তোমাদের কোন পাপ হবে না, তবে তোমরা সতর্ক থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (১০৩) অতএব যখন তুমি নামায সম্পন্ন করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তারপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন নিয়মানুযায়ী

নামায পড়বে। নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া বিশ্বাসীদের জন্য অপরিহার্য। (১০৪) শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাকো, তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্ট পেয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছে যা আশা করো, তারা সেই আশা করতে পারে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১০৫) নিঃসন্দেহে আমি সত্য সহ তোমার কাছে এই গ্রন্থ পাঠিয়েছি যাতে আল্লাহ যা তোমাকে দেখিয়েছেন সেই অনুসারে তুমি লোকদের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। (১০৬) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (১০৭) তুমি ঐ লোকদের পক্ষে বিতর্ক করো না যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যারা বিশ্বাসঘাতক এবং পাপী, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় আর আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না, যদিও আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন তারা রাত্রিতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং কথা বলে যে বিষয়কে তিনি সমর্থন করেন না।বস্তুত তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।

(১০৯) তোমরা তো পার্থিব জীবনে ওদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করছ, কিন্তু পরলোকে কে তাদের পক্ষে আল্লাহর সাথে বিতর্ক করবে, আর কে তাদের রক্ষাকর্তা হবে? (১১০) যে লোক কোন খারাপ কাজ করে কিম্বা নিজের প্রতি অন্যায় করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সে প্রত্যক্ষ করবে যে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (১১১) আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, সে স্বীয় আত্মারই ক্ষতি করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। (১১২) যে ব্যক্তি কোন ভুল বা অপরাধ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর তা আরোপ করে, তাহলে সে একটি বড় অপবাদ এবং স্পষ্ট

অপরাধ নিজের মাথায় নিল। (১১৩) যদি তোমার উপর আল্লাহর কৃপা ও দয়া না হত, তাহলে তাদের একটি দল সংকল্প করেই নিয়েছিল যে, তোমাকে বিভ্রান্ত করেই ছাড়বে। যদিও তারা নিজেদেরকেই বিভ্রান্ত করছিল। তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তোমার উপর গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন, আর তোমাকে ঐ জিনিষ শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না, তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়।

(১১৪) তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না। তবে যে ব্যক্তি পরামর্শ দান করার, ভাল কাজ করার অথবা মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে, তার কথা আলাদা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এরকম করে আমি তাকে বড় পুরস্কার দেব। (১১৫) কিন্তু যে ব্যক্তি পয়গম্বরের বিরোধিতা করবে, বিশ্বাসীদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথে চলবে, যদিও তাদের কাছে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়েছে, তাহলে তাকে আমি ঐ পথেই ফেরাব যেদিক সে ফিরতে চেয়েছে। তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব, আর তা কত খারাপ গন্তব্য!

(১১৬) নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাথে অংশীদার করা হলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্য অপরাধের জন্য তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর অংশীদার করল, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে চলে গেল। (১১৭) তারা (অংশীবাদীরা) আল্লাহকে ছেড়ে দেবীগণকে আহবান করে, এবং তারা আসলে বিদ্রোহী শয়তানকেই আহ্বান করে, (১১৮) যাকে আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেছেন। শয়তান বলেছিল, 'আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশকে নিয়েই ছাড়বো, (১১৯) এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে বিপথগামী করবো, তাদের মনে মিথ্যা আশা জাগাবো, এবং পশুর কান কাটার জন্য তাদেরকে আদেশ দেব।

আমারই আদেশে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধু ও পথ প্রদর্শক বানিয়ে নেবে, সে স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় আর তাদেরকে আশান্বিত করে। শয়তানের সব আশাই ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। (১২১) এই সব লোকেদের ঠিকানা জাহান্নাম; তারা এর থেকে পরিত্রানের কোন পথ খুঁজে পাবে না। (১২২) যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে, তাদেরকে আমি এক এমন উদ্যানে প্রবেশ করাব যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা কথায় অধিকতর সত্যবাদী?

(১২৩) তোমাদের আশানুযায়ী কিম্বা গ্রন্থধারীদের আশানুযায়ী কিছু হবে না। যে খারাপ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ ছাড়া নিজের জন্য সে কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) আর যে ভাল কাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে বিশ্বাসী হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না। (১২৫) ওর চেয়ে উত্তম কার ধর্ম, যে নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পন করে এবং সৎকর্মশীল, এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে, যে ছিল একনিষ্ঠ বিশ্বাসী? আল্লাহ ইবরাহীমকে পরম বন্ধুরুপে গ্রহণ করেছিলেন। (১২৬) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। আল্লাহ সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।

(১২৭) তারা তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন। গ্রন্থে তোমাদেরকে ওই অনাথ মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রাপ্য দাও না, অথচ তাদেরকে বিবাহ করতে চাও এবং দুর্বল শিশুদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

তিনি নির্দেশ দেন, অনাথদের প্রতি ন্যায় বিচার কর। তোমরা ভাল যা কিছু কর তা আল্লাহ ভালভাবেই অবগত আছেন। (১২৮) যদি কোন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার কিম্বা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে নিলে কারও কোন দোষ হবে না। কারণ আপোষ মীমাংসা ভাল। মানুষ স্বার্থপর লোভে প্রবৃত্ত। যদি তোমরা ভাল ব্যবহার কর এবং সংযমী হও তাহলে যা কিছু তোমরা করছো সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। (১২৯) তোমরা কখনই নারীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, যদিও তোমরা তা কামনা কর। অতএব একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে আরেকজনকে (বিবাহ ও বিচ্ছেদের মধ্যে) ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রেখো না। যদি তোমরা শুধরে নাও আর ভয় কর তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৩০) যদি তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাবান।

(১৩১) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আমি নির্দেশ দিয়েছি ঐ লোকদের যাদের তোমাদের পূর্বে গ্রন্থ দিয়েছি, এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহকে ভয় কর। যদি তোমরা অমান্য কর তাহলে জেনে রাখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। আল্লাহ অভাবমুক্ত, সর্বগুণ সম্পন্ন। (১৩২) আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর; আর ভরসা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (১৩৩) যদি তিনি ইচ্ছা করেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবাইকে অপসারণ করে অন্যদেরকে তোমাদের স্থানে নিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ এরূপ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (১৩৪) যে ব্যক্তি জগতের কল্যাণ চায়, তার জানা উচিত, আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ আছে। আল্লাহ সবই শোনেন সবই দেখেন।

(১৩৫) হে বিশ্বাসীগণ! ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর জন্য

সাক্ষীদাতা হও, যদিও তা তোমাদের পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়। ধনবান হোক বা নির্ধন আল্লাহই তাদেরকে ভালোভাবে জানেন। অতএব তোমরা ইচ্ছার অনুসরণ করে ন্যায় থেকে সরে যেও না। যদি তোমরা সত্য গোপন করো বা এড়িয়ে যাও তাহলে তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা অবগত আছেন।

(১৩৬) হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ ও রাসূলের উপর, আর ঐ গ্রন্থের উপর যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন, আর ঐ গ্রন্থের উপর যা তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। যে ব্যক্তি অস্বীকার করে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেস্তাগণকে, তাঁর গ্রন্থ সমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং শেষ দিবসকে, সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। (১৩৭) নিঃসন্দেহে যে লোক বিশ্বাস করল তারপর অস্বীকার করল, আবার বিশ্বাস করল তারপর আবার অস্বীকার করল, অতঃপর অস্বীকার করতেই থাকল, আল্লাহ তাকে কখনও ক্ষমা করবেন না, আর কোন পথও দেখাবেন না। (১৩৮) মুনাফিকদের (কপটাচারীদের) জানিয়ে দাও যে, ওদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে। (১৩৯) যারা বিশ্বাসীদের ছেড়ে অস্বীকারকারীদের সাথে মিত্রতা করে, তারা কি ওদের কাছে সম্মান অন্বেষণ করে? সম্মান তো সবই আল্লাহর জন্যেই।

(১৪০) আল্লাহ নিজ গ্রন্থে তোমাদের উপর এই নির্দেশ অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে যে, আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে, আর উপহাস করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের কাছে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়ে যায়। তাহলে তোমরাও ওদের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ মুনাফিকদের ও সত্য অস্বীকারকারীদের জাহান্নামের এক জায়গায় একত্রিত করবেন। (১৪১) ঐ মুনাফিকরা তোমাদের প্রতিক্ষায় থাকে।

যদি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় আসে তাহলে তারা বলেঃ 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' আর ওটা যদি অস্বীকারকারীদের ভাগ্যে ঘটে তখন তারা বলেঃ 'আমরা কি তোমাদের বিজয়ে সাহায্য করি নি এবং বিশ্বাসীদের থেকে তোমাদের রক্ষা করি নি?' পরলোকে আল্লাহই তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন, আর আল্লাহ কখনও সত্য অস্বীকারকারীদেরকে বিশ্বাসীদের ক্ষতি করার অনুমতি দেবেন না।

(১৪২) মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করছে, অথচ আল্লাহই ওদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন তারা অলসভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। (১৪৩) তারা (বিশ্বাস-অবিশ্বাসের) দুটোর মধ্যে দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি কোন পথ পাবে না। (১৪৪) হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীদের ছেড়ে সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে (যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত) বন্ধুত্ব করো না। তোমরা কি আল্লাহর নিকট নিজেদের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে চাও? (১৪৫) মুনাফিকদের স্থান হল জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে, আর তুমি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। (১৪৬) অবশ্য যারা অনুশোচনা করে নিজেকে শুধরে নেয় এবং আল্লাহকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে, আল্লাহর জন্য নিজেদের ধর্মে একনিষ্ঠ থাকে, তারা বিশ্বাসীদের সাথে থাকবে। আল্লাহ বিশ্বাসীগণকে এক মহান প্রতিদান দেবেন। (১৪৭) তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আর বিশ্বাসী হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের কেন শাস্তি দেবেন? আল্লাহ তো গুণগ্রাহী, (সম্মানদাতা) সব কিছুই জানেন।

(১৪৮) আল্লাহ মন্দ কথা পছন্দ করেন না, তবে কারও প্রতি অত্যাচার হয়ে থাকলে তার কথা আলাদা। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সবকিছু শোনেন।

(১৪৯) তোমরা যদি ভাল কিছু প্রকাশ কর কিম্বা তা গোপন কর অথবা মন্দ কিছু ক্ষমা কর তাহলে (জানবে) আল্লাহও ক্ষমাশীল, সর্বশক্তিমান। (১৫০) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের অবিশ্বাস করে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, আর বলেঃ 'আমরা কয়েকজন পয়গম্বরকে বিশ্বাস করি আর অন্যদেরকে বিশ্বাস করি না,' তারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। (১৫১) নিঃসন্দেহে এরাই প্রকৃত সত্য অস্বীকারকারী, আমি সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। (১৫২) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদেরকে মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য করে না, তিনি তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

(১৫৩) গ্রন্থধারীগণ তোমার কাছে দাবী করে যে, তুমি তাদের জন্য আকাশ থেকে একটি গ্রন্থ আনয়ন কর। মূসার নিকটেও তারা এরচেয়েও বড় অপরাধজনক দাবী করেছিল। তারা বলেছিলঃ 'প্রকাশ্যে আমাদের আল্লাহকে দেখাও।' তখন তাদের এই অত্যাচারের জন্যেই তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছিল। অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও তারা বাছুরকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। আমি তাও ক্ষমা করেছিলাম, আর মূসাকে স্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম। (১৫৪) আমি ওদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য ওদের উপরে তূর পাহাড়কে তুলে ধরেছিলাম, আর ওদেরকে বলেছিলামঃ 'অবনত মস্তকে দরজায় প্রবেশ কর,' আরো বলেছিলামঃ 'সাব্ত' (শনিবার) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।' আমি ওদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

(১৫৫) কিন্তু তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করল, আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অগ্রাহ্য করল, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করল, এবং বললঃ "আমাদের অন্তর সমূহ আচ্ছাদিত।' সত্য অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহ

সীল করে (মোহর এঁটে) দিয়েছেন, তাই তারা অল্পই বিশ্বাস করে। (১৫৬) তারা সত্য অস্বীকার করেছিল, এবং মারইয়ামের উপর গুরুতর অপবাদ আরোপ করেছিল। (১৫৭) তারা একথা ঘোষণা করেছিলঃ 'আমরা মারইয়ামের পুত্র ঈসা মসীহকে (যিশু) হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল;' অথচ তারা তাঁকে হত্যা বা ক্রুশবিদ্ধ করে নি বরং ব্যাপারটা তাদের জন্য সন্দিগ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যারা এতে মতভেদ করছে তারা এসম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তাদের এই ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, তারা কেবল অনুমানের উপর ভিত্তি করে চলছে। নিঃসন্দেহে তারা তাকে হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(১৫৯) গ্রন্থধারীগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, মৃত্যুর পূর্বে এর উপর বিশ্বাস আনবে না; আর পূনরুত্থানের দিনে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন। (১৬০) অতএব ইহুদীদের অত্যাচারের কারণে আমি ঐ সমস্ত পবিত্র জিনিষ ওদের জন্য অবৈধ করে দিয়েছি যা তাদের জন্য বৈধ ছিল; এবং যেহেতু তারা আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দিত; (১৬১) এবং যেহেতু তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ তা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল; এবং যেহেতু তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করতো। আমি ওদের মধ্যে অস্বীকারকারীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাসীরা, যারা বিশ্বাস করে যা তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর যারা নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যাকাত (অত্যাবশ্যকীয় দান) প্রদান করে, এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদেরকে আমি অবশ্যই বড় প্রতিদান দেব।

(১৬৩) আমি তোমার (পয়গম্বরের) কাছে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যেমনভাবে আমি নূহ (নোয়াহ) এবং তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম, আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব, ইয়াকুবের জাতি ও ঈসা এবং আইয়ুব, ইউনূস ও হারুন এবং সোলায়মান এর উপর প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম। আমি দাউদকে যাবূর (গ্রন্থ) দিয়েছিলাম। (১৬৪) আমি এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছিলাম যাদের বিবরণ তোমাকে আগেই শুনিয়েছি, আর এমন অনেক রাসূল যাদের বিবরণ তোমাকে শোনাইনি। মূসার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। (১৬৫) আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে সুসংবাদ দাতা ও সকর্তকারীরূপে পাঠিয়েছেন যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর বিষয়ে মানুষের কাছে কোন অজুহাত না থাকে। আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।[১] (১৬৬) তবে আল্লাহ তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছেন সে সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি তা নিজ জ্ঞানে অবতীর্ণ করেছেন, আর ফেরেস্তাগণও সাক্ষ্য দিচ্ছে, যদিও সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (১৬৭) যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে তারা দারুণভাবে বিপথগামী হয়েছে। (১৬৮) যারা অবিশ্বাস করেছে আর অত্যাচার করেছে

---

[১] বিঃ দ্রঃ -(৪ ঃ ১৬৫) আল্লাহ সর্ব প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন, তারপর জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন। মানুষকে পরবর্তীকালে পৃথিবীতে পাঠালেন। এখানে মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা চিরকালীন নয়। এটা সাময়িক ও পরীক্ষার জন্য। ভালো ও মন্দকে পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য। আল্লাহ লক্ষ্য করেন স্বাধীনতা থাকা সত্বেও কারা বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

তাদেরকে আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না, আর তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন না, (১৬৯) জাহান্নামের পথ ব্যতীত, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহর জন্য তা খুবই সহজ। (১৭০) হে মানবসকল! তোমাদের প্রভুর নিকট হতে স্পষ্ট বার্তা নিয়ে তোমাদের কাছে রাসূল এসেছেন। অতএব মেনে নাও, এতে তোমাদেরই মঙ্গল হবে। আর যদি না মানো তাহলে জেনে রাখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও পরম প্রাজ্ঞ।

(১৭১) হে গ্রন্থধারীগণ! তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে অতিশয়োক্তি করো না, আর আল্লাহর সম্পর্কে সত্যি ছাড়া কোন কথা বলো না। মারইয়ামের (মেরীর) পুত্র ঈসা (যিশু), কেবল একজন আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী, প্রেরিত হয়েছে মারইয়ামের (মেরীর) কাছে, তাঁর নিকট হতে আগত একটি আত্মা। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস কর আর একথা বলো না যে, 'তিনজন (আল্লাহ) আছেন।' বিরত হও, এতে তোমাদের মঙ্গল। উপাস্য তো কেবল একমাত্র আল্লাহ। কোন সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (১৭২) মসীহ কখনই আল্লাহর বান্দা (সেবক) হতে সঙ্কোচ করবেন না, আর খুব কাছের ফেরেস্তাগণও কোন সঙ্কোচ করবেন না। যারা আল্লাহর ইবাদত করতে লজ্জা করবে এবং অহঙ্কার করবে আল্লাহ অচিরেই তাদের সবাইকে নিজের কাছে একত্রিত করবেন। (১৭৩) যারা মেনে নিয়েছে এবং যারা সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তিনি পূর্ণ প্রতিফল দেবেন; নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। যারা তাচ্ছিল্য ও অহঙ্কার করেছে, তাদের কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন। তারা আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী পাবে না।

(১৭৪) হে মানবসকল! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে স্পষ্ঠ প্রমাণ এসেছে, আর আমি তোমাদের উপর স্পষ্ট আলো অবতীর্ন করেছি। (১৭৫) অতএব যারা আল্লাহকে মেনে নেবে আর সুদৃঢ়ভাবে তাঁকে ধারণ করবে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ স্বীয় করুণা ও অনুগ্রহে প্রবেশ করিয়ে নেবেন, আর তাদেরকে নিজের দিকের সোজা পথ দেখাবেন। (১৭৬) লোকেরা তোমার কাছে বিধান জানতে চায়। বলঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে পরোক্ষ উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে বিধান দেন যে, যদি কোন ব্যক্তি মারা যায়, আর তার কোন সন্তান না থাকে এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক সে পাবে। আবার বোনের কোন সন্তান না থাকলে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, যদি দুই বোন থাকে তাহলে তারা পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। আর যদি ভাই ও বোন উভয়েই থাকে তাহলে একজন পুরুষ পাবে দুজন নারীর অংশের সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হতে পার বলে আল্লাহ তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ সবকিছুই সম্যক অবগত।'

৫ ঃ সূরা আল-মায়িদাহ (খাদ্য)

আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে বিশ্বাসীগণ! অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রজাতির সকল জন্তু বৈধ করা হল, কেবল ঐ সমস্ত জন্তু ছাড়া যাদের উল্লেখ পরবর্তিতে করা হচ্ছে। কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার বৈধ মনে করবে না। আল্লাহ যা করতে চান তার নির্দেশ দেন। (২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, পবিত্র মাস সমূহের, গলায় মালা পরানো (কুরবানীর) পশুর, এবং প্রভুর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র গৃহের উদ্দেশ্যে গমনকারীদের অসম্মান করো না। যখন তোমরা

ইহরাম খুলে ফেলবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছিল বলে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সৎকাজ ও ধার্মিকতায় একে অপরের সহায়তা কর, পাপ ও অন্যায়ে একে অপরকে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর দণ্ডদাতা।

(৩) তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে এমন প্রাণী, আঘাত করে মারা হয়েছে এমন প্রাণী, পড়ে গিয়ে মারা গেছে এমন প্রাণী, শিং এর আঘাতে মারা গেছে এমন প্রাণী, হিংস্র জন্তুতে অর্ধভক্ষিত প্রাণী, (জীবিত থাকাকালীন যথাযথ ভাবে বধ করে) যাকে তোমরা বিধিসম্মত করে নিয়েছ তা ব্যতীত এবং যজ্ঞ বেদীতে উৎসর্গকৃত প্রাণী। ভাগ্যনির্ধারণ তীর দ্বারা (মাংস) বন্টন করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব পাপ কাজ। আজ সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের ধর্মের অনিষ্ট করা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা ওদের ভয় কর না; আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। ধর্ম হিসাবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম। তবে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লে, পাপ করার ইচ্ছা না করে যদি কেউ নিষিদ্ধ খাবার খেতে বাধ্য হয়, তাহলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(৪) তারা জিজ্ঞাসা করে যে, ওদের জন্য কি কি জিনিষ বৈধ করা হয়েছে? বলঃ 'তোমাদের জন্য পবিত্র জিনিষ বৈধ করা হয়েছে।' তোমরা শিকারী পাখি ও পশুদের প্রশিক্ষণ দিয়েছ এবং আল্লাহ তোমাদের যেভাবে শিখিয়েছেন তাদেরকে তোমরা সেভাবেই শিক্ষা দিয়েছ, এরা তোমাদের জন্য যে শিকার ধরে আনে তা তোমরা আহার কর, তবে প্রথমে তার উপরে তোমরা

আল্লাহর নাম নেবে। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৫) আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র বস্তু সমূহ বৈধ করা হল এবং গ্রন্থধারীদের খাবারও তোমাদের জন্য বৈধ, আর তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য বৈধ। তোমাদের জন্য বৈধ করা হল সতী-সাধ্বী বিশ্বাসী নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের সতী-সাধ্বী নারীও, যখন তোমরা তাদেরকে যৌতুক দিয়ে বিবাহ করবে, অবৈধ কামবাসনা বা গোপন প্রণয় চরিতার্থ করার জন্য নয়। যারা সত্যকে অবিশ্বাস করেছে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৬) হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠবে তখন নিজের মুখমণ্ডল এবং হাতের কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মস্তক মসাহ (হাত ভিজিয়ে মাথা স্পর্শ) কর এবং গোড়ালির উপরের গাঁঠ পর্যন্ত পা ধুয়ে ফেল যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাকো তাহলে গোসল করে নাও। যদি তোমরা রোগাক্রান্ত অথবা ভ্রমণরত অবস্থায় থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচালয় থেকে (মল-মূত্র ত্যাগ করে) আসে বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী-মিলন করে আসে এবং তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম (বিকল্প বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন) করে নাও, নিজের মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নাও। আল্লাহ চান না তোমাদের কোন অসুবিধায় ফেলতে; বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তাঁর কৃপাধন্য করতে যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও।

(৭) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তোমাদের কাছ থেকে নেওয়া অঙ্গীকারের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি।' আল্লাহকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মনের কথাও জানেন। (৮) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের সাক্ষীরূপে তোমরা অবিচল থাকো। কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাকে অন্যায়

করতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীরুতার অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর। (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো ক্ষমা, এবং মহা পুরস্কার। (১০) যারা অস্বীকার করেছে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলেছে, এধরনের লোকেরাই জাহান্নামী। (১১) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন একটি সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তোমাদের উপর হাত ওঠাবে; কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাদের হাতকে নিবৃত্ত করেছিলেন। আল্লাহকে ভয় কর। বিশ্বাসীগণের উচিত আল্লাহর উপরেই নির্ভর করা।

(১২) আল্লাহ ইসরায়িলের সন্তানদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি ওদের মধ্য থেকে ১২ জন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলেছিলেন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায সুসম্পন্ন কর, যাকাত দিতে থাকো, আর আমার পয়গম্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাদেরকে সহায়তা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ অবশ্যই মোচন করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদের এমন উদ্যান সমূহে স্থান দেব যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়; কিন্তু এরপরও তোমাদের মধ্যে হতে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে অবশ্যই সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। (১৩) অতএব তাদের দ্বারা বারবার অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। তারা বাক্যের সঠিক অর্থ বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার একটা বড় অংশ তারা ভুলে বসে আছে। তাদের অল্প কয়েক জন ছাড়া, তুমি নিরন্তর তাদেরকে কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবে। তাদেরকে ক্ষমা কর আর উপেক্ষা কর, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

(১৪) যারা বলে 'আমরা খ্রিষ্টান' ওদের থেকেও আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলাম তার একটা বড় অংশ তারাও ভুলে বসেছে। অতঃপর আমি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিয়েছি। অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন!

(১৫) হে গ্রন্থধারীরা! তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছেন, তিনি আল্লাহর গ্রন্থের ঐ সমস্ত কথা তোমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন যা তোমরা গোপন কর। তিনি অনেক কিছুই মার্জনা করেছেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ আলো ও একটি স্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। (১৬) এর মাধ্যমে আল্লাহ ঐ লোকদের শান্তির পথ দেখান যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন, আর সোজা পথে তাদের পরিচালিত করেন। (১৭) নিঃসন্দেহে ঐ লোকেরাই তো অস্বীকার করে যারা বলে, 'মারইয়ামের পুত্র মসীহ (যিশু) আল্লাহ।' বলঃ 'আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য কার আছে? তিনি যদি চান মসীহকে আর তার মাকে আর পৃথিবীর সমস্ত লোককে মৃত্যু প্রদান করবেন। আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুই তাঁর সম্রাজ্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।'

(১৮) ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা বলে 'আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।' তুমি বলে দাওঃ 'তাহলে তিনি তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন?' বস্তুতঃ তোমরাও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এক মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সব কিছুই আল্লাহরই এবং তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। (১৯) হে গ্রন্থাধারীগণ! বার্তাবাহকদের আগমন ধারায় একটি বিরতির পর

তোমাদের নিকটে আমার রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তোমরা একথা না বলো যে, 'আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা কিম্বা সতর্ককারী আসেনি।' অতএব এখন তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(২০) যখন মূসা (মোজেস) তার লোকদের বলেছিলঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর; তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী পাঠিয়েছেন এবং তোমাদেরকে রাজাধিপতি করেছেন। তোমাদেরকে এমন জিনিষ নির্ধারিত করে দিয়েছেন যা পৃথিবীর কাউকে দেন নি। (২১) হে আমার সম্প্রদায়! ঐ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন, আর পশ্চাদপদসরণ করো না তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (২২) তারা বললঃ 'হে মূসা! ওখানে তো একদল মহাশক্তিধর লোক আছে। আমরা কখনই ওখানে যাব না যতক্ষণ না তারা ওখান থেকে বেরিয়ে যায়। যদি তারা বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা প্রবেশ করবো।' (২৩) ওদের মধ্যে দুই আল্লাহ-ভীরু ব্যাক্তি, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বললঃ 'তোমরা ফটক দিয়েই ওদের মধ্যে প্রবেশ কর। যখন তোমরা ওখানে প্রবেশ করবে তখন তোমরাই বিজয় লাভ করবে। আল্লাহর উপরই ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।' (২৪) তারা বললঃ 'হে মূসা! আমরা কখনই ওখানে প্রবেশ করবো না যতক্ষণ ঐ লোকেরা ওখানে থাকবে। অতএব তুমি আর তোমার প্রতিপালক দুজনে লড়াই কর, আমরা এখানে বসে আছি।'

(২৫) মূসা বললঃ 'হে আমার প্রভু! আমি ও আমার ভাই ছাড়া অন্যদের উপর আমার অধিকার নেই। অতএব তুমি আমাদের উভয়কে এই কৃতঘ্ন সম্প্রদায়ের থেকে আলাদা করে দাও।' (২৬) আল্লাহ বললেনঃ 'তাহলে ঐ পবিত্র ভূমি ওদের জন্য চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল।

এরা পৃথিবীতে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে। অতএব তুমি এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখিত হয়ো না।’

(২৭) ওদেরকে আদমের (অ্যাডামের) দুই পুত্রের (হাবীল, কাবীল) ঘটনা যথাযথ ভাবে শোনাও। যখন তারা দুজনে কুরবানি উপস্থিত করলো তখন একজনের কুরবানি গৃহিত হয়েছিল আর অপরজনের কুরবানি গৃহিত হয়নি। তখন দ্বিতীয়জন বললঃ ‘আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব’। তখন প্রথমজন বললঃ আল্লাহ কেবল ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির কুরবানি গ্রহণ করেন। (২৮) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত ওঠাও তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার উপরে হাত ওঠাবো না। আমি আল্লাহকে ভয় করি যিনি বিশ্বজগতের প্রভু। (২৯) আমি চাই তুমি আমার ও তোমার দুজনের পাপ মাথায় নিয়ে জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হও।’ এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি।

(৩০) অতঃপর তার কু-প্রবৃত্তি তাকে নিজের ভাইকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করেই ফেলল, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। (৩১) তখন আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যে মাটি খুঁড়ছিল যাতে সে তাকে শেখাতে পারে কিভাবে সে তার ভাই এর লাশকে ঢাকবে। সে বললঃ ‘ধিক্ আমাকে! আমি ঐ কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমি আমার ভাইয়ের লাশকে ঢাকতে পারতাম।’ অতঃপর সে খুবই অনুতপ্ত হল।

(৩২) এজন্যেই আমি ইসরায়িলের সন্তানদের জন্য বিধান দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন মানুষ হত্যার প্রতিশোধ ছাড়া, কিম্বা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ ছাড়া, কাউকে হত্যা করল সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল; আবার কেউ যদি কারও জীবন রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন

রক্ষা করল। আমার রাসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। তা সত্ত্বেও তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে চলেছে। (৩৩) যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে (শাস্তি হিসাবে) তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের বিপরীত দিকের হাত পা কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হল তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা, আর পরলোকেও তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি -- (৩৪) তারা ব্যতীত যারা পরাভূত হওয়ার পূর্বে অনুশোচনা করে নিজেদেরকে শুধরে নেয়। জেনে রেখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

(৩৫) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর, আর তাঁর পথে সংগ্রাম কর যাতে তোমরা সফল হতে পার। (৩৬) যারা অস্বীকার করেছে যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সবকিছুই থাকে এবং তার সাথে আরও সমপরিমাণ সম্পদ একত্রিত করে শেষ বিচারের দিনের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অর্থ-দণ্ড হিসাবে সমস্ত কিছু দিতে চায়, তবুও তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। (৩৭) তারা চাইবে আগুন থেকে বের হয়ে যেতে; কিন্তু তারা সেখান থেকে বেরোতে পারবে না, তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে। (৩৮) পুরুষ চোর এবং নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩৯) তবে কেউ যদি অন্যায় করার পর অনুশোচনা করে আর নিজেকে শুধরে নেয় তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য শুধু আল্লাহরই? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন আর যাকে চান ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।

(৪১) হে পয়গম্বর! যারা সত্য অস্বীকার করার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগীতা করে, তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না। তারা মুখে বলে, 'আমরা বিশ্বাস করলাম' কিন্তু তাদের অন্তরে কোন বিশ্বাস নেই। ইহুদীদের মধ্যে একদল আছে যারা মিথ্যা শুনতে আগ্রহী। (অহংকার ও দাম্ভিকতার কারণে) যারা (ধর্মীয় নেতারা) তোমার কাছে আসে না, তাদেরকে শোনানোর জন্য তারা তোমার কথা শোনে। তারা (ধর্মীয় নেতারা) শব্দ সমূহের সঠিক অর্থ বিকৃত করে এবং লোকদের বলে 'যদি তোমাদের এই নির্দেশ আসে তাহলে মেনে নেবে, আর এই নির্দেশ না আসলে তা থেকে দূরে থাকবে।' আসলে যাকে আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান তার জন্য তুমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। এরাই সেই সমস্ত লোক, যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য পৃথিবীতে আছে লাঞ্ছনা, আর পরলোকে রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।

(৪২) তারা মিথ্যা শুনতে খুবই আগ্রহী, হারাম (অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ) খেতে অভ্যস্ত। যদি তারা তোমার কাছে (বিচারের জন্য) আসে তাহলে হয় ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও অথবা উপেক্ষা কর। যদি তুমি তাদের উপেক্ষা কর তাহলে তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তুমি ফয়সালা কর তাহলে সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। (৪৩) তারা কিভাবে তোমাকে সালিশী মানবে, যখন ওদের কাছে তৌরাত (তোরাহ) আছে যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান আছে? এর পরেও তারা এথেকে বিমুখ হচ্ছে। এরা কখনই সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়।

(৪৪) নিশ্চয়ই আমি তৌরাত অবতীর্ণ করেছি, যাতে জ্যোতি সম্বলিত পথ নির্দেশ আছে। ঐ (তৌরাত) অনুযায়ী আল্লাহর কৃতজ্ঞ নবীরা, ইহুদীদের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করত, আর তাদের ধর্ম-যাজকেরা ও শাস্ত্রবিদগণও, তাদেরকে আল্লাহর গ্রন্থের সংরক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল,

আর তারা এর সাক্ষীও ছিল। অতএব তুমি মানুষকে ভয় করো না আমাকে ভয় কর, আর নগণ্য মূল্যে আমার বাণী সমূহ বিক্রি করো না। যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। (৪৫) আমি ঐ গ্রন্থে (তৌরাতে) তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছিলাম -- প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং আঘাতের বদলে সমান আঘাত। তবে কেউ ক্ষমা করে দিলে তা তার জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্য হবে। যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করে তারাই অত্যাচারী। (৪৬) তাদের পরপরই আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। সে ছিল তার পূর্ববর্তী গ্রন্থের অর্থাৎ তৌরাতের সত্যায়নকারী। আমি তাকে ইনজীল (বাইবেল) গ্রন্থ দিয়েছি, যাতে আছে পথ-নির্দেশ ও আলো এবং যা তার পূর্ববর্তী গ্রন্থ তৌরাতের সত্যায়নকারী, আর আল্লাহ-ভীরুদের জন্য পথ-নির্দেশ ও উপদেশ। (৪৭) ইনজীলে আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন ইনজীল ধারীরা যেন সেই অনুসারে বিচার করে। যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, তারা অকৃতজ্ঞ।

(৪৮) আমি তোমার উপরেও যথার্থ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যা তার পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যায়নকারী, আর তার বিষয়সমূহের সংরক্ষক। অতএব আল্লাহর বিধান অনুসারে তাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর, আর তোমার কাছে আগত সত্য ছেড়ে তাদের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিও না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি ধর্ম-বিধান ও একটি কর্ম-পথ নির্ধারণ করেছি। যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তোমাদেরকে একই সম্প্রদায় করে দিতেন; কিন্তু আল্লাহ চাইলেন তাঁর দেওয়া নির্দেশের দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নিতে। অতএব তোমরা ভালোর দিকে ধাবিত হও। অবশেষে আল্লাহর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনিই ঠিক করে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।

(৪৯) তুমি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে ওদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর, ওদের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিও না এবং তুমি ওদের থেকে সাবধান থেকো, যাতে তারা তোমাকে আল্লাহর অবতীর্ণ কতিপয় বিধান থেকে দূরে সরিয়ে না দিতে পারে। অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জানবে যে, আল্লাহ ওদের কিছু পাপের শাস্তি দিতে চান। নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই অবাধ্য। (৫০) এরা কি অন্ধকার যুগের বিচার-মীমাংসা কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মিমাংসা কার্যের জন্য আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম হবে?

(৫১) হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদী আর খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে ওদেরই দলভুক্ত হবে। আল্লাহ অত্যাচারী লোকদের পথ দেখান না। (৫২) তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা ওদের দিকেই ধাবিত হচ্ছে এবং বলছে,'আমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, আমরা কোন বিপদে না পড়ে যাই।' তবে অচিরেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন অথবা তোমার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন তারা তাদের মনে যা লুকিয়ে রাখত সেজন্য অনুতপ্ত হবে। (৫৩) তখন বিশ্বাসীরা বলবেঃ 'এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে জোরালো শপথ করে বলেছিল আমরা তোমাদের সাথেই আছি?' ওদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

(৫৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের স্থলে আল্লাহ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন যারা আল্লাহর প্রিয় হবেন এবং আল্লাহও তাদের প্রিয় হবেন। তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল আর অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর হবেন। তারা আল্লাহর পথে কঠোর সংগ্রাম করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হবে না।

এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী ও মহাজ্ঞানী। (৫৫) বস্তুত তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল আর বিশ্বাসীগণ যারা বিনয়াবনত হয়ে নামায সুসম্পন্ন করে ও যাকাত আদায় করে। (৫৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তার জানা উচিত, নিঃসন্দেহে আল্লাহর দলই বিজয় প্রাপ্ত হবে।

(৫৭) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলার বস্তু মনে করে, তাদেরকে ও সত্য অস্বীকারকারীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা যথার্থই বিশ্বাসী হয়ে থাক। (৫৮) তোমরা যখন নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন তারা এটাকে উপহাস করে, আর খেলার বস্তু মনে করে। এর কারণ তারা নির্বোধ। (৫৯) বলঃ 'হে গ্রন্থধারীরা! তোমরা কি আমাদের সাথে কেবল এজন্যেই বৈরী-আচরণ করছো যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আর তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সত্য - অস্বীকারকারী? (৬০) বলঃ 'আমি কি তোমাদেরকে এই কথা জানাবো কারা আল্লাহর নিকট হতে মন্দ পরিনাম প্রাপ্ত হবে? আল্লাহ যাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন তারাই। তাদের কয়েকজনকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের পূজা করেছে। এই ধরনের লোকেরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সৎপথ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।'[১]

---

[১] বিঃদ্রঃ- (৫ঃ৬০) এখানে শাব্দিক অর্থে নয় বরং প্রতীকী অর্থে তাদের নৈতিক অধঃপতনের কথা বলা হয়েছে। শারিরীকভাবে তারা ঐ সমস্ত প্রাণীতে রুপান্তরিত হয়নি বরং তাদের চরিত্র ও আচরণ বানর ও শুকরের মতো হয়ে গিয়েছিল।

(৬১) তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, ‘আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি,’ অথচ তারা অবিশ্বাস (করার সিদ্ধান্ত) নিয়ে এসেছিল এবং অবিশ্বাস নিয়েই বেরিয়ে গেছে। তারা যা গোপন করে আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন। (৬২) তুমি তাদের অনেককে পাপ, অন্যায় ও নিষিদ্ধ খাদ্য বিষয়ে তৎপর দেখবে। তারা যা করছে আসলে তা খুবই খারাপ। (৬৩) ওদের ধর্মযাজকরা ও পণ্ডিতরা ওদের পাপের কথা বলতে ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করছে না কেন? তারা যা করছে তা আসলে খুবই খারাপ।

(৬৪) ইহুদীরা বলে আল্লাহর হাত বাঁধা। এই কথা বলার জন্য তাদের হাত বাঁধা হোক এবং তারা অভিশপ্ত হোক! নিশ্চয়ই তাঁর (আল্লাহর) দুই হাত মুক্ত। তিনি যেভাবে চান ব্যয় করেন। তোমার উপর তোমার প্রভুর পক্ষ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে নিশ্চয়ই তা অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আমি ওদের মধ্যে শত্রুতা এবং ঈর্ষা অন্তিম দিবস পর্যন্ত স্থায়ী করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

(৬৫) গ্রন্থধারীরা যদি বিশ্বাস করত, আর আল্লাহকে ভয় করত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের মন্দগুলো তাদের থেকে দূর করে দিতাম, আর তাদেরকে সুখের উদ্যানে প্রবেশ করাতাম। (৬৬) তারা যদি তৌরাত (তোরাহ), ইঞ্জিল (বাইবেল) এবং তাদের প্রভুর নিকট থেকে তাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সঠিক ভাবে মেনে চলত, তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ (অর্থাৎ পৃথিবী) থেকে খাদ্যের যোগান পেত। তাদের মধ্যে কিছু লোক সোজা পথে আছে; কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক খারাপ করছে।

(৬৭) হে পয়গম্বর! তোমার কাছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি পৌঁছে দাও। যদি তুমি এমন না কর তাহলে তো তুমি আল্লাহর বার্তা পোঁছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। অবশ্যই আল্লাহ অস্বীকারকারীদের পথ দেখান না।

(৬৮) বলে দাওঃ হে গ্রন্থধারীরা! যতক্ষণ তোমরা তৌরাত (তোরাহ), ইঞ্জিল (বাইবেল) এবং তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সঠিকভাবে না মেনে চলবে ততক্ষণ তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও।' যা কিছু তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে নিশ্চিতভাবে তা অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। অতএব অবিশ্বাসীদের জন্য দুঃখ করো না। (৬৯) নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং ইহুদী, অগ্নি উপাসক এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরলোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ভাল কাজ করবে, তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না।

(৭০) আমি ইসরায়িলের সন্তানদের নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম এবং তাদের নিকট অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম। যখন কোন রাসূল তাদের কাছে এমন বিষয় নিয়ে আসতো যা তাদের মনঃপুত হত না, তখনই তারা কয়েকজনকে মিথ্যুক বলত আবার কয়েকজনকে হত্যা করতো। (৭১) তারা মনে করেছিল যে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। অতএব তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকালেন। এরপরও তাদের মধ্যে অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ দেখছেন।

(৭২) যারা বলেঃ 'আল্লাহ হলেন মারইয়ামের (মেরী) পুত্র মসীহ (যিশু),' তারা নিশ্চয়ই অস্বীকারকারী হয়ে গেছে। অথচ মসীহ বলেছিলেন, 'হে ইসরায়িলের সন্তান! আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু।'

যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবৈধ করে দেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম। এরূপ অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭৩) যারা বলে, 'আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন,' তারা নিশ্চয়ই অস্বীকারকারী হয়ে গেছে। এক আল্লাহ ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। তারা যদি এ ধরনের কথা বলা থেকে বিরত না হয় এবং অস্বীকার করার উপর অটল থাকে, তাহলে তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে। (৭৪) এরা আল্লাহর সামনে অনুশোচনা করছে না কেন, আর তাঁর নিকট ক্ষমা চাইছে না কেন? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (৭৫) মারইয়ামের (মেরী) পুত্র মসীহ (যিশু) তো কেবল একজন রাসূল, তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছে। তার মা একজন সত্যনিষ্ঠা মহিলা ছিল, তারা উভয়ে (অন্যান্য মানুষের মতো) খাবার খেত। দেখ আমি পরিস্কারভাবে ওদের সামনে প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি। আবার দেখ কিভাবে তারা বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। (৭৬) বলঃ 'তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিষের ইবাদত করছো যা তোমাদের ক্ষতি করতেও পারে না, বা উপকার করতেও পারে না। আল্লাহই সবকিছু শোনেন আর সবকিছুই জানেন।'

(৭৭) বলঃ 'হে গ্রন্থধারীরা! নিজ ধর্মে অনুচিত বাড়াবাড়ি করো না। ওদের ইচ্ছানুসারে কাজ করো না, যারা ইতিপূর্বে বিপথগামী হয়েছে এবং যারা অনেককে বিপথগামী করেছে। তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।'

(৭৮) ইসরায়িলের সন্তানদের মধ্যে যারা অস্বীকার করেছিল তারা দাউদ (ডেভিড) ও মারইয়ামের (মেরী) পুত্র ঈসা (যিশু) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কারণ তারা অস্বীকার করত আর সীমালঙ্ঘন করত। (৭৯) তারা যে নিকৃষ্ট কাজ করত তা থেকে একে অপরকে নিষেধ করত না। তারা যা যা করত তা অবশ্যই খারাপ। (৮০) তুমি ওদের মধ্যে অনেককে দেখবে যে, তারা অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা সঞ্চয়

করেছে তা কতই নিকৃষ্ট। যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন তারা চিরকাল যন্ত্রণার মধ্যে থাকবে। (৮১) যদি তারা আল্লাহ ও নবীর উপর এবং যা তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করত, তাহলে তারা অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখত না; কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই অবিশ্বাসী।

(৮২) বিশ্বাসীগণের কঠোর শত্রু হিসাবে ইহুদী ও বহুশ্বরবাদীদের দেখতে পাবে। বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা পোষণকারী হিসাবে তুমি ওদের দেখবে যারা বলে আমরা খ্রিষ্টান। এর কারণ এদের মধ্যে পুরোহিত ও পাদ্রীরা রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না। (৮৩) তারা যখন রাসূলের নিকট অবতীর্ণ বাণী শোনে তখন দেখবে যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে, কারণ তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে। তারা বলেঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা বিশ্বাস করি। অতএব আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দাতাদের তালিকাভুক্ত করে নিন।' (৮৪) কেন আমরা আল্লাহকে ও আমাদের কাছে আগত সত্যকে বিশ্বাস করবো না যখন আমরা এই আশা রাখি যে, আমাদের প্রভু আমাদেরকে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন? (৮৫) তাদের এই কথার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যান প্রদান করবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের প্রতিদান। (৮৬) যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার বাণীকে মিথ্যা বলে তারাই জাহান্নামবাসী।

(৮৭) হে বিশ্বাসীগণ! ঐ সমস্ত বিশুদ্ধ জিনিষকে অবৈধ করো না যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন, আর সীমালঙ্ঘন করো না, সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না। (৮৮) আল্লাহ তোমাদের যে সমস্ত বৈধ জিনিষ দিয়েছেন তা আহার কর, আর আল্লাহকে ভয় কর যাঁর উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ।

(৮৯) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের ধরবেন না, তবে যে শপথ তোমরা দৃঢ়তার সাথে নিয়েছ তার জন্য তিনি অবশ্যই তোমাদের ধরবেন। এমন শপথের প্রায়শ্চিত্ত হল, দশজন গরীবকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাওয়াও, অথবা তাদের বস্ত্র দান করা, অথবা একটি দাস মুক্ত করা। যার সামর্থ নেই সে তিন দিন রোযা রাখবে। যখন তোমরা শপথ ভঙ্গ করবে, এটাই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করবে। এই ভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

(৯০) হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা - বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর এসব ঘৃণ্য শয়তানের কাজ; অতএব এসব থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফল হও। (৯১) শয়তান তো চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা কি এ থেকে বিরত হবে না? (৯২) তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও, আর সাবধান থাক। যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে জেনে রেখো, আমার রাসূলের দায়িত্ব সুস্পষ্ট ভাবে বাণীসমূহ পৌঁছে দেওয়া। (৯৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারা পূর্বে যা আহার করেছে তাতে তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা ভয় করে, বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে, পুনরায় আল্লাহকে ভয় করে ও বিশ্বাস করে, পুনরায় আল্লাহকে ভয় করে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ এরূপ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

(৯৪) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজে পৌঁছাতে পারে, যাতে তিনি বুঝতে পারেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে।

এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৯৫) হে বিশ্বাসীগণ! ইহরামের অবস্থায় শিকার করো না তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবেপশু শিকার করবে, তার ক্ষতি পূরণস্বরূপ বধকৃতপশুর অনুরূপ একটি পশু যা তোমাদের দুজন ন্যায়বান ব্যক্তি ঠিক করে দেবে, কাবায় কুরবানি হিসাবে পৌঁছে দিতে হবে; অথবা এর প্রায়শ্চিত্যের জন্য কয়েকজনের খাবার খাওয়াতে হবে কিম্বা সমপরিমাণ রোযা রাখতে হবে, যাতে সে তার কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করে। যা পূর্বে হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন; কিন্তু যে আবার একাজ করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন; আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(৯৬) তোমাদের ও পর্যটকদের সুবিধার জন্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার এবং তা আহার করা বৈধ হয়েছে, এবং যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার অবৈধ করা হয়েছে। আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে। (৯৭) আল্লাহ পবিত্র ঘর কা'বাকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, গলায় মালা পরানো কুরবানীর পশুকেও। এর কারণ হলো - তোমরা যেন জানতে পার, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন এবং তিনি সবকিছুই পরিপূর্ণভাবে অবগত আছেন। (৯৮) জেনে রাখ, আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠোর এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (৯৯) রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল বানীসমূহ পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর আর যা কিছু তোমরা গোপন কর। (১০০) বলঃ 'পবিত্র আর অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে আকৃষ্ট করে। অতএব হে বুদ্ধিমানেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।'

(১০১) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন সব জিনিষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে, তোমাদের কাছে গুরুভার হয়ে যাবে। যখন কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছে তখন যদি ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন কর তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ ঐ ব্যাপারে মৌন আছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল। (১০২) এরকম প্রশ্ন তোমাদের পূর্বেও একদল করেছিল। তারপর এই কারণেই তারা অবিশ্বাসী হয়েছিল। (১০৩) বাহীরা, সায়িবা, অয়াসীলা এবং হাম (এগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহপালিত পশু যেগুলো প্রাক ইসলামী যুগে আরবীয়রা তাদের দেবদেবীর নামে কুরবানী করতো) এর কোনটাই আল্লাহ ঠিক করে দেননি বরং অবিশ্বাসীরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (১০৪) যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার দিকে এবং পয়গম্বরের দিকে এসো,' তখন তারা বলেঃ 'আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট।' যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানতো না এবং সত্য পথ প্রাপ্ত ছিল না। (১০৫) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা কর। যদি কেউ বিপথগামী হয় তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, যদি তোমরা সঠিক পথে থাক। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর নিকটে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা যা করতে, তিনি তা তোমাদের অবহিত করাবেন।

(১০৬) হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর সময়ে তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। অথবা তোমরা সফরে থাকা অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য থেকে দুজন

সাক্ষী রাখবে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে সাক্ষীদ্বয়কে নামাযের পরে থাকতে বলবে এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে "আত্মীয় হলেও আমরা আমাদের সাক্ষ্য কোনো মূল্যে বিক্রি করবো না এবং আল্লাহর সাক্ষী গোপন করবো না। যদি আমরা এরকম করি তাহলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১০৭) অতঃপর যদি ঐ দুইজন অসৎ বলে পরিগণিত হয়, যাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে তাদের মধ্য থেকে দুইজন পূর্ববর্তী দুজনের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য ঐ দুজন পূর্ববর্তী সাক্ষীর চেয়ে অধিকতর সত্য। আমরা কোন ভুল বিবৃতি দেওয়ার মত অন্যায় করিনি যার জন্য আমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।' (১০৮) এতেই অধিকতর সম্ভাবনা আছে যে তারা সঠিক ভাবে সাক্ষ্য দেবে এবং ভয় করবে যে, তাদের শপথ অন্যদের শপথের সঙ্গে পরস্পর বিরোধী হয়ে যাবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন, আল্লাহ অবাধ্যদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

(১০৯) যে দিন আল্লাহ রাসূলদের একত্রিত করে বলবেনঃ 'তোমরা (মানুষের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে?' তারা বলবেঃ 'আমাদের কিছু জানা নেই, আপনিই তো অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।' (১১০) তখন আল্লাহ বলবেনঃ 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা (যিশু)! আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমার ও তোমার মায়ের প্রতি করেছি যখন আমি পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছিলাম যাতে তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে পারো মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় এবং বড় হয়েও; যখন তোমাকে গ্রন্থ, প্রজ্ঞা, তৌরাত (তোরাহ) ও ইঞ্জীল (বাইবেল) শিক্ষা দিয়েছিলাম; যখন তুমি আমার আদেশে কাদামাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি বানিয়ে তাতে

ফুঁ দিতে ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত; যখন তুমি আমার আদেশে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে দিতে; যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে জীবিত করতে; যখন আমি তোমার প্রতি কোন অনিষ্ঠ করা থেকে ইসরায়িলের সন্তানদের বিরত করে রেখেছিলাম; তারপর যখন তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসলে তখন তাদের মধ্যে অবিশ্বাসীরা বলেছিল, 'এতো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।'

(১১১) (সেই সময়ের কথা মনে করো) যখন আমি শিষ্যদেরকে (হাওয়ারী) আদেশ করলাম যে, 'আমার ও আমার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর,' তারা বলেছিল, 'আমরা বিশ্বাস করলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা বিশ্বাসী।' (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলেছিলঃ 'হে মারইয়ামের (মেরী) পুত্র ঈসা (যিশু)! তোমার প্রভু কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি থালা পাঠাতে পারেন?' ঈসা বললঃ 'আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।' (১১৩) তারা বললঃ 'আমরা চাই আমাদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য কিছু খাবার খাব, আর জানব যে, তুমি আমাদের কাছে সত্য বলেছ এবং আমরা তার সাক্ষী হব।' (১১৪) মারইয়ামের পুত্র ঈসা (যিশু) প্রার্থনা করলঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তুমি আকাশ থেকে আমাদের জন্য খাদ্য ভর্তি থালা পাঠাও, যাতে এটা আমাদের জন্য এক উৎসব হয়ে যায়। প্রথমে আমাদের জন্য ও পরে সকলের জন্য তোমার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন হোক। আমাদের জন্য জীবিকা প্রদান করো, তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী। (১১৫) আল্লাহ বললেনঃ 'আমি অবশ্যই এই খাদ্য তোমাদের পাঠাব;

কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যে অবিশ্বাস করবে তাকে আমি এমন ভয়ানক শাস্তি দেব যা সারা পৃথিবীর আর কাউকে দেব না।'

(১১৬) যখন আল্লাহ বলবেনঃ 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা (যিশু)! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য বানাও?' সে বলবেঃ 'আপনি পবিত্র, আমার যা বলার অধিকার নেই আমিতো তা বলতে পারি না। আমি যদি এমন কথা বলতাম তাহলে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আপনিই জানেন যা আমার মনে আছে, আর আমি জানি না আপনার মনে কি আছে, নিশ্চয়ই আপনি গোপন বিষয় সম্যক অবগত।' (১১৭) আমি ওদেরকে ওই কথাই বলেছি যা আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,'আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু।' আমি যতদিন ওদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন ওদের উপরে সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন, তখন থেকে আপনিই তো ওদের পর্যবেক্ষক ছিলেন, আর আপনি সকল বস্তুর উপর সাক্ষী। (১১৮) যদি আপনি ওদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তারা তো আপনার বান্দা; আর যদি আপনি ওদের ক্ষমা করেন তাহলে আপনিই তো পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।' (১১৯) আল্লাহ বলবেনঃ 'আজ ঐ দিন, যেদিন সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদীতার কল্যাণ লাভ করবে। তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে।' আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট , আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই বড় সফলতা। (১২০) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর উপর আধিপত্য আল্লাহরই, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

৬ ঃ সূরা আল-আনআম (গৃহপালিত পশু)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব ঘটিয়েছেন। তবুও অবিশ্বাসীরা তাদের প্রভুর সাথে সমকক্ষ স্থাপন করে। (২) তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর (তোমার জন্য) একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করেছেন - আরেকটি নির্ধারিত সময় তাঁর কাছে আছে। তারপরও তোমরা সন্দেহ কর - (৩) তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশেও আছেন এবং পৃথিবীতে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রাকাশ্য বিষয় জানেন। তিনি জানেন যা কিছু তোমরা কর;

(৪) তবুও তাদের প্রভুর নিদর্শন সমূহের মধ্যে যে নিদর্শনই তাদের কাছে আসে, তারা তা হতে বিমুখ হয়। (৫) অতঃপর যে সত্য ওদের কাছে এসেছে তারা তাকে মিথ্যা বলেছে। তবে তারা যা নিয়ে উপহাস করত, তার সংবাদ তাদের কাছে অচিরেই আসবে। (৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি ওদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদেরকে আমি এই পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি, আর আমি তাদের উপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং আমি নদী প্রবাহিত করেছিলাম নিচে দিয়ে। অতঃপর তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্যান্য প্রজন্মকে উত্থিত করেছি।

(৭) আর আমি যদি তোমার কাছে এমন গ্রন্থ অবতীর্ণ করতাম যা

কাগজের উপর লেখা থাকত এবং তারা তা নিজের হাতে স্পর্শ করে দেখত– অবিশ্বাসীরা তবুও বলত এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (৮) তারা এও বলত, তাঁর কাছে কোন ফেরেস্তা পাঠানো হল না কেন? আর আমি যদি কোন ফেরেস্তাই পাঠাতাম, তাহলে ব্যাপারটি তখনই নিষ্পত্তি হয়ে যেত এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হত না। (৯) আমি যদি কোন ফেরেস্তাকে (রাসূল করে) পাঠাতাম, তাহলেও তাকে মানুষের আকৃতিতে পাঠাতাম এবং তাদের সেই সন্দেহেই ফেলতাম যে সন্দেহে এখন তারা পড়ে আছে। (১০) তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে উপহাস করা হয়েছে। তবে যারা তাদেরকে উপহাস করেছে তাদের উপহাসের পরিণতি তাদের উপরেই আপতিত হয়েছে। (১১) বলঃ 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং লক্ষ্য করো যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছে।'

(১২) 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার?' বলঃ 'সব কিছুই আল্লাহর। তিনি অনুগ্রহকে নিজের দায়িত্ব করে নিয়েছেন। শেষ বিচারের দিনে তিনি অবশ্যই তোমাদের একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে তারাই বিশ্বাস করবে না। (১৩) রাতের অন্ধকারের মধ্যে ও দিনের আলোতে যা কিছু থাকে, সব তাঁরই; তিনি সবই শোনেন সবই জানেন। (১৪) বলঃ 'আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক বানাবো? তিনিই সকলকে খাওয়ান, অথচ তাঁকে কেউই খাওয়ায় না! বলঃ 'আমার প্রতি নির্দেশ এসেছে যে, আমি সবার পূর্বে আত্মসমর্পণকারী হই।' তুমি কখনই মূর্তি পূজকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(১৫) বলঃ 'আমি কখনও আমার প্রভুকে অমান্য করি না কারণ আমি এক ভয়ানক দিনের শাস্তির ভয় করি।' (১৬) সেদিন যাকে শাস্তি থেকে দূরে রাখা হবে তাকে অবশ্যই তিনি অনুগ্রহ করলেন, আর সেটাই হবে স্পষ্ট সফলতা।

(১৭) আল্লাহ যদি তোমাদের কোন কষ্ট দেন তাহলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না। আর যদি আল্লাহ তোমাদের কোন কল্যাণ দান করেন তাহলে তিনি সব কিছুই করতে সক্ষম। (১৮) তাঁরই কতৃত্ত্ব চলে তাঁর বান্দাদের উপর, আর তিনিই মহাজ্ঞানী, সর্ব বিষয়ে অবগত। (১৯) জিজ্ঞাসা কর, 'সবচেয়ে বড় সাক্ষী কে?' বলঃ 'আল্লাহ, তিনিই আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী। আমার কাছে এই কুরআন পাঠানো হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এটা পৌঁছবে তাদের সকলকে এর সম্পর্কে অবগত করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও আছে?' বলঃ 'আমি এর সাক্ষী দিই না।' বলঃ 'তিনিই একমাত্র উপাস্য। তোমরা তাঁর সঙ্গে যাকেই অংশীদার বানাও, আমি তা বর্জন করি।'

(২০) আমি যাদের গ্রন্থ দিয়েছি তারা তাকে (রাসূলকে) এমনভাবে চেনে যে ভাবে তারা আপন পুত্রদেরকে চেনে। যারা নিজেদের অন্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২১) ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে যে আল্লাহকে দোষ দেয়, আর আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলে। বাস্তবে অত্যাচারীরা কখনও সফল হয় না। (২২) যে দিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করবো অতঃপর যারা আমার সাথে অংশীদার বানিয়েছে তাদেরকে আমি বলবো, 'কোথায় তোমাদের সেই সব অংশীদাররা যাদের দাবী তোমরা করতে?' (২৩) অতঃপর তাদের কোন অজুহাত থাকবে না। শুধু বলবেঃ 'হে আমাদের প্রভু! আল্লাহর শপথ, আমরা অংশীবাদী ছিলাম না।'

(২৪) লক্ষ্য কর, কিভাবে তারা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মিথ্যা বলছে, তারা যাদেরকে (দেবদেবী) উদ্ভাবন করেছিল, তারা তাদের পরিত্যাগ করেছে।

(২৫) তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে, আমি ওদের অন্তরে আবরণ দিয়ে রেখেছি, যেজন্য তারা তা বুঝতে পারে না, আর তাদের কানে দিয়েছি বধিরতা। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করে তথাপি তারা বিশ্বাস করবে না। এমনকি তারা যখন বিতর্ক করার জন্য তোমার কাছে আসে তখন এই অবিশ্বাসীরা বলে, 'এতো দেখছি প্রাচীন উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়, (২৬) তারা লোকদের বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দেয় এবং নিজেরাও এর থেকে দূরে থাকে। তারা নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনে; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (২৭) যখন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তুমি যদি দেখতে! তারা তখন বলবে, 'হায়রে! যদি আবার আমাদেরকে পাঠানো হত তাহলে আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।' (২৮) এখন ওদের সেই সব গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে যা তারা আগে গোপন করত। তাদেরকে যদি আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করবে। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

(২৯) তারা বলেঃ 'এই পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই, আমাদের পুনরায় ওঠানো হবে না।' (৩০) যদি তুমি তাদের ঐ সময় দেখতে যখন তাদেরকে তাদের প্রভুর সামনে দাঁড় করান হবে! তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, 'এটা (দ্বিতীয় জীবন) কি সত্যি নয়?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের প্রভুর শপথ, এটা সত্য।' আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা এটা অস্বীকার করেছিলে, তার জন্য এখন শাস্তি ভোগ কর।'

(৩১) বাস্তবে এরা ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলেছিল। অবশেষে যখন তাদের কাছে ঐ সময় অকস্মাৎ এসে যাবে, তখন তারা বলবে, 'হায় আফশোস! এই ব্যাপারটায় আমরা কিভাবে অবহেলা করেছিলাম!' তখন তারা তাদের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে। দেখ, তারা যে বোঝা বহন করবে তা কতই না খারাপ। (৩২) জাগতিক জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়, আর পরলোকের আবাস তো আল্লাহ-ভীরুদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তবুও কি তোমাদের বোধদয় হবে না?

(৩৩) আমি জানি, তাদের কথায় তুমি দুঃখ পাও; তবে তারা শুধুমাত্র তোমাকেই অবিশ্বাস করছে না বরং অত্যাচারীরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকেই অস্বীকার করছে। (৩৪) তোমার পূর্বেও রাসূলদের অবিশ্বাস করা হয়েছে। তাদেরকে অবিশ্বাস করা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে যতক্ষন না তাদের নিকটে আমার সাহায্য পৌঁছে যায়। আল্লাহর সিদ্ধান্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। নবীদের কিছু সংবাদ তুমি ইতিমধ্যে পেয়েছ। (৩৫) যদি ওদের বিমুখতা তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয় তাহলে তোমার যদি সামর্থ থাকে তাহলে তুমি ভূগর্ভে যাওয়ার একটি সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে যাওয়ার একটি সিঁড়ি লাগিয়ে ওদের জন্য কোন নিদর্শন নিয়ে এস। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ওদের সবাইকে সঠিক পথে একত্রিত করে দিতেন। অতএব তুমি মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৩৬) বস্তুত যারা মন দিয়ে শোনে তারাই স্বীকার করে; আর যারা মৃত তাদেরকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন। তারপর তারা সকলেই তাঁর কাছে ফিরে যাবে।

(৩৭) তারা বলে, 'তাঁর (রাসূলের) নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন পাঠানো হয় নি কেন?' বলঃ 'কেবলমাত্র আল্লাহই কোন নিদর্শন

পাঠাতে সক্ষম।' তবে তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩৮) পৃথিবীতে চলমান প্রতিটি প্রাণী এবং নিজের দুই ডানা দিয়ে উড্ডয়মান প্রতিটি পাখী, তোমাদের মতই এক একটি প্রজাতি। আমি এই গ্রন্থে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি। পরে তাদের সকলকে স্বীয় প্রভুর কাছে একত্রিত করা হবে। (৩৯) যারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে তারা বধির ও বোবা, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত। আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সঠিক পথে চালনা করেন।

(৪০) বলঃ 'তোমরা বল দেখি যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে অথবা প্রলয় আসে, তাহলে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করবে? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (৪১) বরং (বিপদের কারণে) তোমরা তাঁকেই ডেকে থাকো। তিনি যদি চান, যে (বিপদের) জন্য তুমি তাঁকে ডাকছো তা তিনি দূর করে দেবেন। তখন তাঁর সঙ্গে যাদেরকে (মিথ্যা দেবদেবী) অংশীদার করেছিলে, তাদেরকে ভুলে যাবে।

(৪২) আর তোমাদের পূর্বেও অনেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং যাতে তারা বিনয়াবনত হয়, তার জন্য তাদেরকে দুঃখ দূর্দশায় নিপতিত করেছিলাম। (৪৩) যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের উপর কঠিন পরিস্থিতি এসেছিল তখন তারা বিনয়াবত হয় নি, বরং তাদের অন্তর আরও কঠোর হয়ে গেল। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে মনোহর বানিয়ে দেখাতে থাকল। (৪৪) অতঃপর যখন তারা সেই উপদেশ ভুলে গেল যা তাদের দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের আকাঙ্খিত সব জিনিষের দ্বার খুলে দিলাম। এমনকি যখন তারা ঐ সব জিনিষে প্রসন্ন হয়ে পড়ল যা তাদের দেওয়া হয়েছিল, তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকেপাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়লো।

(৪৫) এইভাবে অনিষ্টকারীরা নির্মূল হয়ে গেল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিখিল জগতের প্রভু।

(৪৬) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করোঃ 'আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন আর তোমাদের অন্তরে মোহর করে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া কে এমন উপাস্য আছে যে এগুলো ফিরিয়ে আনতে পারে?' দেখ আমি কিভাবে প্রমাণসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, তবুও তারা বিমুখ হয়ে যায়। (৪৭) তাদেরকে আরও জিজ্ঞাসা করোঃ 'যদি তোমাদের উপরে আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ বা ঘোষিত রূপে এসে যায় তাহলে অনিষ্টকারীরা ছাড়া আর কে ধ্বংস হবে?' (৪৮) আমি রাসূলদের পাঠাই সুসংবাদ দাতা রূপে অথবা সতর্ককারী হিসাবে। অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করল এবং নিজেকে শুধরে নিল, তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না। (৪৯) আর যারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করল তাদের অবাধ্যতার কারণেই তাদের উপর শাস্তি আসবে। (৫০) বলঃ 'আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে এবং আমি অদৃশ্য (পরোক্ষ) বিষয়ও জানি। আমি একথাও বলি না যে আমি ফেরেস্তা। আমি তো কেবল ঐ আল্লাহর বাণী অনুসরণ করি যা আমার কাছে এসেছে।' বলঃ 'অন্ধ আর দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ কি সমান হয়?' সুতরাং তোমরা কেন চিন্তা- ভাবনা কর না?

(৫১) তোমরা এই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করো, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রভুর সমীপে একত্রিত করা হবে যখন আল্লাহ ছাড়া সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী থাকবে না , হয়ত তারা এই কারণে আল্লাহ-ভীরু হয়ে যাবে। (৫২) তুমি ঐ সমস্ত লোকদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিও না, যারা সকাল সন্ধ্যায় নিজ প্রভুকে আহ্বান করে,

আর তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তোমার উপর তাদের জবাবদিহির কোন দায়ভার নেই, আর তাদের উপর তোমারও জবাবদিহির কোন দায়ভার নেই। যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও, তাহলে তুমি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (৫৩) এই ভাবেই আমি একজনকে অন্যজন দ্বারা পরীক্ষা নিয়েছি, যাতে তারা বলে, 'আল্লাহ কি আমাদের মধ্যে থেকে এদেরকেই অনুগ্রহ করলেন?' কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে আল্লাহই কি অধিক অবগত নন?

(৫৪) যখন তোমার কাছে ঐ লোকেরা আসে যারা আমার নিদর্শনের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তখন ওদের বলো, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রভু করুণা করার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ভুলবশত কোন খারাপ কাজ করে ফেলে আর তারপরে তারজন্য অনুশোচনা করে এবং নিজেকে শুধরে নেয়, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।' (৫৫) এই ভাবেই আমি নিদর্শন সমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের নীতিও স্পষ্ট হয়ে যায়।

(৫৬) বলঃ 'আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা আহ্বান করো তাদেরকে ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।' বলঃ 'আমি তোমাদের ইচ্ছা অনুসরণ করতে পারি না। যদি আমি এরকম করি তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব আর সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।' (৫৭) বলঃ 'আমার কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসা একটি স্পষ্ট প্রমাণ আছে আর তোমরা তাকে মিথ্যা বলছো। যে জিনিষ নিয়ে তোমরা তাড়াহুড়া করছো তা আমার কাছে নেই।' নির্ণয় করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই আছে। তিনি সত্য বর্ণনা করেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ণয়কারী। (৫৮) বলঃ 'আমার কাছে যদি ঐ জিনিষ থাকত যার জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছো তাহলে আমার আর তোমাদের মাঝে ব্যাপারটাতো মিটেই যেত।' আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত।

(৫৯) যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের চাবি তাঁর কাছে। তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। জলে, স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ জানেন। গাছের থেকে যে পাতাটি খসে পড়ে, তাও তিনি জানেন। আবার ভূমির অন্ধকারে যে শস্য দানাটি কিম্বা আদ্র বা শুষ্ক বস্তুটি আছে, তাও সব একটি স্পষ্ট গ্রন্থে লিখিত আছে।

(৬০) তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু (নিদ্রা) দান করেন, আর দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। অতঃপর দিনের বেলায় তিনি তোমাদেরকে জাগ্রত করেন যাতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয়। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনিই তোমাদের অবহিত করবেন যা তোমরা পৃথিবীতে করছিলে। (৬১) তিনি তার বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী, আর তিনি তোমাদের উপর সংরক্ষক পাঠান; এমনকি যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন আমার পাঠানো ফেরেস্তা তার প্রাণ বার করে নেয়; তারা কোন ত্রুটি করে না। (৬২) তারপর সকলকে তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে; শুনে রাখ, বিচার-ক্ষমতা তাঁরই এবং তিনিই খুব ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

(৬৩) বলঃ 'কে তোমাদের জল ও স্থলের বিপদ হতে বাঁচায়?' তোমরাই তো তাঁকে বিনম্রভাবে ও গোপনে ডেকে বল যে, 'যদি আল্লাহ আমাদের এই বিপত্তি থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আমরা অবশ্যই চির কৃতজ্ঞ থাকব।' (৬৪) বলঃ আল্লাহই তোমাদেরকে সে বিপদ থেকে এবং সকল দুঃখ কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। তারপরেও তোমরা তার সাথে অংশীদার স্থাপন কর। (৬৫) বলঃ 'তোমাদের উপর দিক থেকে অথবা পদতল থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে কিম্বা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে এক দলের দ্বারা আন্য দলের উপর হিংস্রতার স্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম।'

দেখ, কিভাবে আমি আমার আয়াত সমূহ নানা ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি, যাতে তারা বুঝতে পারে। (৬৬) তোমার সম্প্রদায় তো তোমার উপর প্রেরিত বাণীসমূহকে মিথ্যা বলছে; যদিও তা সত্য। বলঃ 'আমি তোমাদের তত্বাবধায়ক নই। (৬৭) প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।'

(৬৮) যখন তুমি ওদেরকে আমার বাণীর দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করতে দেখবে, তখন ওদের নিকট হতে দূরে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ের আলোচনায় নিমগ্ন হয়। যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করে দেয়, তাহলে স্মরণ হওয়ার পর এই অপকর্মকারী লোকদের সাথে বসবে না। (৬৯) অপকর্মকারীদের কাজের হিসাব দেওয়ার দায়-দায়িত্ব আল্লাহ-ভীরুদের উপর নেই। তাদের একমাত্র দায়িত্ব হলো ওদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যাতে তারাও আল্লাহ-ভীরু হতে পারে। (৭০) ওদেরকে পরিহার কর, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া কৌতুক বানিয়ে রেখেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে সম্মোহিত করে রেখেছে। কিন্তু তুমি কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষা দিতে থাকো, যাতে তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা এমন অবস্থায় পতিত না হয় যখন আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং মুক্তিপণ হিসাবে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। তারা তাদের নিজকর্মদোষে দুষ্ট হয়ে আছে। সত্য অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে।

(৭১) বলঃ 'আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে ওদেরকে ডাকব যারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবে না বা ক্ষতি করতেও পারবে না। আমরা কি আবার উল্টো পথে ফিরে যাব যখন আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, ঐ ব্যক্তির মত যাকে শয়তান অনুর্বর ভূমিতে পথভ্রষ্ট

করে দিয়েছে, আর সে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' তার সঙ্গীরা তাকে সোজাপথের দিকে ডেকে বলছেঃ 'আমাদের কাছে এসো,' বলঃ 'আল্লাহর পথই একমাত্র পথ, আর আমার উপর নির্দেশ এসেছে যে, আমরা নিজেদেরকে জগতের প্রভুর নিকট সমর্পণ করি, (৭২) আর নামায প্রতিষ্ঠা করি আর আল্লাহকে ভয় করে চলি আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।' (৭৩) তিনি যথাযথ ভাবে আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করেছেন। যে দিন তিনি বলবেন, 'হয়ে যাও' তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য, আর সেদিন রাজত্ব তাঁরই হবে যে দিন (প্রলয় শঙ্খে) ফুঁক দেওয়া হবে। তিনিই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সবই জানেন, তিনি পরম বিবেকবান ও সর্বজ্ঞ। (৭৪) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল তুমি কি মূর্ত্তিগুলোকে নিজের উপাস্য মনে কর? আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি।

(৭৫) এই ভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য দেখিয়ে দিই যাতে তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। (৭৬) একবার রাতের অন্ধকার নেমে এলে সে একটি তারকা দেখতে পায়। তখন সে বলে এইতো আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন সেটি অস্ত যায় তখন সে বলল 'আমি অস্ত যাওয়া বস্তুর সাথে বন্ধুত্ব করি না।' (৭৭) তারপর যখন সে আলোকজ্জ্বল চন্দ্র দেখতে পায় তখন বলে 'এই তো আমার প্রভু;' কিন্তু যখন তাও অস্ত যায় তখন বলে, 'আমার প্রভু যদি আমাকে পথ না দেখান তাহলে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' (৭৮) অতঃপর যখন সে কিরণোজ্জ্বল সূর্যকে দেখল তখন বলল, 'এটাই আমার প্রভু;' এটাই সবচেয়ে বড়। তারপর যখন সূর্যও অস্ত গেল তখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা যাকে অংশীদার বানাচ্ছো তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

(৭৯) আমি একনিষ্ঠ হয়ে সেই মহান সত্তার দিকে আমার মুখ ফিরালাম যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি শির্ককারীদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভূক্ত নই। (৮০) ইবরাহীমের সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্ক করতে লাগল। সে বলেছিল, 'তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো? অথচ তিনিই তো আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তোমরা তাঁর সাথে যাদের অংশীদার বানাচ্ছো আমি তাদের ভয় করি না, তবে আমার প্রভু কিছু চাইলে তা ভিন্ন কথা। আমার প্রভুর জ্ঞান সর্বব্যাপী। তোমরা কি চিন্তা করবে না?'

(৮১) তোমরা যাদেরকে অংশীদার স্থাপন কর আমি তাদেরকে কেন ভয় করবো, যেখানে তোমরা আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে অংশীদার স্থাপন করতে ভয় কর না, যাদের সম্পর্কে তিনি তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ পাঠাননি! যদি তোমরা জানো তবে বলো, উভয় দলের মধ্যে কোন দলটি নিরাপত্তা লাভের জন্য অধিকতর যোগ্য? (৮২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিজেদের বিশ্বাসের সাথে অনুচিৎ কোন বস্তুকে মিশ্রিত করেনি, তারাই নিরাপদ এবং তারাই সঠিক পথে আছে। (৮৩) এটাই আমার যুক্তি প্রমাণ যা আমি ইবরাহীমকে (আবরাহাম) তার সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবিলার জন্য দিয়েছিলাম। আমি যাকে চাই তাকে মর্যাদায় সমুন্নত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু পরম প্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী। (৮৪) আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে), ইসহাক (আইজ্যাক) ও ইয়াকুব (জ্যাকব) দান করেছি; এবং প্রত্যেককে আমি সুপথগামী করেছিলাম, নূহকে (নোয়াহ) ও আমি সুপথগামী করেছিলাম। তার বংশধরদের মধ্যে থেকে দাউদ (ডেভিড), সুলাইমান (সলোমন), আইউব (জব), ইউসুফ (জোসেফ), মূসা (মোজেস) ও হারুনকে (এ্যরন) সুপথগামী করেছিলাম। এই ভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

(৮৫) আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া (জন), ঈসা (যিশু) ও ইলিয়াসকেও
(এলিজাকে) সুপথগামী করেছিলাম, এরা প্রত্যেকেই সদাচারী ছিলেন।
(৮৬) আর ইসমাঈল, ইল-ইয়াসা (এলিশা), ইউনুস (জোনাহ), লূতকে (লট
) ও এদের প্রত্যেককে আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম, (৮৭)
আর তাদের কিছু সংখ্যক পূর্ব-পুরুষ, বংশধর এবং ভাইদেরকেও। তাদেরকে
আমি মনোনীত করেছিলাম এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (৮৮)
এটাই আল্লাহ প্রদত্ত পথ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এই পথ
প্রদর্শন করেন। যদি তারা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করত
তাহলে তাদের কর্মসমূহ অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেত। (৮৯) এরাই সেই
লোক যাদেরকে আমি গ্রন্থ, কর্তৃত্ব ও পয়গম্বরত্ব দান করেছিলাম। অতএব
যদি এরা (মক্কাবাসীরা) এটা অস্বীকার করে, তাহলে আমি এমন সম্প্রদায়কে
প্রতিস্থাপন করব যারা কখনও এই গুলোর অস্বীকারকারী হবে না। (৯০)
এই লোকদেরকেই (পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকে) আল্লাহ সুপথগামী করেছেন।
অতএব তুমি তাদের পথই অনুসরণ কর। বলঃ 'আমি এর জন্য তোমাদের
কাছে কোন প্রতিদান চাই না। এতো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক অমূল্য স্মারক।'
(৯১) তারা আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলেছে
যে, 'আল্লাহ কোন মানুষের কাছে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নি।' বল ঃ
'মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ স্বরূপ যে গ্রন্থ মূসা (মোজেস) নিয়ে
এসেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছিল? - যাকে তোমরা খণ্ড খণ্ড করে রেখেছ,
তার কিছু প্রকাশ করছো আর অনেক কিছুই গোপন করছো।' আর তোমাদের
এমন কিছু শেখানো হয়েছে যা তোমরা জানতে না, আর তোমাদের পূর্ব-
পুরুষরাও জানত না। বলঃ 'আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন।' অতঃপর ওদেরকে
নিরর্থক কল্পকথায় মত্ত থাকতে দাও।

(৯২) এই মহিমান্বিত গ্রন্থটি আমি পূর্বে তোমাদের কাছে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মক্কাবাসী ও তার পার্শবর্তী জনপদের লোকজনকে সতর্ক করতে পার। যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। (৯৩) তার চেয়ে বড় অত্যাচারী কে হতে পারে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে, 'আমার উপরে আল্লাহর বাণী এসেছে' অথচ তার কাছে কিছুই পাঠানো হয় নি। এবং যে বলে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাঁর মতো আমিও শীঘ্রই কিছু একটা অবতীর্ণ করবো।' যদি তুমি ঐ সময়ের অবস্থা দেখতে পেতে, যখন ঐ অত্যাচারী মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগবে, ফেরেস্তা হাত প্রসারিত করে বলবে, 'তোমাদের প্রাণগুলো বার করে দাও। আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে।'

(৯৪) তোমরাতো আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ যেমন ভাবে আমি তোমাদের প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। যা কিছু আমি তোমাদের দিয়েছিলাম সবকিছুই পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবি করতে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক বাস্তবিকই ছিন্ন হয়ে গেছে। তোমরা যা যা দাবি করতে সব অচল হয়ে গেছে। (৯৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহ শস্যদানা ও ফলের বীজ থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে আর জীবিত থেকে মৃতকে নির্গত করেন। তিনিই তোমাদের আল্লাহ। কিভাবে তোমরা পথ ভুলে সত্য হতে দূরে সরে যাচ্ছ?

(৯৬) তিনিই প্রভাত উন্মেষকারী। তিনি রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য চন্দ্রকে হিসাবের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এটা মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।

(৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা স্থলে ও সমুদ্রে অন্ধকারে পথের দিশা পাও। নিঃসন্দেহে আমি নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য, যারা জানতে চায়।[১] (৯৮) তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে; তারপর তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি আবাসস্থল এবং একটি বিশ্রামাগার রয়েছে। আমি নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য, যারা বুঝবে।

(৯৯) তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর এর মাধ্যমে আমি সব রকম গাছপালা উৎপন্ন করি। তা থেকে আমি সবুজ বৃন্ত উদ্গত করি, যা থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ শস্য দানা উৎপন্ন করি। খেজুর গাছের শীষ থেকে নির্গত হয় নুয়ে পড়া খেজুরেব কাঁদি। আঙুরের বাগান, জলপাই ও ডালিম উৎপন্ন করি। তারা পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত ও সাদৃশ্যহীন। গাছে যখন ফল ধরে, তখন এর ফল ও তার পরিপক্কতার দিকে লক্ষ্য কর। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে বিশ্বাসী লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (১০০) তারা জ্বীনদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে, অথচ আল্লাহই তাদের সৃষ্টি করেছেন। তারা না জেনে বুঝে তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা সাব্যস্ত করেছে। তাদের এইসব আরোপিত বিশেষণ থেকে তিনি পবিত্র ও সমুন্নত। (১০১) তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কি করে? তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি সবকিছুই জানেন। (১০২) তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নাই।

---

[১] বিঃদ্র-(৬ঃ৯৭) এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ লক্ষ বছর পরেও এমন সূক্ষ্ম নিয়মনিষ্ঠ ভাবে চলছে যে এর মধ্যে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। এটা এমন একটা সার্বভৌম সত্তার নিদর্শন, যিনি অসীম মহোত্তম ক্ষমতার অধিকারী।

তিনিই সবকিছুর আদি স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনিই সবকিছুরই কার্যনির্বাহী। (১০৩) কোনো দৃষ্টি তার নাগাল পায় না; অথচ তিনি সবকিছু দেখেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষদর্শী ও সবকিছুর খরব রাখেন। (১০৪) এখন তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে চাক্ষুস প্রমাণাদি এসে গেছে। অতএব এখন যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজের কল্যাণ সাধন করবে আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদের উপর তো প্রহরী নই। (১০৫) এই ভাবেই আমি নিদর্শনাবলী নানান ভাবে বর্ণনা করি, তা না হলে তারা বলতে পারে তুমি (আগে কোথাও) পড়ে নিয়েছ, আর যাতে আমি জ্ঞানী লোকদের কাছে তা পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে পারি।

(১০৬) যা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি কেবল সেটাই অনুসরণ কর। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর অংশীদার স্থাপনকারীদের দিকে দৃষ্টি দিও না। (১০৭) যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা তাঁর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করতে পারত না। আমি তোমাকে ওদের প্রহরী বানাইনি, তুমি তাদের কার্যর্নিবাহীও নও। (১০৮) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকে তাদেরকে গালি দিও না, তাহলে তারা অজ্ঞানবশত অন্যায়ভাবে আল্লাহকে গালি দেবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের নিজেদের কাজকর্ম মোহময় বানিয়ে দিয়েছি। অতঃপর ওদের সবাইকে স্বীয় প্রভুর নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন তিনি ওদেরকে বলবেন যা তারা করত। (১০৯) তারা আল্লাহর নামে জোরাল শপথ করে বলে, 'যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তাহলে তারা অবশ্যই তা বিশ্বাস করবে।' বলে দাওঃ 'নিদর্শন তো আল্লাহর কাছে আছে।' তোমরা কি করে বলতে পারো যে, 'তাদের কাছে নিদর্শন এসে গেলে তারা বিশ্বাস করবে?'

(১১০) আমি ওদের অন্তর এবং দৃষ্টিকে সত্য হতে ঘুরিয়ে দেব যেমন ভাবে এরা প্রথমবার এটাকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল। আমি ওদেরকে অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দেব। (১১১) যদি আমি ওদের কাছে ফেরেস্তা পাঠাতাম, আর মৃত ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলত এবং সবকিছুই তাদের সামনে একত্রিত করে দিতাম, তবুও তারা বিশ্বাস করতো না। অবশ্য আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্খের মত কাজ করে। (১১২) এই ভাবেই আমি প্রত্যেক পয়গম্বরদের জন্য কিছু প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করেছি, তারা হলো মানুষ ও জ্বীনদের মধ্যেকার শয়তানেরা। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর কথাবার্তার মাধ্যমে একে ওপরকে মন্দ পরামর্শ দেয়। যদি তোমার প্রভু চাইতেন তাহলে তারা এরকম করতে পারত না। অতএব তুমি তাদেরকে এবং তারা যা বানিয়ে বলে তা উপেক্ষা করো, (১১৩) কারণ এগুলোর প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, এবং সন্তুষ্ট হয়ে তারা তাদের অপকর্মে অবিচল থাকে। (১১৪) আমি কি তবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক খুঁজব? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। আমি যাদেরকে পূর্বে গ্রন্থ দিয়েছিলাম তারা জানে যে, এ তোমার প্রভুর নিকট হতে সত্যিই অবতীর্ণ। অতএব তুমি কিছুতেই সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(১১৫) তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায়পূর্ণ। কেউ তার বাণী পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (১১৬) তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কথামতো চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা কেবল কল্পনার অনুসরণ করে, আর অনুমান করে। (১১৭) তোমার প্রভু ভালো ভাবেই জানেন কারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং এটাও জানেন কারা সঠিক পথের অনুসারী। (১১৮) আল্লাহর নাম নিয়ে বধ করা প্রাণীর মাংস আহার কর, যদি তোমরা তাঁর বিধান সমূহে বিশ্বাসী হও।

(১১৯) কেন তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে বধ করা প্রাণীর মাংস খাবে না? অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা যা অবৈধ করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য নিরূপায় হয়ে তোমরা কিছু খেতে বাধ্য হলে তার কথা আলাদা। অনেকে তো না জেনে নিজেদের খেয়াল খুশিমত মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অবশ্যই তোমার প্রভু সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ কার্য পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা পাপ কার্য সম্পাদন করে তারা শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (১২১) তোমরা ঐ প্রাণীর মাংস খেয়ো না যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি, অবশ্যই তা পাপ। শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমার সাথে বিতর্ক করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামত চলো তাহলে অংশীবাদী হয়ে যাবে। (১২২) যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তারপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং একটি আলো দান করেছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলতে পারে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে, যে অন্ধকারের মধ্যে আছে এবং সেখান থেকে বের হচ্ছে না? এই ভাবেই অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তাদের নিজেদের কাজকর্মকে চাকচিক্যময় করে দেওয়া হয়েছে।

(১২৩) এই ভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে পাপীদের নেতা রেখে দিয়েছি যারা সেখানে ষড়যন্ত্র করে। যদিও তারা যে ষড়যন্ত্র করে তা নিজেদের বিরুদ্ধেই করে; কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। (১২৪) যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তখন তারা বলে আমরা কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলদের যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকেও অনুরূপ জিনিষ না দেওয়া হয়। আল্লাহই ভাল জানেন তিনি কাকে পয়গম্বরত্ব প্রদান করবেন। অবশ্যই যারা অপরাধী আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা অপমানিত হবে এবং তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে শাস্তি পাবে।

(১২৫) অতএব আল্লাহ যাকে সুপথ দেখাতে চান ইসলামের জন্য তার অন্তর দুয়ার খুলে দেন; আর যাকে বিপথগামী করেন তার অন্তরকে সঙ্কুচিত করে দেন; যেন তাকে আকাশে আরোহণ করতে হচ্ছে। এই ভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের উপর অবমাননা পুঞ্জিভূত করেন।

(১২৬) এটাই হল তোমার প্রভুর সঠিক পথ। আমি চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে শান্তির আবাস রয়েছে। তাদের কৃতকর্মের কারণে তিনিই হচ্ছেন তাদের রক্ষক। (১২৮) যে দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং বলবেনঃ 'হে জ্বীন সম্প্রদায়! তোমরা তো মানুষের মধ্যে থেকে অনেককে তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছিলে।' তাদের মানুষ অনুগামীরা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি, তবে এখন আমরা আপনার নির্ধারণ করা সময়ে উপনীত হয়েছি।' তখন তিনি বলবেন, 'এখন তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেখানে তোমরা চিরকাল বাস করবে।' তবে আল্লাহ অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু বিবেকবান, মহাজ্ঞানী।

(১২৯) এই ভাবেই আমি অন্যায়কারীদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে একে অপরের নিকটবর্তী করে দেব। (১৩০) হে জ্বীন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোন রাসূল আসেনি, যে তোমাদেরকে আমার বাণী শোনাত, আর তোমাদেরকে এই দিনের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করত? তারা বলবে, 'আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি।' পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। (তাই) তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে তারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল।

(১৩১) তোমার প্রভু কোন সম্প্রদায়কে তাদের অন্যায়ের কারণে তাদেরকে অনবহিত রেখে ধ্বংস করেন না। (১৩২) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কর্ম অনুসারে মর্যাদা আছে। তোমার প্রভু তাদের কর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।

(১৩৩) তোমার প্রভু স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দয়াশীল। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে অপসারিত করে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন ভাবে তিনি তোমাদেরকে অন্য বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) তোমাদের সাথে যে জিনিষের অঙ্গীকার করা হচ্ছে তা আসবেই। তোমরা রোধ করতে পারবে না। (১৩৫) বলঃ 'হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে কাজ কর, আমিও আমার কাজ করছি। অতি শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে কার পরিণাম ভাল হয়। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও সফল হবে না। (১৩৬) আল্লাহ যে সব শস্যক্ষেত্র ও গবাদী পশু সৃষ্টি করেছেন তার একটি অংশ তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে, আর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটা আল্লাহর জন্য আর এটা আমাদের অংশীদার দেব-দেবীদের জন্য।' যে অংশ তাদের অংশীদার দেব-দেবীদের জন্য নির্ধারণ করে তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আর যে অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে তা তাদের অংশীদার দেব-দেবীদের কাছে পৌঁছে যায়। তাদের নির্ণয় কতই না মন্দ!

(১৩৭) এই ভাবেই তাদের অংশীদার দেব-দেবীরা, কিছু বহুশ্বরবাদীদের দৃষ্টিতে তাদের সন্তান হত্যাকে শোভনীয় করে দিয়েছে, যাতে তারা তাদের সর্বনাশ করতে পারে এবং তাদের মনে ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তারা একাজ করত না। অতএব ওদেরকে ওদের বানানো মিথ্যা নিয়েই থাকতে দাও।

(১৩৮) তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, ‘এই পশু আর এই শস্য নিষিদ্ধ। আমরা যাদেরকে চাইব তারা ব্যতীত কেউ এগুলি খেতে পারবে না।’ সুতরাং তারা দাবি করে, কিছু কিছু পশু ভার বহন করার কাজ হতে অব্যহতি প্রাপ্ত। আবার কিছু পশুর উপর তারা আল্লাহর নাম নেয় না। তাদের এসব মনগড়া মিথ্যাচারের জন্য তিনি শীঘ্রই তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

(১৩৯) তারা আরও বলে, ‘অমুক পশুগুলোর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের নারীদের জন্য নিষিদ্ধ। আর যদি তা মৃত হয় তাহলে সবাই তাতে অংশীদার।’ আল্লাহ শীঘ্রই তাদের এই কথার জন্য শাস্তি দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী। (১৪০) যারা বোকার মত না জেনে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণাবশত তা নিষিদ্ধ করেছে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথে ছিল না। (১৪১) তিনিই মাচাযুক্ত ও মাচাবিহীন বাগান তৈরী করেছেন, আর খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের শস্য, জলপাই আর ডালিম উৎপন্ন করেন যাদের কিছু কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ আবার কিছু কিছু সাদৃশ্যহীন। এসব গাছপালায় যখন ফল হয় তোমরা তার ফল খাবে, তবে ফসল সংগ্রহের দিনে তার নায্য অংশ দান করবে। অপচয় করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

(১৪২) তিনি গবাদীপশু সৃষ্টি করেছেন, কিছু ভারবাহনের জন্য এবং কিছু খাদ্যের জন্য। আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা থেকে আহার কর। এবং শয়তানের অনুসরণ করো না সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৪৩) (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন আটটি পুরুষ ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। বলো তিনি কি পুরুষ দুটো অবৈধ করেছেন

না মাদী দুটো, না কি মাদী দুটোর গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে তা? তোমরা জেনে আমাকে বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৪৪) এমনভাবে উটের মধ্যে দুটো প্রকার আর গরুর মধ্যে দুটো প্রকার আছে। জিজ্ঞেস করো, তিনি কি পুরুষ দুটো অবৈধ করেছেন না কি স্ত্রী দুটো না কি স্ত্রী দুটোর গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে তা? তুমি কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ আদেশ দিয়েছিলেন? অতএব মানুষকে বিপথগামী করার জন্য না জেনে যে আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে তার চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কে আছে? নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্যায়কারীদের সুপথ দেখান না। (১৪৫) বলঃ 'আমার কাছে যে বাণী এসেছে তাতে কেবল মৃতপ্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস ব্যতীত এমন কোন খাদ্য খুঁজে পাই না, যা আহার করা অবৈধ করা হয়েছে। যেগুলো আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, সেগুলো অপবিত্র, অথবা অবৈধ। তবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে অবাধ্যতা কিম্বা সীমালঙ্ঘন না করে, কেবল নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়, তাহলে তোমার প্রভু নিশ্চয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (১৪৬) ইহুদীদের জন্য আমি সবরকম নখ ওয়ালা প্রাণী, গরু ও ছাগলের চর্বি অবৈধ করেছিলাম, তবে এদের পৃষ্ঠদেশ ও অন্ত্রের সাথে সংলগ্ন অথবা হাড়ের সাথে সংলগ্ন চর্বি এর অর্ন্তভূক্ত ছিল না। তাদের অবাধ্যতার জন্য আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। নিশ্চিতভাবে আমি সত্যবাদী।

(১৪৭) অতঃপর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে তুমি বলবে, 'তোমাদের প্রভু অসীম দয়াবান' এবং অপরাধীদের থেকে তাঁর শাস্তি প্রত্যাহার করা হয় না। (১৪৮) যারা অংশীদার স্থাপন করেছে তারা বলবে, 'যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা অংশীদার স্থাপন করতাম না,

আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা অংশীদার স্থাপন করত না বা আমরা কোন বস্তুকে অবৈধ করে নিতাম না।' এই ভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা আমার শাস্তি আস্বাদন না করা পর্যন্ত অবিশ্বাস করেছিল। বলঃ 'তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে যা আমার সামনে পেশ করতে পার? তোমরা তো শুধু ধারণার বশবর্তী হও আর মনগড়া কথা বল।'

(১৪৯) বলঃ 'সমস্ত নির্ণায়ক প্রমান আল্লাহর নিকটে আছে, অতএব তিনি যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই তোমাদের সকলকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিতেন।'
(১৫০) বলঃ 'তোমাদের সেই সাক্ষীদেরকে নিয়ে এস যারা বলে যে, আল্লাহ এই বস্তুগুলো হারাম (অবৈধ) করেছেন।' যদি তারা (মিথ্যাভাবে) সাক্ষী দেয় তবে তুমি তাদের সাথে সাক্ষী দেবে না। আর তুমি ঐ লোকদের ইচ্ছানুসারে কাজ করো না যারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলে এবং পরলোক বিশ্বাস করে না এবং অন্যকে স্বীয় প্রভুর সমকক্ষ মনে করে।
(১৫১) বলঃ 'এসো, আমি বলে দিই তোমাদের প্রভু কি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন! তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছু অংশীদার স্থাপন করো না, এছাড়া পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না - আমি তোমাদেরকে জীবিকা দান করি সেই সাথে ওদেরকেও - আর অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে। যে প্রাণ হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া, তাকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা বুদ্ধির সঙ্গে কাজ কর।

(১৫২) সদুদ্দেশ্য ব্যতীত এতিমদের সম্পদের কাছেও যাবে না, , যে পর্যন্ত তারা বয়োপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ন্যায় সঙ্গতভাবে করবে। কাউকে আমি তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপাই না। যখন কথা বলবে নায্য বলবে,

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিকটাত্মীয় হলেও। আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ কর। তিনি তোমাদিগকে এই আদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা মনে রাখ।'

(১৫৩) (আর আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন) 'এটাই আমার সোজাপথ। অতএব এই পথেই চলো, অন্য পথে যেও না, কারণ অন্য পথ তোমাদের আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।' আল্লাহ তোমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা সংযত হও। (১৫৪) অতঃপর সৎকর্মশীলদের জন্য (আমার আনুকুল্যের) পরিপূর্ণতা, সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ, পথ-নির্দেশনা এবং অনুগ্রহস্বরূপ মূসাকে আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, যাতে তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাস স্থাপন করে।

(১৫৫) এই ভাবেই আমি এই কৃপাপূর্ণ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমরা এটি মেনে চলো, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও – (১৫৬) যাতে তোমরা একথা না বলতে পার যে, আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়কে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল, যার অনুশাসন সম্পর্কে আমরা অনবহিত ছিলাম, (১৫৭) অথবা তোমরা যেন একথাও না বলতে পার যে, যদি আমাদের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হত তাহলে আমরা তার শ্রেষ্ঠ পথে চলতাম। অতঃপর তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে এসে গেছে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ ও অনুগ্রহ। অতএব যে আল্লাহর বাণীসমূহকে মিথ্যা বলে এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কে আছে? যারা আমার নিদর্শন হতে বিমুখ হয়, আমি তাদের বিমুখতার ফলস্বরূপ খুবই নিকৃষ্ট শাস্তি দেব। (১৫৮) এই লোকেরা কি এই প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের নিকটে ফেরেস্তা আসবে অথবা তোমাদের প্রভু আসবেন অথবা তোমাদের প্রভুর নিদর্শন সমূহের মধ্যে কোন নিদর্শন আসবে? যে দিন তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন এসে পৌঁছবে সেদিন, যে আগে বিশ্বাস স্থাপন

করেনি, বা বিশ্বাস অনুসারে কোন সৎকাজ করেনি এমন কারো বিশ্বাস স্থাপন
কোন কাজে আসবে না। বলঃ 'তোমরা প্রতীক্ষা কর আমিও প্রতীক্ষা করছি।'
(১৫৯) যারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত
হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহর উপর
ন্যাস্ত রয়েছে। তিনিই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন।

(১৬০) যে ব্যক্তি ভাল কর্ম নিয়ে আসবে, সে তার দশগুন ফল পাবে। আর
যে খারাপ কর্ম নিয়ে আসবে, তাকে শুধু সেটিরই ফল দেওয়া হবে এবং তাদের
প্রতি অন্যায় করা হবে না। (১৬১) বলঃ 'আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন
করেছেন ও ন্যায়নিষ্ঠ ধর্ম বলে দিয়েছেন।' ইবরাহীমের ধর্ম হলো ন্যায়নিষ্ঠ
ধর্ম। তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

(১৬২) বলঃ 'আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন ও আমার
মৃত্যু আল্লাহরই জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু; (১৬৩) কেউই তাঁর অংশীদার
নয়। আমাকে এমনই আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর আমিই অনুগতদের মধ্যে
প্রথম।' (১৬৪) বলঃ 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রভু অন্বেষণ করবো
অথচ তিনিই সবকিছুর প্রভু? যে যা উপার্জন করে তার ফল সেই বহন করে।
একজন আরেক জনের ভার বহন করে না। পরিশেষে তোমাদের প্রভুর কাছেই
তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে অবহিত করবেন যা
নিয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে। (১৬৫) তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে একে
অপরের উত্তরাধিকারী করেছেন, আর তোমাদের মধ্যে কয়েক জনকে অন্যদের
তুলনায় উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, যাতে ওই গুলোর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে
পরীক্ষা করতে পারেন। তোমাদের প্রভু দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী। আবার নিশ্চয়ই
তিনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

৭ ঃ সূরা আল-আরাফ (শিখর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম সোয়াদ। (২) এই গ্রন্থ তোমার নিকটে অবতীর্ণ করা হয়েছে - এর ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোন কুন্ঠাবোধ না থাকে - যাতে এর দ্বারা তুমি লোকদেরকে সচেতন করো, আর বিশ্বাসীদের জন্য এইটি একটি স্মারক। (৩) তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করো। (৪) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের উপরে আমার শাস্তি এসেছিল রাতে অথবা দুপুরে, তারা যখন বিশ্রামরত ছিল। (৫) তাদের উপর যখন আমার শাস্তি এসেছিল, তখন তাদের মুখে কেবল এই কথাই ছিল, 'বাস্তবিকই আমরা অত্যাচারী ছিলাম!' (৬) অতএব যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রশ্ন করবো এবং অবশ্যই আমি রাসূলদেরকেও প্রশ্ন করবো। (৭) অতঃপর আমি তাদের সামনে সবকিছুই বর্ণনা করবো জ্ঞাতসারে। আমিতো অনুপস্থিত ছিলাম না। (৮) সেদিন ওজন হবে যথাযথ। অতএব যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফল ঘোষিত হবে। (৯) আর যাদের (পুণ্যের) পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কারণ তারা ভুল করে আমার নিদর্শন সমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে।

(১০) আমিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থান দিয়েছি, আর আমিই এতে তোমাদের জন্য জীবন-সামগ্রী রেখেছি; কিন্তু তোমরা খুবই কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১১) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমিই তোমাদের রূপদান করেছি। অতঃপর ফেরেস্তাদের বলেছি যে,

আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করেছে; কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের দলে শামিল হয়নি। (১২) আল্লাহ বললেনঃ 'যখন আমি সিজদা করতে নির্দেশ দিলাম কি তোকে সিজদা করতে বাধা দিল? ইবলীস বললঃ 'আমি এর চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছ আর আদমকে মাটি থেকে।' (১৩) আল্লাহ বললেন, 'তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা, তোর এই অধিকার নেই যে এখানে তুই অহংকার করিস। অতএব বেরিয়ে যা নিশ্চিতরূপে তুই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত।' (১৪) ইবলীস বললঃ 'তুমি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও।' (১৫) আল্লাহ বললেনঃ 'তোকে অবকাশ দেওয়া হল।' (১৬) ইবলিস বললঃ 'যখন তুমি আমাকে বিপথে ঠেলে দিলে, আমিও লোকদের জন্য তোমার সরলপথে ওৎ পেতে বসে থাকব; (১৭) তারপর তাদের পিছন থেকে, তাদের সামনে থেকে, তাদের ডানদিক থেকে, আর তাদের বামদিক থেকে আমি তাদের কাছে আসবো,' ফলে তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ হিসাবে পাবে না। (১৮) আল্লাহ বললেনঃ 'বেরিয়ে যা এখান থেকে অপমানিত ও তিরস্কৃত হয়ে! এদের মধ্যে যে তোর পথে চলবে, অবশ্যই আমি তাদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।'

(১৯) হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক, যেখান থেকে যা খুশী আহার কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটে যেও না, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (২০) তখন শয়তান তাদের আবৃত গোপনাঙ্গ অনাবৃত করার মতলবে তাদেরকে প্রলুব্ধ করে আর বলে, 'তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন কেবল এই কারণে যে, পাছে তোমরা ফেরেস্তা বা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাও।' (২১) সে তাদের কাছে শপথ করে বললঃ 'আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী।'

(২২) এই ভাবে সে প্রতারণা করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করল। অতঃপর যখন তারা দুজনে বৃক্ষের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের গোপনাঙ্গ অনাবৃত হয়ে

গেল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল, আর তাদের প্রভু তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'আমি কি তোমাদের ঐ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?' (২৩) তারা বললঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করেছি, আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন আর আমাদেরকে দয়া না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।' (২৪) আল্লাহ বললেনঃ 'নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু হয়ে থাকবে, আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে কিছুকালের নিবাস ও জীবনযাপনের ব্যবস্থা রয়েছে।' (২৫) আল্লাহ বললেনঃ 'ওখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, আর ওখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে, আর ওখান থেকেই তোমাদেরকে বের করা হবে।

(২৬) হে আদম সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে লজ্জা নিবারণ ও সাজ-সজ্জার জন্য বস্ত্র দিয়েছি, আর সতর্কপূর্ণ ধর্মপরায়ণতার বস্ত্র এর চেয়েও উত্তম। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য অন্যতম নিদর্শন, যাতে মানুষ চিন্তা করে। (২৭) হে আদমের সন্তানেরা! শয়তান যেন তোমাদের পথ ভ্রষ্ট না করে দেয়, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে বেহেস্ত থেকে বের করে দিয়েছিল, সে তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল, যাতে তাদের নগ্নতা প্রকাশিত হয়। সে ও তার দলবল এমন স্থান থেকে তোমাদেরকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। আমি শয়তানকে ঐ লোকদের বন্ধু করে দিয়েছি যারা আস্থাবান নয়।

(২৮) যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এইসব কাজ করতে দেখেছি, আর আল্লাহ আমাদেরকে এটা করতে আদেশ দিয়েছেন।' বলঃ 'আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?' (২৯) বলঃ 'আমার প্রভু ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়েছেন, আর তোমরা প্রত্যেক

নামাযের সময় নিজেদের মুখমণ্ডলকে তাঁর দিকে নিবদ্ধ কর; আনুগত্য পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে।' (৩০) এক দলকে তিনি সুপথ দেখিয়েছেন এবং আর একদল পথভ্রষ্টতা অর্জন করেছে। তারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানিয়েছে, আর মনে করেছে তারা সঠিক পথেই আছে।

(৩১) হে আদম সন্তানেরা! প্রত্যেক নামাযের সময় যথযথভাবে বস্ত্র পরিধান কর, আর পানাহার কর, আর অপব্যয় করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না। (৩২) বলঃ 'আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যেসব শোভনীয় বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা (খাদ্য) সৃষ্টি করেছেন তা নিষিদ্ধ করেছে কে?' বলঃ 'পার্থিব জীবনে সেগুলি আস্থাবানদের জন্য বৈধ এবং পরকালেও তা বিশেষভাবে তাদের জন্যই হবে।' যারা বোঝে তাদের জন্য এইভাবে আমি আমার বাণীসমূহ (নিদর্শনসমূহ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। (৩৩) বলঃ 'আমার প্রভু প্রকাশ্য বা গোপন উভয় প্রকার অশ্লীল কাজকর্ম আর পাপকে, অসঙ্গত নিপীড়নকে, আর আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করাকে - যার জন্য তিনি কোন অনুমতি দেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্যকে অবৈধ করেছেন।'

(৩৪) প্রত্যেক জাতির জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। যখন তাদের সেই সময় এসে যায়, তখন তারা এক মুহূর্ত পিছোতেও পারে না বা এক মুহূর্ত এগোতেও পারে না। (৩৫) হে আদমের সন্তানেরা! যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল আসে যে তোমাদেরকে আমার বাণী শোনায় তখন যে ব্যক্তি সচেতন হবে এবং নিজেকে শুধরে নেবে, তার জন্য কোন ভয় থাকবে না, আর সে দুঃখীও হবে না। (৩৬) আর যারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলবে এবং সেগুলোর ব্যাপারে

ঔদ্ধত্য দেখাবে, তারাই জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (৩৭) যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে অথবা তাঁর নিদর্শন সমূহকে অবিশ্বাস করে, তার চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কে আছে? তাদের জন্য যা নির্ধারিত আছে তা তারা প্রাপ্ত হবে। এমনকি যখন আমার ফেরেস্তা তার প্রাণ নেওয়ার জন্য তার কাছে পৌঁছাবে, তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তুমি ডাকতে তারা কোথায়?' সে বলবে, 'তারা সব হারিয়ে গেছে।' তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে, তারা অস্বীকারকারী ছিল।

(৩৮) আল্লাহ বলবেনঃ 'তোমাদের পূর্বে যে সব জ্বীন ও মানুষের দল চলে গেছে তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।' যখনই কোন দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সে তার সাথী দলকে অভিশাপ দেবে। অবশেষে সবাই যখন সেখানে একত্রিত হবে, তখন পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবেঃ 'হে আমাদের প্রভু! এরা আমাদেরকে বিপথগামী করেছে। অতএব এদেরকে জাহান্নামের দ্বিগুণ শাস্তি দাও।' আল্লাহ বলবেনঃ 'সবার জন্যেই দ্বিগুন আছে; কিন্তু তোমরা জান না।' (৩৯) তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবেঃ 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব নিজের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর।

(৪০) নিঃসন্দেহে যারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে, আর সেগুলো সম্পর্কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করে। আর আমি অপরাধীদেরকে এমনই শাস্তি দিয়ে থাকি –(৪১) ওদের জন্য থাকবে জাহান্নামের শয্যা এবং তার উপরে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন। আমি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে এই ভাবেই শাস্তি দিই। (৪২) আর যারা আস্থাবান হয়েছে এবং সৎকর্ম করেছে - আমি কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপাই না -

এরাই বেহেস্তবাসী, তারা ওখানে চিরকাল থাকবে। (৪৩) তাদের অন্তর থেকে যাবতীয় ঈর্ষা আমি দূর করে দেব। তাদের পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, আর তারা বলবেঃ ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এই পর্যন্ত আসার পথ দেখিয়েছেন, তিনি আমাদের পথ না দেখালে আমরা পথের সন্ধান পেতাম না। আমাদের প্রভুর প্রেরিত রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন।’ এবং তাদেরকে ডেকে বলা হবে, ‘এই হল বেহেস্ত; তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে।’

(৪৪) জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের ডেকে বলবেঃ ‘আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা তা ঠিক মতো পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের প্রভুর অঙ্গীকার ঠিক মতো পেয়েছ?’ তারা বলবেঃ ‘হাঁ।’ তখন একজন ঘোষণকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, ‘অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ – (৪৫) যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, তারা পরকালকেও অস্বীকার করতো।’

(৪৬) দুই দলের মাঝে একটা পর্দা থাকবে, আর উচ্চস্থানে কিছু লোক থাকবে যারা সকলকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, ‘তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!’ তারা তখনও বেহেস্তে প্রবেশ করেনি তবে প্রত্যাশা করছে, (৪৭) এরপর যখন তারা জাহান্নাম বাসীদের দিকে দেখবে তখন বলবে, ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই অত্যাচারী লোকদের সঙ্গী করো না।’ (৪৮) উচ্চস্থানের লোকেরা ওই লোকেদের লক্ষণ দেখে চিনে নেয়ে বলবে, ‘তোমাদের দলবল ও অহংকার তোমাদের কোন কাজে আসেনি।’ (৪৯) দেখ! এরা কি তারা যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ নিয়ে বলতে যে, এদের উপর আল্লাহ কখনও কৃপাদৃষ্টি করবেন না। ‘জান্নাতেপ্রবেশ কর, এখন আর তোমাদের কোন ভয় নেই আর তোমরা দুঃখিতও হবে না।’

(৫০) জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবেঃ ‘আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদের যা খেতে দিয়েছেন তার কিছু অংশ আমাদের দাও।’ তারা বলবেঃ ‘আল্লাহ এই দুটোই অস্বীকারকারীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।’ (৫১) যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া কৌতুক বানিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল, তাদেরকে আজ আমি ভুলে যাব, যেভাবে তারা তাদের আজকের দিনটির সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল, এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করত।

(৫২) আমি এই লোকদের কাছে এমন একটি গ্রন্থ এনেছি যা আমি জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত করেছি, এতে আস্থাবানদের জন্য পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহ রয়েছে। (৫৩) তারা কি কেবল এর পরিণামের অপেক্ষা করছে? যেদিন তার পরিণাম প্রকাশিত হবে, সেদিন যারা তাকে আগে ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, ‘আমাদের প্রভুর রাসূলগণ তো সত্য নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের জন্য কি সুপারিশকারী পাওয়া যাবে, যারা আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি ফেরত পাঠানো হবে, যাতে আমরা আগে যা করতাম তার চেয়ে ভিন্নতর কর্ম কিছু করতে পারি?’ তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করেছিল তা অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

(৫৪) নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে (সময়ে) আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে (সিংহাসনে) অধিষ্টিত হয়েছেন। তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন, প্রত্যেকে অন্যের পিছনে দ্রুত ছুটে আসছে। তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র, আর তারকারাজী। সবাই তাঁর আদেশ পালনকারী। মনে রেখো, তাঁর কাজ সৃষ্টি করা আর আদেশ করা। আল্লাহ মহিমান্বিত যিনি সারা বিশ্বের প্রভু। (৫৫) তোমরা নিজের প্রভুকে ডাক (মিনতি করে) বিনীত ভাবে ও সংগোপনে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

(৫৬) শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না এবং ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে তাঁকে ডাক। নিশ্চয়ই আল্লাহর কৃপা সৎকর্মশীলদের অতি নিকটে।

(৫৭) তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর কৃপার (বৃষ্টির) পূর্বে বাতাসকে সুসংবাদরূপে পাঠান। এই বাতাস যখন ভারী মেঘ উঠিয়ে আনে, তখন আমি তাকে কোন মৃত ভূমির দিকে চালিয়ে দিই। তারপর তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর তার মাধ্যমে আমি সবরকম ফল উৎপন্ন করি। এই ভাবেই আমি মৃতদেরকে জীবিত করবো, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৫৮) উৎকৃষ্ট ভূমিতে তার প্রভুর আদেশে পর্যাপ্ত পরিমানে ফসল উৎপন্ন হয়। আর যে ভূমি নিকৃষ্ট, তার ফসল কমই উৎপন্ন হয়। এই ভাবেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদেরকে নিজের নিদর্শন সমূহ নানাভাবে দেখাই।

(৫৯) নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। নূহ বলেছিলঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।' (৬০) তার সম্প্রদায়ের প্রধান নেতারা বলেছিলঃ 'আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত আছ।' (৬১) নূহ বলেছিলঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনই পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে পাঠানো এক রাসূল, (৬২) আমি আমার প্রভুর বার্তাসমূহ তোমাদের কাছে প্রচার করি এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দিই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানতে পাই যা তোমরা জানো না। (৬৩) তোমরা কি এতে বিস্মিত হয়েছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে যাতে তোমরা আল্লাহ-ভীরু হতে পার এবং তোমাদের উপর দয়া করা হয়? (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। তারপর আমি নূহকে রক্ষা করলাম,

আর যারা তার সঙ্গে নৌকায় ছিল তাদেরকেও। আমি ঐ লোকদের ডুবিয়ে দিলাম, যারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করেছিল। নিশ্চয়ই ঐ লোকেরা অন্ধ ছিল।

(৬৫) আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া কেউই তোমাদের উপাস্য নেই। তবুও কি তোমরা ধর্মভীরুতা অবলম্বন করবে না?' (৬৬) তার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, যারা সত্য স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ ছিল, বললঃ 'আমরা দেখছি তুমি মুর্খতায় লিপ্ত, আর আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদী।' (৬৭) হুদ বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি মুর্খ নই বরং আমি বিশ্ব প্রভুর প্রেরিত রাসূল, (৬৮) তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর বার্তাসমূহ পৌঁছে দিচ্ছি আর আমি তোমাদের একজন হিতাকাঙ্খী ও বিশ্বস্থ। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্যে হতে একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রভুর উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? স্মরণ কর কিভাবে তিনি নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক গঠনে সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(৭০) হুদের সম্প্রদায় বললঃ 'তুমি কি আমাদের কাছে শুধু এজন্যেই এসেছ যে, আমরা কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করি এবং তাদের পরিত্যাগ করি যাদের ইবাদত আমাদের পূর্বপুরুষেরা করে আসছে? তাহলে তুমি যে শাস্তির ভয় আমাদের দেখাচ্ছো তা নিয়ে এস, যদি তুমি সত্য হও।' (৭১) হুদ বললঃ 'তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে গেছে। তোমরা কি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বজনদের রাখা কতগুলো নাম নিয়ে আমার সাথে বিতর্ক করতে চাও যার কোন প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নি?

তাহলে প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।’
(৭২) অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের আমার বিশেষ অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম, আর ওই লোকদের নির্মূল করে দিয়েছিলাম, যারা আমার নিদর্শন সমূহ মিথ্যা মনে করত এবং বিশ্বাস করত না।

(৭৩) সামূদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলঃ ‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের উপাস্য নাই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে। আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য এক নিদর্শনরূপে এসেছে। অতএব তাকে ছেড়ে দাও, তাকে আল্লাহর ভূমিতে চরে খেতে দাও। ওকে কোন প্রকার কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আসবে।’
(৭৪) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ আদ জাতির পরে তোমাদেরকে ওদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন এবং পৃথিবীতে তোমাদের বাসিন্দা করেছেন। তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ বানাচ্ছ আর পাহাড় কেটে ঘরবাড়ী তৈরী করছো। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, আর পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করো না।

(৭৫) তার সম্প্রদায়ের অহঙ্কারী নেতারা, দুর্বল বলে বিবেচিত আস্থাবানদের বললঃ ‘তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ তার প্রভুর দ্বারা প্রেরিত ব্যক্তি? তারা উত্তর দিয়েছিল, ‘সে যা নিয়ে এসেছে আমরা তো তা বিশ্বাস করি।’
(৭৬) ওই অহঙ্কারী লোকেরা বলতে লাগল, ‘তোমরা যা বিশ্বাস কর, আমরা তা বিশ্বাস করি না।’
(৭৭) অতঃপর তারা উষ্ট্রিটিকে হত্যা করল, আর স্বীয় প্রভুর আদেশ প্রত্যাখ্যান করল। তারা বললঃ ‘হে সালেহ! যদি তুমি পয়গম্বর হও তাহলে আমাদের উপর সেই শাস্তি নিয়ে আসো, যে শাস্তির ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ।’
(৭৮) তখন ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল। ফলে তারা নিজের

নিজের ঘরে নতজানু হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) তখন সালেহ এই বলে তাদের জনপদ থেকে বেরিয়ে গেল যে, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের ভাল চেয়েছি; কিন্তু তোমরা হিতাকাঙ্খীদের পছন্দ কর না।'

(৮০) আমি লূতকে পাঠালাম। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললঃ 'তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউ করে নি, (৮১) তোমরা মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন ইচ্ছা পূরণ করছো। তোমরা তো এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' (৮২) তার সম্প্রদায়ের কাছে কোন জবাব ছিল না, তাই তারা শুধু বললঃ 'এদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করে দাও, এরা খুবই সদাচারী সাজছে।' (৮৩) অতঃপর আমি লূতকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়, সে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে ছিল। (৮৪) আমি তাদের উপর পাথর বর্ষণ করেছিলাম। অতএব দেখ, অপরাধীদের কেমন পরিণতি হয়েছে।

(৮৫) মাদইয়ানবাসীদের নিকট আমি তাদের ভাই শো'আইবকে পাঠিয়ে ছিলাম। সে বলেছিলঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন সঠিকভাবে কর এবং লোকদেরকে তাদের জিনিষপত্র কম দিও না। আর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য ভাল, যদি তোমরা আস্থাবান হও। (৮৬) রাস্তায় বসে তাদেরকে বাধা দিও না যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করো না, এবং এতে কোন বক্রতা অন্বেষণ করো না। স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। দেখ, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে।

(৮৭) যদি তোমাদের একটি দল আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং অন্য দল বিশ্বাস না করে, তাহলে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। তিনিই তো শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।'

(৮৮) তার সম্প্রদায়ের অহঙ্কারী নেতারা বলেছিলঃ 'হে শো'আইব! আমরা তোমাকে ও যারা তোমার উপর বিশ্বাস এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করে দেব, যদি তুমি আমাদের দলে ফিরে না আস।' শো'আইব বললঃ 'আমরা যদি অসন্তুষ্ট হই তবুও? (৮৯) আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী হব, যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই - যা থেকে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করেছেন। আমাদের দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে আমরা ঐ ধর্মে ফিরে যাবো, যদি আমাদের প্রভু আল্লাহ না চান। আমাদের প্রভু প্রত্যেক বস্তুকে তাঁর জ্ঞানের আয়ত্বের মধ্যে রেখেছেন। আমরা আমাদের প্রভুর উপরে ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রভু! আমাদের আর আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে যথার্থ মীমাংসা করে দিন। কারণ আপনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।' (৯০) তার সম্প্রদায়ের অস্বীকারকারী নেতারা বলেছিলঃ 'যদি তোমরা শো'আইব এর অনুসরণ কর তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।' (৯১) অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল এবং তারা তাদের বাড়ীতে মুখ উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯২) যারা শো'আইবকে অবিশ্বাস করেছিল মনে হচ্ছিল তারা যেন কোনদিন এই জনপদে বসবাসই করে নি। যারা শো'আইবকে অবিশ্বাস করেছিল তারা ক্ষতিগ্রস্ত হল। (৯৩) ঐ সময় শো'আইব তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে আমার প্রভুর বার্তাসমূহ পৌঁছে দিয়েছি, আর আমি তোমাদের মঙ্গল চেয়েছি। এখন আমি কি অস্বীকারকারীদের জন্য অনুতাপ করবো?'

(৯৪) আমি যে জনপদেই কোন পয়গম্বর (বার্তাবহ) পাঠিয়েছি

তখনই তার অধিবাসীদের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা নতি স্বীকার করে। (৯৫) পুনরায় আমি দুঃখকে সুখে পরিবর্তন করে দিয়েছি। এমনকি তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছে, আর বলেছে সুখ আর দুঃখ তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরও হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে এমন আকস্মিক ভাবে পাকড়াও করেছি যে তারা এর কল্পনাও করতে পারেনি। (৯৬) যদি জনপদের অধিবাসীরা বিশ্বাস করত, আর ভয় করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও মাটির উপহার সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম; কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছে। তাই আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করলাম।(৯৭) তবে কি জনপদের অধিবাসীরা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার শাস্তি তাদের উপর পতিত হওয়া থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে? (৯৮) অথবা জনপদের অধিবাসীরা সকাল বেলায় খেলাধূলায় মত্ত অবস্থায় আমার শাস্তি তাদের উপর পতিত হওয়া থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে? (৯৯) তারা কি আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নির্ভয় হয়ে গেল? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা ছাড়া কেউ আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নির্ভয় হতে পারে না।

(১০০) যারা উত্তরাধিকার লাভ করেছে তারা কি তাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা পায়নি যে, আমি চাইলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। আমি ওদের অন্তরসমূহের উপর মোহর এঁটে দিয়েছি, সেই জন্য তারা পথনির্দেশনার বাণী শুনতে পায় না। (১০১) ঐ জনপদগুলির কিছু ঘটনা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি। ওদের কাছে আমার রাসূলগণ নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা আগেই যা অবিশ্বাস করেছিল, তা আর বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। এই ভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তর সূমহে মোহর এঁটে দেন। (১০২) আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিজ্ঞা পালন কারীরূপে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে অবাধ্যরূপে পেয়েছি।

(১০৩) অতঃপর তাদের পরে আমি মূসাকে আমার নিদর্শন দিয়ে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সর্দারদের কাছে পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে আমার নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং চেয়ে দেখ, অনাচারীদের কেমন পরিণতি হয়েছিল। (১০৪) মূসা বলেছিলঃ 'হে ফেরাউন (ফ্যারাও)! আমাকে বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। (১০৫) আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু না বলাই আমার জন্য সমীচীন। আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব ইসরায়িলের সন্তানদের আমার সাথে যেতে দাও।' (১০৬) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক তাহলে তা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' (১০৭) তখন মূসা তার লাঠিখানা নিক্ষেপ করল, আর অমনি তা একটি জলজ্যান্ত অজগরে পরিণত হল। (১০৮) তারপর সে তার হাত বের করল, আর অমনি তা দর্শকদের জন্য শ্বেতশুভ্র হয়ে গেল। (১০৯) ফেরাউনের (ফ্যারাও) সম্প্রদায়ের নেতারা বললঃ 'এ ব্যক্তি একজন বিজ্ঞ জাদুকর, (১১০) যে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিতে চায়। এখন তোমাদের পরামর্শ কি?' (১১১) তারা বললঃ 'মূসা আর ওর ভাইকে কিছুটা সময় দেওয়া হোক, আর নগরে নগরে খবর করে দেওয়া হোক। (১১২) তারা আপনার নিকট সমস্ত বিজ্ঞ জাদুকর নিয়ে আসুক।'

(১১৩) জাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বললঃ 'আমরা যদি সফল হই তাহলে তো অবশ্যই আমরা পুরস্কার পাব।' (১১৪) ফেরাউন বললঃ 'অবশ্যই, আর তোমরা আমার কাছের মানুষ বলে গণ্য হবে।' (১১৫) জাদুকরেরা বললঃ 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর না হয় আমরাই নিক্ষেপ করবো।' (১১৬) মূসা বললঃ 'তোমরাই নিক্ষেপ কর।' তারপর তারা যখন নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকদের চোখগুলিকে সম্মোহিত করল, তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করল এবং একটা

বড় জাদু প্রদর্শন করল। (১১৭) তখন আমি মূসাকে আদেশ দিলাম যে, তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর। তখনই তা তাদের তৈরী করা বস্তুগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল। (১১৮) ফলে সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল, আর যা কিছু তারা বানিয়েছিল মিথ্যা হয়েই রইল। (১১৯) এই ভাবে তারা সেখানে হেরে গেল এবং অপমাণিত হল। (১২০) জাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। (১২১) তারা বললঃ 'আমরা বিশ্ব প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, (১২২) যিনি মূসা (মোজেস) ও হারুনের (অ্যারনের) প্রভু।'

(১২৩) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা মূসাকে (মোজেস) বিশ্বাস করলে? নিশ্চয়ই এটা একটা চক্রান্ত। তোমরা নগরীর বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কৃত করার উদ্দেশ্যে নগরীতে বসেই এই চক্রান্ত করেছ। তোমরা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, (১২৪) আমি তোমাদের বিপরীত পার্শের হাত-পা কেটে দেব। তারপর তোমাদের সকলকে ক্রুশ বিদ্ধ করবো।' (১২৫) তারা বললঃ 'আমাদেরকে তো আমাদের প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (১২৬) তুমি তো কেবল এইজন্য আমাদের শাস্তি দিচ্ছো যে, আমাদের কাছে যখন আমাদের প্রভুর নিদর্শন সমূহ এসে গেছে তখন আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি তাই। হে আমাদের প্রভু! আমাদের ধৈর্য দান করুন, আর আত্মসমর্পণকারীর মত আমাদের মৃত্যু প্রদান করুন।'

(১২৭) ফেরাউনের লোকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়রা বললঃ 'আপনি কি মূসা (মোজেস) ও তার লোকদেরকে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করে চলার জন্য অনুমতি দেবেন?' সে বললঃ 'আমি ওদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করবো, আর ওদের নারীদেরকে জীবিত রাখবো। আমরা তো ওদের উপর পরাক্রমশালী।'

(১২৮) মূসা (মোজেস) তার সম্প্রদায়কে বললঃ 'তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর আর ধৈর্য ধারণ কর।' পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী এর উত্তরাধিকারী বানান। অন্তিম সফলতা আল্লাহ-ভীরুদের জন্যই। (১২৯) মূসার (মোজেসের) সম্প্রদায় বললঃ 'আমরা তোমার আসার পূর্বেও নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও।' মূসা (মোজেস) বললঃ 'এমনও হতে পারে তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং তার স্থলে তোমাদেরকে এই ভূ-খণ্ডের প্রতিনিধি বানিয়ে দেবেন। তারপর দেখবেন তোমরা কেমন কাজ কর।'

(১৩০) আমি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ এবং ফলফলাদীর ঘাটতি দ্বারা নিগৃহীত করেছিলাম, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। (১৩১) কিন্তু যখন তাদের উপর কল্যাণ আসত তখন তারা বলত, 'এটা আমাদের জন্য, আর যদি ওদের উপর কোন অকল্যাণ আসত তাহলে বলত এটা মূসা (মোজেস) ও তার সঙ্গীদের দুর্ভাগ্য।' শোন, ওদের দুর্ভাগ্য তো আল্লাহর কাছে আছে, তবে তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (১৩২) তারা মূসাকে (মোজেস) বললঃ 'আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করবো না।'

(১৩৩) তখন আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্তের উপসর্গ প্রেরণ করি। তবুও তারা অহংকার করল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধ প্রবণ।(১৩৪) যখন তাদের উপর কোন শাস্তি ও বিপদ-আপদ আসত তখন বলতঃ 'হে মূসা! তোমার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর। তিনি তোমার কাছে যে অঙ্গীকার করে রেখেছেন সেই অনুযায়ী তুমি যদি আমাদের উপর থেকে এই কষ্ট দূর করে দাও, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করবো এবং ইসরায়িলের বংশধরদের তোমাদের সাথে

যেতে দেব।' (১৩৫) অতঃপর তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করার সময় দেওয়ার জন্য যখনই আমি তাদের উপর থেকে শাস্তি ও বিপদ-আপদ অপসারিত করতাম , তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত।

(১৩৬) সুতরাং আমি ওদের শাস্তি দিয়েছিলাম, আর ওদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিলাম। কেননা তারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করেছিল এবং সে সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। (১৩৭) যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তাদেরকে আমি এই ভূ-ভাগের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাধিকারী করে দিলাম। সেখানে আমি কল্যাণ নিহিত রেখেছিলাম, এবং যেহেতু ইসরায়িলের বংশধরেরা ধৈর্য ধারণ করেছিল, তাই তাদের জন্য তোমার প্রভুর অঙ্গীকার পূর্ণ হলো। ফেরাউন ও তার লোকেরা যা কিছু তৈরী করেছিল এবং যে সব উচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করেছিল আমি তা ধ্বংস করে দিয়েছি।

(১৩৮) আমি ইসরায়িলের বংশধরদের সমুদ্র পার করে দিই। অতঃপর তারা এমন এক জাতির কাছে এসে পড়ে, যারা তাদের কতিপয় প্রতিমার উপাসক ছিল। তারা বললঃ 'হে মূসা (মোজেস)! আমাদের এবাদতের জন্য একটি মূর্তি বানিয়ে দাও, যেমন ওদের মূর্তি আছে।' মূসা (মোজেস) বললঃ 'তোমরা বড়ই মুর্খ লোক। (১৩৯) এই লোক গুলো যে কাজে লিপ্ত আছে তা ধ্বংস হবে, আর এরা যা কিছু করছে তা মিথ্যা।' (১৪০) সে আরো বললঃ 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য তোমাদের জন্য অন্বেষণ করবো, অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন? (১৪১) আমি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদের মুক্তি দিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্রদেরকে মেরে ফেলত, আর তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। এর মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা ছিল।

(১৪২) আমি মূসার (মোজেসের) জন্য ত্রিশটি রাত নির্ধারণ করেছিলাম

এবং পরে এর সাথে আরো দশ রাত যোগ করলাম। এই ভাবে তার প্রভুর নির্ধারিত চল্লিশ রাত পূর্ণ হল। মূসা তার ভাই হারুনকে বললঃ 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার লোকজনের জন্য তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, আর অনর্থ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।' (১৪৩) এবং যখন মূসা (মোজেস) আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার প্রভু তার সাথে কথা বলেছিলেন। তখন সে বলেছিল ঃ 'হে আমার প্রভু! তুমি নিজেকে দেখাও, আমি তোমাকে দেখব।' বললেনঃ 'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের দিকে দেখ, পাহাড় যদি নিজের জায়গায় স্থীর থাকতে পারে তাহলে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে।' তারপর তার প্রভু যখন ঐ পাহাড়ের উপর নিজেকে উদ্ভাসিত করলেন, তখন তিনি তাকে খণ্ড বিখণ্ড করলেন এবং মূসা মূর্ছিত হয়ে পড়লো। যখন জ্ঞান এল তখন বললঃ 'আপনি পবিত্র, আমি আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি আর আমিই হলাম বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম।'

(১৪৪) আল্লাহ বললেনঃ 'হে মূসা! আমার বাণী প্রেরণ ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য মানুষের মধ্য থেকে আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি। অতএব আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।' (১৪৫) আমি তার জন্য ফলকের উপর প্রত্যেক উপদেশ আর প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিয়েছি, (অতঃপর তাকে বললাম) 'এগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, আর তোমার সম্প্রদায়ের লোকজনদের নির্দেশ দাও, তারা যেন এগুলো উত্তম পন্থায় মান্য করে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে অবাধ্য লোকদের বাসস্থান দেখাব।'

(১৪৬) আমি আমার নিদর্শন সমূহ থেকে ওদেরকে বিমুখ করবো যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দাম্ভিক আচরণ করে। তারা প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও পথ হিসাবে তাকে গ্রহণ করবে না; কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলেই তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। কারণ তারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা অমনোযোগী।

(১৪৭) যারা আমার নিদর্শন সমূহ আর পরলোকের সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করে তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা যা করে থাকে তদানুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে।

(১৪৮) মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে তাদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর বানিয়েছিল। এ থেকে হাম্বা-হাম্বা শব্দ বার হত। তারা কি দেখেনি যে, সে তাদের সাথে কথা বলতে বা কোন পথ দেখাতে পারে না? তাকেই তারা তাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল, বস্তুত তারা বড়ই অসদাচারী ছিল। (১৪৯) যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন তারা বললঃ 'যদি আমাদের প্রভু আমাদের উপর দয়া না করেন আর আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।' (১৫০) যখন মূসা (মোজেস) রাগন্বিত ও দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এল, তখন সে বললঃ 'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে যে কাজটি করলে তা খুবই খারাপ। তোমরা কি তোমাদের প্রভুর আদেশের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে চেয়েছিলে? এরপর সে ফলকগুলো ছুঁড়ে ফেলল এবং নিজের ভাই হারুনকে তার মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল। হারুন বললঃ 'ওরে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো তো আমাকে পরাভুত করে দিয়েছিল এবং আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। অতএব তুমি আমাকে শত্রুদের আনন্দের খোরাক বানিয়ো না এবং আমাকে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত করো না। (১৫১) মূসা বললঃ 'হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন আর আমার ভাইকেও, আর আমাদেরকে আপনার করুণাধারায় স্থান দিন। আপনিই তো বড়ই করুণাময়।'

(১৫২) যারা গো-বৎসকে উপাস্য বানিয়েছিল, তাদের উপর এই পার্থিব জীবনেই তাদের প্রভুর ক্রোধ ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। মিথ্যা রচনাকারীদের

আমি এই ভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (১৫৩) যারা খারাপ কাজ করার পর অনুশোচনা করে ও আস্থাবান হয়ে যায়, নিঃসন্দেহে তারা তোমার প্রভুকে ক্ষমাশীল ও দয়াবান হিসাবে প্রত্যক্ষ করবে।

(১৫৪) পরে যখন মূসার রাগ প্রশমিত হয়, তখন সে ফলকগুলি তুলে নিল, ফলক সমূহের লিপিতে সেই সব লোকের জন্য পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহের কথা লেখা ছিল, যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে। (১৫৫) আমার নির্ধারিত সময় ও স্থানে সাক্ষাতের জন্য মূসা তার সম্প্রদায়ের সত্তরজন লোককে বাছাই করল। অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল তখন মূসা বললঃ 'হে আমার প্রভু! আপনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ও আমাকে আগেই ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্যে নির্বোধ লোকদের কর্মের জন্য কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এতো আপনার পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে আপনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করবেন আর যাকে ইচ্ছা সুপথগামী করবেন। আপনি আমাদের অভিভাবক, তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনিই তো শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।' (১৫৬) আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে ও পরলোকে কল্যাণ নির্ধারণ করুন। আমরা তো আপনার দিকেই ফিরে এসেছি। আল্লাহ বললেনঃ 'আমার শাস্তি আমি যাকে চাই দিয়ে থাকি এবং আমার অনুগ্রহ সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। তাই যারা পাপাচার হতে সদা সতর্ক থাকে এবং যাকাত দেয় আর আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য শীঘ্রই আমি আমার এই অনুগ্রহ নির্ধারণ করবো।'

(১৫৭) যারা অনুসরণ করবে সেই রাসূলকে, যিনি একজন নিরক্ষর নবী – যার বর্ণনা তারা তাদের তৌরাত (তোরাহ) ও ইনজীলে (বাইবেলে) লিখিত আকারে দেখতে পাবে – সে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু সমূহ বৈধ ও অপবিত্র বস্তুসমূহ

অবৈধ করে এবং তাদেরকে ভারমুক্ত ও শৃঙ্খলামুক্ত করে। অতএব যারা তাকে বিশ্বাস করে, সম্মান ও সাহায্য করে এবং তার সাথে প্রেরিত আলোর (কুরআন) অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।

(১৫৮) বলঃ 'হে মানবমণ্ডলী! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সকলের জন্যে সেই আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই বার্তাবহ নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে; এবং তোমরা তাকেই অনুসরণ কর - যাতে সঠিক পথের সন্ধান পাও। (১৫৯) মূসার (মোজেস) সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা সত্য অনুযায়ী পথ-নির্দেশ দেয় এবং সত্য অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে।

(১৬০) আমি তাদেরকে বারোটি গোত্রে বিভক্ত করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বানিয়ে দিয়েছি। মূসার (মোজেস) লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইল তখন আমি মূসাকে (মোজেস) নির্দেশ দিলামঃ 'অমুক পাথরে তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর।' তখন সেখান থেকে বারটি ঝর্ণা নির্গত হল। প্রত্যেক দল তাদের পানি পানের জায়গা চিনে নিল। আমি ওদের উপর মেঘের ছায়া প্রদান করলাম এবং তাদের কাছে খাদ্য হিসাবে 'মান্না' ও 'সালওয়া (কোয়েল)' প্রেরণ করলাম এবং বললাম, 'আহার কর পবিত্র জিনিষগুলো যা আমি তোমাদের দিয়েছি।' তারা আসলে আমার কোন ক্ষতি করেনি বরং নিজেদেরই ক্ষতি করতে থাকে। (১৬১) যখন ওদের বলা হয়েছিল ঐ জনপদে গিয়ে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আহার কর, এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং মাথা নত করে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, আমি তোমাদের অপরাধ মার্জনা করব। আমি সৎকর্মশীলদের অতিরিক্ত অনুগ্রহ দান করব,

(১৬২) কিন্তু তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল, তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারীরা তা পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তাদের এই অন্যায়ের কারণে আমি আকাশ থেকে শাস্তি পাঠিয়েছিলাম।

(১৬৩) ওদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী ঐ জনপদটির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, যখন 'সাব্‌ত' (শনিবার) এর ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছিল। শনিবারে মাছেরা পানির উপর ভেসে তাদের কাছে আসত। কিন্তু সপ্তাহের অন্যান্য দিনে আসত না। ওদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এভাবে পরীক্ষা করেছিলাম। (১৬৪) যখন ওদের মধ্যে একটি দল বলেছিলঃ 'কেন তোমরা এমন লোকদের উপদেশ দিচ্ছো যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন কিম্বা কঠিন শাস্তি দেবেন?' তারা বলেছিলঃ 'তোমাদের প্রভুর কাছে দোষমুক্ত হওয়ার জন্য, আর যাতে তারা ধর্মপরায়ণতা অবম্বলন করে তার জন্য।'

(১৬৫) ওদেরকে যে সব উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন সেগুলো ভুলে গেল, তখন আমি ঐ লোকদের রক্ষা করলাম যারা অন্যায় করতে বাধা দিত; আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে কঠিন শাস্তি দিলাম। (১৬৬) তাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা যখন সেই কাজের দিকেই এগোতে থাকল তখন আমি ওদেরকে বললাম 'তুচ্ছ বানর হয়ে যাও।'

(১৬৭) যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ইহুদীদের উপর পরলোকের দিন পর্যন্ত এমন লোকদের পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবে। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু দ্রুত শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬৮) আমি ওদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু সৎকর্মশীল আবার কিছু অন্য ধরনের। আমি ওদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম কল্যাণ ও অকল্যাণ দ্বারা, যাতে তারা ফিরে আসে।

(১৬৯) অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এমন এক প্রজন্ম, যারা এই গ্রন্থের উত্তরাধিকারী হয়েছে, এবং যারা এই পার্থিব জীবনের ক্ষনকালীন মুনাফা আঁকড়ে ধরে আর বলেঃ 'আমাদেরকে নিশ্চয় ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' যদি তাদের কাছে পুনরায় একই ধরনের ক্ষনস্থায়ী মুনাফা আসত, তারা সেগুলো গ্রহণ করত। তাদের নিকট থেকে কি গ্রন্থের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবে না? তারা তো গ্রন্থে যা আছে তা পাঠও করে। যারা পাপাচার থেকে সদাসতর্ক থাকে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেষ্ঠ, তোমরা কি তা বোঝ না? (১৭০) যারা গ্রন্থকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, আর সঠিক ভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করে, নিঃসন্দেহে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিফল নষ্ট করবো না। (১৭১) যখন আমি তাদের উপর শামিয়ানার মত পাহাড় তুলে ধরেছিলাম, আর তারা মনে করেছিল যে, সেটা তাদের উপরেই পড়বে। বললাম, 'আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, এবং এতে যা আছে স্মরণে রাখ, যাতে তোমরা আল্লাহ-ভীরু হতে পার।'

(১৭২) যখন তোমার প্রভু আদমের (অ্যাডাম) বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপরে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?' তারা সমস্বরে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম।' এটা এজন্যে যে তোমরা যেন পুনরুত্থান দিবসে বলতে না পারো যে, 'আমরা এ সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম।' (১৭৩) অথবা যেন না বল, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো আগে অংশীদার স্থাপন করেছে, আর আমরা হলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। অতএব আপনি কি ওদের কৃতকর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?' (১৭৪) এই ভাবেই আমি আমার নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে তারা ফিরে আসে।

(১৭৫) তুমি তাদেরকে সেই লোকটির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি আমার নিদর্শন সমূহ দিয়েছিলাম; কিন্তু সে পরিহার করলো। অতঃপর শয়তান তার পিছু নিল, আর সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (১৭৬) আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাকে এই নিদর্শনের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা দিতে পারতাম; কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হল এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব তার উদাহরণ কুকুরের মত, যদি তুমি তাকে তাড়াও, সে জিহ্বা বের করে হাঁপায় আবার যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়; যারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে এই উদাহরণ তাদের জন্য। অতএব তুমি ঘটনাগুলো তাদেরকে শোনাও যাতে তারা চিন্তা করে। (১৭৭) যারা আমার নিদর্শন সমূহ মিথ্যা মনে করে তাদের উদাহরণ কত নিকৃষ্ট। তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। (১৭৮) আল্লাহ যাকে সুপথ দেখান সেই সুপথপ্রাপ্ত, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন সে ক্ষতিগ্রস্ত।

(১৭৯) আমি জ্বিন ও মানুষের মধ্যে অনেককে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না, যাদের চোখ আছে কিন্তু তারা দেখে না, আর তাদের কান আছে, কিন্তু তারা শোনে না, তারা পশুর মত বা তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত। এই লোকেরাই চেতনাহীন (অসতর্ক)। (১৮০) আল্লাহর অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, অতএব সেই সব নামেই তাকে আহ্বান কর, আর যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে, তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখ। তারা তাদের কৃত কর্মের প্রতিফল পাবেই। (১৮১) আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমনও একদল আছে যারা সৎভাবে মানুষকে পথ দেখায় এবং সেভাবেই ন্যায়বিচার করে। (১৮২) যারা আমার নিদর্শন সমূহ মিথ্যা মনে করে আমি তাদের অজ্ঞাতে তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করবো। (১৮৩) আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। আসলে আমার কৌশল খুব সুনিপুণ।

(১৮৪) তারা কি চিন্তা করে দেখেনি যে তাদের সাথীর (পয়গম্বরের) মধ্যে কোনো পাগলামি নেই। সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী। (১৮৫) তারা কি আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা এবং আল্লাহ যা সেখানে সৃষ্টি করেছেন তা লক্ষ্য করেনি? এবং এটাও কি দেখেনি যে, তাদের মেয়াদকাল ফুরিয়ে আসছে? এরপর আর কোন কথায় তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে? (১৮৬) আল্লাহ যাদের পথ হারা করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। তিনি তাদেরকে অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘোরার জন্য ছেড়ে দেন। (১৮৭) তারা তোমার (পয়গম্বরের) কাছে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেঃ 'কখন এটা সংঘটিত হবে?' বলঃ 'তার জ্ঞান শুধু আমার প্রভুর কাছেই আছে। সময় হলেই তিনি তা প্রকাশ করবেন।' আকাশ ও পৃথিবীতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা যখন আসবে হঠাৎই আসবে। তারা তোমার কাছে এমন প্রশ্ন করে যেন তুমি ওই বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞানপ্রাপ্ত।' বলঃ 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটেই আছে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' (১৮৮) বলঃ 'আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমার নিজের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধনের ক্ষমতা আমার নেই। অদৃশ্যের বিষয়ে আমার যদি জ্ঞান থাকতো আমি নিজে আমার অনেক মঙ্গল সাধন করে নিতে পারতাম, ফলে কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। যারা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদের জন্য আমি একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।'

(১৮৯) তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তার থেকেই তিনি তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি পাও। তারপর যখন পুরুষ ও নারীর মিলন ঘটে তখন স্ত্রী গর্ভবতী হয়। প্রথমদিকে গর্ভ হালকা হওয়ায় সে চলাফেরা করে; কিন্তু যখন গর্ভ ভারী হয় তখন তারা উভয়ে মিলে আপন প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বলে, 'যদি আপনি আমাদেরকে সুস্থ ও সৎ সন্তান দেন তাহলে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

(১৯০) অতঃপর আল্লাহ যখন তাদের সুস্থ ও সৎ সন্তান দেন তখন তারা তাঁর দেওয়া অনুগ্রহে অন্যকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে, যাদেরকে তারা অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তাদের থেকে অনেক উর্দ্ধে। (১৯১) তারা কি এমন সব বস্তুকে অংশীদার করছে যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট? (১৯২) তারা তাদের কোন সাহায্য করতে পারে না বা নিজেরও কোনো সাহায্য করতে পারে না। (১৯৩) তুমি যদি ওদের সৎপথে ডাক তাহলে তারা তোমার ডাকে সাড়া দেবে না। ওদের ডাকো অথবা চুপ থাক দুইই সমান। (১৯৪) আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা তোমাদেরই মত বান্দা। তোমরা যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাদেরকে ডাকো এবং দেখ তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় কি না।

(১৯৫) ওদের কি পা আছে যা দ্বারা চলবে, ওদের কি হাত আছে যা দ্বারা ধরবে, ওদের কি চোখ আছে যা দ্বারা দেখবে, ওদের কি কান আছে যা দ্বারা শুনবে? বলঃ 'তোমাদের অংশীদারদের ডাক, তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আর আমাকে অবকাশ দিও না। (১৯৬) নিঃসন্দেহে আমার অভিভাবক তো আল্লাহ যিনি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করেন। (১৯৭) তাঁকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না, নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।' (১৯৮) যদি তুমি ওদের সৎপথে ডাক তাহলে তারা তোমার কথা শুনবে না। অতএব তুমি মনে করছো যে, তারা তোমার দিকে দেখছে; কিন্তু তারা কিছুই দেখছে না।

(১৯৯) ক্ষমা কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মুর্খদেরকে উপেক্ষা কর। (২০০) তোমার কাছে যদি শয়তানের কোন কুমন্ত্রনা আসে তাহলে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হও। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন। (২০১) আল্লাহ-ভীরুদেরকে যখনই শয়তানের কোন কুমন্ত্রনা স্পর্শ করে তখনই তারা সজাগ এবং সতর্ক হয়ে যায়, (২০২) এবং শয়তানদের অনুসারীরা নিরন্তরভাবে তাদের দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। তারা কখনও ক্ষান্ত হয় না।

(২০৩) যখন তুমি তাদের কাছে কোন নিদর্শন (চমৎকার) না আনো তখন তারা বলে, 'তুমি নিজে থেকে একটা কিছু বানিয়ে আনলে না কেন?' বলঃ 'আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কাছে পাঠানো হয়। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আস্থাবানদের জন্য আলোক বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহ।' (২০৪) যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তা মনোযোগ সহকারে শোন, আর চুপ করে থাক, যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার। (২০৫) তোমার প্রভুকে মনে মনে সকাল ও সন্ধ্যায় বিনীতভাবে এবং ভয়ের সাথে অনুচ্চস্বরে স্মরণ করবে, অমনোযোগী হবে না। (২০৬) যারা (ফেরেস্তা) তোমাদের প্রভুর নিকটে আছে তারা তাঁর দাসত্বে অহংকার করে না; তারা সেই মহান সত্তাকে স্মরণ করে, আর তাঁর কাছেই মাথা অবনত করে।

৮ ঃ সূরা আল-আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) তারা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলঃ 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা আস্থাবান হও।' (২) আস্থাবান তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচিত হলে যাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তাঁর বাণীসমূহ পাঠ করা হলে যাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের প্রভুর উপরেই আস্থা স্থাপন করে। (৩) তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, আর যা কিছু তিনি তাদেরকে দিয়েছেন, তা থেকে খরচ করে। (৪) তারাই বাস্তবে মু'মিন (আস্থাবান)। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

(৫) যেমন ভাবে তোমার প্রভু তোমাকে ন্যায় ও যৌক্তিক কারণে ঘর থেকে (বদরের দিকে) বাহির করেছেন, আস্থাবানদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষের এটা পছন্দ ছিল না। (৬) সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে তোমার সাথে বিতর্ক করছিল, যেন তাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর তারা তাকিয়ে দেখছে। (৭) যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছিলেন যে, দুটি দলের মধ্যে যে কোন একটিতে তোমরা থাকবে। তোমরা চাইছিলে কন্টকমুক্ত দলটি তোমাদের হোক। আল্লাহ চাইছিলেন তার বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অস্বীকারকারীদেরকে নির্মূল করে দিতে, (৮) যাতে সত্য সত্য হয়েই থাকে আর মিথ্যা মিথ্যা হয়েই থাকে; যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করেছিল।

(৯) যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা শুনে বলেছিলেন, ‘আমি তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এক হাজার ফেরেস্তা ধারাবাহিকভাবে পাঠাচ্ছি।’ (১০) আল্লাহ কেবল সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এটা করলেন, যাতে তোমাদের মন প্রশান্ত হয়। সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১১) যখন আল্লাহ তোমাদের প্রশান্তি দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিলেন, আর আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন, তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের উপর থেকে শয়তানের অপবিত্রতা অপসারণের জন্য, তোমাদের মন শক্ত করার জন্য, আর তোমাদের পা সুদৃঢ় করার জন্য। (১২) যখন তোমার প্রভু ফেরেস্তাদের নিকট বার্তা পাঠান যে, ‘আমি তোমাদের সাথে আছি, অতএব তোমরা আস্থাবানদের অবিচল রাখো। আমি অবিশ্বাসীদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দেব। তখন তোমরা ওদের ঘাড়ে আঘাত হানো।

এবং আঘাত হানো ওদের প্রত্যেক আঙুলের গাঁটে গাঁটে।'[১] (১৩) কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দেন। (১৪) অতএব এই শাস্তি আস্বাদন কর এবং জেনে রেখো, অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

(১৫) হে বিশ্বাসীগণ! যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তোমরা অস্বীকারকারীদের মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (১৬) যুদ্ধের কৌশলগত কারণ অথবা (বিশ্বাসীদের) অন্য দলে যোগদানের অভিপ্রায় ব্যতীত যদি কেহ পশ্চাদপসরণ করে, সে আল্লাহর বিরাগভাজন হবে। তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট গন্তব্য।

(১৭) অতএব তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন। তোমরা যখন তাদের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা তোমরা নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন, যাতে তিনি আস্থা-বানদেরকে নিজের পক্ষ হতে পুরোপুরি সহায়তা করতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবই শোনেন, সবই জানেন -- (১৮) এই ঘটনাটাই তো ঘটেছিল -- নিশ্চয়ই আল্লাহ অস্বীকারকারীদের সমস্ত কৌশল নিষ্ক্রিয় করে দেবেন। (১৯) যদি তোমরা সত্যের বিজয় চাও, বিজয় তো তোমাদের সামনে এসে গেছে। আর যদি তোমরা (আস্থাবানদের অনিষ্ঠসাধন হতে) বিরত থাকো, তবে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি তোমরা পুনরাবৃত্তি কর তাহলে আমিও পুনরাবৃত্তি করবো। তোমাদের সেনা তোমাদের কোন কাজে আসবে না, তারা সংখ্যায় যত বেশীই হোক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আস্থাবানদের সাথে আছেন।

[১] বিঃ দ্রঃ- (৮ঃ১২) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(২০) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আজ্ঞাপালন কর এবং সবকিছু শোনার পর তার থেকে বিমুখ হয়ো না। (২১) ওদের মত হয়ে যেওনা যারা বলে আমরা শুনেছি; বস্তুত তারা শোনে না। (২২) নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম প্রাণী হল ঐ সব মূক ও বধির যারা কিছু বোঝে না। (২৩) আর যদি ওদের মধ্যে ভাল কিছুর জ্ঞান থাকত তাহলে আল্লাহ অবশ্যই ওদের শোনার সামর্থ দিতেন। আর তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তবুও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিত।

(২৪) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন। জেনে রেখো আল্লাহ, মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের একত্রিত করা হবে। (২৫) ভয় কর সেই ফিৎনাকে (নৈরাজ্য) যা তোমাদের মধ্যকার জুলুমকারী ও পাপিষ্ঠদেরকেই বিশেষ ভাবে আক্রান্ত করবে না (বরং সবারই মধ্যে এটা সংক্রমিত হয়ে পড়বে এবং সবাইকে বিপদগ্রস্ত করবে)। তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।

(২৬) স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে দুর্বল ভাবা হত, সর্বদা ভয় করতে যে, হঠাৎ মানুষ তোমাদের আক্রমন না করে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজের সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র জীবিকা দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (২৭) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে না এবং জেনেশুনে তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত ধন তছরূপ করবে না। (২৮) জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে বড় পুরস্কার।

(২৯) হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তোমাদের জন্য ফুরকান (সত্য অসত্যের পার্থক্যকারী একটি মানদণ্ড ও শক্তি) প্রদান করবেন, তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তো বড় অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়। (৩০) অবিশ্বাসীরা তোমার সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র করছিল যে, তারা তোমাকে বন্দী করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে অথবা তোমাকে নির্বাসিত করবে। তারা ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহও পরিকল্পনা করছিলেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।

(৩১) যখন তাদের কাছে আমার বাণী সমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শুনেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও এরকম বলতে পারি। এতো প্রচীন মানুষের গল্প কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়।' (৩২) যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ! এটা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি আনো।' (৩৩) তুমি (পয়গম্বর) তাদের মাঝে উপস্থিত থাকাকলীন সময়ে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না, কিম্বা তারা যখন ক্ষমা প্রার্থনা করবে সেই সময় তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না। (৩৪) আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না কেন, যখন তারা পবিত্র মসজিদে যেতে লোকজনদের বাধা দেয় যদিও তারা এর সংরক্ষক নয়? এর সংরক্ষক তো তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে। তবে তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৩৫) পবিত্র ঘরের কাছে তাদের নামায শিস দেওয়া ও করতালি ছাড়া আর কিছু ছিল না। অতএব এখন অস্বীকারের শাস্তি আস্বাদন কর।

(৩৬) যারা অস্বীকার করে তারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে থাকে। অতএব তারা তা

খরচ করতে থাকবে, তবে অবশেষে এই সম্পদ তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, (৩৭) যাতে আল্লাহ ভালকে মন্দ হতে পৃথক করতে পারেন, আর মন্দকে একটার উপর আরেকটা সাজিয়ে তারপর সেই স্তূপকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন। এই লোকগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত।

(৩৮) অস্বীকারকারীদের বল, যদি তারা মেনে নেয় তাহলে যা কিছু হয়ে গেছে তা ক্ষমা করা হবে; আর যদি তারা পুনরাবৃত্তি করে তাহলে হিসেব-নিকেশ পূর্ববর্তীদের সাথে তো হয়েই গেছে। (৩৯) তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষন না ধর্মীয় উৎপীড়ন শেষ হয়ে যায় এবং ধর্ম সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যেই হয়ে যায়।[১] অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিরীক্ষণ করছেন। (৪০) যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক; তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক ও কতইনা উত্তম সাহায্যকারী!

(৪১) জেনে রেখো, তোমরা যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রাপ্ত হও তার পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, তার আত্মীয় স্বজনের, অনাথদের, গরীবদের ও পথিকদের জন্য; যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি আর ঐ জিনিষের প্রতি যা আমি নিজ বান্দার (মুহাম্মাদ) কাছে নির্ণায়ক দিনে (বদর যুদ্ধের দিন) পাঠিয়েছিলাম, যে দিন দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(৪২) যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটবর্তী প্রান্তে, আর তারা ছিল দূরের প্রান্তে, আর কাফেলাটি ছিল তোমাদের থেকে নিচু স্থানে।

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৮ঃ৩৯) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যদি তোমরা ও তারা পারস্পারিক বোঝাপাড়ার মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করতে চাইতে, তাহলে অবশ্যই নির্ধারিত সময় নিয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয়ে যেত। তবে আল্লাহ চেয়েছিলেন এমন একটা কাজ সম্পন্ন করতে যা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। যাতে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা এক স্পষ্ট প্রমাণের পর ধ্বংস হয়, আর যারা বেঁচে থাকার তারা এক স্পষ্ট প্রমাণের পর বেঁচে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৪৩) আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে ওদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন। তিনি যদি তোমাকে ওদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে; কিন্তু আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের বিষয় ভাল করেই জানেন। (৪৪) যখন তোমরা পরস্পরের মুখোমুখি হলে, আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়ে ছিলেন, আর তোমাদেরকে ওদের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছিলেন, যাতে আল্লাহ এই ব্যাপারটির মীমাংসা করে দেন যা পূর্ব নির্ধারিত ছিল। সকল বিষয় আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(৪৫) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর মুখোমুখী হবে তখন অবিচল থাকবে, আর আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (৪৬) আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। অন্যথা তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে যাবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে। ধৈর্য ধারণ কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সঙ্গে আছেন। (৪৭) তোমরা ওদের মত হয়ে যেও না যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজেদের ঘর থেকে বের হয়েছে, আর যারা আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছে। ওদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত আছেন।

(৪৮) যখন শয়তান ওদের কাছে ওদের কর্মকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করল আর বলল, 'আজকের দিনে কোন মানুষ তোমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না, আর আমি তোমাদের সাথেই আছি।' কিন্তু যখন উভয় বাহিনী পরস্পরের সামনা-সামনি হল, তখন সে পিছনের দিকে ছুটে পালাল আর বললঃ 'আমি তোমাদের উপর বিরক্ত হয়েছি, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।' (৪৯) যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলছিলঃ 'এদের ধর্ম এদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে।' তবে যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা নিশ্চিন্ত; কারণ আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।

(৫০) যদি তুমি দেখতে পেতে যখন ফেরেস্তারা অস্বীকারকারীদের প্রাণ হরণ করে, কিভাবে তারা ওদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে বলে, 'জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর!' (৫১) এটা তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (৫২) ফেরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের ন্যায়, তারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করেছিল। তাই আল্লাহ তাদের পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা। (৫৩) কারণ আল্লাহ যখন কোন জাতিকে অনুগ্রহ করেন তা প্রত্যাহার করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের মনের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৫৪) ফেরাউনের লোকজনও তাদের পূর্ববর্তীদের মতো, তাদের প্রভুর নিদর্শন সূমহ অবিশ্বাস করেছিল। তাই আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি ফেরাউন ও তার লোকদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি - এরা অত্যাচারী ছিল।

(৫৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট

তারাই যারা অস্বীকার করে আর আস্থাবান নয়, (৫৬) যাদের কাছ থেকে তুমি অঙ্গীকার নিয়েছ, অতঃপর তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আর তারা (আল্লাহকে) ভয় করে না। (৫৭) অতএব যদি তুমি যুদ্ধে তাদের নাগালে পাও তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দাও যে, তাদের পশ্চাতে অবস্থানকারীরাও যেন তা দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, যাতে তারা শিক্ষা পায়। (৫৮) যদি তোমার কোন সম্প্রদায় হতে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পার, তাহলে তাদের সন্ধি তাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। এই ভাবে তোমরা আর তারা সমান হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।

(৫৯) অবিশ্বাসীরা যেন মনে না করে যে, তারা পালিয়ে বাঁচবে। তারা কখনই আল্লাহকে পরিশ্রান্ত করতে পারে না। (৬০) তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটা পার শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যার দ্বারা আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত রাখতে পার, এছাড়া অন্যান্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না; কিন্তু আল্লাহ জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তার পুরোটাই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে; আর তোমাদের সাথে কোন অবিচার করা হবে না। (৬১) যদি তারা সন্ধির দিকে ঝোঁকে, তাহলে তুমিও তার দিকে ঝুঁকবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৬২) যদি তারা প্রতারণা করতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তাঁর সাহায্য ও আস্থাবানদের দ্বারা তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন। (৬৩) তাদের অন্তরে প্রীতি উৎপন্ন করে দিয়েছেন। তুমি যদি পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি উৎপন্ন করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৬৪) হে পয়গম্বর ! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর ঐ আস্থাবানেরা যারা তোমার সঙ্গে আছে। (৬৫) হে পয়গম্বর ! আস্থাবানদেরকে যুদ্ধের জন্য পাঠাও। যদি তোমাদের বিশ জন ধৈর্যশীল অবিচল লোক হয় তাহলে তারা দুশো জনের উপরও জয়ী হবে, আর যদি তোমাদের একশত জন হয় তাহলে তারা এক হাজার অবিশ্বাসীদের উপর বিজয় লাভ করবে। কারণ ঐ লোকগুলো বোঝে না।[১] (৬৬) এখন আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন, কারণ তিনি জানতে পেরেছেন যে, তোমাদের মধ্যেও কিছুটা দুর্বলতা আছে। অতএব তোমাদের একশত জন অটল ধৈর্যশীল হলে তারা দুশো জনকে পরাভূত করবে, আর এক হাজার জন হলে তারা আল্লাহর ইচ্ছায় দুই হাজার জনকে পরাভূত করবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

(৬৭) ভূ-পৃষ্ঠে অক্লান্ত ভাবে যুদ্ধনা করাপর্যন্ত কোন যুদ্ধবন্দী রাখা কোন পয়গম্বরের উচিত নয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও আর আল্লাহ পরলোক চান - আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ। (৬৮) যদি বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত না হত তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্যে তোমাদের অবশ্যই একটা বড় শাস্তি হত। (৬৯) অতএব যে সম্পদ তোমরা লাভ করেছ তা খাও, তা তোমাদের জন্য বৈধ এবং পবিত্র। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(৭০) হেপয়গম্বর ! তোমাদের অধীনে যে বন্দী আছে তাদেরকে বলঃ ‘যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোন ভাল কিছুর সন্ধান পান তাহলে তোমাদের

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৮ঃ৬৫) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে ভাল কোন কিছু তিনি তোমাদের দেবেন, আর তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।' (৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে এর আগেও তো তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সেজন্য আল্লাহ তাদের উপর তোমাদের নিয়ন্ত্রণ দিয়েছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিবেকবান।

(৭২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর যারা দেশত্যাগ করেছে আর আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পত্তি দ্বারা সংগ্রাম করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা সবাই একে অপরের মিত্র। যারা আস্থা প্রকাশ করেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি -- তোমাদের উপর তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে না আসে। আর যদি তারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের জন্য অনিবার্য। তবে তা এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের মৈত্রীচুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখছেন। (৭৩) যারা অস্বীকারকারী তারা একে অপরের মিত্র। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হও তাহলে পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে, আর বড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

(৭৪) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর দেশত্যাগ করেছে আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে এরাই খাঁটি সত্যের প্রতি আস্থাবান। তাদের জন্য ক্ষমা এবং সবচেয়ে ভাল জীবিকা রয়েছে। (৭৫) যারা পরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে (আস্থা প্রকাশ করেছে) এবং তোমাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা আল্লাহর গ্রন্থ অনুযায়ী অধিকতর নিকটাত্মীয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

৯ ঃ সূরা আত-তাওবা (অনুতাপ)

(১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে অব্যাহতি ঘোষণা করা হচ্ছে ঐ বহুশ্বরবাদীদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে। (২) অতএব তোমরা পৃথিবীতে চারমাস ঘুরে বেড়াতে পার। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহর পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অপমানিত করবেন (৩) হজ্জে আকবরের (মহান হজ্জের) দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি একটি ঘোষণা এই যে, আল্লাহ আর তাঁর রাসূল বহুশ্বরবাদীদের সবরকম দায় থেকে মুক্ত। এখন যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে তোমাদের জন্য ভাল। আর যদি বিমুখ হও তাহলে জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহর পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারবে না, আর অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তির সংবাদ দিয়ে দাও। (৪) কিন্তু অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে এবং যারা তোমাদের সেই চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করে নি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করে নি, তাদের ব্যাপারটি আলাদা। মেয়াদ পূরণ হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে চুক্তি মেনে চলবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সদাচারীদের পছন্দ করেন।

(৫) অতঃপর হারাম মাস (নিষিদ্ধ মাস) অতিবাহিত হলে বহুশ্বরবাদীদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, পাকাড়াও করবে, অবরোধ করবে এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে বসে থাকবে।[১] তবে যদি তারা অনুতাপ করে এবং ঠিকভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করে আর যাকাত আদায় করে তাহলে তাদের ছেড়ে দেবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৬) যদি অংশীবাদীদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তুমি তাকে

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৯ঃ০৫) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আশ্রয় দান কর, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়; তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। কারণ, তাদের জ্ঞান নেই।

(৭) যাদের সাথে তোমরা (ক্বাবার) পবিত্র মসজিদের কাছে সমঝোতা করেছিলে, তারা ব্যতীত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে অংশীবাদীদের চুক্তি কিভাবে (বলবৎ) হতে পারে? অতএব তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে ঠিক থাকবে তোমরাও তাদের সাথে ঠিক থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সদাচারীদের পছন্দ করেন। (৮) কিভাবে তাদের সাথে সমঝোতা হতে পারে, যখন তারা তোমাদের উপর জয়ী হয়, তখন তারা তোমাদের আত্মীয়তা কিম্বা অঙ্গীকারের মর্যাদা রাখে না? মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চায়; কিন্তু তাদের অন্তর বিরূপ থাকে। তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতক। (৯) আল্লাহর বাণী সমূহ নগন্য মূল্যে বিক্রি করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। তারা যা করেছে তা খুবই জঘন্য। (১০) কোন বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে তারা আত্মীয়তা কিম্বা অঙ্গীকারের মর্যাদা রাখে না। তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। (১১) তবে তারা যদি অনুতাপ করে এবং ঠিকমত নামায প্রতিষ্ঠা করে আর যাকাত প্রদান করে, তাহলে সে তোমাদের ধর্মের ভাই। আর আমি বাণী সমূহ জ্ঞান পিপাসুদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি।

(১২) চুক্তির পর যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করে তাহলে অবজ্ঞাকারী নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যাতে তারা বিরত হয়; কারণ তারা চুক্তিকে কোনো মর্যদা দেয় না। (১৩) তোমরা কি এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে, আর রাসূলকে বহিষ্কারের দুঃসাহস দেখিয়েছে? এরাই তো প্রথম তোমাদের সাথে যুদ্ধের সূচনা করেছে। তোমরা কি এদের ভয় করবে? বস্তুত: আল্লাহকেই তোমাদের ভয় করা উচিত, যদি তোমরা আস্থাবান হও।

(১৪) ওদের সাথে যুদ্ধ কর; আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়েই ওদেরকে শাস্তি দেবেন আর অপমানিত করবেন; আর তোমাদেরকে ওদের উপরে প্রভুত্ব দান করবেন, আর আস্থাবান লোকদের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠাণ্ডা করবেন, আর ওদের অন্তরের ঈর্ষা দূর করবেন। (১৫) আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দেবেন। আল্লাহ যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

(১৬) তোমরা কি মনে করছো যে, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনও তোমাদের মধ্যে তাদেরকে চিহ্নিত করেন নি যারা সংগ্রাম করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আস্থাবানদের ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন নি? তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

(১৭) আল্লাহর মসজিদ সমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করা বহুশ্বরবাদীদের কাজ নয়, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়। এদের কর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে আর এরা চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে। (১৮) আল্লাহর মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং শুধু আল্লাহকেই ভয় করে; আশা করা যায় এধরনের লোকেরাই সঠিক পথে রয়েছে। (১৯) তোমরা কি তীর্থযাত্রীদের পানি সরবরাহ করা এবং (ক্বাবা) পবিত্র উপসনালয় এর রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই কাজের সমান মনে কর যে আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে? আল্লাহর নিকটে এরা উভয়েই সমান হতে পারে না; আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পথ দেখান না। (২০) যারা আস্থাবান হয়েছে এবং দেশ ত্যাগ করেছে, আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দ্বারা সংগ্রাম করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা অনেক বড় আর এরাই সফলকাম, (২১) তাদের প্রভু তাদেরকে তাঁর দয়া এবং

সন্তুষ্টি এবং স্থায়ী শান্তিময় উদ্যানের সুসংবাদ দিচ্ছেন। (২২) সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে রয়েছে বড় প্রতিফল।

(২৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাগণ যদি সত্যে বিশ্বাস স্থাপনের বদলে সত্য প্রত্যাখ্যানকে অধিক গুরুত্ব দেয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহন করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারাই অনর্থকারী। (২৪) বলঃ 'যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নীরা আর তোমাদের পরিবার আর যে সম্পত্তি তোমরা উপার্জন করেছ আর ঐ ব্যবসা যা বন্ধ হওয়ার ভয় করছো আর ঐ ঘর যা তোমাদের পছন্দ - এ সমস্ত যদি আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের পথে সংগ্রাম করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে প্রতিক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ কোন বিধান পাঠান। আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের পথ দেখান না।'

(২৫) নিঃসন্দেহে অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন; হুনাইনের দিনেও, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যা বেশী দেখে অহংকারী হয়ে পড়েছিলে; কিন্তু তা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি। পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কাছে সঙ্কীর্ণ মনে হয়েছিল এবং পরে তোমরা পশ্চাদপসারন করেছিলে। (২৬) তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও আস্থাবানদের প্রশান্তি দান করেছিলেন এবং এমন সেনাদল নামিয়ে ছিলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি। আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের শাস্তি দিয়েছিলেন - ওটাই অবজ্ঞাকারীদের কর্মফল। (২৭) তারপরও আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (২৮) হে বিশ্বাসীগণ! অংশীবাদীরা আসলে অপবিত্র। অতএব তারা যেন এ বছরের পর আর পবিত্র উপাসনালয়ের (কাবা) নিকটে না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রতার আশঙ্কা কর, তাহলে আল্লাহ চাইলে স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিবেকবান।

(২৯) ওই গ্রন্থধারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, অন্তিম দিবসকে বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তাকে অবৈধ মনে করে না বা সত্য ধর্ম পালন করে না। ততক্ষন যুদ্ধকর যতক্ষণ না তারা স্বেচ্ছায় কর দেয় এবং আত্মসমর্পণ করে। [১] (৩০) ইহুদীরা বলে উযায়ের (এজরা) আল্লাহর পুত্র, আর খ্রিষ্টানরা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র, এটা তাদের মুখের কথা। তারা সেই লোকদের অনুকরণ করছে যারা ইতিপূর্বে অবজ্ঞাকারী ছিল, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন ! তারা কিভাবে পথভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে ! (৩১) তারা আল্লাহ ছাড়াও তাদের যাজক ও পাদ্রীদের এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকে প্রভু বানিয়েছে; অথচ তাদেরকে মাত্র একজন উপাস্যের ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারা যে অংশীদার স্থাপন করছে তা হতে তিনি পবিত্র।

(৩২) তারা চাইছে যে, ফুঁক দিয়ে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দেবে; কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণতা দান করতে চান, অবজ্ঞাকারীদের তা যতই অপ্রিয় মনে হোক না কেন। (৩৩) তিনিই তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি সব ধর্মের উপর এই ধর্মকে (ভাবাদর্শগত ভাবে) প্রভাবশালী করতে পারেন, বহুশ্বরবাদীদের কাছে তা যতই অপ্রিয় হোক না কেন।

(৩৪) হে বিশ্বাসীগণ ! অনেক যাজক ও পাদ্রী অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে এবং মানুষদের আল্লাহর পথে যেতে বাধার সৃষ্টি করে, ওদেরকে বলঃ 'যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে আর তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদের জন্য রয়েছে এক কষ্টদায়ক যন্ত্রণা।' (৩৫) সেদিন ঐ সম্পত্তিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পাঁজর ও পিঠ দগ্ধ করা হবে। তাদেরকে বলা হবে, 'এই হল সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর যা তোমরা জমা করতে।'

(৩৬) আল্লাহ যে দিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন হতেই নির্ণয় করেছেন মাসের সংখ্যা বারোটি। এর মধ্যে চারটি সম্মানিত মাস। এটাই সঠিক পন্থা। এই মাসগুলোতে নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করো না। অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে সবাই একসঙ্গে যুদ্ধ কর, যেভাবে তারা সবাই এক সঙ্গে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।[১] মনে রেখো যারা আল্লাহকে ভয় করে তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন। (৩৭) তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের আরও একটি উদাহরণ হলো - (পবিত্র মাসসমূহকে) স্থগিত করা। এর দ্বারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়। তারা কোন বৎসরে নিষিদ্ধ মাসকে বৈধ করে নেয় আর কোন বৎসরে তা অবৈধ করে নেয়। যাতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মাসের সংখ্যা ঠিক রেখে আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তারা তা বৈধ করতে পারে। তাদের এসব খারাপ কাজ তাদের কাছে যৌক্তিক বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের পথ দেখান না।

(৩৮) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কী হয়েছে? যখন তোমাদের বলা হচ্ছে 'আল্লাহর পথে বের হও' তখন তোমরা অলসভাবে মাটি আঁকড়ে ধরছো। তোমরা কি পরলোকের তুলনায় পার্থিব জীবন নিয়েই বেশি সন্তুষ্ট? পরলোকের তুলনায় তো পার্থিব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অতি নগন্য। (৩৯) যদি তোমরা বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন, আর তোমাদের পরিবর্তে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন; তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (৪০) যদি তোমরা পয়গম্বরের সহায়তা না কর তাহলে আল্লাহ (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) স্বয়ং তাকে সাহায্য করেছিলেন

---

[১] বিঃ দ্রঃ- (৯ঃ৩৬) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যখন অবজ্ঞাকারীরা তাকে বহিষ্কার করেছিল, যখন সে ছিল দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা দুজনে গুহায় ছিল, যখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ তার উপর শান্তি বর্ষণ করেছেন, আর তাকে নিজস্ব সেনা দ্বারা সহায়তা করেছিলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং অবজ্ঞাকারীদের কথা হেয় করে দিয়েছেন। আল্লাহর কথাই সমুন্নত, আল্লাহ পরম পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।

(৪১) হাল্কা অথবা ভারী সরঞ্জাম নিয়ে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর, এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল, যদি তোমরা জানতে। (৪২) যদি আশু লাভ ও গন্তব্য নিকটবর্তী হত তাহলে অবশ্যই তারা তোমাদের সহযাত্রী হত; কিন্তু এই গন্তব্য (দূরবর্তী হওয়ার কারণে) তাদের কাছে কঠিন হয়ে পড়ল। এখন তারা শপথ করে বলবে, আমরা যদি পারতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বাহির হতাম। তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে। আল্লাহ জানেন যে, তারা নিশ্চিতরূপে মিথ্যাবাদী।

(৪৩) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জেনে নিয়েই, কেন তুমি তাদেরকে এমন অনুমতি দিলে? (৪৪) যারা আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী তারা কখনও তোমার কাছে এই প্রার্থনা করবে না যে, নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করা থেকে তাদেরকে অব্যহতি দেওয়া হোক-আল্লাহ সদাসতর্ক লোকদের ভালভাবেই জানেন -- (৪৫) তোমার কাছে তো ঐ লোকেরাই অনুমতি চাইছে যারা আল্লাহর উপরে ও পরলোকে বিশ্বাস করে না, আর ওদের অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব তারা তাদের সন্দেহের কারনে দ্বিধাগ্রস্ত। (৪৬) তাদের যদি বাহির হওয়ার ইচ্ছাই থাকত তাহলে তারা কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিযাত্রা অপছন্দ করেছেন;

তাই তিনি তাদেরকে হতোদ্যম করেছেন এবং বলে দিয়েছেন, যারা বসে আছে তোমরা তাদের সাথেই বসে থাক।

(৪৭) তারা যদি তোমার সাথে বাহির হত তাহলে তোমাদের অনিষ্টই বৃদ্ধি করতো, আর তারা তোমাদের মধ্যে উপদ্রব করার জন্য দৌড় ঝাঁপ করত। তোমাদের মধ্যে ওদের কথা শোনার লোকও রয়েছে। আল্লাহ অনিষ্টকারীদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত।(৪৮) এর পূর্বেও এরা উপদ্রব সৃষ্টি করার প্রয়াস করেছে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে অভিসন্ধি করেছে। অবশেষে সত্য এসেছে, এবং আল্লাহর আদেশ স্পষ্ট হয়েছে, যদিও তারা অপ্রসন্ন থেকেই গেছে।

(৪৯) তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা বলে, 'আমাদেরকে অব্যাহতি দাও আর আমাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেল না।' শুনে রাখ, তারা তো পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেছে। নিঃসন্দেহে অবজ্ঞাকারীদের জাহান্নাম বেষ্টন করে আছে। (৫০) তোমার কোন কল্যাণ হলে তাদের তা খারাপ লাগে। আর যদি তোমার কোন কষ্ট হয় তখন তারা বলে, 'আমরা আগেই আমাদের সামলে নিয়েছিলাম' এবং তারা প্রসন্নচিত্তে চলে যায়।(৫১) বলঃ 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাছাড়া অন্য কিছু আমাদের হবে না; তিনিই আমাদের কার্য সম্পন্নকারী, আর আল্লাহর উপরেই আস্থাবানদের ভরসা করা উচিত।' (৫২) বলঃ 'তোমরা কি আমাদের জন্য দুটো কল্যাণের (পৃথিবীতে বিজয় অথবা পরবর্তীতে বেহেস্ত) যে কোন একটির প্রতিক্ষায় আছ?' কিন্তু আমরা তোমাদের জন্য যে প্রতীক্ষা করছি তা হল, আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে তোমাদেরকে শাস্তি দিন অথবা আমাদের পক্ষ হতে। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

(৫৩) বলঃ 'তোমরা স্বেচ্ছায় ব্যয় করো কিম্বা অনিচ্ছায় তোমাদের

সে ব্যয় কখনও গ্রহণ করা হবে না, নিঃসন্দেহে তোমরা অবজ্ঞাকারী।' (৫৪) তাদের ব্যয় সমূহ গৃহীত হতে বাধা শুধু এটাই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অবিশ্বাস করেছে, এরা নামাযের জন্য আসে অলসভাবে এবং খরচ করার সময় অনিচ্ছার সাথে খরচ করে। (৫৫) তুমি ওদের সম্পত্তি ও সন্তানদের কোন গুরুত্ব দিও না। আল্লাহ তো চান এর দ্বারা ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দেবেন, আর অবজ্ঞাকারী অবস্থায় ওদের প্রাণ বিয়োগ হবে। (৫৬) তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা তোমাদের সাথে আছে অথচ তারা তোমাদের সাথে নেই। বরং এরা এমন লোক যারা তোমাদেরকে ভয় করে। (৫৭) তারা যদি কোন আশ্রয়স্থল পায় বা কোন গুহা অথবা লুকিয়ে থাকার স্থান পায় তাহলে তারা সেদিকেই ছুটে পালাবে।

(৫৮) ওদের মধ্যে এমনও আছে যারা দান বন্টনের ব্যাপারে তোমাকে দোষারোপ করে। যদি ওদেরকে এর কিছু অংশ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে খুশী হয়, আর যদি না দেওয়া হয় তাহলে তারা ক্রুদ্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা সন্তুষ্ট হত আর বলত, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে দান করবেন, আর তাঁর রাসূলও। আমরা প্রত্যাশা নিয়ে আল্লাহমুখী হয়ে থাকি। (৬০) সদকাগুলো তো কেবল গরীবদের জন্য এবং দুর্বলদের জন্য, যাকাত সংগ্রহ কর্মচারীদের জন্য, যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের) জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাকারীদের জন্য এবং বন্দীমুক্তির জন্য, জরিমানা আদায় করার জন্য এবং অভাবী পথিকদের সহায়তার জন্য। এটা আল্লাহর এক আদেশ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী এবং বিবেকবান।

(৬১) তাদের মধ্যে এমন লোক ও আছে যারা পয়গম্বরকে কষ্ট দেয় আর বলে, 'এই ব্যক্তি তো সকলের কথা শোনে।' বলঃ 'তার শোনা তোমাদের জন্য মঙ্গল, সে তো আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং আস্থাবানদের উপর ভরসা করে, এবং তোমাদের মধ্যে যারা আস্থাবান তাদের জন্য দয়াস্বরূপ। যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।' (৬২) তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর শপথ নেয় যাতে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে; অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই তাদের কর্তব্য, যদি তারা আস্থাবান হয়। (৬৩) তারা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীর জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি যাতে তারা চিরকাল থাকবে, এটাই তো চরম লাঞ্ছনা।

(৬৪) মুনাফিকরা (কপটচারীরা) ভয় করে যে, পাছে আস্থাবানদের উপর এমন কোন অনুচ্ছেদ (কুরআনের অংশ) অবতীর্ণ হয় যা তাদের অন্তরের রহস্য তাদেরকে অবগত করে দেয়। বলঃ 'উপহাস করে নাও, যা তোমরা ভয় করছো আল্লাহ নিশ্চিতরূপে তা প্রকাশ করে দেবেন।' (৬৫) যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর তাহলে তারা বলবেঃ 'আমরাতো হাসিঠাট্টা করছিলাম।' বলঃ 'তোমরা কি আল্লাহ আর তাঁর বাণীসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি তামাশা করছিলে?' (৬৬) অজুহাত দেখিও না। তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করার পর অস্বীকার করেছ। আমি তোমাদের মধ্যে একদলকে ক্ষমা করে দেব, তবে অন্য দলকে অবশ্যই শাস্তি দেব, কেননা তারা অপরাধী।

(৬৭) মুনাফিক (কপটচারী)পুরুষ ও মুনাফিক (কপটচারী) মহিলা সবাই একই রকম। তারা খারাপ কাজের আদেশ দেয় আর ভাল কাজ থেকে বিরত রাখে, আর (আল্লাহরপথে খরচ করা থেকে) নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন;

নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা বড় অবজ্ঞাকারী। (৬৮) মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক মহিলা এবং অস্বীকারকারীদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন যার মধ্যে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে, এটাই ওদের জন্য যথেষ্ট। ওদের উপর আল্লাহর অভিশাপ ও ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। (৬৯) তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতই। তারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল এবং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল। তারা তাদের অংশ যেমন ভোগ করেছিল, তোমরাও তোমাদের অংশ ভোগ করেছ, এবং তারা যেমন অনর্থক কথাবার্তা বলেছিল তোমরাও তেমন অনর্থক কথাবার্তা বলছো। তারাই সেই লোক যাদের কর্ম পৃথিবীতে এবং পরলোকে নষ্ট হয়ে গেছে আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৭০) তাদের কাছে কি ঐ ব্যক্তিদের সংবাদ পৌঁছয়নি যারা তাদের পূর্বে চলে গেছে? (যেমন) নূহ (নোয়াহ), আদ, সামুদ এবং ইবরাহীমের (আবরাহামের) সম্প্রদায়, মাদায়েনের (মিদিয়ানের) ও ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের বাসিন্দারা। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ প্রমাণসহ এসেছিল। আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচার করেন নি; বরং তারা স্বয়ং নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল।

(৭১) আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলা একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় আর খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, আর নামায প্রতিষ্ঠা করে, আর যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করে; এরাই সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ দয়া করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৭২) আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলাদের জন্য আল্লাহ এমন এক উদ্যানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে,

সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, চিরস্থায়ী উদ্যানে আছে সুন্দর সুন্দর বাসস্থান। আল্লাহর সন্তুষ্টিই হলো সবচেয়ে বড় (নিয়ামত বা অনুগ্রহ), এটাই মহা সাফল্য।

(৭৩) হে পয়গম্বর! অস্বীকারকারী ও মুনাফিকদের (কপটচারীদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, ওদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর। ওদের নিবাস হল জাহান্নামঃ বড়ই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭৪) তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা বলেনি; কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহন করার পরেও সত্য প্রত্যাখ্যানের কথা বলে। তারা একটি ষড়যন্ত্র করেছিল যা তারা কার্যকর করতে পারেনি। আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষন করাই তাদের একমাত্র কাজ, তিনি তাঁর অসীম কৃপায় তাদেরকে ও তাঁর রাসূলকে সমৃদ্ধ করেছেন। যদি তারা অনুতপ্ত হয়, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হবে। কিন্তু যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহলোক ও পরলোকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন এবং পৃথিবীতে তাদেরকে রক্ষা করার বা সাহায্য করার মতো কেউই থাকবে না।

(৭৫) তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল যে, ‘যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর কৃপা দান করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ব্যয় করবো আর আমরা সদাচারী হয়ে থাকব।’ (৭৬) অতঃপর আল্লাহ যখন ওদের স্বীয় অনুগ্রহে (সম্পদ) দান করলেন তখন তারা কৃপণতা করতে থাকল এবং অঙ্গীকার থেকে বিমুখ হয়ে গেল। (৭৭) অতএব আল্লাহ তাদের অন্তরে কপটতা সঞ্চার করলেন সেই দিন পর্যন্ত যে দিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে। কারণ তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং মিথ্যা বলেছিল। (৭৮) তারা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ তাদের গোপন কথা ও গোপন শলা-পরামর্শ অবগত আছেন, এবং আল্লাহ সবই গোপন কথা ভাল করেই জানেন।

(৭৯) যে বিশ্বাসীগণ স্বেচ্ছায় তাদের উদ্বৃত্ত সম্পত্তি থেকে বিধিবদ্ধ দান করে, তাদেরকে যারা উপহাস করে এবং যাদের কাছে তাদের কষ্টার্জিতমজুরি ছাড়া দান করার কিছুই থাকেনা, তাদেরকেও যারা উপহাস করে, আল্লাহ ঐ সমস্ত উপহাসকারীদের উপহাস করেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৮০) তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর নাই কর (উভয়ই সমান), যদি তুমি সত্তর বার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলেও আল্লাহ ওদেরকে ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অবিশ্বাস করেছে। আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের পথ দেখান না।

(৮১) আল্লাহর রাসূলের পিছনে থেকে যাওয়া লোকগুলো ঘরে থাকতে পেরে আনন্দলাভ করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করাকে ওরা অপছন্দ করেছে। আর তারা বলেছে,'গরমের মধ্যে অভিযানে যেও না।' বলে দাওঃ 'জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে অধিক গরম,' যদি তারা বুঝত। (৮২) অতএব তাদেরকে অল্প একটু হাসতে দাও এবং নিজেদের কৃতকর্মের কারণে (পরে) অনেক কাঁদবে। (৮৩) অতঃপর আল্লাহ যদি তোমাকে ওদের কোন দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন এবং তারা যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তুমি বলবে, 'তোমরা আমার সাথে কখনও যাবে না এবং আমার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না, প্রথম বারেও তো তোমরা বসে থাকতেই পছন্দ করেছিলে, অতএব পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের সাথে বসে থাক।' (৮৪) ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার জন্য কখনও (জানাযার) নামায পড়বে না, আর তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অবিশ্বাস করেছে, আর তারা অবাধ্য অবস্থায় মারা গিয়েছে।

(৮৫) ওদের ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। বস্তুত আল্লাহ চান, ওইসব দিয়ে ওদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি দেবেন,

আর অবিশ্বাসী অবস্থায় ওদের প্রাণ চলে যাক। (৮৬) যখন কোন অনুচ্ছেদ এই মর্মে অবতীর্ণ হয় যে, 'আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর তাঁর পয়গম্বরের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম কর,' তখন ওদের মধ্যে সামর্থবানেরা তোমার কাছে অব্যহতি চাইতে থাকে আর বলে যে, 'আমাদেরকে ছেড়ে দিন আমরা এখানকার লোকদের সাথে থাকি।' (৮৭) তারা পিছনে থাকা মহিলাদের সঙ্গে থাকতেই পছন্দ করেছে। ওদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তারা বুঝতে পারে না। (৮৮) কিন্তু পয়গম্বর ও তার সাথে থাকা আস্থাবানগণ তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করেছে। তাদের জন্যেই কল্যাণ রয়েছে, আর তারাই সফলকাম। (৮৯) তাদের জন্য আল্লাহ এমন উদ্যান তৈরী করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এটাই বড় সফলতা।

(৯০) গ্রাম্য আরববাসীদের মধ্যে একদল অজুহাত দেখাতে এল, যাতে তাদের অব্যহতি মেলে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে মিথ্যা বলে ঘরে বসে রইল। তদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী, তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৯১) দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক থাকে। সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (৯২) তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই, যারা তোমার কাছে বাহনের জন্য এলে, তুমি বলেছিলে - 'আমার কাছে তোমাদেরকে দেওয়ার মত কোন বাহন নেই।' তখন তারা ফিরে গেল এবং তারা কোন কাজে লাগতে না পারার জন্য তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছিল। (৯৩) নিন্দনীয় তো তারাই যারা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যহতি চাইছিল, তারা পিছনে থাকা মহিলাদের সাথে থাকতে পছন্দ করল। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিলেন, তাই তারা জানতে পারছে না।

(৯৪) তুমি যখন ওদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের সামনে অজুহাত পেশ করবে। বলে দাওঃ 'অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদের কথা বিশ্বাস করবো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের পরিস্থিতি জানিয়ে দিয়েছেন।' এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষন করবেন। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় সমূহ অবগত আছেন। তিনিই তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (৯৫) তোমরা তাদের কাছে ফিরে এলে তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করবে যাতে তোমরা বিষয়টি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ছেড়ে দাও! নিঃসন্দেহে তারা অপবিত্র, আর তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। (৯৬) তারা তোমাদের সামনে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও যাও তাহলে আল্লাহ ঐ অবাধ্য লোকদের প্রতি কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না।

(৯৭) বেদুঈন লোকেরা অবাধ্যতা ও কপটাচারীতায় অধিক অনমনীয় এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখা সম্বন্ধে তারা অনবহিত। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। (৯৮) আর এই বেদুঈন লোকদের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এক জরিমানা মনে করে, তোমাদের জন্য মন্দ সময় আসুক এই প্রতীক্ষায় থাকে। তাদের উপরই দূর্বিপাক নেমে আসুক! আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৯৯) আর বেদুঈন লোকদের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহর উপর এবং শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আর যা কিছু খরচ করে তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও পয়গম্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার মাধ্যম মনে করে। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে ওটা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাঝে প্রবেশ করাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(১০০) যারা প্রথমে প্রবাসী হয়েছিল এবং তাদেরকে যারা সাহায্য করেছিল, সেই সাথে যারা তাদেরকে যথার্থভাবে অনুসরণ করেছিল, তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ খুবই সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি অতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, এটাই তো বড় সাফল্য।
(১০১) তোমাদের আশে পাশে যেসব বেদুঈন লোক আছে, ওদের মধ্যে কিছু কপট লোক আছে, আর মদীনাবাসীদের মধ্যেও কিছু কপট লোক আছে। তারা বদ্ধমূল হয়ে কপটতা করছে। তুমি ওদের চেনো না; তবে আমি ওদেরকে চিনি। ওদেরকে আমি দ্বিগুণ শাস্তি দেব, তারপর ওদেরকে এক ভয়ানক শাস্তির দিকে পাঠানো হবে।

(১০২) আর একদল লোক আছে যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে, তারা ভাল-মন্দ মিশিয়ে কাজ করেছিল। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
(১০৩) তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধন করার জন্য তাদের সম্পদ থেকে দান গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তোমার প্রার্থনা তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছুই জানেন।
(১০৪) তারা কি জানে না যে, আল্লাহই তাঁর বান্দাদের অনুতাপ গ্রহণ করেন ও তাদের দান গ্রহণ করেন এবং আল্লাহই অনুতাপ গ্রহণকারী ও অতি দয়ালু।
(১০৫) বলঃ 'তোমরা কাজ কর, অতঃপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং সত্যে বিশ্বাসীগণ তোমাদের কাজ পর্যবেক্ষন করবেন। অতি সত্ত্বর তোমাদেরকে সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় সমূহ জানেন। তিনি তোমাদের বলে দেবেন যা কিছু তোমরা করতে।'
(১০৬) কিছু লোক আছে যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্থগিত হয়ে আছে। তাদেরকে হয় তিনি শাস্তি দেবেন, না হয় ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ।

(১০৭) তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতি করার জন্যে, অস্বীকার করার জন্যে আর আস্থাবানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে, আর ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্যে। এরা শপথ করে বলবে, 'আমাদের উদ্দেশ্য তো ভাল;' তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এরা মিথ্যুক। (১০৮) তুমি এখানে কখনও দাঁড়াবে না, অবশ্য যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকেই খোদা ভীরুতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাই তোমার দাঁড়াবার জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্র থাকতে ভালবাসে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন। (১০৯) ঐ ব্যক্তিই কি শ্রেষ্ঠ যে তার ভবনের ভিত্তি প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্থাপন করেছে, না ঐ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে স্বীয় ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে এক পতোন্মুখ খাদের কিনারায়, যে ভবন তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পতিত হয় ? আর আল্লাহ অত্যাচারী লোকদের পথ দেখান না (১১০) যে ভবনটি তারা নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সর্বদা এক সন্দেহের উদ্রেক করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর সমূহ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১১১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আস্থাবানদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে ও নিহত হয়।[১] এটা আল্লাহর এক প্রতিশ্রুতি, তৌরাতে (তোরাহ), ইনজীলে (বাইবেল) ও কুরআনে এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি অবিচল।

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৯ ঃ ১১১) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা যে ক্রয় - বিক্রয় সম্পন্ন করেছো, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। এটা হচ্ছে বড় সফলতা।
(১১২) তারাই আস্থাবান যারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, ভালকাজের আদেশ প্রদানকারী, মন্দকাজে বাধাদানকারী, আল্লাহর সীমাসমূহ রক্ষাকারী। আস্থাবানদের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

(১১৩) নবী ও আস্থাবানদের উচিত নয় অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। (১১৪) ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য তার ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল কেবল তার সাথে কৃত একটি প্রতিজ্ঞার কারণে; কিন্তু যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সে (পিতা) আল্লাহর শত্রু, তখন সে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নিঃসন্দেহে ইবরাহীম খুব কোমলপ্রাণ ও সহনশীল ছিল।
(১১৫) আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে পথ দেখানোর পর পথভ্রষ্ট করেন না; যতক্ষন না তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেন যা থেকে তাদেরকে সাবধান হতে হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন। (১১৬) আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই, তিনিই জীবনদান করেন এবং তিনিই মৃত্যুদান করেন। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই আর কোন সহায়কও নেই।

(১১৭) আল্লাহ নবীর প্রতি, প্রবাসী (মুহাজির) ও তাদের সহায্য কারীগণের (আনসারদের) প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দিলেন, যারা কঠিন সময়ে নবীর অনুসারী হয়েছিল। যখন তাদের একটি দলের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উপক্রম হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, কারণ আল্লাহ তাদের প্রতি কৃপাশীল ও অতি দয়ালু ছিলেন। (১১৮) সেই তিনজনের প্রতিও আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি দিলেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল,

এমনকি যখন বিশাল পৃথিবী তাদের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল, আর তারা নিজেরা নিজেদের কাছে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল, আর তারা মনে করেছিল আল্লাহর থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি ওদের প্রতি অনুগ্রহশীল হলেন, যাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(১১৯) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। (১২০) মদীনার অধিবাসী ও তার আশেপাশের গ্রাম্য মানুষদের উচিত হয়নি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে ভালবাসা। কারণ যখনই তারা আল্লাহর পথে কোন তৃষ্ণা, ক্লান্তি বা ক্ষুধা অনুভব করে এবং যখনই তারা এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার ফলে অবিশ্বাসীদের ক্রোধের কারণ হয় বা শত্রুদের ক্ষতি সাধন হয়, তখনই তা তাদের জন্য সৎকর্ম হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিফল নষ্ট করেন না। (১২১) তারা অল্প-বিস্তর যা কিছুই ব্যায় করে (আল্লাহর জন্য) অথবা যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করে সবই তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠতম প্রতিফল দিতে পারেন।

(১২২) এটা সঙ্গত নয় যে, (যুদ্ধের জন্য) বিশ্বাসীরা সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে যাক। তাহলে কেন প্রতিটি দল থেকে একটা অংশ (পয়গম্বরের কাছে) এল না ধর্ম সংক্রান্ত গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং নিজ সম্প্রদায়কে সচেতন করার জন্য যাতে তারা মন্দ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে?

(১২৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আশে পাশে যে সব অস্বীকারকারীরা

রয়েছে তাদের সাথে যুদ্ধ কর তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়।[১] আর জেনে রেখো যে, আল্লাহকে যারা ভয় করে আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন। (১২৪) যখন কোন সূরা (অনুচ্ছেদ) অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'এটা তোমাদের মধ্যে কাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে?' অতএব যারা সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী, এই সূরা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে, আর তারা খুশী হয়। (১২৫) যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এই সূরা তাদের পঙ্কিলতার সাথে আরো পঙ্কিলতা বৃদ্ধি করে। তারা আমৃত্যু অস্বীকারকারী হয়েই থাকে। (১২৬) তারা কি দেখেনা যে, তাদেরকে প্রতি বছর দু-একবার করে পরীক্ষা করা হয়, তারপরও তারা অনুশোচনা করে না, বা শিক্ষা গ্রহণ করে না। (১২৭) যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন এরা একে অপরের দিকে তাকায় আর বলে, 'কেউ দেখছে না তো?' তারপর চলে যায়। আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহ সত্য বিমুখ করে রেখেছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ জনগোষ্ঠী মাত্র।

(১২৮) তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছে। তোমাদের ক্ষতি তার নিকট কষ্টপ্রদ। সে তোমাদের কল্যাণ চায় এবং আস্থাবানদের প্রতি সে অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়ালু। (১২৯) তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদেরকে বলবে যে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি, আর তিনিই মহান আরশের (সিংহাসনের) মালিক।'

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৯ঃ১২৩) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১০ ঃ সূরা ইউনুস (যোনাহ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ- লাম-রা, এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থের বাণী (২) মানুষের জন্য এটা কি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমি তাদের মধ্যে থেকেই একজনের উপর প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি এই কথা বলে যে, 'লোকদেরকে সতর্ক কর, আর যারা বিশ্বাস করবে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে?' অবজ্ঞাকারীরা বলতে লাগল, 'এতো এক প্রকাশ্য জাদুকর।'

(৩) নিঃসন্দেহে তিনিই হচ্ছেন তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে (সময়ে) আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তার পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনিই সবকিছু পরিচালনা করেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে কেউই তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারবে না। তোমাদের প্রভু আল্লাহ এমনই, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি চিন্তা কর না? (৪) তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। নিঃসন্দেহে তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, যাতে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর সৎকর্ম করেছে তাদেরকে ন্যায্য প্রতিফল দিতে পারেন। যারা অবজ্ঞা করেছে, তাদের অবজ্ঞার বিনিময়ে তাদের জন্য ফুটন্ত পানি আর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(৫) তিনিই (আল্লাহই) প্রখর কিরণের জন্য সূর্য আর স্নিগ্ধ আলোর জন্য চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন এবং এদের গন্তব্য নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা বছরের গণনা ও হিসাব জানতে পার। আল্লাহ কোন কিছুই উদ্দেশ্যহীন ভাবে তৈরী করেন নি। যারা বোধসম্পন্ন তিনি তাদের জন্য নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন। (৬) নিশ্চয়ই রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে,

আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে, আল্লাহ-ভীরু মানুষদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[১]

(৭) নিঃসন্দেহে যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট এবং প্রসন্ন রয়েছে, আর যারা আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে অসাবধান হয়ে আছে, (৮) তাদের কৃতকর্মের কারণেই তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে। (৯) নিঃসন্দেহে যারা আস্থাবান হয়েছে আর সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের আস্থার কারণে তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। (১০) গভীর প্রসন্নতায় সেখানে তারা বলবে, 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র!' তাদের পারস্পারিক অভিবাদন হবে -- 'শান্তি'। তারা কথা শেষ করবে এই বলে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিখিল জগতের প্রতিপালক।'

(১১) আল্লাহ যেমন দ্রুত মানুষের কল্যাণ করেন, তেমন দ্রুত যদি তাদের অকল্যাণ করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের নির্ধারিত জীবনকাল ফুরিয়ে আসতো। যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না, তাদেরকে অবাধ্যতার মাঝে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘোরার জন্য অবকাশ দিই। (১২) মানুষ যখন দুঃখ ক্লেশে পড়ে, তখন সে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে; তারপর আমি যখন তার দুঃখ ক্লেশ দূর করে দিই তখন সে এমন হয়ে যায় যেন সে কখনও তার দুঃখ ক্লেশের সময়ে আমাকে ডাকেই নি। সীমালঙ্ঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে চাকচিক্যময় মনে হয়।

---

[১] বিঃ দ্রঃ (১০ঃ৬) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অসংখ্য নিদর্শন আছে যা আল্লাহ-ভীরু মানুষদের মনে গভীর উপলব্ধি সঞ্চার করে। ভয় বা চেতনা মানুষের মধ্যে ঐকান্তিকতা নিয়ে আসে। যদি মানুষ ঐকান্তিক না হয়, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না এবং তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে বোধ জন্মায় না।

(১৩) আমি তোমাদের পূর্বের অনেক জাতিকে (সম্পূর্ণভাবে) ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা (নিরবচ্ছিন্নভাবে) অন্যায় করেছিল। তাদের পয়গম্বরগণ তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রস্তুত ছিল না। এই ভাবেই আমি পাপীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৪) অতঃপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, যাতে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি কিভাবে তোমরা কাজ কর।

(১৫) যখন তাদেরকে আমার স্পষ্ট বাণী পড়ে শোনানো হয়, তখন যারা আমার কাছে আসার প্রত্যাশা করে না, তারা বলে, 'তুমি এটা ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এস অথবা এটাকে পরিবর্তন কর।' বলঃ 'আমিতো এটা নিজের ইচ্ছায় পরিবর্তন করতে পারি না। আমি তো কেবল আমার কাছে যা আসে সেই প্রত্যাদেশের অনুসরণ করি। যদি আমি আমার প্রভুকে অবজ্ঞা করি তাহলে আমি এক ভয়ানক দিনের শাস্তির ভয় করছি। (১৬) বলঃ 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে আমি এটা তোমাদের শোনাতাম না, আর আল্লাহও এর দ্বারা তোমাদের সাবধান করতেন না। এর পূর্বেও আমি তোমাদের মধ্যে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি তবুও বুঝতে পার না?' (১৭) তার চেয়ে বড় জুলুমকারী আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শন সমূহ মিথ্যা মনে করে। নিশ্চিত ভাবে অপরাধীরা কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না।

(১৮) তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদেরকে ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। তারা বলে যে, 'এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাতে চাইছো যা আকাশ ও পৃথিবীতে আছে অথচ তিনি জানেন না। তিনি পবিত্র মহান। তারা যে অংশীদার স্থাপন করে, তার থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

(১৯) সব মানুষতো একই সম্প্রদায় ছিল, পরে তারা মতভেদ করে; যদি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি কথা আগেই নির্ধারিত না থাকত তাহলে যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে তাদের মধ্যে তা মীমাংসা করে দেওয়া হত।

(২০) তারা বলে যে, 'পয়গম্বরের কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন আসেনি?' বলঃ 'অদৃশ্য বিষয় কেবল আল্লাহরই কাছে থাকে, সুতরাং প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।' (২১) কষ্ট ভোগের পর মানুষকে আমি যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখনই আমার নিদর্শন সমূহ নিয়ে তারা দূরভিসন্ধি করে। বলঃ 'আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত কৌশল গ্রহণ করতে পারেন।' নিশ্চয়ই আমার ফেরেস্তাগণ তোমাদের দূরভিসন্ধি গুলি লিপিবদ্ধ করছে।

(২২) তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচল করান, এমনকি তোমরা যখন নৌযানে থাক আর নাবিকরা আরোহীদের নিয়ে অনুকূল বাতাশে চলে, আবার যখন চারদিক দিয়ে উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়তে থাকে, তারা মনে করে তারা এর মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে, তখন তারা খুব নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে ডাকতে থাকে আর বলে, 'যদি তুমি আমাদেরকে এর থেকে উদ্ধার কর আমরা নিশ্চিতরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো।' (২৩) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে উদ্ধার করেন তৎক্ষণাৎ তারা অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যাবে। বর্তমান জীবনে ভোগ করে নাও, আবার তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। যা কিছু তোমরা করেছো, তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।

(২৪) পার্থিব জীবনের উদাহরণ হলো এই রকম যেমন পানি যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করার ফলে পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জ জন্মাল যা থেকে মানুষ ও পশু

আহার করে থাকে। ভূমি যখন শোভিত আর সুসজ্জিত হল তখন এর অধিবাসীরা মনে করল এগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে, তখন হঠাৎই সেখানে দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ পৌঁছে গেল, আর আমি এটাকে এক ফসল কাটা জমির মত করে দিলাম, যেন গতকাল ওখানে কিছুই ছিল না। এই ভাবেই আমি যারা চিন্তাশীল তাদের জন্য নিদর্শনগুলি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে থাকি।

(২৫) আল্লাহ শান্তির নিবাসের দিকে ডাকেন, আর তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (২৬) যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরও অতিরিক্ত পুরস্কার। কোন কালিমা বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে আচ্ছন্ন করে না। এরাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৭) যারা খারাপ কাজ করে, তারা খারাপ কাজের অনুরূপ প্রতিফলই পাবে, তারা অপমানে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। আল্লাহর (শাস্তি) থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। তাদের চেহারা যেন অন্ধকার রাতের টুকরো দিয়ে আচ্ছন্ন করা হয়েছে। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(২৮) যে দিন আমি ওদের সবাইকে একত্রিত করবো, তারপর বহুশ্বরবাদীদের বলবো, 'তোমরা ও তোমাদের অংশীদাররা তোমাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো।' তারপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দেব, আর তাদের অংশীদাররা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের ইবাদত (উপাসনা) করতে না।' (২৯) আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে আমরা তো কিছুই জানতাম না। (৩০) ঐ সময় প্রত্যেকে তাদের সেই কর্মের মুখোমুখী হবে যা তারা পূর্বে করেছিল। তাদেরকে তাদের প্রকৃত প্রভুর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।

(৩১) বলঃ ‘কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবীতে জীবিকা প্রদান করেন? কে আছে যিনি কান ও চোখের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন? কে প্রাণহীন থেকে প্রাণ আর প্রাণ থেকে প্রাণহীনকে বের করেন? কে সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন? তারা বলবে, ‘আল্লাহ।’ বলঃ ‘তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?’ (৩২) অতএব তিনিই হলেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রভু। অতএব সত্যের পরে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অতএব তোমরা কিভাবে (সত্য হতে) বিচ্যুত হচ্ছো? (৩৩) এই ভাবে আবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার প্রভুর কথা সত্য বলে প্রমাণিত হল - তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

(৩৪) বলঃ ‘তোমাদের অংশীদারদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সৃষ্টির সূচনা ও তার পুনরাবৃত্তি করে?’ বলঃ ‘আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা ও তার পুনরাবৃত্তি করেন। অতএব তোমরা কিভাবে (সত্য হতে) বিচ্যুত হচ্ছো?’ (৩৫) বলঃ ‘তোমাদের অংশীদারদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্যের পথ দেখায়?’ বলঃ ‘আল্লাহই সত্যের পথ দেখান। অতএব যিনি সত্যের পথ দেখান তিনি অনুসরণযোগ্য, না কি, পথ না দেখালে যে নিজেরই পথ খুঁজে পায় না, সে অনুসরণযোগ্য? তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিভাবে বিবেচনা কর? (৩৬) তাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের উপর চলে, আর অনুমান সত্যের সম্মুখে ফলপ্রসু হয় না। তারা যা করে আল্লাহই ভাল জানেন।

(৩৭) এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা রচিত হতে পারে এমন নয়, বরং ইহা পূর্ববর্তীতে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা সমন্বিত গ্রন্থ। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই এবং ইহা বিশ্ব নিখিলের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত। (৩৮) তারা কি এরূপ বলে যে, ‘এটা তার স্বরচিত?’ বলঃ ‘তোমরাও এর মত কোন সূরা বানিয়ে আনো,

আর আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সঠিক হও।' (৩৯) বরং এমন জিনিষকে তারা মিথ্যা বলে অভিহিতি করছে যা তাদের জ্ঞানের পরিধিতে আসে না এবং যার বাস্তবিকতা এখনও তাদের কাছে স্পষ্ট হয় নি। এমনিভাবে ওদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা বলে অভিহিত করেছিল। অতএব দেখ, অত্যচারীদের কি পরিণতি হয়েছিল।

(৪০) তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (কুরআনের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর কিছু সংখ্যকবিশ্বাস স্থাপন করবে না। তোমার প্রভু অনর্থ সৃষ্টিকারীদের ভালভাবেই জানেন। (৪১) তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে তুমি বলবে, 'আমার কাজের দায় আমার এবং তোমাদের কাজের দায় তোমাদের। আমি যা করি তা থেকে তোমরা দায়মুক্ত আর তোমরা যা কর তা থেকে আমি দায়মুক্ত।' (৪২) তাদের কিছু সংখ্যক তোমার কথা শ্রবণ করার ভান করে, তাহলে তুমি কি বধিরদেরকে শোনাবে যদি তাদের বোধ শক্তি না থাকে? (৪৩) ওদের অনেকে তোমার দিকে তাকায়; কিন্তু তারা না দেখলে তুমি কি অন্ধদের পথ দেখাতে পার? (৪৪) আল্লাহ মানুষের উপর আদৌ অত্যাচার করেন না; কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করে।

(৪৫) যেদিন আল্লাহ এদেরকে একত্রিত করবেন সেদিন মনে হবে জগতে তাদের অবস্থান ছিল দিনের সামান্য কিছুটা সময় মাত্র। তারা একে অপরকে চিনতে পারবে। যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে অবিশ্বাস করেছিল এবং যারা পথভ্রষ্ট ছিল তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৪৬) আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোমাকে তার কিছুটা দেখাই কিম্বা তোমার মৃত্যু ঘটাই, প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই তাদেরকে আমার কাছে ফিরতেই হবে। তারা যা করছে আল্লাহ সাক্ষী থাকছেন। (৪৭) প্রত্যেক উম্মতের (সম্প্রদায়) জন্য একজন রাসূল থাকে।

যখন তাদের রাসূল আসে তখন তাদের মধ্যে সবকিছু ন্যায়ের সাথে নিষ্পন্ন করে দেওয়া হয়, আর তাদের উপর কোন অত্যাচার হয় না।

(৪৮) তারা বলে যে, 'ঐ প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে - যদি তোমরা সত্যবাদী হও ? (৪৯) বলঃ 'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমি তো আমার নিজেরও কোন ক্ষতি কিম্বা উপকার করতে পারি না।' প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি নির্ধারিত সময় আছে। যখন তাদের সময় উপস্থিত হয় তখন তারা তা এক মূহুর্তও বিলম্বিত কিম্বা দ্রুততর করতে পারে না। (৫০) তুমি বলঃ 'যদি তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি রাতের অন্ধকারে কিম্বা দিনের আলোয় এসে পড়ে তবে অপরাধীরা কি করে ছাড় পাবে ? (৫১) অতঃপর শাস্তি যখন এসে পড়বে কেবলমাত্র তখনই কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে ? তোমরা তো এটাই ত্বরান্তিত করতে চাইছিলে।' (৫২) তারপর অসদাচারীদের বলা হবে, 'চিরন্তন শাস্তি আস্বাদন কর। এটা তোমাদের কৃতকর্মের ফল।'

(৫৩) তারা তোমার কাছে জানতে চায় যে, এটা কি সত্যই সংঘটিত হবে। বলঃ 'হ্যাঁ, আমার প্রভুর শপথ, এটা অবশ্যম্ভাবী। তোমরা তাঁর নাগালের বাইরে যেতে পারবে না।' (৫৪) যদি প্রত্যেক জুলুমকারী এই ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তার মালিক হতো, তাহলে তারা যখন নিজেদের শাস্তি অবলোকন করতো, তখন তারা ঐ সমস্ত কিছু মুক্তিপণ হিসাবে উপস্থাপন করত। কিন্তু বিচার ন্যায্য ভাবে নিষ্পন্ন করা হবে। তাদের প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না। (৫৫) জেনে রেখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তবে অধিকাংশই তা জানে না। (৫৬) তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(৫৭) হে মানুষ ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ

এসে গেছে যা অন্তরের ব্যাধি নিরাময় করে এবং বিশ্বাসীদের পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহ দান করে। (৫৮) বলঃ 'এটা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ, অতএব তারা যেন এতে প্রসন্ন হয়।' কারণ তারা যা কিছু পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করছে তার চেয়ে তা উত্তম। (৫৯) বলঃ 'আমাকে বলো তো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে জীবিকা দান করেছেন তোমরা নিজেরাই তার মধ্যে কিছু অবৈধ আর কিছু বৈধ সাব্যস্ত করেছ?' বলঃ 'আল্লাহ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন? না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছো?' (৬০) যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছে, মহাপ্রলয় দিন সম্পর্কে তাদের কি ধারণা? নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি খুবই কৃপাশীল; কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

(৬১) তুমি যে অবস্থায়ই থাকো কিম্বা কুরআনের যে অংশ থেকেই পাঠ কর, আর তোমরা যা কিছুই কর, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি যখন তোমরা তাতে মগ্ন হও। অনু পরিমাণ জিনিষও তোমার প্রভুর অগোচরে নেই, আকাশেও নেই, পৃথিবীতেও নেই; ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর সমস্ত কিছুই একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। (৬২) শোন, আল্লাহর বন্ধুদের জন্য কোন ভয়ও নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৩) এরা সেই লোক যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁকে ভয় করে থাকে, (৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে আর পরলোকেও। আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন হয় না। এটাই বড় সাফল্য। (৬৫) তাদের কথায় তুমি কোন চিন্তা করো না। আসলে সকল প্রভুত্ব আল্লাহর জন্য, তিনি সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন।

(৬৬) শোন ঃ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে অংশীদার রূপে ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা কেবল কল্পনার অনুসরণ করছে, আর তারা কেবল মিথ্যা

বানিয়ে বলে। (৬৭) তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যাতে তোমরা শান্তি পাও, আর দিনকে আলোকময় বানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন আছে ঐ লোকদের জন্য যারা শুনতে পায়।

(৬৮) তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন,' তিনি নিতান্তই পবিত্র! আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁরই। তোমাদের কাছে এর কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে যা জানো না তাই বলছ? (৬৯) বলঃ 'যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলে তারা কখনও সফল হবে না।' (৭০) ওদের জন্য পার্থিব জীবনে ক্ষণিকের ভোগবিলাস। তারপর আমার কাছেই ওদের ফিরতে হবে। তখন আমি ওদেরকে এই অবজ্ঞার কারণে কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব।

(৭১) এদেরকে নূহের বৃত্তান্ত শোনাও, যখন সে তার নিজের সম্প্রদায়কে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমাদের মাঝে আমার উপস্থিতি আর আল্লাহর বাণী সমূহ (শ্রুতি) দ্বারা উপদেশ দেওয়া তোমাদের কাছে কষ্টকর হয়ে থাকে, তাহলে আমি আল্লাহর উপরেই নির্ভর করলাম। তোমরা সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, আর তোমাদের অংশীদারদেরও সঙ্গে নিয়ে নাও, যাতে তোমাদের সিদ্ধান্তে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে। তারপর তোমরা আমার সাথে যা করতে চাও করে ফেল, আমাকে কোন অবকাশ দিওনা। (৭২) যদি তোমরা বিমুখ হও তাহলে মনে রেখো, আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় তো আল্লাহর কাছেই আছে। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন তাঁর অনুগত হই।' (৭৩) অতঃপর তারা তাকে অবিশ্বাস করলো। তখন আমি নূহ (নোয়াহ) ও তার সঙ্গে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে উদ্ধার করি এবং উত্তরাধিকারী বানাই। যারা আমার নিদর্শনগুলো অবিশ্বাস করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং লক্ষ্য কর; যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের কেমন পরিণতি হয়েছিল।

(৭৪) তারপর আমি নূহের (নোয়াহ) পরে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে আরও অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। তারা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছে; কিন্তু তারা তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি, কারণ তারা পূর্বেই তাদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। এই ভাবেই আমি সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তরসমূহ মোহর করে দিই।

(৭৫) তারপর আমি মূসা (মোজেস) ও হারুনকে (অ্যারন) ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার অভিজাতদের নিকটে আমার নিদর্শন সহ পাঠিয়েছি; কিন্তু তারা উদ্ধত আচরণ করলো, আর তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। (৭৬) যখন ওদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্য এল তখন তারা বললঃ 'এতো প্রকাশ্য জাদু।' (৭৭) মূসা (মোজেস) বললঃ 'তোমরা কি সত্যকে জাদু বলছো যখন তা তোমাদের কাছে এসে গেছে? এটা কি জাদু? জাদুকরেরা তো কখনও সফল হয় না।' (৭৮) তারা বললঃ 'তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখেছি তা থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করতে পারো এবং এই দেশে তোমাদের দুজনের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হয়? আমরা কখনই তোমাদের দুজনের কথা মানবো না।'

(৭৯) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'তোমরা প্রত্যেক বিজ্ঞ জাদুকরকে আমার কাছে নিয়ে এস।' (৮০) জাদুকরগণ যখন এল তখন মূসা (মোজেস) বললঃ 'তোমরা যা নিক্ষেপ করতে চাও নিক্ষেপ কর।' (৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা (মোজেস) বললঃ 'তোমরা যা এনেছ তা জাদু। অচিরেই আল্লাহ তা নস্যাৎ (খণ্ডন) করে দেবেন। আল্লাহতো নিশ্চিতরূপে উপদ্রবকারীদের কর্ম সমর্থন করেন না। (৮২) আল্লাহ নিজ নির্দেশে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখান, অপরাধীদের কাছে তা যতই অপ্রিয় হোক না কেন।'

(৮৩) অতঃপর মূসাকে (মোজেস) তার সম্প্রদায়ের কিছু যুবক ছাড়া অন্য কেউ মানলো না, ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার দলের অভিজাতদের ভয়ে (অন্যেরা নির্লিপ্ত থাকলো), পাছে তাদেরকে নিপীড়ন করা হয়। নিঃসন্দেহে ফেরাউন (ফ্যারাও) ছিল পৃথিবীতে এক প্রতাপশালী ব্যক্তি, আর সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের একজন। (৮৪) মূসা বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায় ! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখো, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তাহলে তাঁর উপরেই ভরসা কর। (৮৫) তারা বললঃ 'আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে অত্যাচারী লোকদের শিকার বানিও না। (৮৬) এবং তোমার কৃপায় আমাদেরকে অবিশ্বাসী লোকদের হাত থেকে রক্ষা কর।'

(৮৭) আমি মূসা ও তার ভাই এর কাছে নির্দেশ পাঠাই, 'তোমরা তোমাদের লোকদের জন্য মিশরে কিছু ঘর বাড়ির ব্যবস্থা কর, তোমাদের ঘরগুলি উপসনালয় বানাও, আর নামায প্রতিষ্ঠা কর। আস্থাবানদের সুসংবাদ দাও।'

(৮৮) মূসা (মোজেস) বললঃ 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি তো ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার অভিজাতদের পার্থিব জীবনে জাঁকজমক ও ধনসম্পদ দিয়েছ। হে আমাদের প্রভু! এজন্যে তারা তোমার পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। হে আমাদের প্রভু! ওদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং ওদের অন্তর কঠোর করে দাও, যাতে তারা কষ্টদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করে।' (৮৯) আল্লাহ বললেন, 'তোমাদের দুজনের প্রার্থনা গ্রহন করা হল। এখন তোমরা দুজন ধৈর্য ধারণ কর, আর ওদের পথ অনুসরণ করো না যাদের জ্ঞান নেই।

(৯০) আমি ইসরায়িলের সন্তানদের সমুদ্র পার করে দিলাম। তখন উদ্ধত ও আক্রমণাত্মক ভাবে ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার সৈন্যরা তাদেরকে ধাওয়া করল। অবশেষে ফেরাউন (ফ্যারাও) যখন ডুবতে থাকল তখন সে বললঃ 'আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি, যাঁর প্রতি ইসরায়িলের সন্তানরা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি বিশ্বাসীদেরই একজন। (৯১) এখন ? অথচ পূর্বে তুমি বিরুদ্ধাচারণ করছিলে আর তুমি ছিলে অনর্থ সৃষ্টিকারী। (৯২) আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে থাক, অনেক মানুষই আমার নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন রয়েছে।

(৯৩) আমি ইসরায়িলের সন্তানদের পুণ্যভূমিতে আবাস দিলাম, তাদের জন্য উৎকৃষ্ট আহার্য দিলাম; তাদের কাছে (আল্লাহর প্রেরিত) জ্ঞান না আসা পর্যন্ত তারা মতভেদ করেনি। বাস্তবে তোমার প্রভু পুনরুত্থানের দিনে ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করছিল।

(৯৪) আমি তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে তোমার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে ওদের জিজ্ঞাসা কর যারা তোমাদের পূর্বে এই গ্রন্থ পাঠ করেছে। নিঃসন্দেহে তোমার উপর এই সত্য এসেছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে, অতএব তুমি কিছুতেই সন্দিহান হয়ো না। (৯৫) তোমরা ওদের সাথে সম্মিলিত হয়ো না, যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহে অবিশ্বাস করেছে, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

(৯৬) নিঃসন্দেহে যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রভুর কথা চুড়ান্ত হয়ে গেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, (৯৭) এমন কি যদি তাদের কাছে সব নিদর্শন এসে যায় - যতক্ষন তারা কষ্টদায়ক শাস্তি চাক্ষুস না দেখে। (৯৮) ইউনুসের (যোনাহর) সম্প্রদায় ছাড়া আর কোন জনপদের দৃষ্টান্ত কেন নেই যারা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতো যাতে তাদের বিশ্বাস তাদের উপকারে আসতো?

যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করলো তখন আমি পার্থিব জীবনে তাদের থেকে লাঞ্ছনার শাস্তি তুলে নিলাম এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে সুখভোগ করতে দিলাম।

(৯৯) যদি তোমার প্রভু চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যত লোক আছে সবাই বিশ্বাস স্থাপন করতো। তুমি কি লোকদেরকে আস্থাবান হয়ে যেতে বাধ্য করবে? (১০০) আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব; আল্লাহ ঐ লোকদের প্রতি (সন্দেহের) অপবিত্রতা নিক্ষেপ করেন যারা বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করে না।

(১০১) বলঃ 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা দেখ।' তবে নিদর্শন সমূহ ও সতর্কীকরণ অবিশ্বাসীদের কোন উপকারে আসে না। (১০২) তারা তো কেবল এমন (শাস্তির) দিনের প্রতীক্ষা করছে যেমন দিনের মুখোমুখি ওদের পূর্ববর্তী লোকেরা হয়েছে। বলঃ 'প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।' (১০৩) তবে আমি আমার পয়গম্বরদের আর ঐ লোকদের রক্ষা করি যারা আস্থাবান। এই ভাবে আমি এটাকে নিজের দ্বায়িত্ব হিসাবেই নিয়েছি যে, আমি আস্থাবানদের রক্ষা করবো।

(১০৪) বলঃ 'হে লোক সকল! যদি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে (জেনে রাখো) আমি তাদের ইবাদত করি না যাদের তোমরা ইবাদত কর। বরং আমি সেই আল্লাহর ইবাদত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আস্থাবান হতে। (১০৫) তোমার মুখমণ্ডলকে একাগ্র চিত্তে সত্য বিশ্বাসের দিকে নিবিষ্ট কর, আর অংশীবাদীদের দলভুক্ত হয়ো না। (১০৬) আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না যা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। তবে যদি তুমি এমন কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। (১০৭) আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে

নিপতিত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না। আর যদি তিনি তোমার কোন ভাল করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ কেউ ঠেকাতে পারে না। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ প্রদান করেন, তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(১০৮) বলঃ হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসে গেছে। এখন যে সঠিক পথে চলবে, সে তার নিজের জন্যেই চলবে আর যে বিপথগামী হবে সে তার নিজেরই ক্ষতি করবে। আমাকে তোমাদের জন্য দায়বদ্ধ করা হয় নি। (১০৯) (হে নবী!) তোমার প্রতি যে নির্দেশ পাঠানো হয় তুমি তার অনুসরণ কর এবং আল্লাহর বিচার না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর; তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।

১১ ঃ সূরা হুদ (হুদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-রা। এটি এমন একটি গ্রন্থ যার বাণী সমূহ (প্রকৃতিগত ভাবে) মৌলিক। অতঃপর এক প্রজ্ঞাময় এবং সবিশেষ অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। (২) (এটা শিক্ষা দেয়) তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। (৩) তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে এস, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুন্দর জীবনযাপন করাবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাবানকে তার যথার্থ মর্যাদা প্রদান করবেন। যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের শাস্তির আশংকা করি। (৪) তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।

(৫) লক্ষ্য কর - কিভাবে তারা নিজেদের (অভিপ্রায়) গোপন করার জন্য নিজেদেরকে গোপন করে। সচেতন থাকো, তারা যখন বস্ত্রাবৃত হয় তখন তারা যা গোপন করে, আর যা প্রকাশ করে, তা সব আল্লাহ জানেন। তিনি অন্তরের গোপন বিষয়ও ভালভাবে অবগত রয়েছেন। (৬) পৃথিবীতে চলমান সকল প্রাণীর জীবিকার দ্বায়িত্ব আল্লাহর। তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জানেন। সবকিছুই এক স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

(৭) তিনিই সেই সত্তা যিনি ছয় দিনে (সময়ে) আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তখন তাঁর সিংহাসন ছিল পানির উপরে, যাতে তোমাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ তিনি তা পরীক্ষা করতে পারেন। তুমি যদি বল, 'মৃত্যুর পর তোমাদিগকে ওঠানো হবে' তাহলে অবিশ্বাসীরা বলবে, 'এটা তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।' (৮) যদি আমি বিধিনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি তাহলে বলবে, 'শাস্তিটা আটকে রাখছে কিসে?' সচেতন থাক, যে দিন ওটা এসে পড়বে সেদিন তাদের থেকে আর ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। যে জিনিষ নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা তাদেরকে ঘিরে ধরবে।

(৯) যদি আমি মানুষকে নিজ অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই এবং পরে তা প্রত্যাহার করে নিই তাহলে সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (১০) যদি দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করার পর তাকে আমি সুখ আস্বাদন করাই তাহলে সে বলে, 'আমার দুরাবস্থা কেটে গেছে। তখন সে খুব খুশী ও অহংকারী হয়। (১১) তবে যারা ধৈর্য ধারণ করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর অসামান্য পুরস্কার।

(১২) তোমার কাছে যা প্রকাশিত হয়েছে তার কিয়দাংশ বর্জন করার মনোবৃত্তি তোমার মধ্যে জাগ্রত হতে পারে এবং তোমার মনোঃপীড়া আসতে পারে, কারণ তারা বলে, 'কেন তার উপর কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় নি?

অথবা কেন তার সাথে কোন ফেরেস্তা আসে নি?' তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী, আর সবকিছুর দায়ভার তো আল্লাহর। (১৩) তবে তারা কি বলে যে, বার্তাবাহক এই গ্রন্থ নিজে বানিয়েছে? বলঃ 'তোমরা এই রকম দশটি সূরা বানিয়ে আনো, আর আল্লাহ ছাড়া যাকে খুশী ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (১৪) অতএব তারা যদি তোমাদের কথায় সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে, আল্লাহর জ্ঞান নিয়ে এটা (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে, এবং এটাও জানবে যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কি তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে?

(১৫) যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য চায়, আমি তাদের কর্মের প্রতিফল পৃথিবীতেই দিয়ে দিই। তাদেরকে কিছুই কম দেওয়া হয় না। (১৬) এরাই সেই লোক যাদের জন্য পরলোকে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। এখানে তারা যা কিছু করেছে তা নিষ্ফল এবং ব্যর্থ হয়ে গেছে।

(১৭) তাদেরকে কি এমন ব্যক্তিদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যাদের কাছে তাদের প্রভুর নিকট হতে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ আছে, সঙ্গে তাঁর সাক্ষী আছে এবং পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহস্বরূপ মূসার (মোজেস) গ্রন্থ আছে? এরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আর যারা অস্বীকার করে জাহান্নামই হবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। কাজেই এ সম্পর্কে তুমি কোন সন্দেহে নিপতিত হয়ো না। এটা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আগত সত্য গ্রন্থ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না।

(১৮) যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে তাদের চেয়ে বড় অনর্থকারী আর কে আছে? এধরনের লোকদেরকে তাদের প্রভুর সামনে হাজির করা হবে, আর সাক্ষীরা বলবে, 'এরাই সেই লোক যারা এদের প্রভুর নামে মিথ্যা বলেছিল।' জেনে রেখো, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর প্রত্যাখ্যান রয়েছে।

(১৯) এরা এমনই যারা মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়: আর এরাই পরলোকে অবিশ্বাসী। (২০) তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর আল্লাহ ছাড়া ওদের কোন সাহায্যকারীও নেই, ওদের উপর দ্বিগুণ শাস্তি হবে। ওরা শুনতেও পেত না আর দেখতেও পেত না। (২১) এরাই তারা যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে। তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে। (২২) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরাই পরলোকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(২৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর যারা সৎকাজ করেছে এবং নিজের প্রভুর প্রতি বিনয়ী, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৪) ঐ দুপক্ষের এক পক্ষ যেন অন্ধ ও বধির, এবং অন্য পক্ষ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। এরা উভয়েই কি সমান হবে? তোমরা কি ভেবে দেখ না?[১]

(২৫) আমি নূহকে (নোয়াহ) তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।(২৬) তোমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর শাস্তির আশংকা করছি।' (২৭) ঐ সম্প্রদায়ের নেতারা যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিল, তারা বলল, 'আমরা তো দেখছি তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ। তাছাড়া আমাদের মধ্যে হীন, অধম ও বিবেচনাহীন লোক ছাড়া

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(১১ঃ২৪) বিশ্বাস, নিরহঙ্করতা এবং সৎকর্মশীলতা - এই তিনটি বিষয় একই বাস্তবতার বিভিন্ন রূপ। বিশ্বাস হল আল্লাহ ও তাঁর বিশুদ্ধ গুনাবলীর সজ্ঞান আবিষ্কার। নিরহঙ্করতা হল এমন একটি ভাব, যা আল্লাহ চেতনা লাভ করলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে মানব হৃদয়ে জাগ্রত হয়।

কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখছি না। আমরা এটাও দেখছি না যে, আমাদের উপর তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব আছে; বরং আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

(২৮) নূহ বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! বলো দেখি আমার কাছে যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন স্পষ্ট প্রমাণ থাকে এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, আর তা যদি তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয়ে থাকে, তাহলে আমি কি তা তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি? (২৯) হে আমার সম্প্রদায়! এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন সম্পদ চাই না। আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছেই আছে, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আমি কখনই তাদেরকে আমার কাছ থেকে দূর করে দেব না। তারা অবশ্যই তাদের প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করবে; বরং আমি তো দেখছি তোমরাই এক অজ্ঞ জনগোষ্ঠী। (৩০) হে আমার সম্প্রদায়! যদি আমি ঐ লোকদেরকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও হতে কে আমাকে সাহায্য করবে? তোমরা কি চিন্তা করো না? (৩১) আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, আর আমি অদৃশ্যের সংবাদও জানি। আমি এটাও বলি না যে, আমি ফেরেস্তা। আমি একথাও বলতে পারি না যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যারা নিকৃষ্ট তাদেরকে আল্লাহ কোন কল্যাণ দান করবেন না। আল্লাহ ভালভাবেই জানেন তাদের অন্তরে কি আছে। এমন কথা বললে অবশ্যই আমি অত্যাচারী হব।'

(৩২) তারা বললঃ 'হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছ এবং বেশী করেই বিতর্ক করেছ। সুতরাং আমাদের যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তোমার কথা সত্য হলে এখনই তা আমাদের কাছে নিয়ে এস।'

(৩৩) নূহ বললঃ ‘ওটা তো তোমাদের উপর আল্লাহই নিয়ে আসবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন। আর তোমরা তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে যেতে পারবে না। (৩৪) আল্লাহ যদি তোমাদেরকে বিপথগামী করতে চান তাহলে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। তিনিই তোমাদের প্রভু, আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।’

(৩৫) তবে কি তারা বলে, সে (পয়গম্বর) এটাকে উদ্ভাবন করেছে? বলো, ‘যদি আমি এটা উদ্ভাবন করে থাকি তাহলে সে অপরাধ আমার। আর তোমরা যে অপরাধ করছো তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।’

(৩৬) নূহের কাছে বাণী পাঠিয়ে বলা হল, ‘তোমার সম্প্রদায়ের যারা ইতিমধ্যেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস স্থাপন করবে না। অতএব তারা যা করছে তাতে তুমি বিষন্ন হয়ো না। (৩৭) আমার নজরদারীতে এবং আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে নৌকা তৈরী কর। অসদাচারীদের জন্য আমার কাছে কোন অনুরোধ করো না। নিঃসন্দেহে তারা নিমজ্জিত হবে।’ (৩৮) নূহ নৌকা তৈরী করতে লাগল। যখনই তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার কাছ দিয়ে যেত তখনই তারা তাকে উপহাস করত। সে বললঃ ‘যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস করো তবে আমরাই (একদিন) তোমাদেরকে উপহাস করবো, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছো। (৩৯) তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কাদের উপর লাঞ্ছনাকর শাস্তি আসে এবং কাদের উপর স্থায়ী শাস্তি আপতিত হয়।’

(৪০) অবশেষে যখন আমার নির্দেশ এসে গেল এবং ভূপৃষ্ঠ পানির প্লাবনে উচ্ছ্বাসিত হল, তখন আমি নূহকে বললাম, ‘সব রকমের প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও,

ওরা ব্যতীত যাদের সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকেও (উঠিয়ে নাও)।' বস্তুত অল্প কয়েকজনই তার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। (৪১) নূহ বললঃ 'নৌকায় আরোহন কর, আল্লাহর নামেই এটা চলবে আর থামবে। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু ক্ষমাশীল, দয়াবান।' (৪২) নৌকাটি পাহাড়ের মত ঢেউয়ের মধ্যে চলতে লাগল। যে পুত্র দূরে সরে ছিল নূহ তাকে ডাক দিল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহন কর, অবিশ্বাসীদের সাথে থেকো না।' (৪৩) সে বললঃ 'আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।' নূহ বললঃ 'কেবলমাত্র আল্লাহ যাকে দয়া করবেন সে ব্যতীত আজ আল্লাহর নির্দেশ থেকে কেউ রক্ষা পাবে না।' ঢেউ এসে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে অন্যদের সাথে ডুবে গেল। (৪৪) এরপর বলা হল, 'হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল; আর হে আকাশ! বন্ধ কর।' এবং পানি শুকিয়ে দেওয়া হল। কাজ সম্পন্ন হলে নৌকা জুদী পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গেল, আর বলে দেওয়া হল, 'অত্যাচারী সম্প্রদায় দূর হও।'

(৪৫) নূহ তার প্রভুকে ডাকল আর বললঃ 'হে আমার প্রভু! আমার পুত্র আমার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত, আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনিই সবচেয়ে বড় শাসক।' (৪৬) আল্লাহ বললেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। ওর কর্ম মন্দ। অতএব তুমি আমার কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হতে উপদেশ দিচ্ছি।' (৪৭) নূহ বললঃ 'হে প্রভু! যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই এমন কিছু চাওয়া থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, আর আমার উপর দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।'

(৪৮) আদেশ হল, 'হে নূহ! শান্তির সঙ্গে অবতরন কর। তোমার প্রতি, তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের প্রতি এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের কিছু বংশধরদের প্রতি আমার অনুগ্রহ বিরাজ করবে। (ন্যায়পরায়ণহীনদের) আমি কিছুকাল সময় দেব, অতঃপর ওদেরকে আমার পক্ষ হতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। (৪৯) এসব অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। এর আগে তুমিও এসব জানতে না,তোমার সম্প্রদায়ও জানতো না। অতএব ধৈর্য ধারণ কর, অন্তিম পরিণতি আল্লাহ-ভীরুদের জন্যই।'

(৫০) আদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠালাম। সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনই উপাস্য নেই। তোমরা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন কর। (৫১) হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর জন্য তোমাদের কাছে বিনিময় চাইনা। আমার বিনিময় তো তাঁর কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও তোমরা কি বুঝবে না? (৫২) হে আমার সম্প্রদায়! তোমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকে ফিরে এসো, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের শক্তির সাথে আরও শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধী হয়ে বিমুখ হয়ো না।'

(৫৩) তারা বললঃ 'ওহে হুদ! তুমি তো আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসো নি। তোমার কথায় আমরা আমাদের দেবতাদের ত্যাগ করবো না, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না। (৫৪) আমরা বলতে পারি, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেউ তোমাকে কোন অশুভ প্রভাবে আবিষ্ট করেছে।' হুদ বললঃ 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাকো, যাদেরকে তোমরা অংশীদার স্থাপন কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

(৫৫) তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে, অনন্তর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। (৫৬) আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি যিনি আমার প্রভু আর তোমাদেরও প্রভু। এমন কোন প্রাণী নেই যে তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন নয়। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু সঠিক পথেই আছেন।'

(৫৭) 'যদি তোমরা বিমুখ হও তাহলে (জেনে রাখ) আমাকে যা দিয়ে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, আমি তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমার প্রভু অন্য একদল লোককে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু সবকিছুরই সংরক্ষক।' (৫৮) অতঃপর যখন আমার নির্দেশ এসে গেল, তখন আমি নিজ অনুগ্রহে হুদকে রক্ষা করলাম, আর হুদের সাথে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তাদেরও। আমি ওদেরকে এক কঠিন যন্ত্রনা থেকে বাঁচিয়েছিলাম। (৫৯) আদ জাতি তাদের প্রভুর নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করেছিল, তাঁর পয়গম্বরদের অমান্য করেছিল, আর প্রত্যেক বিদ্রোহী ও বিরোধীদের কথা অনুসরণ করেছিল। (৬০) এই পৃথিবীতে তারা যেমন অভিশাপ দ্বারা তাড়িত হচ্ছে,পুনরুত্থানের দিনেও তাড়িত হবে। নিশ্চয়ই, আদ তাদের প্রভুকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। দূর্ভাগ্য আদ জাতির জন্য যারা ছিল হুদের সম্প্রদায়।

(৬১) সামূদ জাতির কাছে আমি ওদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তিনিই তোমাদের মাটি থেকে তৈরী করেছেন এবং তাতেই তোমাদের বসতি দান করেছেন। অতএব ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকে ফিরে এসো। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু নিকটেই আছেন, ডাকলে সাড়া দেন।'

(৬২) তারা বললঃ 'হে সালেহ! ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল; তুমি কি আমাদের ওদের ইবাদত করতে নিষেধ করছো যাদের ইবাদত আমাদের পূর্বপুরুষেরা করত? যে জিনিষের দিকে তুমি আমাদের ডাকছো, সে সম্পর্কে আমরা এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি।' (৬৩) সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! বল দেখি। আমার কাছে যদি আমার প্রভুর কোন স্পষ্ট প্রমাণ থাকে এবং তিনি যদি নিজের পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ দান করে থাকেন, এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি তাহলে আমাকে আল্লাহ থেকে কে বাঁচাবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না।'

(৬৪) 'হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব একে আল্লাহর ভূমিতে বিচরণ করতে দাও। একে কোন রকম কষ্ট দিও না, তাহলে তোমাদের উপর আকস্মিক শাস্তি নেমে আসবে।' (৬৫) অনন্তর তারা তার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বললঃ 'তিনদিন তোমরা তোমাদের ঘরে ভোগ বিলাস করে নাও। এটা একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবে না।' (৬৬) তারপর যখন আমার নির্দেশ এসে গেল, তখন আমি নিজ অনুগ্রহে সালেহ ও যারা তার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম, আর সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে (সুরক্ষিত রাখলাম)। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভুই মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (৬৭) যারা অত্যাচার করেছিল, এক বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে সকালবেলা যে যার ঘরে এমন ভাবে মৃত অবস্থায় পড়ে রইল, (৬৮) যেন তারা সেখানে কখনই বাস করত না। জেনে রেখো, সামুদ জাতি তাদের প্রভুকে অস্বীকার করেছিল। সামূদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত!

(৬৯) ইবরাহীমের (আবরাহামের) কাছে আমার ফেরেস্তারা সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল, তারা অভিবাদন জানিয়ে বলল-'শান্তি'। সেও বলল, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' অতঃপর অনতিবিলম্বে ইবরাহীম (আবরাহাম) একটি ভুনাকৃত গো-বৎস নিয়ে এল। (৭০) কিন্তু সে যখন দেখল তাদের হাত খাবারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না তখন সে সন্ধিগ্ধ হল, এবং তার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বললঃ 'ভয় পেওনা, আমাদেরকে লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।' (৭১) সেখানে ইবরাহীমের (আবরাহামের) স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। সে হেসে ফেলল যখন আমি তাকে ইসহাকের (আইজ্যকের) এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের (জ্যকবের) শুভ সংবাদ দিলাম। (৭২) সে বললঃ 'হায়! আমি সন্তানের জন্ম দেব; আমি এক বুড়ি আর আমার এই স্বামী বৃদ্ধ! এতো অবাক কাণ্ড!' (৭৩) দেবদূতেরা বললঃ 'তুমি আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে অবাক হচ্ছো? হে ইবরাহীমের (আবরাহামের) পত্নী, তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ রয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অত্যন্ত প্রশংসনীয়, বৈভবশালী।'

(৭৪) অতঃপর যখন ইবরাহীমের (আবরাহামের) ভয় দূর হল, আর তার কাছে সুসংবাদ এল, তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমার সাথে সাওয়াল-জবাব করতে লাগল, (৭৫) আসলে ইবরাহীম (আবরাহাম) ছিল একজন ধৈর্যশীল, কোমলপ্রাণ ও আল্লাহমুখী মানুষ। (৭৬) 'হে ইবরাহীম (আবরাহাম)! সাওয়াল-জবাব বন্ধ কর। তোমার প্রভুর নির্দেশ এসে গেছে। ওদের জন্য এমন এক শাস্তি আসছে যা রোধ করা যাবে না।'

(৭৭) যখন আমার ফেরেস্তাগণ লূতের কাছে এল তখন সে ঘাবড়ে গেল, তার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সে বললঃ 'আজ এক সঙ্কটময় দিন।'

(৭৮) তার সম্প্রদায়ের লোকেরা, যারা পূর্ব থেকেই অপকর্ম করতে অভ্যস্ত ছিল, দৌড়ে তার কাছে এল। লূত বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! এই আমার মেয়েরা আছে। এরা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে আমার অতিথিদের সামনে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল লোক নেই?' (৭৯) তারা বললঃ 'তুমি তো জান যে, তোমার মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই, আর তুমি এও জানো, আমরা কি চাই।'

(৮০) লূত বললঃ 'যদি আমার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা থাকত! কিম্বা আমি যদি কোন শক্ত অবলম্বনের কাছে আশ্রয় নিতে পারতাম! (৮১) ফেরেস্তাগণ বললঃ 'হে লূত! আমরা তোমার প্রভুর দূত। এরা তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। তুমি তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে অন্যত্র বেরিয়ে যাও, আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তোমার স্ত্রীর কথা আলাদা। ওদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। ওদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে সকাল, সকাল কি নিকটবর্তী নয়?' (৮২) অতঃপর যখন আমার নির্দেশ এল, তখন জনপদটি একেবারে উল্টে দিলাম এবং তার উপর অবিরাম পাথর বর্ষণ করলাম, (৮৩) যা তাদের জন্য তোমার প্রভুর কাছে চিহ্নিত করা ছিল। জুলুমকারীদের এই শাস্তি বেশি দূরের ব্যাপার ছিল না।

(৮৪) মাদিয়ান সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই শো'আইবকে পাঠালাম। সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনই উপাস্য নেই, আর মাপে ও ওজনে কম দিও না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখতে পাচ্ছি, আর আমি তোমাদের প্রতি

এক পরিবেষ্টনকারী দিবসের শাস্তির ভয় করছি। (৮৫) হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়ের সাথে মাপ ও ওজন পরিপূর্ণ ভাবে দিও এবং মানুষকে তাদের জিনিষপত্র কম দিও না, আর পৃথিবীতে অনাচার করে বেড়িও না। (৮৬) আল্লাহর প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা আস্থাবান হও। আমি তোমাদের প্রহরী নই।'

(৮৭) তারা বললঃ 'হে শো'আইব! তোমার প্রার্থনা কি তোমাকে বলে যে, আমরা তাদেরকে বর্জন করি যাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষরা ইবাদত করত, এবং আমরা আমাদের সম্পত্তি আমাদের ইচ্ছামত ভোগ করা বর্জন করি? বাস্তবিক তুমি হচ্ছো বড় সত্যবাদী ও সদাচারী ব্যক্তি!

(৮৮) শো'আইব বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! বলো, আমার কাছে যদি আমার প্রভুর কোন স্পষ্ট প্রমাণ থাকে এবং তিনি যদি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম জীবিকা দান করে থাকেন, (তাহলে আমি কি তোমাদের সঠিক নির্দেশনা দেব না?) আমি তোমাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করছি তোমাদের প্রতি বিরোধিতা করে সেই কাজ আমি নিজে করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাইছি। আমার সামর্থ তো আল্লাহই দান করবেন। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করেছি, এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করছি। (৮৯) হে আমার সম্প্রদায়! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারী কার্যের পরিণামে তোমাদের উপর যেন এমন বিপত্তি না আসে যেমন নূহের সম্প্রদায়, হুদের সম্প্রদায়, সালেহের সম্প্রদায় এর উপর এসেছিল, আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরের নয়। (৯০) তোমার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর তাঁর দিকেই ফিরে এস। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু দয়াবান ও স্নেহপরায়ণ।'

(৯১) তারা বললঃ 'হে শো'আইব! তুমি যা বল তার অনেকটাই আমরা বুঝি না। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাদের মধ্যে দুর্বল।

যদি তোমার গোত্রের লোকজন না থাকত তাহলে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম। আমাদের মধ্যে তোমার তো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' (৯২) শো'আইব বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার গোত্রের লোকজন কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আল্লাহকে তোমরা পিছনে ফেলে রেখেছ। নিঃসন্দেহে তোমরা যা কর তা সবই আমার প্রভুর নিয়ন্ত্রনে। (৯৩) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রীতি অনুযায়ী কাজ করে যাও, আমি আমার রীতি অনুযায়ী কাজ করতে থাকবো। শিঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার উপর লাঞ্ছনাকর শাস্তি আসে, আর কে মিথ্যাবাদী। প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

(৯৪) যখন আমার নির্দেশ এল, আমি শো'আইবকে এবং যারা তার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর যারা অত্যাচার করেছিল তাদেরকে এক বিকট শব্দ পাকড়াও করল। অতএব তারা নিজেদের ঘরে মৃত অবস্থায় এমন ভাবে পড়ে রইল, (৯৫) যেন তারা কখনই ওখানে বসবাসই করেনি। জেনে রেখো, অভিসম্পাত রয়েছে মাদইয়ানদের জন্য যেমন অভিসম্পাত হয়েছিল সামূদদের!

(৯৬) আমি মূসাকে নির্দশন ও স্পষ্ট প্রমাণ সহ পাঠালাম, (৯৭) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা ফেরাউনের আদেশমত চলল, যদিও ফেরাউনের আদেশ সঠিক ছিল না। (৯৮) শেষ বিচারের দিনে সে তার লোকদের পুরোভাগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কত নিকৃষ্ট স্থান যেখানে তারা পৌঁছাবে! (৯৯) এই পৃথিবীতে অভিসম্পাত সদাসর্বদা তাদেরকে অনুসরণ করছে এবং পুনরুত্থানের দিনেও অনুসরণ করবে। যে প্রতিফল তাদেরকে দেওয়া হবে তা কতই নিকৃষ্ট!

(১০০) তোমাকে যে জনপদ সমূহের বিবরণ আমি শোনাচ্ছি, তার মধ্যে কিছু জনপদ এখনও পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে, আর কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। (১০১) আমি তাদের প্রতি কোন অবিচার করিনি বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে ফলে, যখন তোমার প্রভুর নির্দেশ এসে গেল তখন আল্লাহ ছাড়া তারা যেসব উপাস্যকে ডাকত, তারা তাদের কোনই উপকার করেনি। তারা কেবল তাদের সর্বনাশই বৃদ্ধি করেছে।

(১০২) তোমার প্রভু যখন পাপিষ্ঠদের জনপদ সমূহকে পাকড়াও করেন তখন এই ভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড় কষ্টদায়ক ও মারাত্মক। (১০৩) যারা পরলোকের শাস্তির ভয় করে এতে তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। সে এমনই একটা দিন যে দিন সবাইকে একত্রিত করা হবে, আর তা হবে হাজিরার দিন। (১০৪) কেবল একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ের জন্যই আমি তা বিলম্বিত করছি। (১০৫) সেই দিন যখন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই কথা বলতে পারবে না। তাই তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য, আর কেউ হবে ভাগ্যবান।

(১০৬) অতএব যারা হতভাগা তারা থাকবে জাহান্নামে । সেখানে তাদের জন্য থাকবে হা-হুতাশ আর আর্তনাদ, (১০৭) যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে, তারা সেখানে ততদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকবে, তবে তোমার প্রভু চাইলে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। তোমার প্রভু তো যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। (১০৮) যারা ভাগ্যবান তারা জান্নাতে থাকবে। তারা সেখানে ততদিন থাকবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে। তবে তোমার প্রভু চাইলে কোন ব্যতিক্রমও হতে পারে। এটা হবে এক অন্তহীন কৃপা। (১০৯) অতএব তারা যা কিছুর ইবাদত করছে সে সম্পর্কে তুমি কোন সংশয়ে থেকো না। তারা ঠিক তেমনই ইবাদত করছে যেমন তাদের পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষেরা ইবাদত করত। আমি ওদের প্রাপ্য কিছু কম করবো না, পূর্ণমাত্রায় দেব।

(১১০) আমি তো মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে মতভেদ করা হল। যদি তোমার প্রভুর পক্ষ হতে একটি কথা পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে না থাকত, তাহলে তৎক্ষনাৎ তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেত। এই ব্যাপারে তারা গভীর সংশয়ে পড়ে আছে, যা ওদেরকে সন্তুষ্ট হতে দেয় না। (১১১) নিশ্চিতরূপে তোমার প্রভু প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। তারা যা করছে তিনি তার খবর রাখেন।

(১১২) অতএব যেমন আদিষ্ট হয়েছ, তুমি ও তোমার সাথে যারা আল্লাহমুখী হয়েছে সকলেই (সরলপথে) অটল থাকো এবং বাড়াবাড়ি করো না। নিঃসন্দেহে তিনি দেখছেন যা তোমরা করছো। (১১৩) জুলুমকারীদের দিকে ঝুঁকবে না। ঝুঁকলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন ত্রানকর্তা নেই, অতএব তোমরা কারও সাহায্য পাবে না। (১১৪) দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের কিছু অংশে নামাযে রত হও। নিঃসন্দেহে ভাল কাজ খারাপ কাজ দূর করে দেয়। এটা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। (১১৫) ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিফল নষ্ট করেন না।

(১১৬) তাহলে, তোমার পূর্বের জাতি সমূহের মধ্যে এমন সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ হলো না কেন, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধা দিত? তবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গ ছিল, যাদেরকে আমি তাদের মধ্যে হতে রক্ষা করেছিলাম। অনিষ্ঠকারীরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত ছিল। তারা ছিল অপরাধী। (১১৭) কোনো জনপদের অধিবাসীরা সৎকর্মশীল থাকা অবস্থায় তোমার প্রভু অন্যায়ভাবে ঐ জনপদসমূহ ধ্বংস করতে পারেন না।

(১১৮) যদি তোমার প্রভু চাইতেন তাহলে তিনি সব মানুষকে একই সম্প্রদায় করে দিতেন; কিন্তু তাতেও তারা মতভেদ করতে থাকবে। (১১৯) তবে যাদেরকে তোমার প্রভু অনুগ্রহ করেন, তাদের কথা ভিন্ন।

আর এজন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার প্রভুর এই কথা বাস্তবায়িত হবেই- 'আমি অবশ্যই এক সঙ্গে জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেব।'

(১২০) পয়গম্বরদের সব ঘটনা আমি তোমার কাছে বলছি, যা তোমার অন্তরকে মজবুত করবে। এরই মাধ্যমে তোমার কাছে সত্য এসেছে,আর আস্থাবানদের জন্য এসেছে উপদেশ ও স্মারক। (১২১) যারা বিশ্বাস করেনি ওদেরকে বলঃ 'তোমরা তোমাদের রীতি অনুযায়ী কাজ কর, আর আমরা আমাদের রীতি অনুযায়ী কাজ করছি। (১২২) আর প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করছি।' (১২৩) আল্লাহর কাছে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর গোপন কথা এবং তাঁর কাছেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব তুমি তাঁরই ইবাদত কর, আর তাঁর উপরেই নির্ভর কর। তোমরা যা কর তোমার প্রভু সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

১২ ঃ সূরা ইউসুফ (যোসেফ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-রা। এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাণী। (২) আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন (রূপে) অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) এই কুরআনের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা সমূহ শোনাচ্ছি। এর পূর্বে নিঃসন্দেহে তুমি তো কিছুই জানতে না।

(৪) যখন ইউসুফ (যোসেফ) তার পিতা ইয়াকুবকে (জ্যাকব) বললঃ 'পিতা আমি স্বপ্নে এগারোটি তারকা, সূর্য ও চন্দ্রকে দেখলাম। আমি দেখলাম, তারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে।' (৫) তার পিতা বললঃ 'হে আমার পুত্র! তুমি তোমার এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদেরকে বলো না; তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

(৬) এই ভাবেই তোমার প্রভু তোমাকে মনোনীত করবেন, আর তোমাকে কথার (স্বপ্নের) তাৎপর্য শেখাবেন এবং তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের (জ্যাকবের) সন্তানদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি ইতিপূর্বে তোমার অগ্রজ ইবরাহীম (আবরাহাম) ও ইসহাকের (আইজ্যকের) প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ।'

(৭) অবশ্যই ইউসুফ (যোসেফ) আর তার ভাইদের ঘটনায়, জিজ্ঞাসুদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে। (৮) যখন তারা বলেছিলঃ 'ইউসুফ (যোসেফ) ও তার ভাই বেনিয়ামিন (বেঞ্জামিন) আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়েও অধিক প্রিয়; অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল, আসলে আমাদের পিতা পরিষ্কার বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। (৯) ইউসুফকে (যোসেফ) হত্যা কর অথবা তাকে কোথাও ফেলে এস, যাতে তোমাদের পিতার মনোযোগ শুধু তোমাদের উপরেই নিবদ্ধ হয়। এরপর তোমরা পূর্ণ সদাচারী হয়ে যাও।' (১০) তাদের মধ্যে একজন বললঃ 'ইউসুফকে (যোসেফ) হত্যা করো না। যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তাহলে ওকে কোন অন্ধকূপে ফেলে দাও। কোন যাত্রীদল তাকে বের করে নিয়ে যাবে।'

(১১) তারা তাদের পিতাকে বললঃ 'হে আমাদের পিতা! আপনি ইউসুফের (যোসেফ) ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না কেন? আমরা তো তার হিতাকাঙ্খী। (১২) কাল ওকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে খাওয়া দাওয়া করবে, খেলা-ধূলা করবে। আমরা তাকে দেখে-শুনে রাখবো।' (১৩) পিতা বললঃ 'তোমরা ওকে নিয়ে গেলে আমি চিন্তিত থাকবো। আমার ভয় হয়, তোমরা যখন ওর ব্যাপারে অসাবধান থাকবে তখন তাকে হয়তো কোন নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।' (১৪) তারা বললঃ 'আমরা একটা শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও তাকে যদি নেকড়ে বাঘে খায়, তাহলে তো আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব।

(১৫) এরপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, ওকে একটি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করবে। আমি ইউসুফের (যোসেফের) কাছে ওহী (বার্তা) পাঠালাম, 'তুমি ওদেরকে ওদের এই অপকর্ম একদিন অবহিত করবে যখন তারা তোমাকে চিনতে পারবে না।' (১৬) সন্ধায় তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এল। (১৭) তারা বললঃ 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগীতা করছিলাম এবং ইউসুফকে (যোসেফ) আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তখন নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা সত্য কথা বললেও আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেন না।' (১৮) তারা ইউসুফের (যোসেফ) জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে এনেছিল। পিতা বললঃ 'না! তোমাদের অন্তর তোমাদেরকে মন্দ কর্ম করতে প্রলুব্ধ করছে। এখন ধৈর্যই শ্রেয়; আর যে ক্ষতির কথা তোমরা বলছো তা সহ্য করতে আল্লাহরই সহায়তা চাই।'

(১৯) অতঃপর এক যাত্রীদল এসে তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠাল। সে কুয়োর মধ্যে তার বালতি ঝুলিয়ে দিল। সে বললঃ 'সুসংবাদ! এতো দেখছি একটি বালক!' তারা বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে তাকে লুকিয়ে নিল। আল্লাহ ভালভাবেই জানতেন যা কিছু তারা তখন করছিল। (২০) তারা তাকে স্বল্পমূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রায়) বিনিময়ে, বিক্রি করে দিল; তারা তাকে এত গুরুত্বহীন মনে করেছিল।

(২১) মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ 'সম্মানজনক ভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে; কিম্বা আমরা একে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।' এই ভাবেই আমি ইউসুফকে (যোসেফ) ওই দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম, যাতে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি। সর্ব বিষয়ের প্রভুত্ব তো আল্লাহরই। যদিও অধিকাংশ মানুষ জানে না। (২২) অতঃপর সে যখন

পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করি। এই ভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।

(২৩) ইউসুফ (যোসেফ) যে মহিলার বাড়িতে ছিল, সে তাকে প্ররোচিত করতে লাগল এবং একদিন ঐ মহিলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললঃ 'এই দিকে এসো।' ইউসুফ (যোসেফ) বললঃ 'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। প্রকৃতপক্ষে (আপনার স্বামী) আমার মালিক, তিনি আমাকে সম্মানের সাথে রেখেছেন। নিঃসন্দেহে অন্যায়কারীরা কখনই সফল হয় না।' (২৪) আসলে ঐ মহিলা তাকে নিয়ে কুচিন্তা করেছিল। সেও তাতে সম্মতি দিত, যদি সে তার প্রভুর নিদর্শন না দেখত - আমি এটা করেছিলাম, যাতে আমি তাকে অপকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখতে পারি। নিঃসন্দেহে সে আমার মনোনিত বান্দাদেরই অন্যতম ছিল।

(২৫) তারা দুজনেই দরজার দিকে দৌড়ে গেল, টানাটানি করে মহিলা পিছন থেকে ইউসুফের (যোসেফ) জামা ছিঁড়ে ফেলল। দুজনে দরজার কাছে মহিলার স্বামীকে দেখতে পেল। তখন মহিলা বললঃ 'তোমার স্ত্রীর সাথে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করতে চেয়েছে, তাকে কারারুদ্ধ করা অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে?' (২৬) ইউসুফ (যোসেফ) বললঃ 'ইনিই আমাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছেন।' তখন মহিলার পরিবারের জনৈক এই ভাবে সাক্ষ্য দিল যে, 'যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলার কথা সত্য আর তার কথা মিথ্যা। (২৭) আর যদি তার জামা পিছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলা মিথ্যা বলেছে আর সে সত্য বলেছে।' (২৮) অতঃপর সে (মহিলার স্বামী) যখন দেখল ইউসুফের (যোসেফের) জামা পিছন থেকে ছেঁড়া, তখন সে বললঃ 'নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের মহিলাদের চক্রান্ত। আর তোমাদের চক্রান্ত তো ভয়ানক ধরনের হয়! (২৯) ইউসুফ (যোসেফ), এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর (হে মহিলা!) তুমি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমিই তো অপরাধ করেছ।'

(৩০) নগরের মহিলাবৃন্দ বলতে লাগল যে, 'আজীজের (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির) পত্নী তার যুবক ক্রীতদাসকে ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। ভালোবাসা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নিঃসন্দেহে, আমরা দেখছি, সে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত।' (৩১) যখন সে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল তখন তাদেরকে আমন্ত্রণ করল এবং তাদের জন্য এক ভোজ সভার আয়োজন করল, আর তাদের প্রত্যেককে এক একটি ছুরি দিল এবং ইউসুফকে (যোসেফ) বললঃ 'তুমি এদের সামনে এস।' যখন মহিলারা তাকে দেখল, তখন তারা বিমোহিত হয়ে পড়ল, এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল এবং অবাক হয়ে বললঃ 'আল্লাহর মহিমা, এতো মানুষ নয়, এটা কোন মহান ফেরেস্তা!' (৩২) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির স্ত্রী বললঃ 'এই সেই যুবক যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে নিন্দা করছিলে, আর আমি একে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু সে বেঁচে গেছে। আমি তাকে যা করতে বলছি সে যদি তা না করে তাহলে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে এবং অবশ্যই সে লাঞ্ছিত হবে।' (৩৩) ইউসুফ (যোসেফ) বললঃ 'হে আমার প্রভু! তারা আমাকে যা করতে বলছে তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে অধিক প্রিয়। যদি আপনি এদের ষড়যন্ত্র হতে আমাকে রক্ষা না করেন তাহলে আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (৩৪) অতঃপর তার প্রভু তার নিবেদনে সাড়া দেন এবং ওদের চক্রান্ত হতে তাকে রক্ষা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(৩৫) প্রমাণাদি দেখার পর তারা তাকে কিছুকালের জন্য কারাগারে রাখার মনস্থ করল। (৩৬) কারাগারে তার সাথে আরও দুই যুবক প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একজন (একদিন) বললঃ 'আমি স্বপ্ন দেখলাম আমি মদ তৈরি করছি,' আর অপরজন বললঃ 'আমি দেখলাম আমি মাথায় রুটি বহন

করছি আর পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর তাৎপর্য বলে দাও। আমরা দেখছি তুমি একজন ভাল লোক।’

(৩৭) ইউসুফ (যোসেফ) বললঃ ‘তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয় তা পরিবেশন করার আগেই আমি তোমাদেরকে এই স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দেব। এই জ্ঞান আমার প্রভুই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ওদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর পরলোকে বিশ্বাসী নয়। (৩৮) আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আবরাহাম), ইসহাক (আইজ্যাক) আর ইয়াকুবের (জ্যাকব) ধর্ম অনুসরণ করেছি। আমাদের এই অধিকার নেই যে, আমরা কোন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করি। এটা আমাদের প্রতি ও সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৩৯) হে আমার কারাগারের সাথী! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না কি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ভাল? (৪০) আল্লাহ ব্যতীত তোমরা তো কেবল কতকগুলো নামের উপাসনা করছো, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা উদ্ভাবন করেছো। আল্লাহ তো ওগুলো সম্পর্কে কোন তথ্য প্রমাণ পাঠান নি। সমস্ত ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কিছুর ইবাদত করবে না। এটাই সঠিক ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।’

(৪১) ‘হে আমার কারাগারের সাথীরা! তোমাদের মধ্যে একজন তার মনিবকে মদ্যপান করাবে, আর অন্যজনকে শূলে চড়ানো (ক্রুশবিদ্ধ করা) হবে এবং পাখি তার মাথা থেকে আহার করবে। তোমরা যে ব্যাপারে জানতে চাইছো তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।’ (৪২) দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে বলে ইউসুফ (যোসেফ) অনুমান করেছিল তাকে সে বললঃ ‘তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলবে;’ কিন্তু শয়তান তাকে মনিবের কাছে

তার বিষয় বলবার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং ইউসুফকে (যোসেফ) আরও কয়েক বৎসর কারাগারে বন্দি থাকতে হল।

(৪৩) রাজা বললঃ 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, সাতটি মোটা-তাজা গাভীকে সাতটি রোগা দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে, আর শস্যের সাতটি সবুজ শীষ ও আরও সাতটি শুষ্ক শীষ। হে পারিষদ্‌বর্গ! আমার স্বপ্নের অর্থ আমাকে বল, যদি তোমরা স্বপ্নের অর্থ জানো।' (৪৪) তারা বললঃ 'এটা একটা কাল্পনিক স্বপ্ন। আমরা এরকম স্বপ্নের অর্থ জানি না।' (৪৫) ঐ দুজন কয়েদির মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে তার (ইউসুফের কথা) স্মরণে এল, সে বললঃ 'আমি আপনাদেরকে এর অর্থ জানাতে পারবো। অতএব আমাকে (ইউসুফের কাছে) যেতে দিন।'

(৪৬) 'হে ইউসুফ (যোসেফ)! হে সত্যবাদী! আমাকে এই স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দাও - সাতটি মোটা-তাজা গাভীকে সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে, আর সাতটি সবুজ শস্য শীষ আর অন্য সাতটি শুষ্ক শীষ, যাতে আমি ওদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে জানাতে পারি।' (৪৭) ইউসুফ (যোসেফ) বললঃ 'তোমরা সাত বছর চাষাবাদ করবে। এই সময় তোমরা যে, শস্য কেটে আনবে তার মধ্যে তোমাদের খাওয়ার জন্য অল্প পরিমাণ ছাড়া বাকিটা শীষ সমেত রেখে দেবে। (৪৮) এরপরে সাতটি কঠিন বছর আসবে তখন; কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে তা ব্যতীত লোকেরা সব খেয়ে ফেলবে। (৪৯) এর পরে একটি বছর আসবে যখন মানুষ প্রচুর বৃষ্টিপাত পাবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিষ্কাসন করবে।'

(৫০) রাজা বললঃ 'ওকে (ইউসুফ) আমার কাছে নিয়ে এস;' কিন্তু দূত যখন তার কাছে গেল তখন সে বললঃ 'তুমি তোমার মনিবের কাছে

ফিরে যাও আর তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে মহিলারা নিজেদের হাত কেটেছিল তাদের খবর কি ? আমার প্রভু তো তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত আছেন।' (৫১) রাজা মহিলাদেরকে বললঃ 'যখন তোমরা ইউসুফকে (যোসেফ) প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলে তখন আসলে কি ঘটেছিল ? তারা বললঃ 'আল্লাহর মহিমা ! তার মধ্যে আমরা কোন দোষ দেখতে পাই নি।' সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির স্ত্রী বললঃ 'এখন সত্য প্রকাশ হয়েছে। আসলে আমিই তাকে প্ররোচিত করেছিলাম, আর নিঃসন্দেহে সে সত্যবাদী।'

(৫২) (যোসেফ বলল) 'এটা এজন্য প্রয়োজন ছিল, যাতে সে (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) জানতে পারে যে, আমি গোপনে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। (৫৩) আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না। মন তো কু-মন্ত্রণা দিয়েই থাকে; তবে আমার প্রভু অনুগ্রহ করলে ভিন্ন কথা। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু ক্ষমাশীল দয়াবান।'

(৫৪) রাজা বললঃ 'তোমরা তাকে (যোসেফ) আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে বিশ্বস্ত সহচর করে রাখবো।' তারপর ইউসুফ (যোসেফ) যখন রাজার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বললঃ 'আজ থেকে তুমি আমার এখানে মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত হলে।' (৫৫) ইউসুফ (যোসেফ) বললঃ 'আপনি আমাকে দেশের কোষাগারের দায়িত্ব দিন। আমি একজন ভাল সংরক্ষক এবং এই ব্যাপারে আমার পর্যাপ্ত জ্ঞানও আছে।' (৫৬) এই ভাবেই আমি ইউসুফকে (যোসেফ) ঐ দেশে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সেই দেশে সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতো। আমি যাকে চাই আমার অনুগ্রহ প্রদান করি, আর আমি পুণ্যবানদের প্রতিফল নষ্ট করি না। (৫৭) তাদের কাছে পরকালের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ, যারা বিশ্বাসী ও ঐশীপরায়ণ।

(৫৮) ইউসুফের (যোসেফ) ভাইয়েরা মিশরে এল। তারপর তার কাছে পৌঁছল। ইউসুফ তাদেরকে চিনতে পারল; কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারল না। (৫৯) সে তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিয়ে বললঃ 'তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও আমার কাছে নিয়ে আসবে। দেখছ না যে, আমি শস্য পূর্ণ মাত্রায় দিচ্ছি এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ? (৬০) আর যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না নিয়ে আসো তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন শস্য বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার কাছে আসতেও পারবে না।' (৬১) তারা বললঃ 'আমরা তার সম্বন্ধে তার পিতাকে রাজি করানোর চেষ্টা করবো। একাজ আমাদের করতেই হবে।'

(৬২) ইউসুফ (যোসেফ) তার কর্মচারীদের বলে দিল, 'ওদের পণ্য মূল্য ওদের সামগ্রীর মধ্যে রেখে দিও, যাতে তারা ঘরে পৌঁছনোর পর জানতে পারে। তাহলে ওদের আবার আসার সম্ভাবনা থাকবে।' (৬৩) অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে এল তখন বললঃ 'হে পিতা! আমাদের বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অতএব আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে (বেঞ্জামিন) যেতে দিন যাতে আমরা বরাদ্দ আনতে পারি। আমরা অবশ্যই তাকে হেফাজত করবো।' (৬৪) সে (ইয়াকুব) বললঃ 'পূর্বে তোমাদেরকে ওর (ইউসুফ) ব্যাপারে যেমন বিশ্বাস করেছিলাম এর ব্যাপরেও কি তোমাদের সেই রকম বিশ্বাস করবো? যাইহোক আল্লাহই শ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী, আর তিনিই সবচেয়ে বড় দয়ালু।'

(৬৫) যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল তখন দেখল যে, তাদের পণ্য মূল্যও তাদেরকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। তারা বললঃ 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি আশা করতে পারি? আমাদের পণ্য মূল্যও আমাদেরকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা যাব, আর আমাদের

পরিবার-পরিজনদের জন্য খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসবো, আর আমাদের ভাইকে হেফাজতে রাখব, আর এক উট বোঝাই খাদ্য অতিরিক্ত আনবো, এ তো (যা আমরা নিয়ে এসেছি) স্বল্পই।' (৬৬) সে (ইয়াকুব) বললঃ 'আমি একে তোমাদের সাথে কখনই পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার কাছে আল্লাহর নামে এই শপথ করবে যে, তোমরা একে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেই। তবে তোমরা নিজেরা (অসহায় পরিস্থিতিতে) পরিবেষ্টিত হলে অন্য কথা।' অতঃপর তারা যখন তার কাছে শপথ করল, তখন সে (ইয়াকুব) বললঃ 'আমরা যা বলছি সে ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষী।'

(৬৭) সে (ইয়াকুব) বললঃ 'হে আমার পুত্রেরা! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করবে না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আমি কিন্তু আল্লাহর বিধানের বিপরীতে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো না। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। আমি তাঁর উপরেই ভরসা করি, তাঁর উপরেই সকলের ভরসা করা উচিত।' (৬৮) যেভাবে তাদের পিতা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল, সেইভাবে তারা (নির্বিঘ্নে) প্রবেশ করলো। সেই ভাবে প্রবেশ করলেও তাতে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তাদের কোন ফল হয় নি। এতে শুধু ইয়াকুবের (জ্যাকব) মনের একটি ইচ্ছাই পূরণ হল। নিঃসন্দেহে সে আমারই দেওয়া জ্ঞানের শিক্ষায় জ্ঞানী ছিল; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

(৬৯) যখন তারা ইউসুফের (যোসেফ) কাছে হাজির হল তখন সে তার ভাইকে (বেঞ্জামিন) এক পাশে নিয়ে গেল এবং বললঃ 'আমিই তোমার ভাই (যোসেফ)। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।' (৭০) অতঃপর যখন তাদের সামগ্রী প্রস্তুত করে দেওয়া হল তখন সে তার ভাই এর মালপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি রেখে দিল। তারপর একজন ঘোষক

ঘোষণা করল, 'হে যাত্রীদল! নিশ্চয়ই তোমরা চুরি করেছো।' (৭১) তারা তাদের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলঃ 'তোমরা কি হারিয়েছো?' (৭২) তারা বললঃ 'আমরা রাজার পানপাত্র পাচ্ছি না, আর যে এটা এনে দিতে পারবে সে এক উট বোঝাই সামগ্রী পাবে - আমি এই ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করছি।' (৭৩) তারা বললঃ 'আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জানো আমরা এদেশে অনর্থ ঘটাতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।' (৭৪) ইউসুফের (যোসেফ) লোকেরা বললঃ 'যদি তোমরা মিথ্যুক প্রমাণিত হও তাহলে ঐ চোরের শাস্তি কি হবে?' (৭৫) তারা বললঃ এর শাস্তি হলো, যার মালপত্র থেকে ওটা পাওয়া যাবে,পাপের প্রায়শ্চিত্যের জন্য তাকে (দাস হিসাবে) বন্দি করা হবে। আমরা অপরাধীদের এমনই শাস্তি দিয়ে থাকি। (৭৬) অতঃপর (ঘোষক) তার (ছোট) ভাই এর পূর্বে অন্যদের থলি তল্লাশি শুরু করল, তারপর তার ভাই এর থলি থেকে পানপাত্রটি বের হল। এই ভাবে আমি ইউসুফের (যোসেফ) জন্য কৌশল অবলম্বন করি। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সে রাজার আইনে নিজের ভাইকে রেখে দিতে পারত না। আমি যাকে চাই উচ্চ মর্যাদা দান করি, আর সকল জ্ঞানীর উপরে আছেন এক মহাজ্ঞানী।

(৭৭) তারা বললঃ 'যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে ইতিপূর্বে তার এক ভাইও চুরি করেছিল।' ইউসুফ (যোসেফ) তখন কথাটি নিজের মনে গোপন রেখেছিল, তাদের কাছে প্রকাশ্যে কিছু বলল না। সে নিজের মনে বলেছিলঃ 'তোমরা নিজেরা খুবই নিকৃষ্ট লোক, আর যা কিছু তোমরা বলছ আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন।' (৭৮) তারা বললঃ 'হে মহানুভব! এর এক বৃদ্ধ পিতা আছে; অতএব আপনি এর বদলে আমাদের মধ্য হতে কাউকে রেখে দিন। আমরা মনে করি আপনি একজন মহানুভব মানুষ।' (৭৯) সে উত্তর দিলঃ 'যার কাছে আমাদের সামগ্রী পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে ধরতে আল্লাহ

নিষেধ করেছেন? তাহলে আমরা তো অবশ্যই অসদাচারী বলে গণ্য হব।'

(৮০) যখন তারা তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন একান্তে গোপন পরামর্শ করতে থাকল। তাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল, সে বললঃ 'তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ নিয়েছেন, আর এর আগেও তোমরা ইউসুফের (যোসেফ) ব্যাপারে অন্যায় করেছ। অতএব আমি এখান থেকে যাব না যতক্ষণ না পিতা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেন কিম্বা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই তো শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও আর বলঃ 'হে আমাদের পিতা! তোমার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা জেনেছি কেবল সেই কথাই বললাম। আমরা তো অদৃশ্য বিষয় জানি না। (৮২) যে জনপদে আমরা ছিলাম আর যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।'

(৮৩) পিতা বললঃ 'না, তোমরা মনগড়া গল্প বানিয়ে এনেছ। অতএব ধৈর্য ধারণই উত্তম। হয়তো আল্লাহ সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (৮৪) সে মুখ ফিরিয়ে নিল আর বললঃ 'হায় ইউসুফ (যোসেফ)!' শোকে তার চোখ দুটি সাদা হয়ে গেল। সে বেদনায় কাতর হয়ে পড়ল। (৮৫) তারা বললঃ 'আল্লাহর শপথ। আপনি কি কেবল ইউসুফের (যোসেফ) স্মরণ করতেই থাকবেন যতক্ষণ না আপনি শারীরিক ভাবে বিধ্বস্ত হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন?' (৮৬) সে বললঃ 'আমি শুধু আমার দুঃখ আর মনের কষ্ট আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করছি, আর আল্লাহ আমাকে এমন কিছু জানিয়েছেন যা তোমরা জান না। (৮৭) হে আমার পুত্রগণ! যাও ইউসুফ (যোসেফ) আর তার ভাইকে অন্বেষণ কর, আর আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। অবিশ্বাসীরা ছাড়া কেউ আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না।'

(৮৮) অতঃপর তারা যখন আবার ইউসুফের (যোসেফ) কাছে গেল, তারা বললঃ 'হে মহানুভব! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ খুবই কষ্টে আছি এবং আমরা সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি আমাদের পুরো বরাদ্দ দিন আর আমাদের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বদান্যতা প্রদর্শনকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।' (৮৯) তিনি বললেনঃ 'তোমরা ইউসুফ (যোসেফ) ও তার ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করেছিলে তা কি জান? তোমরা তো অজ্ঞ।' (৯০) তারা বললঃ 'আসলে তুমিই কি ইউসুফ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ, আর এ আমার ভাই। আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ভয় করে ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ সেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

(৯১) ভাইয়েরা বললঃ 'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।' (৯২) ইউসুফ (যোসেফ) বললঃ 'আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন! তিনি সবচেয়ে বড় দয়ালু। (৯৩) তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও, আর এটাকে আমার পিতার মুখের উপর রাখো, তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে আমার কাছে এসো।'

(৯৪) যখন কাফেলা (মিশর থেকে) রওয়ানা হল তখন তাদের পিতা (কেনআন থেকে) বললঃ 'তোমরা যদি আমাকে দিশেহারা মনে না কর তাহলে আমি ইউসুফের (যোসেফ) ঘ্রাণ পাচ্ছি।' (৯৫) লোকেরা বললঃ 'আল্লাহর শপথ। তুমি আসলে তোমার সেই পুরানো বিভ্রান্তির মধ্যেই আছো।' (৯৬) অতঃপর যখন সেই সুসংবাদ দাতা এল এবং সে জামাটি ইয়াকুবের (জ্যাকব) মুখের উপর রাখল, সাথে সাথেই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সে বললঃ 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আল্লাহ আমাকে এমন

কিছু জানিয়েছেন যা তোমরা জান না?' (৯৭) ইউসুফের (যোসেফ) ভাইয়েরা বললঃ 'হে পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম।' (৯৮) ইয়াকুব (জ্যাকব) বললঃ 'আমি আমার প্রভুর কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।'

(৯৯) অতঃপর তারা সবাই যখন ইউসুফের (যোসেফ) কাছে পৌঁছাল তখন সে তার মাতা-পিতাকে নিজের কাছে বসাল, আর বললঃ 'তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে থাক।' (১০০) সে তার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসালো, আর সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। ইউসুফ (যোসেফ) বলে উঠলঃ 'পিতা! এটাই আমার সেই স্বপ্নের অর্থ যা আমি অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। আমার প্রভু সেটাকে সত্যে পরিণত করেছেন! তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার আর আমার ভাইদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করার পরও আপনাদের সবাইকে মরুজীবন থেকে এখানে নিয়ে এসে তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু যা চান তিনি তা নিপুণভাবে সম্পন্ন করেন। তিনিই মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'

(১০১) ইউসুফ প্রার্থনা করলঃ 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ, আর স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করা শিখিয়েছ। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! ইহলোক ও পরলোকে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে তোমার অনুগত অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং সৎলোকদের সাথে মিলিত করো।'

(১০২) এসব হচ্ছে অদৃশ্যলোকের কিছু সংবাদ যা আমি ওহীর (প্রত্যাদেশের) দ্বারা তোমাকে জানাচ্ছি, আর তুমি তো তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না, যখন ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করছিল, আর তারা ষড়যন্ত্র করছিল।

(১০৩) তুমি যতই চাওনা কেন, অধিকাংশ লোক ঈমান আনবে (বিশ্বাস স্থাপন করবে) না। (১০৪) তুমি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইছো না। এটা তো কেবল এক উপদেশ বিশ্ববাসীর জন্য।

(১০৫) আকাশ ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন আছে, মানুষ এসব অতিক্রম করে চলে যায় অথচ এর উপর কোন মনোযোগ দেয় না - (১০৬) এবং অধিকাংশ লোক যারা আল্লাহকে মানে, তারা তাঁর সাথে অন্যকেও অংশীদার করে। (১০৭) তবে কি তারা আল্লাহর শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর কোন দুর্যোগ নেমে আসা কিম্বা তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ তাদের কাছে প্রলয় এসে পড়া থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে? (১০৮) বলঃ 'এই আমার পথ; আমি জেনে বুঝে তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি ও আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র, আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(১০৯) আমি তোমার (মুহাম্মদ) পূর্বে বিভিন্ন জনপদ বাসীর কাছে যত পয়গম্বর পাঠিয়েছি তারা সবাই মানুষই ছিল। আমি তাদের নিকটে প্রত্যাদেশ পাঠাতাম, তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কি হয়েছিল? পরলোকের ঘরই তো ঐ মানুষদের জন্য উত্তম, যারা ভয় করে। তবে কি তোমরা বোঝ না? (১১০) অবশেষে যখন পয়গম্বরগণ নিরাশ হয়ে যেত এবং মনে করত যে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসত। অতএব আমি যাকে চাইতাম সে রক্ষা পেত। অপরাধীদের থেকে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

(১১১) এই ঘটনাবলীতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে। এটা (কুরআন) কোন বানানো গল্প নয় বরং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী, এবং যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সমৃদ্ধ, আর সেই সাথে বিশ্বাসীদের জন্য আছে দিক-নির্দেশনা ও অনুগ্রহ।

১৩ ঃ সূরা আর-রা'দ (বজ্রধ্বনি)

আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ - লাম - মীম - রা। এটা আল্লাহর গ্রন্থের বাণী। যা কিছু তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য; তবে অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহই সেই মহান সত্তা যিনি কোন দৃশ্যমান স্তম্ভ ছাড়াই আকাশ সমূহ উত্তোলন করেছেন। অতঃপর তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন। প্রত্যেকে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী চলছে। আল্লাহই সকল বিষয় পরিচালনা করেন এবং নিদর্শন সমূহ বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

(৩) তিনিই সেই সত্তা যিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন, আর তাতে পাহাড় ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন, সেখানে তিনি প্রত্যেক ধরনের ফল জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন করেছেন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিঃসন্দেহে এসব জিনিষে চিন্তাশীল মানুষদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৪) পৃথিবীতে পরস্পর সংলগ্ন নানা ভূখণ্ড, আঙুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং একাধিক শীষ বিশিষ্ট ও এক শীষ বিশিষ্ট খেজুর গাছ আছে যা একই পানি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তবে ফলের স্বাদের বিচারে আমি এগুলোর কয়েকটিকে অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট করে থাকি। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৫) যদি কোনো কিছুতে তুমি বিস্মিত হও, তবে অবিশ্বাসীদের একথাটিও তোমাকে বিস্মিত করবে, 'আমরা যখন মাটি হয়ে যাব তখন কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে?' ওরাই ওদের প্রভুকে অবিশ্বাস করেছে এবং

ওদেরই গলায় থাকবে লোহার শিকল। ওরা জাহান্নামের অধিবাসী, ওরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(৬) তারা মঙ্গলের পূর্বে অমঙ্গলের জন্য তাড়াতাড়ি করছে। অথচ তাদের আগে এইরূপ অনেক শাস্তির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মানুষের অন্যায় সত্ত্বেও তোমার প্রভু তাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ। তোমার প্রভু শাস্তি দানেও অত্যন্ত কঠোর।

(৭) যারা অবিশ্বাস পোষণ করে, তারা বলে, 'কেন তার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নি?' আসলে তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য একজন পথপ্রদর্শক থাকে।

(৮) প্রত্যেক নারী গর্ভে যা ধারণ করে, আর গর্ভাশয়ে যা কিছু পরিবর্তন হয়, আল্লাহ তা জানেন এবং সবকিছু তাঁর কাছে যথাযথ পরিমাণে আছে। (৯) যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি জানেন, তিনি সুমহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি গোপনে কথা বলুক বা প্রকাশ্যে কথা বলুক, আর রাত্রে লুকিয়ে থাকুক বা দিনে চলাফেরা করুক, আল্লাহর কাছে সবই সমান।

(১১) প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পিছনে তত্ত্বাবধায়ক প্রহরী রয়েছে, যে আল্লাহর নির্দেশে তাকে নিরীক্ষন করে থাকে। আল্লাহ তো কোন জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা তাদের অন্তরে যা আছে তার পরিবর্তন না করে। আল্লাহ যখন কোন জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে চান, তখন তা রদ করবার কোন উপায় নেই। তিনি ছাড়া তাদের কোন সহায়ক ও নেই।

(১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান যাতে ভয়ও উৎপন্ন হয় আবার আশাও জাগে। তিনিই পানি থেকে ভারী মেঘ সৃষ্টি করেন,

(১৩) আর বজ্রের গর্জন তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে, আর ফেরেস্তাগণও তাঁর ভয়ে (তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে) আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং এর দ্বারা যাকে চান আঘাত করেন; তবুও তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তিনি প্রচণ্ড প্রতাপশালী।

(১৪) সত্য আবেদন কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, তাঁকে ছাড়া লোক যাকে আবেদন করে তারা তাদের আবেদনে সাড়া দেয় না। যেমন, পানি মুখে পৌঁছাবে এই আশায় কেউ যদি পানির দিকে তার দুই হাত প্রসারিত করে থাকে, তার মুখে পানি পৌঁছায় না। অবিশ্বাসীদের আহ্বান নিষ্ফল হয়ে থাকে।

(১৫) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় আল্লাহর কাছে সিজদাবনত হয়, এবং সেই সঙ্গে তাদের ছায়াও, সকালে ও সন্ধ্যায়। (১৬) বলঃ 'আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু কে?' বলে দাও 'আল্লাহ'। বলঃ 'তবুও কি তোমরা তাকে ছাড়া এমন কতিপয় অভিভাবক নির্ধারণ করেছ যাদের নিজেদেরই কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই?' বলঃ 'অন্ধ আর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার আর আলো কি একরকম হতে পারে? অথবা যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে তারাও কি আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে যা দেখে তারা বিভ্রান্তিতে পড়েছে?' বলঃ 'আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী।'

(১৭) আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যার দ্বারা নদী উপত্যকা সমূহ ভরে ওঠে এবং তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী প্লাবিত হয়। তারপর বন্যা অনেক ফেনা বয়ে আনে। মানুষেরা গহনা বা জিনিষপত্র বানানোর জন্য যে বস্তু আগুনে ফোটায় তা থেকেও অনুরূপ এক প্রকার ফেনা তৈরী হয়। এই ভাবেই আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার উদাহরণ বর্ণনা করেন।

অতএব ফেনা তো শুকিয়ে সমাপ্ত হয়ে যায়, আর যে জিনিষ মানুষের উপকারে আসে তা ভূমিতে থেকে যায়। আল্লাহ এই ভাবেই উদাহরণ দিয়ে থাকেন।

(১৮) যারা তাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে আর যারা তার আহ্বান অমান্য করে, তাদের কাছে যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই থাকত, এবং তার সাথে আরো সমপরিমাণ কিছু থাকত, তাহলে অবশ্যই তারা তা মুক্তিপণস্বরূপ (শেষ বিচারের দিনে) দিতে চাইত; তাদের জন্য রয়েছে কঠিন হিসাব, তাদের আবাস হবে জাহান্নাম, আর তা কতইনা খারাপ ঠিকানা!

(১৯) অতএব যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার কাছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে যে অন্ধ? বস্তুত বুদ্ধিমানেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে; (২০) এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, (২১) আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন, তা অক্ষুন্ন রাখে এবং তাদের প্রভুকে ভয় করে ও কঠিন হিসাবের আশংকা করে, (২২) আর তার প্রভুর সন্তুষ্টির আশায় ধৈর্য ধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমার দেওয়া জিনিষ হতে গোপনে ও প্রাকাশ্যে খরচ করে, এবং ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করে, পরলোকের ঘর ওদেরই জন্য। (২৩) তারা চিরস্থায়ী উদ্যানে প্রবেশ করবে এবং তাদের সঙ্গে থাকবে তাদের সৎকর্মশীল পিতা, স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেস্তাগণ প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে আসবে, (২৪) এবং বলবে, 'তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছিলে তার প্রতিদানস্বরূপ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' কতই না উত্তম পরলোকের এই আবাস!

(২৫) যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যা অটুট রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য অভিসম্পাত; আর তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।[১] (২৬) আল্লাহ যাকে চান অধিক জীবিকা দান করেন, আর যাকে চান সঙ্কুচিত করে দেন। তারা পার্থিব জীবন নিয়ে আনন্দ করে, অথচ এই পার্থিব জীবন পরলোকের তুলনায় এক তুচ্ছ সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।

(২৭) যারা অবিশ্বাসী তারা বলে, 'তার উপর তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন আসেনি কেন?' বলঃ 'আল্লাহ যাদেরক চান বিভ্রান্ত করে দেন, এবং তাদেরকে তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর দিকে মনসংযোগ করে, (২৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে সন্তুষ্ট হয় - আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়ে থাকে। (২৯) যারা আস্থাবান আর সৎকর্মশীল তাদের জন্য আছে সুসংবাদ আর সুন্দর আবাস।

(৩০) এইজন্য আমি তোমাকে একটি মানবগোষ্ঠীর কাছে পাঠিয়েছি -- এর পূর্বে আরও অনেক মানবগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে - যাতে তুমি মানুষকে শোনাতে পারো যা আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছি। তারা পরম দয়ালু আল্লাহকে অবিশ্বাস করছে। বলঃ 'তিনিই আমার প্রভু,

---

[১] বিঃ দ্রঃ (১৩ঃ২৫) মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক বন্ধনে এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবতার বন্ধনে। এই বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ আল্লাহর পৃথিবীতে ভারসাম্য বিঘ্নিত করা। আল্লাহর পৃথিবীতে অবস্থানকালে এই ভারসাম্যযুক্ত শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনের মাধ্যমে, আমরা ঐ বন্ধনগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারি। আল্লাহ ও মানুষের প্রতি যথার্থ সম্পর্ক সম্বন্ধে সতর্ক না হয়ে, ঐ বন্ধনগুলি থেকে যে নিজেকে মুক্ত করতে চায়, সে আসলে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে।

তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরতে হবে।'

(৩১) যদি এমন কুরআন অবতীর্ণ হত যার দ্বারা পাহাড় চলতে শুরু করতো, অথবা পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যেত অথবা মৃতেরা কথা বলত (তবুও তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো না); বরং সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আস্থাবানরা কি অবগত নয় যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে সব মানুষকে পথ দেখাতেন? অবিশ্বাসীদের কর্মের কারণে কোন না কোন বিপত্তি তাদের উপর আসতেই থাকবে, কিম্বা এই বিপত্তি তাদের বাড়ি - ঘরের কাছে আসতে থাকবে, যতক্ষণ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণ না হয়। নিশ্চিতরূপে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (৩২) তোমার পূর্বেও পয়গম্বরদেরকে উপহাস করা হয়েছে, তখন আমি অবিশ্বাসীদের কিছুটা অবকাশ দিয়েছি, তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। তাহলে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি।

(৩৩) তবে কি যিনি প্রত্যেক ব্যক্তি ও তার কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, (আর যে কিছুই করার সামর্থ রাখে না, সমান হবে?) অথচ তারা আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করেছে। বলঃ 'তোমরা তাদের নাম বল। তোমরা কি আল্লাহকে পৃথিবীর এমন কোন খবর জানাতে চাও, যা তিনি জানেন না? অথবা তোমরা কি অসার কথা বলছ?' আসলে অবিশ্বাসীদের প্রতারণা তাদের নিকট আকর্ষণীয় করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। (৩৪) তাদের জন্য পার্থিব জীবনেও শাস্তি আছে, আর পরলোকের শাস্তি তো খুবই কঠোর। আল্লাহর শাস্তি হতে তাদের রক্ষা করার মত কেউ নেই।

(৩৫) আল্লাহ-ভীরুদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে তা এমন যে, তার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, তার ফল ও ছায়া চিরদিন থাকবে। এই পরিণাম তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে। অবজ্ঞাকারীদের পরিণাম হলো জাহান্নাম।

(৩৬) এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, তারা তোমার প্রতি যা অবতীন হয়েছে তাতে খুশী। ওদের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা এর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করে। বলঃ 'আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি, আর কাউকে যেন তাঁর অংশীদার না বানাই। তাঁর কাছেই আমি প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।' (৩৭) এই ভাবেই আমি একে (কুরআন) এক নির্দেশ রূপে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর যদি তুমি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর মোকাবিলায় তুমি কোন অভিভাবক বা কোন রক্ষক পাবে না।

(৩৮) আমি তোমার পূর্বেও অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছি, আর তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দিয়েছি। কোন পয়গম্বরের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসে। প্রতিটি যুগের আলাদা আলাদা অত্যাদেশ আছে। (৩৯) আল্লাহ যা ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন অথবা বহাল রাখেন। আর তাঁরই কাছে রয়েছে মূল গ্রন্থ।

(৪০) আমি ওদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার কিছু অংশ তোমাকে দেখাই বা (তার পূর্বে) তোমার মৃত্যু ঘটাই, তাহলেও তোমার কর্তব্য তো শুধু সতর্ক করা। হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব তো আমার। (৪১) তারা কি দেখে না যে, আমি ভূমিকে চতূর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি?

আল্লাহ আদেশ করেন - তাঁর আদেশকে কেউ রদ করতে পারে না - আর তিনি হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর। (৪২) এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও কৌশল করেছিল, তবে আল্লাহই সবচেয়ে বড় কৌশলী। তিনি জানেন প্রত্যেকে কি করছে। অবিশ্বাসীরা শিঘ্রই জানতে পারবে পরলোকের আবাস কার জন্য।

(৪৩) অবিশ্বাসীরা বলে, 'তুমি আল্লাহ প্রেরিত নও,' বলঃ 'আমার আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট, এবং তাদের সাক্ষী যাদের গ্রন্থের জ্ঞান আছে।

১৪ ঃ সূরা ইবরাহীম (আবরাহাম)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-রা। এই গ্রন্থ আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনতে পাব; পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথে, (২) সেই আল্লাহর পথে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক। অবজ্ঞাকারীদের জন্য এক মহা বিনাশক শাস্তি রয়েছে। (৩) যারা পরলোকের তুলনায় পার্থিব জীবনকে বেশি পছন্দ করে, আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা সুদূরপ্রসারী বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

(৪) আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি সে তার সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষায় কথা বলেছে, যাতে সে তাদের কাছে বাণীসমূহ বুঝিয়ে বলতে পারে। আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আর যাকে চান সঠিক পথ প্রদান করেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৫) আমি মূসাকে (মোজেস) আমার নিদর্শনসহ এই কথা বলে পাঠিয়েছিলাম যে, 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বাহির করে

আলোতে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলির স্মরণ করিয়ে দাও, নিঃসন্দেহে এতে বড় নিদর্শন রয়েছে, তাদের জন্য, যারা ধৈর্য ধারণ করে আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

(৬) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললঃ 'তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের থেকে রক্ষা করেছিলেন, যারা তোমাদের কঠিন কষ্ট দিত, আর যারা তোমাদের পুত্র সন্তানগুলি মেরে ফেলত, আর তোমাদের নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বড় পরীক্ষা ছিল। (৭) আরও স্মরণ কর যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করলেন যে, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তোমাদেরকে আরও অনুগৃহীত করব। আর যদি তোমরা কৃতঘ্ন হও তাহলে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।' (৮) মূসা (মোজেস) বললঃ 'যদি তোমরা অবজ্ঞা কর এবং পৃথিবীর সব মানুষও যদি অবজ্ঞাকারী হয়ে যায় তাহলেও আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসনীয়।'

(৯) তাদের সংবাদ কি তোমার কাছে আসেনি, যারা তোমার পূর্বে চলে গেছে, নূহ (নোয়াহ), আদ, সামূদের সম্প্রদায়, আর তাদের পরে যারা এসেছিল? কেবলমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাদের সম্বন্ধে কেউ জানে না। তাদের রাসূল তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা নিজেদের হাত মুখে রেখে বলত - 'যা দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না, আর যেদিকে তুমি আমাদের ডাকছ সে ব্যাপারে আমরা এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে আছি।'

(১০) তাদের রাসূলগণ বলেছিল, 'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে কি কোন সন্দেহ আছে? তিনি কিছু পাপ ক্ষমা করে দিতে এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতে তাঁর দিকে আহ্বান করছেন।' তারা বললঃ 'তোমরা আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও।

আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদেরকে ইবাদত(উপাসনা) করতো তাদের ইবাদত করা থেকে তুমি আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। তোমরা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এস।'

(১১) তাদের রাসূলগণ তাদের বলেছিল, 'আমরা তোমাদের মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই নই ঠিকই; কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ করেন, আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন অলৌকিকতা প্রদর্শন করা আমাদের কাম্য নয়। আর আস্থাবানদের উচিত আল্লাহর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করা। (১২) আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করবোই না বা কেন, যখন তিনিই আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন? যে কষ্টই তোমরা আমাদের দাও না কেন আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবো আর নির্ভরকারীদের আল্লাহর উপরেই নির্ভর করা উচিত।'

(১৩) অবিশ্বাসীরা তাদের রাসূলদের বলেছিল, 'আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেব যদি না তোমরা আমাদের দলে ফিরে এসো।' তখন রাসূলদের কাছে তাদের প্রভু এই মর্মে বাণী পাঠালেন যে, 'আমি ঐ অত্যাচারীদের ধ্বংস করে দেব, (১৪) আর তাদের পরে তোমাদেরকে পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত করবো। এটা তার জন্য (সংরক্ষিত) যে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ভয় করে এবং আমার সাবধানবাণীর প্রতি সচেতন হয়।'

(১৫) যখন তারা বিজয় কামনা করেছিল তখন প্রত্যেক দাম্ভিক ওস্বেচ্ছাচারী হতাশ হয়েছিল। (১৬) ওদের সামনে আছে জাহান্নাম; আর ওদেরকে দূর্গন্ধযুক্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে, (১৭) যা সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে যদিও তা গলধঃকরণ করা সহজ হবে না। সবদিক থেকে মৃত্যু তাকে ঘিরে ধরবে; কিন্তু সে কোন প্রকারেই মরবে না, তার সামনে থাকবে কঠিন শাস্তি।

(১৮) যারা তাদের প্রভুকে অবিশ্বাস করে, তাদের কর্ম ঐ ছাই এর মত যাকে এক দমকা ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা তাদের উপার্জনের কিছুই পায় না। এটাই সুদূর প্রসারী বিভ্রান্তি। (১৯) তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ ভাবে সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি চান তাহলে তোমাদেরকে পরিহার করে আর এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। (২০) আল্লাহর কাছে কিছুই কঠিন নয়।

(২১) আল্লাহর সামনে সবাইকে দাঁড়াতে হবে। দুর্বলেরা ঐ উদ্ধত আচরণকারী লোকদের বলবে, 'আমরা তোমাদের অধীনস্ত ছিলাম। তাহলে তোমরা কি আল্লাহর শাস্তি হতে আমাদের রক্ষা করবে?' তারা বলবে, 'যদি আল্লাহ আমাদের কোন পথ দেখাতেন তাহলে আমরা তোমাদের অবশ্যই সেই পথ দেখাতাম। এখন আমরা অস্থীর হই আর ধৈর্য ধারণ করি, আমাদের জন্য উভয়ই সমান। আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই।'

(২২) যখন বিচারের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য অঙ্গীকার করেছিলেন। আর আমিও তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম; কিন্তু আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর আমার কোন হাত ছিল না; কিন্তু আমি তোমাদেরকে ডাকলাম আর তোমরা আমার কথা মেনে নিলে। অতএব তোমরা আমাকে দোষ দিও না; বরং নিজেদেরই দোষ দাও। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো না, আর তোমরাও আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা পূর্বে আমাকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়েছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। নিঃসন্দেহে অন্যায়কারীদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।'

(২৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা এমন

উদ্যানে প্রবেশ করবে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তারা তাদের প্রভুর আদেশে চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'শান্তি'।

(২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না কিভাবে আল্লাহ পবিত্র বাক্যকে তুলনা করেছেন উত্তম বৃক্ষের সাথে যার শিকড় হয় মজবুত এবং শাখা থাকে আকাশে উত্থিত। (২৫) তার প্রভুর আদেশে সবসময় তা ফল প্রদান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দেন যাতে তারা সুপথ গ্রহণ করে। (২৬) অপবিত্র বাক্য মাটি থেকে উপড়ে ফেলা একটি মন্দ বৃক্ষের মত, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।

(২৭) আল্লাহ আস্থাবানদের একটি মজবুত বাক্য দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে অবস্থান মজবুত করেন। আল্লাহ অন্যায়কারীদেরকে বিপথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেন। আল্লাহ যা চান তাই করেন।

(২৮) তুমি কি তাদের দেখনি যারা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের কিনারায় নামিয়ে আনে? (২৯) জাহান্নামের মধ্যে তারা দগ্ধ হবে; এটা একটা নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (৩০) তারা আল্লাহর সমকক্ষ স্থাপন করেছিল, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। বলঃ 'কয়েকদিন ভোগ করে নাও, শেষ পর্যন্ত তোমাদের গন্তব্য তো জাহান্নাম।'

(৩১) আমার যে বান্দা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাকে বলে দাও, সে যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে, আর যা কিছু আমি তাকে দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে -- এমন দিন আসার আগে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে না, আর কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে না।

(৩২) আল্লাহ হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যিনি আকাশও পৃথিবী সৃষ্টি

করেছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য বিভিন্ন প্রকারের ফল উৎপন্ন করেছেন। তিনি নৌযানকে তোমাদের অধীনে করে দিয়েছেন, তাই তাঁর আদেশেই সেগুলো সমূদ্রে চলাচল করে, আর তিনি নদী সমূহকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিতকরেছেন। (৩৩) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন, তারা অবিরাম চলছে। তিনি রাত ও দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। (৩৪) তোমরা তাঁর কাছে যা যা চেয়েছো তিনি তোমাদেরকে সবই দিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে মানুষ বড়ই অন্যায়কারী আর কৃতঘ্ন।

(৩৫) যখন ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ ‘হে আমার প্রভু! এই নগরকে (মক্কা) শান্তির নগর বানিয়ে দাও, আর আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। (৩৬) হে আমার প্রভু! এই মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। অতএব যে আমাকে অনুসরণ করে সে আমার (দলভুক্ত)। আর যে আমার কথা মানে নি তার ব্যাপারে তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(৩৭) হে আমাদের প্রভু ! আমি আমার বংশধরদের কয়েকজনকে এক বন্ধ্যাভূমিতে (অকৃষিযোগ্য ভূমিতে) তোমার ঘরের (কাবা) নিকট বাসিন্দা করলাম। হে আমাদের প্রভু! যাতে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে। অতএব তুমি মানুষের অন্তর ওদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং ফলফলাদি দ্বারা ওদের জীবিকার ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

(৩৮) হে আমাদের প্রভু! আমরা যা গোপন করি, আর যা প্রকাশ করি তা সবই তুমি জানো। আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই। (৩৯) সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক (আইজ্যক) দান করেছেন। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু প্রার্থনা শুনে থাকেন।

(৪০) হে আমার প্রভু ! আমাকে প্রার্থনাকারী করুন, আর আমার সন্তানদেরও। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন। (৪১) হে আমাদের প্রতিপালক! যে দিন হিসাব গ্রহন করা হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং আস্থাবানদেরকে ক্ষমা করুন।'

(৪২) কখনও মনে করো না যে, অত্যাচারীরা যা করছে আল্লাহ তার খবর রাখেন না। তিনি তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন যে দিন তাদের চক্ষু ভয়ে স্থীর হয়ে যাবে। (৪৩) ভীত বিহ্বল চিত্তে তারা মাথা উঁচু করে দৌড়াতে থাকবে, ওদের দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ থাকবে, আর তাদের অন্তর হবে শুন্য।

(৪৪) সেই দিন সম্পর্কে মানুষদেরকে সতর্ক করে দাও যে দিন তাদের উপর শাস্তি নেমে আসবে। সেই সময় অত্যাচারীরা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের আর একটু সময় দিন, আমরা আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবো আর রাসূলদের অনুসরণ করবো।' তোমরা কি ইতিপূর্বে শপথ করে বলো নি যে, তোমাদের কোন পতন নেই? (৪৫) তোমরা ওদের জনপদে বসবাস করেছ যারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল। তোমরা ভালভাবেই জান আমি ওদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে উদাহরণও বর্ণনা করেছিলাম। (৪৬) তারা তাদের সর্বাত্মক চক্রান্ত করেছিল তবে তাদের সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। যদিও তাদের চক্রান্ত ছিল পাহাড় টলে যাওয়ার মত।

(৪৭) তুমি কখনও আল্লাহকে তাঁর রাসূলদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মনে করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যে দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে, আর আকাশমণ্ডলীও; এবং সবাইকে এক পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে।

(৪৯) তুমি সেদিন অপরাধীদের শিকল পরানো অবস্থায় দেখতে পাবে। (৫০) ওদের পোষাক হবে আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডল আগুনে আচ্ছন্ন থাকবে। (৫১) এই ভাবে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মের প্রতিফল দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৫২) এটা মানুষের জন্য এক ঘোষণা, যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া যায়, আর যাতে তারা জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।

১৫ ঃ সূরা আল-হিজর (শিলাময় প্রান্তর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ লাম রা। এগুলো এক মহাগ্রন্থ সুস্পষ্ট কুরআনের বাণী। (২) এমন একটা সময় আসবে যখন অবিশ্বাসীরা কামনা করবে যদি তারা মান্যকারী হত! (৩) ওদেরকে খেতে, ভোগ করতে, আর মিথ্যা আশায় ভুলে থাকতে দাও, শীঘ্রই তারা (সত্য) জানতে পারবে। (৪) আমি কোনো জনপদকেই তার নির্দিষ্ট সময়কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। (৫) কোন জাতি তার নির্দিষ্ট সময়কালকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করতে পারে না।

(৬) তারা বলেঃ 'ওহে! তুমি, যার উপর পথ নির্দেশ (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিঃসন্দেহে একটা পাগল। (৭) তুমি যদি সত্য হও তাহলে আমাদের কাছে ফেরেস্তাদের নিয়ে আসো না কেন?' (৮) আমি ফেরেস্তাদের কেবলমাত্র সুবিচার করার জন্য পাঠাই, আর তখন মানুষদেরকে আর অবকাশ দেওয়া হয় না।

(৯) এই অনুস্মারক (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি, আর আমিই এর সংরক্ষক।

(১০) আমি তোমার পূর্ববর্তী সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে পয়গম্বর পাঠিয়েছি। (১১) তাদের কাছে এমন কোন পয়গম্বর আসে নাই, যাকে তারা উপহাস করতো না ঃ (১২) এই ভাবেই আমি তা (উপহাস করার অভ্যাস) পাপীদের অন্তরে সঞ্চার করি। (১৩) তারা এটা বিশ্বাস করবে না, যদিও তাদের কাছে পূর্বের লোকদের দৃষ্টান্ত মজুদ আছে। (১৪) এমনকি যদি আমি ওদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলে দিতাম যাতে তারা আরোহন করত, (১৫) তবুও তারা বলত, 'আমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে; আমাদের উপর জাদু করা হয়েছে।'

(১৬) আমি আকাশে তারামণ্ডল স্থাপন করেছি এবং পর্যবেক্ষকদের জন্য তা সুশোভিত করেছি, (১৭) আর তাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে সুরক্ষিত করেছিঃ (১৮) যদি কেউ চুরি করে গোপনে কথা শুনতে চায় তাহলে এক প্রদীপ্ত অঙ্গার তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

(১৯) আমিই পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করেছি, সেখানে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে যথাযথ পরিমানে প্রতিটি বস্তু উৎপন্ন করেছি। (২০) আমি এতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য এবং ঐ সব সৃষ্টিজগতের জন্য যাদের জীবিকাদাতা তোমরা নও।

(২১) এমন কোন জিনিষ নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই, আমি তা যথাযথ পরিমাণেই পাঠিয়ে থাকি। (২২) আমি উর্বরতাদানকারী বাতাসকে মুক্ত করি; অতঃপর আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তারপর সেই পানি তোমাদেরকে পান করাই, আর এর ভাণ্ডার তোমাদের কাছে নেই।

(২৩) নিঃসন্দেহে আমিই জীবন দান করি, আর আমিই মৃত্যু প্রদান করি, আর আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২৪) আমিই তোমাদের পূর্বসূরীদের জানি, আর আমিই তোমাদের উত্তরসূরীদেরও জানি। (২৫) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু ওদের সবাইকে একত্রিত করবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

(২৬) আমি অবশ্যই মানুষকে শুকনো ঠন্ঠনে মাটির চটকানো কাদা থেকে সৃষ্টি করেছি। (২৭) এর আগে আমি জ্বিনকে প্রজ্জ্বলিত আগুন থেকে সৃষ্টি করেছি।

(২৮) তোমার প্রভু ফেরেস্তাদের বললেন যে, 'আমি শুকনো ঠন্ঠনে মাটির চটকানো কাদা দিয়ে একটি মানুষ তৈরী করবো (২৯) যখন আমি তার পূর্ণ আকৃতি প্রদান করবো, আর তার মধ্যে আমার আত্মা হতে সঞ্চার করবো তখন তোমরা তার সামনে অবনত হবে।' (৩০) সুতরাং সকল ফেরেস্তা সমবেতভাবে তার সামনে অবনত হল। (৩১) কিন্তু ইবলিস অবনতকারীদের সঙ্গ দেওয়া থেকে বিরত থাকল। (৩২) আল্লাহ বললেনঃ 'হে ইবলিস! তোমার কি হল? সবার সাথে তুমি অবনত হলে না কেন?' (৩৩) ইবলিস বললঃ 'আমি তো একজন মানুষের সামনে অবনত হতে পারি না, যাকে তুমি শুকনো ঠন্ঠনে মাটির চটকানো কাদা থেকে সৃষ্টি করেছ।'

(৩৪) আল্লাহ বললেন, 'তাহলে তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা, কারণ তুই বিতাড়িত। (৩৫) আর তোর উপরে বিচারের দিন পর্যন্ত অভিশাপ থাকবে।' (৩৬) ইবলিস বললঃ 'হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যে দিন লোকদের পুনরুত্থান করা হবে।' (৩৭) আল্লাহ বললেন, 'তোকে অবকাশ দেওয়া হল, (৩৮) সেই নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত।'

(৩৯) সে বললঃ 'হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে যেমন পথভ্রান্ত করেছেন, আমিও এদের জন্য পৃথিবীতে ভ্রান্তির পথ সুশোভিত করে রাখবো, আর তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো, (৪০) আপনার মনোনীত বান্দাদের ছাড়া।'

(৪১) আল্লাহ বললেনঃ 'এটা আমার কাছে পৌঁছনোর সোজা পথ।

(৪২) নিঃসন্দেহে যে আমার প্রকৃত বান্দা, তাদের উপর তোর কোন কতৃত্ত্ব চলবে না; তবে যারা বিপথগামী ও তোর অনুসরণ করবে তাদের কথা আলাদা। (৪৩) জাহান্নামই হল তাদের প্রতিশ্রুত স্থান, (৪৪) এর সাতটি দরজা আছেঃ প্রতিটি দরজার জন্য তাদের এক একটি পৃথক দল রয়েছে।

(৪৫) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ-ভীরু, তারা উদ্যান ও ঝরণা সমূহের মাঝে থাকবে – (৪৬) এখানে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ কর।' (৪৭) তাদের অন্তরের বিদ্বেষ আমি নির্মূল করে দেব; সবাই ভাই-ভাই এর মত সামনা-সামনি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদের কোন ক্লান্তি আসবে না, আর সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করাও হবে না। (৪৯) আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি ক্ষমাপরায়ণ ও অতি দয়ালু। (৫০) আর আমার শাস্তিও যন্ত্রনাদায়ক।

(৫১) ওদেরকে ইবরাহীমের (আবরাহাম) অতিথিদের বৃত্তান্তের মাধ্যমে সাবধান কর। (৫২) যখন তাঁরা তার কাছে এসে অভিবাদন করল, ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'তোমাদের দেখে তো আমাদের ভয় হচ্ছে।' (৫৩) তাঁরা বললঃ 'ভয় পেও না, আমরা তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, যে খুবই জ্ঞানবান হবে।' (৫৪) ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'আমার বার্দ্ধক্য এসে যাওয়া সত্ত্বেও তোমরা আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছো? তাহলে কি ধরনের সুসংবাদ আমাকে দিচ্ছো?' (৫৫) তাঁরা বললঃ 'আমরা তোমাকে সঠিক সুসংবাদই দিচ্ছি। অতএব তুমি নিরাশ হয়ো না।' (৫৬) ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'আমার প্রভুর কৃপা হতে পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া আর কে নিরাশ হতে পারে?'

(৫৭) ইবরাহীম বললঃ 'হে দূতগণ! এখন তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি?' (৫৮) তারা বললঃ 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

(৫৯) লূতের পরিবারবর্গ ব্যতীত, আমরা তাদের সবাইকে রক্ষা করব, (৬০) তবে তার স্ত্রীকে নয়। আমরা ঠিক করেছি সে পশ্চাতে থেকে যাবে (এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে)।

(৬১) অতঃপর যখন দূতগণ লূতের পরিবারের কাছে এল। (৬২) সে বললঃ 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।' (৬৩) তারা বলল, 'না, বরং আমরা তোমার কাছে সেই বিষয় নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করত, (৬৪) আর আমরা তোমার কাছে সত্য নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্য বলছি, (৬৫) অতএব রাতের কিছু অংশ বাকি থাকতে তুমি তোমার পরিবার-পরিজনসহ বেরিয়ে পড়ো, আর তুমি সবার পিছনে পিছনে যাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরে না তাকায়। যেখানে তোমাদের যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে চলে যাও। (৬৬) আমি লূতকে জানিয়ে দিলাম যে, 'ভোর হলেই অপরাধীদেরকে নির্মূল করে দেওয়া হবে।'

(৬৭) এদিকে নগরবাসীরা উল্লাসিত হয়ে উপস্থিত হল, (৬৮) সে বললঃ 'এরা আমার অতিথি। তোমরা আমাকে অপমান করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর আমাকে লজ্জিত করো না।'(৭০) তারা বললঃ 'আমরা কি আগন্তুকদের আতিথেয়তা দান করতে নিষেধ করিনি?' (৭১) সে বললঃ 'যদি তোমরা একান্তই কিছু (বিবাহ) করতে চাও তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে।'

(৭২) হে নবী! তোমার জীবনের শপথ। তারা তাদের নেশায় দিশাহারা ছিল, (৭৩) এবং তারপর সূর্যোদয়ের সময় (আমার শাস্তির) প্রচণ্ড এক আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল। (৭৪) আমি জনপদটিকে উল্টিয়ে উপর- নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পাথর বর্ষণ করলাম।

(৭৫) নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে -- (৭৬) আর ঐ জনপদটি সকলের চলাচলের পথের উপরে এখনও বিদ্যমান -- (৭৭) নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন আছে আস্থাবানদের জন্য।

(৭৮) আইকাবাসীরাও নিশ্চিত রূপে অত্যাচারী ছিল। (৭৯) তাই তাদেরকে আমি শাস্তি দিয়েছি। এই দুটি নগরই প্রকাশ্য রাজপথে বিদ্যমান। (৮০) হিজরবাসীরাও তাদের পয়গম্বরদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। (৮১) আমি তাদেরকে নিদর্শন দিয়েছিলাম; কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল। (৮২) তারা পাহাড় কেটে ঘর বানাত, যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে সেখানে বসবাস করতে পারে। (৮৩) তারপর এক সকালে প্রচণ্ড এক আওয়াজ ওদের পাকড়াও করল। (৮৪) তখন ওদের উপার্জনসমূহ ওদের কোন কাজে আসেনি।

(৮৫) আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে উদ্দেশ্যহীনভাবে তৈরী করিনি। শেষ বিচারের দিন অবশ্যই আসবে। অতএব তুমি (তাদের ত্রুটিগুলি) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। (৮৬) তোমার প্রভুই সুবিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা।

(৮৭) আমি তোমাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত (অধ্যায়ঃ ফাতিহা) যা পুনঃ পুনঃ পঠিত হয়, আর দিয়েছি মহান কুরআন। (৮৮) ঐ পার্থিব ভোগসামগ্রী যা আমি তাদের কয়েকজনকে দিয়েছি, তার দিকে তুমি তাকিও না বা তার জন্য দুঃখ করো না, আস্থাবানদের উপর তোমার অনুগ্রহের হাত অবনমিত কর, (৮৯) আর বলঃ 'আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।' (৯০) একই ভাবে আমি ঐ বিভাজনকারীদের উপরেও অবতীর্ণ করেছিলাম, (৯১) যারা গ্রন্থকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে -- (৯২) তোমার প্রভুর শপথ, আমি ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করবো, (৯৩) তারা যা কিছু করত সে সম্পর্কে।

(৯৪) অতএব তোমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর এবং অংশীবাদীদের উপেক্ষা কর। (৯৫) বিদ্রুপ কারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। (৯৬) যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের অংশীদার স্থাপন করে, (৯৭) তারা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পরবে। আমি জানি ওদের কথায় তোমার মন পীড়িত হচ্ছে। (৯৮) অতএব তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯৯) তোমার প্রভুর ইবাদত কর, যতক্ষন না তোমার কাছে অবধারিত ক্ষন (মৃত্যু) এসে যায়।

১৬ ঃ সূরা আন-নহল (মৌমাছি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে, অতএব এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, তিনি মহামহিম। তারা যা কিছু অংশীদার স্থাপন করে তিনি তার উর্ধ্বে। (২) তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি খুশী হন তাকে তাঁর প্রত্যাদেশসহ ফেরেস্তা প্রেরণ করেন। তুমি মানুষকে জানিয়ে দাও যে আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর। (৩) তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথ উদ্দেশ্যসহ সৃষ্টি করেছেন। তারা যা কিছু অংশীদার স্থাপন করে তিনি তার উর্ধ্বে।

(৪) তিনি এক ফোটা বীর্য হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; অথচ এই মানুষ হঠাৎই প্রকাশ্যে বিবাদ করতে থাকে। (৫) তিনিই তোমাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, এগুলোতে তোমাদের জন্য শীতবস্ত্রের উপকরণ ও আরো অনেক অনুগ্রহ আছে, এদের থেকে তোমরা খাদ্যও পেয়ে থাক। (৬) যখন বিকালে এদেরকে চারণভূমি থেকে গৃহে নিয়ে আসো

এবং সকালে যখন ছেড়ে দাও তখন তোমরা ওদের সৌন্দর্য উপভোগ কর। (৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন স্থানে বয়ে নিয়ে যায় যেখানে তোমরা কঠোর পরিশ্রম বিনা পৌঁছাতে পারতে না। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু পরম করুণাময় দয়ালু। (৮) তিনিই ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার উপরে আরোহন করতে পার এবং সৌন্দর্যের জন্যেও তিনি এমন জিনিষ তৈরী করেন যা তোমরা জান না।

(৯) সরল পথ আল্লাহর অভিমুখে যায়, আর কিছু পথ বাঁকাও আছে। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে সৎপথ দেখাতেন।

(১০) তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তা হতে তোমরা পান কর, এবং তা থেকেই উদ্ভিদ জন্মায় যাতে তোমরা পশুচারণ করো। (১১) তা হতেই তিনি তোমাদের জন্য শস্য, জলপাই, খেজুর, আঙুর আর সবরকম ফল উৎপন্ন করেন। নিঃসন্দেহে চিন্তাশীলদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

(১২) তিনিই তোমাদের জন্য রাত, দিন ও সূর্য-চন্দ্রকে নিয়োজিত করেছেন, আর তারকারাজীও তাঁর আদেশে কার্যরত। নিশ্চই এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১৩) আরও নানা বর্ণের যেসব বস্তু তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এসবের মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে।

(১৪) তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন,, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা সামুদ্রিক খাদ্য আহার কর এবং তা থেকে অলংকার বানিয়ে পরতে পার। তোমরা দেখবে যে, নৌযানগুলো সমুদ্র চিরে চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার, আর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

(১৫) তিনি পৃথিবীতে পর্বত স্থাপিত করেছেন যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে

টলমল না করে এবং তিনি নদনদী ও রাস্তা তৈরী করেছেন যাতে তোমরা পথ খুঁজে পাও। (১৬) অন্য অনেক পথ নির্দেশক চিহ্নও আছে, লোকেরা এগুলির সাহায্যে এবং তারার সাহায্যেও পথের সন্ধান পায়।

(১৭) অতএব যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মত হবেন যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করো না? (১৮) যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহগুলি গণনা করতে চাও তাহলে তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান। (১৯) আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা গোপন কর আর যা কিছু প্রকাশ কর।

(২০) আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করতে পারে না, তারা নিজেরাই এক সৃষ্টি। (২১) তারা মৃত, জীবিত নয়, আর তারা জানে না কবে তাদের জীবিত করা হবে। (২২) তোমাদের উপাস্য একজনই; কিন্তু যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য স্বীকার করতে চায় না, আর তারা অহংকারী। (২৩) নিশ্চিত রূপেই আল্লাহ জানেন যা কিছু তারা গোপন করে আর যা কিছু প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

(২৪) যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমাদের প্রভু কি অবতীর্ণ করেছেন?' তারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের কাহিনীসমূহ।' (২৫) তারা পুনরুত্থান দিবসে নিজেদের বোঝাও বহন করবে এবং তাদের বোঝাও বহন করবে যাদেরকে অজ্ঞতার কারণে তারা পথভ্রষ্ট করেছিল। স্মরণ রেখো, যে বোঝা তারা বহন করবে তা খুবই খারাপ।

(২৬) এদের পূর্ববর্তীরাও ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তাদের ভবনের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিলেন। ফলে উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ভেঙে পড়েছিল এবং শাস্তি এমন জায়গা থেকে এসেছিল যে জায়গা তাদের কল্পনাতেও ছিল না। (২৭) এরপর শেষবিচারের দিনে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন,

আর বলবেন, ‘কোথায় আমার সেই শরীকেরা যাদের নিয়ে তোমরা (আমার নির্দেশনার) বিরোধিতা করতে?’ যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, ‘আজকের দিনে লাঞ্ছনা আর দূরাবস্থা অবজ্ঞাকারীদের জন্যই।’

(২৮) আত্মনিগ্রহরত অবস্থায় ফেরেস্তাগণ যাদের প্রাণ হরণ করবে, তাদের আত্মা আত্মসমর্পণ করে বলবেঃ ‘আমরা তো খারাপ কিছু করতাম না।’ হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করতে। (২৯) এখন জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। এখানে যুগ-যুগান্তর ধরে বাস কর। তাহলে কত খারাপ ঠিকানা অহংকারীদের!

(৩০) যারা আল্লাহ-ভীরু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, ‘তোমাদের প্রভু কি অবতীর্ণ করেছিলেন?’ তারা বলবে, ‘কল্যাণ’। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এই পার্থিব জীবনেও মঙ্গল আর পরলোকের আবাস তো আরও মঙ্গলময়। আল্লাহ-ভীরুদের আবাস কতই না সুন্দর! (৩১) তারা চিরস্থায়ী উদ্যানে প্রবেশ করবে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদের জন্য সেখানে সবকিছুই থাকবে যা তারা চাইবে, আল্লাহ সংযমীদের এমনই প্রতিফল দান করবেন। (৩২) পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেস্তা যাদের প্রাণ হরণ করে; ফেরেস্তাগণ বলে, ‘তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! তোমরা যে সব ভাল কাজ করতে তার প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ কর।’

(৩৩) এই লোকেরা কি তাদের কাছে ফেরেস্তা আগমন করার অথবা তোমার প্রভুর নির্দেশ এসে যাওয়ার প্রতীক্ষায় আছে? তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনটি করেছিল। আল্লাহ ওদের উপর অন্যায় করেন নি বরং তারা নিজেরাই অন্যায় করেছিল। (৩৪) তাই তাদের উপর তাদের নিজেদের অপকর্মের প্রতিফল আপতিত হল। তারা যা নিয়ে উপহাস করছিল, তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।

(৩৫) যারা (আল্লাহর সাথে) অংশীদার স্থাপন করেছিল তারা বলে, 'যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা বা আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতাম না, আর তার নির্দেশ ব্যতীত কোন কিছুকেই নিষিদ্ধ করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনটি করেছিল। অতএব পয়গম্বরদের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্ট রূপে বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

(৩৬) আমি প্রত্যেক উম্মতের (সম্প্রদায়ের) মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি যারা নির্দেশ দিয়েছিল, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর আর মন্দ থেকে দূরে থাক।' অনন্তর ওদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ সুপথ প্রদান করেছেন আর কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়েছে। অতএব পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে? (৩৭) তুমি (পয়গম্বর) তাদের সুপথ দেখাতে চাইলেও, আল্লাহ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদেরকে তিনি সুপথ দেখান না। তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

(৩৮) এরা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলে যে, যাদের মৃত্যু হয় আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন না - অথচ অধিকাংশ লোকই জানে না যে তিনি এই অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণ করবেন -- (৩৯) যাতে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন এবং অবিশ্বাসীরা জানতে পারে যে, তারাই মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করি তখন তাকে শুধু 'হও' বলি, অমনি তা হয়ে যায়।

(৪১) যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্য দেশত্যাগ করেছে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে উত্তম বাসস্থান দেব। পরলোকের পুরস্কার তো আরও মঙ্গলময়; যদি তারা জানত! (৪২) এরা তো তারাই যারা ধৈর্য ধারণ করে, আর তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে।

(৪৩) তোমার পূর্বেও আমি মানুষদেরকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছিলাম, তাদের কাছে আমি বাণী পাঠাতাম, অতএব যদি তোমার জানা না থাকে তাহলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। (৪৪) (আমি তাদেরকে পাঠিয়েছিলাম) স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসমূহ। আমি তোমার কাছেও অভিজ্ঞান অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্ট করে দিতে পার যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যাতে তারা চিন্তা করে।

(৪৫) যারা দূরভিসন্ধি করে তারা কি নিশ্চিত যে আল্লাহ তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেবে না, কিম্বা এমন জায়গা থেকে তাদের উপর শাস্তি আসবে না যে জায়গার কথা তারা কল্পনাই করতে পারে না? (৪৬) অথবা চলাফেরা করতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের পাকড়াও করবেন না? তারা তো আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারে না। (৪৭) কিম্বা ভীত সন্ত্রস্ত করে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? তোমাদের প্রভু অবশ্যই স্নেহপরায়ণ ও অতি দয়ালু।

(৪৮) আল্লাহ যে সব জিনিষ সৃষ্টি করেছেন তারা কি সেগুলোকে দেখে না ? তাদের ছায়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ডাইনে ও বামে ঝুঁকে পড়ে। (৪৯) আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকুল আল্লাহকে সিজদা করে, আর ফেরেস্তাগণও করে, তারা অহংকার করে না ঃ (৫০) তারা সবার উপর তাদের প্রভুকে ভয় করে, আর যে নির্দেশ পায় তা পালন করে থাকে।

(৫১) আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, ‘দুজন উপাস্য গ্রহণ করো না। উপাস্য তো একজনই। অতএব আমাকেই ভয় করো।’ (৫২) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর, এবং নিরবিচ্ছিন্ন আনুগত্য কেবল তাঁরই প্রাপ্য। তবুও তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করবে?

(৫৩) তোমাদের কাছে যে অনুগ্রহ আছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। আবার যখন তোমরা কোন দুঃখ-কষ্টে পড় তখন তাঁরই কাছে ফরিয়াদ কর। (৫৪) তারপর তিনি যখন তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন, তখনি তোমাদের একটি দল তাদের প্রভুর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে, (৫৫) যা আমি তাদেরকে দিয়েছি তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অতএব কিছুদিন ভোগ করে নাও; অচিরেই জানতে পারবে! (৫৬) তারা আমার দেওয়া জীবনোপকরন থেকে তাদের (অলীক উপাস্যদের) জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে, যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। আল্লাহর শপথ, তোমরা যা কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করো, সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(৫৭) তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত! আর তারা নিজেদের জন্য তাই স্থির করে (পুত্রসন্তান) যা তারা পছন্দ করে। (৫৮) তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায়, আর সে বিষন্ন হয়ে পড়ে। (৫৯) তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার গ্লানিতে সে লোকদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। অপমান সহ্য করে সে কি তাকে রেখে দেবে, না কি মাটিতে পুতে ফেলবে? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট! (৬০) যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা নিকৃষ্ট অবস্থানে আছে, পক্ষান্তরে আল্লাহর অবস্থান সর্বোচ্চ, তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

(৬১) আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের অন্যায়ের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণীকেই ছাড়তেন না। বস্তুত তিনি একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মানুষকে অবকাশ দেন। যখন তার নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তারা এক মুহূর্তকাল বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।

(৬২) তারা আল্লাহর জন্য যা নির্ধারণ করে নিজেদের জন্য তা অপছন্দ করে; তাদের জিহ্বা মিথ্যা করে বলে যে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম আছে। নিশ্চিতরূপে এদের পরিণাম জাহান্নাম এবং তাদের অবশ্যই সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে।

(৬৩) আল্লাহর শপথ। আমি তোমার আগে বিভিন্ন জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; কিন্তু শয়তান তাদের (অশোভন) কাজগুলি তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছে এবং আজ সে তাদের অভিভাবক। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬৪) তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এই জন্য যে, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে, তুমি তা তাদের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার এবং এতে আস্থাবানদের জন্য আছে পথ নির্দেশ এবং অনুগ্রহ।

(৬৫) আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা নিষ্প্রান ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। যে লোকেরা শোনে তাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

(৬৬) গবাদি পশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের পেটের ভিতরের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে খাঁটি দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক। (৬৭) খেজুর ও আঙুর ফল থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাবার গ্রহণ করে থাক। নিঃসন্দেহে এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৬৮) তোমার প্রভু মৌমাছিদের প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, 'তোমরা ঘর বানাও পাহাড়ে, গাছে ও মানুষেরা যা নির্মাণ করে তাতে। (৬৯) তারপর সবরকম ফল থেকে আহার কর, আর স্বীয় প্রভুর নির্ধারিত পথে চল।' এই মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য আছে। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল মানুষের জন্য নিদর্শন আছে।

(৭০) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের মধ্যে কাউকে অধিক বার্ধক্য বয়সে উপনীত করা হয়, তখন তারা তাদের পূর্বের অর্জিত জ্ঞান সমূহ বিস্মৃত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্ব শক্তিমান।

(৭১) জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। যাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্ত দাস-দাসীদেরকে তাদের জীবিকা থেকে কিছু দিতে চায় না, পাছে তারা সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

(৭২) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই পত্নীদের সৃষ্টি করেছেন, এবং পত্মীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবিকা দান করেছেন। তারা কি অসত্যে বিশ্বাস স্থাপন করবে আর আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৩) তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন উপাস্যদের ইবাদত করে যারা তাদের জন্য নভোমণ্ডল বা ভূমণ্ডল থেকে কোন জীবনোপকরণ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। (৭৪) অতএব তোমরা আল্লাহর কোন সাদৃশ্য স্থির করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জান না।

(৭৫) আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকরভুক্ত এক দাসের, যার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই, আর একজন এমন লোক যাকে (তিনি তার পক্ষ থেকে) উত্তম জীবিকা দান করেছেন এবং সে নিজে থেকেই গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। এই দুই ধরনের মানুষ কি সমান হবে? সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

(৭৬) আল্লাহ আরও দুই ব্যক্তির উপমা পেশ করছেন, যাদের একজন বোবা, কোন কাজ করতে পারে না আর সে তার মালিকের কাছে একটি বোঝা।

সে তাকে যেখানেই পাঠায় কোন কাজ ঠিকমত করে আসতে পারে না। তাহলে সে কি ওই ব্যক্তির সমান যে ন্যায়ের শিক্ষা দেয়, আর সে নিজেও সঠিক পথে আছে?

(৭৭) আকাশ ও পৃথিবীর রহস্যের জ্ঞান আল্লাহর কাছেই রয়েছে। শেষ বিচারের দিনের ব্যাপারটি তো কেবল চোখের পলকের মত কিম্বা তার চেয়ে আরও দ্রুততর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(৭৮) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত করেছেন, যখন তুমি কিছুই জানতে না। আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

(৭৯) লোকেরা কি পাখীদের দেখে না যে, তারা আকাশের বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করছে। আল্লাহই তাদের ধারণ করে রাখেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন আছে আস্থাবানদের জন্য। (৮০) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া থেকে ঘর (তাঁবু) তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন, যা তোমরা ভ্রমণকালে ও কোথাও অবস্থান কালে সহজে বহন করতে পার; এবং তার পশম, লোম ও চুল থেকে আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবহার করার জন্য।

(৮১) আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর সৃষ্ট বস্তুর ছায়া তৈরী করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আত্মগোপনের আশ্রয়স্থল তৈরী করেছেন, আর তোমাদের জন্য এমন পোযাক তৈরী করেছেন যা তোমাদেরকে গরমের তাপ থেকে রক্ষা করে আবার এমন পোযাকও বানিয়েছেন যা তোমাদেরকে যুদ্ধের সময় রক্ষা করে। এই ভাবেই আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণরূপে দান করেছেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।

(৮২) তারা যদি বিমুখ হয় তাহলে তোমার দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে (বার্তা) পৌঁছে দেওয়া। (৮৩) তারা আল্লাহর অনুগ্রহগুলো চিনতে পারে, তারপরও তা অস্বীকার করে; আর তাদের অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।

(৮৪) যে দিন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব তখন অবিশ্বাসীদের পথ-নির্দেশ দেওয়া হবে না আর তাদের ক্ষমাপ্রার্থনাও গৃহীত হবে না। (৮৫) যখন অত্যাচারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তা আর লঘু করা হবে না, আর তাদের কোন অবকাশও দেওয়া হবে না।

(৮৬) যখন অংশীবাদী লোকেরা তাদের অংশীদার উপাস্যদের দেখতে পাবে তখন বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! এরাই সেই আমাদের অংশীদার উপাস্যগণ যাদেরকে আমরা তোমাকে ছেড়ে আহ্বান করতাম।' তখন ঐ অংশীদার উপাস্যরা একথা তাদের দিকে ছুঁড়ে দেবে আর বলবে, 'তোমরা মিথ্যাবাদী।' (৮৭) সেই দিন তারা আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে এবং তাদের সমস্ত কাল্পনিক উদ্ভাবনা বিস্মৃত হয়ে যাবে। (৮৮) যারা অবিশ্বাস করল ও আল্লাহর পথে বাধাসৃষ্টি করল, আমি তাদের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করবো; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।

(৮৯) সেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের বিপক্ষে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব এবং তোমাকে তাদের বিষয়ে সাক্ষী করে নিয়ে আসবো। আমি তোমার কাছে যে গ্রন্থ পাঠিয়েছি তাতে আছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ।

(৯০) নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনদের দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন করতে। আল্লাহ তোমাকে উপদেশ দান করেছেন যাতে তুমি চিন্তা ভাবনা কর।

(৯১) তোমরা যখন আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর তখন তা পূর্ণ কর। আর পাকা শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না। নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিনদারও বানিয়েছ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর। (৯২) তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না যে নিজের ভ্রমবশত তার পাকানো সুতো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। তোমরা তোমাদের শপথকে পরস্পর প্রতারণা করার মাধ্যম বানাও, শুধু এই কারণে, যাতে একদল অন্যদলের চেয়ে বড় হতে পারে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা নেন এবং তিনি পুনরুত্থান দিবসে স্পষ্ট করে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

(৯৩) আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মত করে দিতেন; কিন্তু তিনি যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান পথের সন্ধান দেন। আর তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

(৯৪) তোমরা তোমাদের শপথকে, পরস্পরের প্রতারণা করার মাধ্যম বানিও না, তাহলে দৃঢ়ভাবে স্থিত হওয়ার পর পা পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তি আস্বাদন করবে। তোমাদের জন্য ভয়ানক শাস্তি রয়েছে। (৯৫) তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারকে সামান্য লাভের জন্য বিকিয়ে দিও না। আল্লাহর কাছে যা আছে তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

(৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা চিরদিন থাকবে। যারা ধৈর্য ধারণ করবে, আমি তার সৎকর্মের প্রতিফল অবশ্যই দেব। (৯৭) যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করবে, সে পুরুষই হোক বা নারী যদি সে বিশ্বাসী হয়, তাহলে আমি তাকে উত্তম জীবন প্রদান করবো এবং তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেব।

(৯৮) অতএব যখন কুরআন পাঠ করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে; (৯৯) নিশ্চয়ই, তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে; (১০০) তার আধিপত্য কেবল তাদের উপরেই যারা তার সাথে সম্পর্ক রাখে, আর যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে।

(১০১) আমি যখন একটি আয়াতকে আরেকটি আয়াতের দ্বারা পরিবর্তন করি -- আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল করে জানেন -- তখন তারা বলেঃ 'তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' আসলে, তাদের অধিকাংশই জানে না। (১০২) বলঃ 'পবিত্র আত্মা (জিব্রাঈল) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তথ্যসহ এটা অবতীর্ণ করেছে, যাতে এটা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সুদৃঢ় রাখে এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ জ্ঞাপন করে।'

(১০৩) আমি জানি তারা বলেঃ 'তাকে তো একজন মানুষ শিক্ষা দেয়।' যে ব্যক্তির দিকে তারা ঈঙ্গিত করে তার ভাষা আজমী (অনারব)। আর এই কুরআন তো স্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১০৪) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর বাণী সমূহে আস্থা প্রকাশ করে না, আল্লাহ তাদেরকে কখনই পথ দেখাবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (১০৫) আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যাতো তারাই তৈরী করে যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করে না, আর এরাই মিথ্যাবাদী।

(১০৬) যাদেরকে সত্য ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে অথচ অন্তর সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং মনেপ্রাণে অবিশ্বাসী হয়ে যায় তাদের উপর আল্লাহর প্রকোপ আপতিত হয় এবং তাদেরকে ভয়ানক শাস্তি দেওয়া হবে। (১০৭) এর কারণ হল, তারা পরলোকের তুলনায় সাংসারিক জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, আর আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের পথ দেখান না। (১০৮) এরাই তারা, আল্লাহ যাদের অন্তর, কান ও চোখ মোহর করে দিয়েছেন। এরা পরিপূর্ণ অমনোযোগী, (১০৯) কোন সন্দেহ নেই পরলোকে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(১১০) যারা নির্যাতন ভোগের পর দেশত্যাগ করেছে, অতঃপর আল্লাহর পথে কঠোর সংগ্রাম করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (১১১) সেদিন প্রত্যেকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য উপস্থিত হবে, আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।

(১১২) আল্লাহ একটি জনপদের উদাহরণ দিচ্ছেন যা ছিল নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ, যেখানে সব জায়গা থেকে পর্যাপ্ত জীবনোপকরন আসত। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং আল্লাহ তাদের কৃত-কর্মের জন্য ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন, (১১৩) এবং তাদের মধ্যে থেকেই তাদের জন্য একজন রাসূল এল; কিন্তু তারা তাকে বিশ্বাস করল না, ফলে শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল। কারণ তারা ছিল অত্যাচারী।

(১১৪) যে জিনিষ আল্লাহ তোমাদের জন্য পবিত্র ও বৈধ করেছেন তা হতে আহার কর, আর আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, যদি তোমরা তাঁর উপাসক হও। (১১৫) আল্লাহ তো তোমাদের জন্য মৃত প্রাণীর মাংস, রক্ত, শুকরের মাংস আর যে প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে বধ করা হয় তার মাংস অবৈধ করেছেন; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি বাধ্য হয়, ইচ্ছাকৃত ভাবে নয় এবং আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়, বরং অত্যাধিক আবশ্যিকতার কারণে যদি কেউ বাধ্য হয়, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(১১৬) মিথ্যাভাবে একথা বলো না, 'এটা বৈধ আর এটা অবৈধ,' আর আল্লাহর উপরে মিথ্যা আরোপ করো না। যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করবে, তারা সফলকাম হয় না। (১১৭) তাদের জীবনের আনন্দ উপভোগ স্বল্পকালের জন্য, তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(১১৮) ইহুদীদের জন্য আমি যা কিছু অবৈধ করেছিলাম তা তোমার কাছে পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন অত্যাচার করি নি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে।

(১১৯) অতঃপর যারা অজ্ঞানতাবশত মন্দ কাজ করে এবং তারপর অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাদের প্রতি তোমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(১২০) নিঃসন্দেহে ইবরাহীম (আবরাহাম) নিজেই (একাই) ছিল এক সম্প্রদায় (একটি জাতির জীবন্ত প্রতীক) যে আল্লাহর প্রতি অনুগত ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিল, সে অংশীবাদী ছিল না। (১২১) সে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। আল্লাহ তাকে নির্বাচন করলেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করলেন।(১২২) আমি তাকে পৃথিবীতেও কল্যাণ দিয়েছিলাম আর পরলোকেও সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১২৩) অতঃপর (হে মুহাম্মাদ) তোমার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যে, 'ইবরাহীমের (আবরাহাম) পথ অনুসরণ কর, যে ছিল একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

(১২৪) শনিবারের নিয়ম যাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তারা এতে মতভেদ করেছিল। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু পুনরুত্থান দিবসে এর মীমাংসা করে দেবেন যে ব্যাপারে তারা মতভেদ করছিল।

(১২৫) প্রজ্ঞা ও সদুপোদেশ দ্বারা মানুষকে তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে ভালভাবে কথা বলো। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, আর তিনি তাদেরকেও ভালভাবেই জানেন যারা সঠিক পথে চলছে।

(১২৬) যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তাহলে ততটাই প্রতিশোধ নাও যতটা কষ্ট তোমরা পেয়েছ। আর যদি ধৈর্য ধারণ করতে পার, তাহলে ধৈর্যবানেরা অধিক উত্তম। (১২৭) ধৈর্য ধারণ কর, আর তোমাদের ধৈর্য আল্লাহরই দান। আর তোমরা তাদের আচরণে দুঃখিত হয়ো না এবং তারা যে চক্রান্ত করছে তার জন্য কষ্ট পেও না। (১২৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ লোকদের সাথে আছেন যারা সংযমী ও সৎকর্মশীল।

১৭ ঃ সূরা আল - ইসরা (নৈশভ্রমণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) তিনিই সেই পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে (পয়গম্বরকে) এক রজনীতে (মক্কায় অবস্থিত) পবিত্র উপসনালয় থেকে ভ্রমন করিয়েছিলেন (জেরুজালেমে অবস্থিত) দূরবর্তী উপসনালয়ে যার সংলগ্ন এলাকা সমূহ আমি কল্যাণময় করে রেখেছিলাম যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

(২) আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম এবং এটাকে করেছিলাম ইসরায়িলের সন্তানদের জন্য একটি দিক-নির্দেশনা এবং বলেছিলামঃ 'তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক বানিও না। (৩) তোমরা হলে তাদের উত্তরপুরুষ যাদেরকে আমি নূহের জাহাজে আরোহন করিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে সে ছিল এক কৃতজ্ঞ বান্দা।

(৪) আমি ইসরায়িলের সন্তানদের গ্রন্থে পূর্বেই ঘোষণা করেছিলাম যে, তোমরা পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং অতিশয় বাড়াবাড়ি করবে। (৫) অতঃপর যখন সেই প্রথম সতর্কিত সময়টি এল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার শক্তিশালী বান্দাদের পাঠালাম। তারা ঘরে ঘরে ধ্বংসসাধন করল এবং প্রথম সতর্কতা বাস্তবায়িত হল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর বিজয় দান করলাম। ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততির মাধ্যমে সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত করলাম।

(৭) বললাম 'তোমরা সৎকর্ম করলে তা নিজেদের জন্যেই করবে, মন্দকর্ম করলে তাও নিজেদের জন্যে।' তারপর যখন দ্বিতীয় সতর্কিত সময়টি

এল, তখন (আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে পাঠালাম) তোমাদেরকে চুড়ান্তভাবে অপদস্ত করবার জন্যে এবং উপসনালয়ে প্রবেশ করবার জন্যে যেভাবে তারা পূর্বে প্রবেশ করেছিল এবং যা কিছু হাতে পেয়েছিল সবই চুড়ান্তভাবে ধ্বংস করেছিল। (৮) (বললাম) ‘হয়তো তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন। আর যদি তোমরা আবার আগের মতো আচরণ কর তাহলে আমিও আগের মতো আচরণ করবো। আমি জাহান্নামকে অবজ্ঞাকারীদের জন্য কারাগার বানিয়েছি।’

(৯) নিঃসন্দেহে এই কুরআন সেই পথ দেখায় যা সর্বশ্রেষ্ঠ সরল পথ, আর আস্থাবানদের সুসংবাদ দেয় যে, যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য বড় প্রতিফল রয়েছে, (১০) আর যারা পরলোকে বিশ্বাসী নয় তাদের জন্য আমি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

(১১) তবুও মানুষ অকল্যাণ কামনা করে, যেমনভাবে তার কল্যাণ কামনা করা উচিত। আর মানুষ বড়ই ত্বরা প্রবণ।[১] (১২) আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে নিষ্প্রভ করেছি আর দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আমি তো সব বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

---

[১] বিঃদ্রঃ- (১৭ঃ১১) আল্লাহ চান পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষ ধৈর্য ধারণ করুক যাতে সে পরকালের যাত্রা পথে সদা সর্বদা সরলপথ অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু মানুষ তার ত্বরা প্রবণ স্বভাবের জন্য, ক্ষনস্থায়ী পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ অর্জনের লক্ষ্যে শশব্যস্ত হয়ে পড়ে যা তার অগ্রগমনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মানুষের তাৎক্ষনিক জাগতিক চাহিদা পরিতৃপ্তির বাসনাই পরকালের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মূল কারণ।

(১৩) আমি প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য তার গ্রীবালগ্ন করেছি; আর উত্থান দিবসে তাদের জন্য একটি নথি (লিখিত গ্রন্থ) বের করবো যা তারা উন্মুক্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। (১৪) (আমি বলবো) তোমার লিখিত বিবরণ পড়। আজ তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য স্বয়ং তুমিই যথেষ্ট। (১৫) যে ব্যক্তি সৎপথে চলে তার নিজের জন্যেই চলে, আর যে বিপথগামী হয় সে নিজের ক্ষতির জন্যেই বিপথগামী হয়। একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে না। কোন পয়গম্বর না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দিই না।

(১৬) যখন আমি কোন নগরকে ধ্বংস করতে চাই, তখন তার বিলাস জীবনযাপনকারীদের সৎকর্মের নির্দেশ দিই; কিন্তু তারা তা অবজ্ঞা করে। তখন তার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা অবধারিত হয়ে যায়, আর আমি তাকে একেবারে ধ্বংস করে দিই। (১৭) নূহের (নোয়াহ) পর আমি কত প্রজন্ম ধ্বংস করে দিয়েছি। নিজের বান্দাদের পাপের খবর রাখা ও তা দেখার জন্য তোমার প্রভুই যথেষ্ট।

(১৮) কেউ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি তাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি। পরে আমি তার জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত করে দিই। সে তাতে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে। (১৯) আর যে পরলোক চায় আর তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে এবং যদি সে আস্থাবান হয় তাহলে এমন ব্যক্তিদের প্রয়াস প্রভুর কাছে পুরস্কৃত হয়ে থাকে।

(২০) এদের (যারা পার্থিব সুখ কামনা করে) এবং তাদের (যারা পরলৌকিক সুখ কামনা করে) উভয়কেই আমি তোমার প্রভুর দান পৌঁছে দিই। তোমার প্রভুর দান, কারও জন্য বন্ধ নেই - (২১) লক্ষ্য কর, কিভাবে আমি তাদের একটি দলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠত্বে তো পরকালই মহত্তর।

(২২) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য বানিও না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) আর তোমার প্রভু আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন বা উভয়জন তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদেরকে 'উফ' শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলবে না, বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ভাবে কথা বলবে। (২৪) আর তাদের সাথে বিনম্র ও মমত্বপূর্ণ আচরণ করবে, আর বলবেঃ 'হে প্রভু! এদের দুজনের উপর দয়া প্রদর্শন করুন, যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে।' (২৫) তোমাদের প্রভু ভালভাবেই জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তাহলে অবশ্যই তিনি আল্লাহ-অভিমুখীদেরকে ক্ষমা করবেন।

(২৬) আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও, আর দাও নির্ধনদেরকে ও যাত্রীদেরকে। অপব্যায় করো না। (২৭) নিঃসন্দেহে অপব্যায়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর কাছে বড়ই অকৃতজ্ঞ - (২৮) তোমার প্রভুর কাছ থেকে প্রত্যাশিত কোন অনুগ্রহের অপেক্ষায় থাকা কালে যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাক, তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।

(২৯) তুমি একেবারে ব্যয়-কুন্ঠ হয়ো না, আবার পুরোপুরি মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। (৩০) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু যাকে ইচ্ছা অধিক জীবিকা প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তা হ্রাস করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভালোভাবে জানেন ও দেখেন।

(৩১) অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই ওদের জীবিকা দান করি আর তোমাদেরকেও। নিঃসন্দেহে ওদের হত্যা করা একটি বড় পাপ। (৩২) ব্যাভিচারের কাছেও যেও না, এটা একটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।[১]

(৩৩) আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তার উত্তরাধিকারীকে প্রতিশোধ দাবী করার অধিকার দিয়েছি। তবে সে যেন সীমালঙ্ঘন না করে, নিশ্চয়ই সে (আইনের মাধ্যমে) সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে।

(৩৪) অনাথ বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পালন করবে; নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩৫) যখন ওজন করবে তখন পূর্ণমাত্রায় দেবে এবং পাল্লায় ওজন করে দেবে। এটাই কল্যাণকর আর এর পরিণামও উত্তম।

(৩৬) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিঃসন্দেহে কান, চোখ আর অন্তর সম্পর্কে সব মানুষকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩৭) পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না। তুমি তো ভূমিকে বিদীর্ণ করতে পারো না, আর তুমি পর্বতের উচ্চতায় পৌঁছতেও পার না।

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(১৭ঃ৩২) অন্যতম অনিষ্ঠকারক কুঅভ্যাস ব্যাভিচার বা জ্বিনাকে আল্লাহ পরিপূর্ণ নির্মূল করতে চান। ব্যাভিচার হল এমন একটি অনিষ্ঠকারক বিষয় এবং এমন একটি লজ্জাহীনতার পরিচায়ক যে প্রত্যেক মানুষের উচিত এই কুঅভ্যাসের প্রাথমিক স্তর থেকেই বিরত থাকা। এখানে এই বিষয়ে একটি মৌলিক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

(৩৮) এই সমস্ত মন্দ কাজ তোমার প্রভুর কাছে অপছন্দনীয়।

(৩৯) তোমার প্রভু তোমার প্রতি প্রেরিত বার্তাগুলির দ্বারা তোমাকে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন, এগুলি তার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না, তাহলে অভিযুক্ত ও প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(৪০) তোমাদের প্রভু কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান মনোনীত করেছেন আর নিজের জন্য ফেরেস্তাদের মধ্য থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন? নিঃসন্দেহে তোমরা একটি গর্হিত কথা বলছো। (৪১) আমি এই কুরআনে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছি যাতে তারা অনুসরণ করতে পারে; কিন্তু ওদের বিমুখতা বেড়েই চলেছে। (৪২) বলোঃ 'আল্লাহর সাথে যদি অন্য কোন উপাস্য থাকত যেমন লোকে দাবী করে, তাহলে তারা সিংহাসনের অধীশ্বরের কাছে পৌঁছনোর পথ অন্বেষন করত।' (৪৩) তিনি মহিমান্বিত, তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (৪৪) সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে সবই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে না; কিন্তু তোমরা ওদের স্তুতি বুঝতে পার না। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

(৪৫) তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন আমি তোমার মধ্যে ও যারা পরলোকে বিশ্বাসী নয়, তাদের মধ্যে একটি গুপ্ত পর্দা (আবরণ) স্থাপন করি, (৪৬) তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়ে দিই যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে দিয়ে দিই বধিরতা। যখন তুমি কুরআনে তোমার এক এবং একক প্রভুর উল্লেখ কর তখন তারা ঘৃণায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

(৪৭) তারা তোমার কথা শ্রবণকালে যা শোনে আমি তা ভাল জানি

এবং সেটাও জানি গোপনে তারা কি আলোচনা করে। এই অত্যাচারীরা বলে যে, 'তোমরা তো এক জাদুকর ব্যক্তির অনুসরণ করছো।' (৪৮) দেখ, তারা তোমার জন্য কেমন উপমা পেশ করছে। এরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তাই কোন পথ পাচ্ছে না।

(৪৯) তারা বলে যে, 'যখন আমরা অস্থি ও ধুলায় রূপান্তরিত হবো, তখন কি আমাদেরকে আবার জীবন দান করা হবে?' (৫০) বলঃ 'তোমরা যদি পাথর কিম্বা লোহাও হয়ে যাও, (৫১) অথবা অন্য কোন বস্তু যা তোমাদের কল্পনায় এর চেয়েও বেশী শক্ত।' তখন ওরা বলবেঃ 'কে আমাদের পূনর্জীবিত করবে?' তুমি বলঃ 'তিনিই যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।' তখন তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে আর বলবেঃ 'তা কবে?' বলঃ 'হয়তো শীঘ্রই হবে,' (৫২) যে দিন আল্লাহ তোমাদের ডাক দেবেন, আর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে তোমরা খুব অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলে।

(৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলঃ তারা যেন তাই বলে যা উত্তম। শয়তান ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রত্যক্ষ শত্রু।

(৫৪) তোমাদের প্রভু তোমাদের ভালভাবেই জানেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের উপর দয়া করেন, আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আমি তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি। (৫৫) আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তোমার প্রভু তাদের সম্বন্ধে ভালভাবেই জানেন। আমি নবীদের কিছু জনকে কিছু জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি, আর আমি দাউদকে (ডেভিড) যবূর (গ্রন্থ) প্রদান করেছি।

(৫৬) বলঃ 'আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে উপাস্য বলে দাবী কর, তাদেরকে ডাক, তাহলে দেখবে তোমাদের দুঃখ-দূর্দশা দূর করবার

কিম্বা (তোমরা যেমন আশা কর তেমন) অবস্থার পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের নেই।' (৫৭) যাদরকে এরা ডাকে তারা স্বয়ং তাদের প্রভুর সান্নিধ্য লাভের উপায় অন্বেষণ করে যে, ওদের মধ্যে কে কত তাঁর নিকটতর হতে পারে তার প্রতিযোগীতা করে। তারা তাঁর কৃপা প্রত্যাশী, আর তারা তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। বাস্তবিক তোমার প্রভুর শাস্তি তো ভয়াবহ।

(৫৮) এমন কোন জনপদ নেই যাকে আমি শেষবিচারের দিবসের পূর্বে ধ্বংস করবো না কিম্বা কঠোর শাস্তি দেব না। একথা গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে।

(৫৯) আমি কেবল এজন্যেই নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত থেকেছি, কারণ পূর্ববর্তীরা তা অস্বীকার করেছিল। স্পষ্ট এক নিদর্শন হিসাবে আমি সামুদ জাতিকে উষ্ট্রী প্রদান করেছিলাম; কিন্তু তারা তার সাথে অন্যায় আচরণ করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি।

(৬০) যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার প্রভু তো মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর ঐ স্বপ্ন যা আমি তোমাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষকে যাচাই করার জন্য ছিল, আর ওই বৃক্ষকেও (দেখিয়েছি) কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে। আমি তাদেরকে সতর্ক করি; কিন্তু তাদের অবাধ্যতা বেড়েই চলেছে।

(৬১) যখন আমি ফেরেস্তাদের বলেছিলাম যে, আদমের কাছে সিজদাবনত হও, তখন তারা সিজদাবনত হয়েছিল; কিন্তু ইবলিস সিজদাবনত হলো না। সে বললঃ 'আমি কি এমন ব্যক্তির কাছে সিজদাবনত হবো, যাকে আপনি মাটি দিয়ে বানিয়েছেন?' (৬২) সে (আরো) বললঃ 'দেখুন! এই ব্যক্তি যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যদি আমাকে আপনি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সময় দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত এর সন্তানদের সকলকে আমার বশীভূত করে নেবো।'

(৬৩) আল্লাহ বললেনঃ ‘চলে যা, এদের মধ্যে যারাই তোর সঙ্গী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের প্রতিফল। (৬৪) তাদের মধ্যে যাকে পারিস তোর আওয়াজ দ্বারা প্ররোচিত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ কর, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের অংশীদার হয়ে যা এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দে - আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি একটি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয় -- (৬৫) তবে যারা আমার প্রকৃত বান্দা তাদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব চলবে না। আর অভিভাবক হিসাবে তোর প্রভুই যথেষ্ট।’

(৬৬) তোমাদের প্রভু হলেন তিনি যিনি তোমাদের জন্য সমূদ্রের বুকে নৌকা চালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর কৃপা (জীবিকা) অন্বেষণ কর। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের উপর কৃপাশীল। (৬৭) আর যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তোমরা ঐ উপাস্যদের ভুলে যাও আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে নিরাপদে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তোমরা আবার বিমুখ হয়ে যাও। আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

(৬৮) তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেলে যে আল্লাহ তোমাদেরকে স্থলভাগে আনার পর ভূমি ধসিয়ে তোমাদেরকে ভুগর্ভস্থ করবেন না বা তোমাদের উপর শিলাবর্ষণকারী ঝড় পাঠাবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কাউকে রক্ষাকারী পাবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি এ থেকেও নির্ভয় হয়েছ যে তিনি তোমাদেরকে পুনরায় সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, আর তোমাদের উপর প্রবল সমুদ্রঝড় পাঠাবেন না, এবং তোমাদের অকৃজ্ঞতার কারণে তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? সেখানে তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না।

(৭০) আমি আদমের (অ্যাডামের) সন্তানদেরকে সম্মান প্রদান করেছি, এবং স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের পবিত্র বস্তুর জীবিকা প্রদান করেছি, এবং আমি তাদেরকে আমার সৃষ্টির অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

(৭১) সে দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের দলপতি সহ ডাকবো। অতঃপর যাদের কর্ম-পত্র ডানহাতে দেওয়া হবে তারা নিজেদের কর্ম-পত্র পড়বে আর তাদের প্রতি সামান্যও অবিচার করা হবে না। (৭২) আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অন্ধ হয়েছে, পরলোকেও সে অন্ধ এবং (সত্য হতে) অধিকতর পথভ্রষ্ট হয়ে থাকবে।

(৭৩) আমি তোমার কাছে যা প্রত্যাদেশ করেছি তা থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করার চুড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, যাতে তুমি আমার সম্পর্কে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর; সফলকাম হলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করত। (৭৪) আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি ওদের দিকে কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। (৭৫) তখন আমি তোমাকে ইহজীবনে এবং পরজীবনে দ্বিগুন শাস্তি আস্বাদন করাতাম। তখন তুমি আমার মোকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতে না।

(৭৬) তারা তো তোমাকে প্রায় উৎখাত করে দিয়েছিল, যাতে তারা তোমাকে ঐ স্থান থেকে বহিস্কার করতে পারে। আর যদি এমন হত তাহলে তোমার পরে এরাই স্বল্প সময় অবস্থান করতে পারত। (৭৭) তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মই ছিল। আমার নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

(৭৮) সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং ভোরেও - নিশ্চয়ই ভোরের পাঠ বিশেষভাবে সাক্ষী থাকে।

(৭৯) এবং রাত্রিতে উঠে পড় এবং নামাজ আদায় কর, এটা নফল (অতিরিক্ত) নামায (প্রার্থনা)। আশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন।

(৮০) বলঃ 'হে আমার প্রভু! আমাকে সসম্মানে প্রবেশ করাও এবং সসম্মানে নিষ্ক্রান্ত করাও। আর তোমার পক্ষ হতেআমাকে সহায়ক শক্তি দান কর।' (৮১) বলঃ 'সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা অবলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যাতো অবলুপ্ত হওয়ারই ছিল।'

(৮২) আমি কুরআনে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি যা আস্থাবানদের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য এতে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি হয় না।

(৮৩) আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহ করি তখন সে বিমুখ হয়, দূরে সরে যায় কিন্তু যখন সে বিপদে পড়ে তখন নিরাশ হয়ে যায়। (৮৪) বলঃ 'প্রত্যেকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে ? এখন তোমার প্রভুই ভাল ভাবে জানেন যে, কে অধিক সঠিক পথে আছে।'

(৮৫) তারা তোমাকে রূহ (আত্মা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলঃ 'রূহ আমার প্রভুর আদেশ ঘটিত, আর এ বিষয়ে তোমাদেরকে খুবই সীমিত জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।'

(৮৬) ইচ্ছা করলে আমি তোমার উপর যা অবতীর্ণ করেছি, তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম। তখন তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন অভিভাবক পেতে না। (৮৭) কিন্তু এটা কেবলমাত্র তোমার প্রভুর অনুগ্রহ, নিঃসন্দেহে তোমার উপর তার অশেষ দয়া। (৮৮) বলঃ 'সমস্ত মানুষ এবং জ্বিন যদি এই কুরআনের অনুরূপ কোন গ্রন্থ তৈরী করার জন্য একত্রিত হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা অনুরূপ গ্রন্থ তৈরী করতে পারবে না।'

(৮৯) এই কুরআনে আমি মানুষের জন্য প্রতিটি দৃষ্টান্ত নানাভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অস্বীকার করেছে, তারা শুধু অবিশ্বাসই করেছে। (৯০) তারা বলে যে, 'আমরা কখনই তোমাকে বিশ্বাস করবো না, যতক্ষন না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটা ফোয়ারা প্রবাহিত করবে। (৯১) অথবা তোমার কাছে খেজুরের ও আঙুরের একটি বাগান হবে, আর তার মাঝে তুমি যথার্থ ভাবে নদী-নালা প্রবাহিত করবে। (৯২) অথবা তুমি যেমনটি বলে থাক, তেমনই আকাশকে খণ্ড বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেস্তাদের নিয়ে এসে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (৯৩) অথবা তোমার একটি সোনার ঘর হবে অথবা তুমি আকাশে উঠে যাবে, আর আমরা তোমার আকাশ আরোহণেও বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য একটি গ্রন্থ নিয়ে আসবে যা আমরা পড়ে দেখবো।' বলঃ 'আমার প্রভু পবিত্র, আমি তো কেবল একজন মানুষ, আল্লাহর রাসূল।'

(৯৪) যখন পথ-নির্দেশনা এসে গেল, তখন একটি প্রশ্ন ছাড়া কিছুই বিশ্বাস স্থাপনের পথে বাধা সৃষ্টি করে নি, প্রশ্নটি হল - আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? (৯৫) বলে দাও, 'পৃথিবীতে যদি কিছু ফেরেস্তা থাকত এবং তারা এখানে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করত, তাহলে আমি আকাশ থেকে ফেরেস্তাকেই রাসূল করে পাঠাতাম।' (৯৬) বলঃ 'আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সব খবর রাখেন, তাদের সব কিছু দেখেন।'

(৯৭) আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে পথ প্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সহায়ক পাবে না।

শেষবিচারের দিনে আমি ওদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, বোবা ও বধির করে একত্রিত করবো। ওদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই ওর আগুন স্তিমিত হয়ে আসবে আমি তখনই তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। (৯৮) এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিলঃ 'আমরা অস্থি ও ধুলায় পরিণত হলেও কি আমাদের নতুন সৃষ্টি রূপে ওঠানো হবে?'

(৯৯) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান। তিনি ওদের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও সীমালঙ্ঘনকারীরা অবিশ্বাসই করে গেছে।

(১০০) বলঃ 'যদি তোমরা আমার প্রভুর কল্যাণের ভাণ্ডারের মালিক হতে, তবুও তোমরা খরচের ভয়ে তা ধরে রাখতে।' মানুষ বড়ই কৃপণ।

(১০১) আমি মূসাকে (মোজেসকে) নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। ইসরায়িলের সন্তানদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, সে যখন ওদের কাছে এসেছিল তখন ফেরাউন (ফ্যারাও) তাকে বলেছিলঃ 'হে মূসা (মোজেস)! আমার মনে হয় তোমার উপর কেউ জাদু করেছে।' (১০২) মূসা (মোজেস) বলেছিল, তুমি ভালো করেই জানো আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু এই সব কিছু অবতীর্ণ করেছেন, চোখ খুলে দেওয়ার মতো একটা প্রমাণ হিসাবে। আমি মনে করি, হে ফেরাউন (ফ্যারাও)! তুমি অবশ্যই ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত।' (১০৩) অতঃপর ফেরাউন (ফ্যারাও) তাকে ঐ ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে চাইল। তখন আমি তাকে ও তার

সাথীদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। (১০৪) আমি ইসরায়িলের সন্তানদের বললামঃ 'তোমরা এদেশেই বসবাস করো। অতঃপর যখন পরলোকের অঙ্গীকার আসন্ন হবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে একত্রিত করে আনবো।'

(১০৫) আমি সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং এটা তথ্য সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমাকে শুধুমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবেই পাঠিয়েছি। (১০৬) আমি কুরআনকে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের সম্মুখে বিরতি দিয়ে দিয়ে পড়তে পারো। আমি তা যথাযথ ভাবে অবতীর্ণ করেছি।

(১০৭) বলঃ 'তোমরা এটাকে বিশ্বাস করো অথবা অবিশ্বাস করো, এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাদের সামনে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, (১০৮) আর বলে, 'আমাদের প্রভু পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভুর অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণ হয়।' (১০৯) তারা সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকে এবং কুরআন তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।

(১১০) বলঃ 'তোমরা 'আল্লাহ' বলে ডাক আর 'রহমান' (অশেষ করুণাময়) বলে ডাক, যে নামেই ডাক, সকল সুন্দর নামই তাঁর জন্য। তোমরা তোমাদের প্রার্থনার স্বর অতি উচ্চ বা অতি ক্ষীন কর না, দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।' (১১১) বলঃ 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তার সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই, কোন অবস্থাতেই তার কোন সহায্যকারী প্রয়োজন হয় না। তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।'

১৮ ঃ সূরা আল-কাহ্ফ (গুহা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এক গ্রন্থ, যাতে কোন অসঙ্গতি নেই, (২) এবং যা যথাযথভাবে নির্দেশ দেয় - তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতে এবং যারা সৎকর্ম করে সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম প্রতিদান ঘোষণা করতে, (৩) যেখানে তারা চিরকাল (খুশী হয়ে) থাকবে, (৪) এবং তাদেরকে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে যে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' (৫) এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। এ অতি সাঙ্ঘাতিক কথা যা ওদের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, তারা মিথ্যা কথা বলছে।

(৬) সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশ করে ফেলবে, যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন না করে। (৭) অনেক আকর্ষনীয় দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে পৃথিবীকে আমি সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি যাতে আমি পরীক্ষা করতে পারি, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ ? (৮) আর আমি পৃথিবীর সকল বস্তুকে এক ঊষর সমতল ময়দান করে দেবো।

(৯) তুমি কি মনে কর যে, গুহাবাসীরা এবং ফলকটি আমার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি অদ্ভূত নিদর্শন ছিল? (১০) যখন ঐ যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিল, তারা বললঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আপনার পক্ষ হতে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের ব্যাপারে সঠিক নির্দেশনা দিন' (১১) অতঃপর আমি গুহার মধ্যে তাদেরকে কয়েক বছরের জন্য গভীর ঘুমে আচ্ছাদিত করে দিলাম। (১২) তারপর তাদেরকে ওঠালাম এটা জানার জন্য যে, তাদের অবস্থান কাল সম্পর্কে দুই দলের মধ্যে কোনটির হিসাব অধিকতর সঠিক হয়।

(১৩) আমি তোমার কাছে তাদের ঘটনা যথাযথভাবে বলছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আর আমি তাদেরকে অধিকতর পথ-নির্দেশনা প্রদান করেছিলাম। (১৪) আমি তাদের অন্তর সমূহ আরো দৃঢ় করে দিলাম যখন তারা জেগে উঠলো এবং বলল, 'তিনিই আমাদের প্রভু, যিনি যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু। আমরা তাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে ডাকবো না, যদি ডাকি তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। (১৫) আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে ছাড়া অন্যকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। এরা তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? অতএব ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী (জালিম) আর কে হবে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে?'

(১৬) 'এখন তোমরা যখন ওই লোকদের থেকে এবং ওরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ইবাদত করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো, তখন ঐ গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও। তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর কৃপা করবেন, আর তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসু করার ব্যবস্থা করবেন।'

(১৭) তারা যখন গুহার একটি ফাঁকা জায়গায় অবস্থান করত তখন তুমি দেখতে, সূর্য উদয় হওয়ার সময় তাদের গুহাকে বাঁচিয়ে ডানদিকে হেলে যেত এবং যখন অস্ত যেত তখন তাদের অতিক্রম করে বামদিকে হেলে যেত। এটাও আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটা। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সেই সঠিকপথ প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি কোন পথ প্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবে না।

(১৮) তুমি তাদের দেখলে মনে করতে তারা জেগে আছে, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে ডাইনে-বামে পাশ পরিবর্তন করাতাম এবং তাদের কুকুরটি গুহার মুখে দু'পা বিছিয়ে বসে থাকত। তুমি যদি তাদেরকে উঁকি দিয়ে দেখতে তাহলে পিছন ফিরে তাদের থেকে পালানোর চেষ্টা করতে, আর ওদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়তে।

(১৯) কালক্রমে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে তারা একে ওপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের মধ্যে একজন বললঃ ‘তোমরা কতক্ষন এখানে অবস্থান করছো?’ তারা বললঃ ‘আমরা একদিন বা একদিনেরও কম সময় এখানে অবস্থান করেছি।’ কেউ কেউ বললঃ ‘তোমাদের প্রভুই ভাল জানেন যে, তোমরা কতক্ষন এখানে রয়েছ। তোমাদের একজনকে রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে নগরে পাঠাও। সে যেন খোঁজ করে কোথায় বিশুদ্ধতম (হালাল) খাদ্য পাওয়া যায়; আর তোমাদের জন্য যেন কিছু খাবার নিয়ে আসে, সে যেন সাবধানে যায় আর তোমাদের কথা যেন কেউ জানতে না পারে। (২০) যদি তারা তোমাদের খবর পেয়ে যায় তাহলে পাথর ছুঁড়ে তোমাদেরকে মেরে ফেলবে অথবা তারা তাদের ধর্মে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবে আর সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সফলতা পাবে না।’

(২১) এই ভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম যাতে লোক জানতে পারে যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, এবং উত্থান দিবস সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তখন লোকেরা পরস্পর তাদের বিষয়টি নিয়ে তর্ক করছিল, আর বলছিল, ‘তাদের গুহায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কর। তাদের প্রতিপালকই তাদের ব্যাপারে ভাল জানেন।’ তাদের ব্যাপারে যাদের মত প্রাধান্য পেল তারা বললঃ ‘আমরা তাদের উপর একটি ইবাদতস্থল তৈরী করবো।’

(২২) কেউ কেউ বলবে তারা তিনজন ছিল আর চতুর্থটি হলো তাদের কুকুর। আবার কেউ কেউ বলবে তারা পাঁচজন ছিল আর ষষ্ঠটি হলো তাদের কুকুর। এরা আনুমান ভিত্তিক কথা বলছে, আবার কিছু লোক বলে তারা সাতজন ছিল আর অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলঃ ‘আমার প্রভুই ভালই জানেন যে, তারা কতজন ছিল।’ কম লোকই তাদের খবর জানে। অতএব তুমি তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করো না, আর তাদের ব্যাপারে এদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসাও করো না।

(২৩) কোনো বিষয়ে কখনই তুমি বলো না, আমি ওটা আগামীকাল করবো;(২৪) 'যদি আল্লাহ চান'-এই কথা না বলে; যদি ভুলে যাও তখন আল্লাহকে স্মরণ করো ও বলঃ 'আশাকরি আমার প্রভু আমাকে এর চেয়েও সত্যের আরও নিকটতর পথ দেখাবেন।'

(২৫) (কেউ বলে) তারা গুহায় তিনশত বৎসর ছিল। কিছু লোক তার সাথে আরও নয় বছর বাড়িয়ে বলে। (২৬) বলঃ 'আল্লাহ তাদের অবস্থান কাল সম্পর্কে অধিক জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর পরোক্ষ (গোপন) জ্ঞান তাঁর কাছেই আছে। তিনি কত ভাল দেখেন এবং কত ভাল শোনেন! আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী নেই, আর আল্লাহ আপন কতৃত্বে কারও অংশীদার করেন না।'

(২৭) তোমার প্রতিপালকের যে গ্রন্থ তোমার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে তা শোনাও। আল্লাহর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ছাড়া তুমি কোন আশ্রয়স্থল পাবে না। (২৮) নিজেকে তাদের সংসর্গে নিমগ্ন রাখো যারা সকাল-সন্ধায় তাদের প্রভুকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। তোমার চোখ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্যের কারণে তাদের থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। তুমি এমন ব্যক্তির কথা শুনো না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে।

(২৯) বলঃ 'এই সত্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা সে প্রত্যাখ্যান করুক। আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের (জালিমদের) জন্য এমন আগুন তৈরী করে রেখেছি যার বেষ্টনী তাদেরকে ঘিরে রাখবে, এবং যদি তারা পানীয় চায় তাহলে তাদেরকে এমন এক গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে, যা তাদের সমগ্র মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। কি ভীষণ পানীয় আর কত নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়স্থল!

(৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে, আমি তাদের প্রতিফল নষ্ট করি না। (৩১) যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য স্থায়ী উদ্যান রয়েছে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়, তাদেরকে সেখানে সোনার কঙ্কন দিয়ে অলংকৃত করা হবে। তারা মিহি ও মোটা রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিধান করে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। কত উত্তম প্রতিদান আর কত উৎকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল!

(৩২) তুমি ওদের সামনে দুইজন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর। তাদের মধ্যে একজনকে আমি দুটো আঙুরের বাগান দান করেছিলাম এবং তার চারিদিক খেজুর গাছ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম, আর দুটো বাগানের মাঝখানে দিয়েছিলাম ফসলের ক্ষেত। (৩৩) দুটি বাগানই তার পরিপূর্ণ ফল উৎপন্ন করেছিল। এতে কোন ত্রুটি করেনি। দুই বাগানের মাঝখান দিয়ে আমি একটি নদীও প্রবাহিত করেছিলাম। (৩৪) যখন সে প্রচুর ফল পেল, তখন সে তার সাথীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলল যে, 'তোমার চেয়ে আমার সম্পত্তি বেশী এবং জনবলে আমি তোমার চেয়ে শক্তিশালী।' (৩৫) এইভাবে নিজের অন্তরের উপর অত্যাচার চালিয়ে সে তার বাগানে প্রবেশ করল এবং বললঃ 'আমি মনে করি না যে, এই বাগান কখনও নষ্ট হবে। (৩৬) আমি মনে করি না যে, শেষ বিচারের দিন কখনও আসবে। যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই এর চেয়ে আরও ভাল স্থান আমি পাব।'

(৩৭) তার সাথীও কথা প্রসঙ্গে বললঃ 'তুমি কি ঐ সত্তাকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর এক ফোঁটা তরল থেকে (সৃষ্টি করেছেন)। তারপর তোমাকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি দিয়েছেন। (৩৮) কিন্তু আমি (বলিঃ) আল্লাহই

আমার প্রভু। আমি আমার প্রভুর সাথে কাউকে অংশীদার করি না। (৩৯) যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন তুমি কেন বললে না যে, আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহ ছাড়া কারও কোন ক্ষমতা নেই, যদিও তুমি ধনে-জনে আমাকে তোমার চেয়ে হীনতর মনে কর। (৪০) হয়তো এজন্যেই আমার প্রভু আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে ভাল বাগান দান করবেন, আর তোমার বাগানে আকাশ থেকে কোন বিপত্তি পাঠিয়ে দেবেন যাতে তোমার বাগান অনুর্বর ময়দানে পরিণত হবে; (৪১) অথবা ওর পানি শুকিয়ে যাবে, আর তুমি তা আর খুঁজে পাবে না।'

(৪২) তাই হলো, এবং তার সমস্ত ফল বিনষ্ট হলো। দ্রাক্ষালতা সবই মাচাসহ ভেঙে পড়েছিল, বাগানদ্বয়ের মালিক বাগানে যা কিছু খরচ করেছে তার জন্য আক্ষেপ করে হাত কচলাতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'হায়! আমি যদি আমার প্রভুর সাথে কাউকে অংশীদার না করতাম!' (৪৩) তার কাছে এমন কোন দল ছিল না যারা তাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে সাহায্য করতে পারে, এবং সে নিজেও প্রতিকারে অসমর্থ ছিল। (৪৪) সকল সহায়তা দানের ক্ষমতা কেবল সেই পরম সত্য আল্লাহরই। তিনিই সবচেয়ে উত্তম প্রতিফল প্রদানকারী, আর পরিণাম নির্ধারণেও তিনিই সবার সেরা।

(৪৫) ওদেরকে পার্থিব জীবনের উদাহরণ শোনাও। এটা পৃথিবীর শ্যামল ঘন গাছপালার মতো, যখন বৃষ্টি দ্বারা সিঞ্চিত হয় তখন তা সতেজ হয়ে ওঠে; ঐ বৃষ্টি আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর তা শুকনো ভগ্ন হয়ে যায় যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব কিছুই করতে সক্ষম। (৪৬) সম্পত্তি ও সন্তান পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য; পক্ষান্তরে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্খিত বিষয় হিসাবেও উৎকৃষ্ট।

(৪৭) যে দিন আমি পর্বতসমূহকে চলমান করবো এবং পৃথিবীকে তুমি একটি সমতল ভূমির মত দেখতে পাবে, আর তাদের সকলকে একত্রিত করবো, একজনকেও অব্যাহতি দেব না। (৪৮) সকলকেই তোমার প্রভুর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হবে এবং বলা হবেঃ 'এবার তোমরা আমার কাছে এসে গেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমরাতো মনে করেছিলে যে, তোমাদের জন্য আমি কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ করবো না।'

(৪৯) তাদের সামনে কর্মলিপি উপস্থাপন করা হবে এবং সেখানে যা লিপিবদ্ধ করা আছে তা দেখে অপরাধীরারা আতঙ্কিত হবে আর বলবেঃ 'হায়, সর্বনাশ! এ কেমন কর্মলিপি যাতে ছোট-বড় কিছুই বাদ যায় নি।' যা কিছু তারা করেছে তা সবই তারা সামনে দেখতে পাবে। তোমার প্রভু কারও প্রতি অবিচার করবেন না।

(৫০) যখন আমি ফেরেস্তাদের বলেছিলাম, 'আদমের সামনে সিজদাবনত হও,' তখন তারা সিজদাবনত হয়েছিল; কিন্তু ইবলিস সিজদাবনত হল না। সে জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে তার প্রভুর আদেশ অমান্য করল। তবুও কি তোমরা আমাকে ত্যাগ করে তাকে ও তার বংশধরদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? তারা তো তোমাদের শত্রু। এটা পাপীদের জন্য নিকৃষ্টতম বিকল্প।

(৫১) আমি তাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় বা তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় সাক্ষী হিসাবে ডাকিনি। আমি এমন নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে আমার সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো।

(৫২) যে দিন আল্লাহ বলবেন যে, 'তোমরা যাদেরকে আমার অংশীদার মনে করতে তাদেরকে ডাকো।' তারা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা কোন উত্তর দেবে না; আর আমি ওদের মধ্যে (শত্রুতার) অন্তরায় স্থাপন করবো।

(৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝতে পারবে যে, তারা তাতে পতিত হবে এবং তা থেকে পরিত্রানের কোন পথ পাবে না।

(৫৪) আমি এই কুরআনে মানুষকে পথ দেখানোর জন্য সবরকম উদাহরণ বর্ণনা করেছি, মানুষই সবচেয়ে বিতর্ক প্রিয়। (৫৫) কিন্তু যখন মানুষের কাছে পথ নির্দেশ এসে যায় তখন বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা থেকে যে বিষয়টি তাদের বিরত রাখে তাহলো তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি যা করা হয়েছিল, তা কখন তাদের সঙ্গে করা হবে এবং কখন তারা সেই সমস্ত শাস্তি সামনা সামনি প্রত্যক্ষ করবে।

(৫৬) আমি রাসূলদেরকে কেবলমাত্র সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠাই। আর অস্বীকারকারীরা মিথ্যা কথা নিয়ে মিথ্যা ঝগড়া করে, যাতে আমার নিদর্শন সমূহ এবং যেসব জিনিষ দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেগুলোকে একটা বিদ্রুপের বিষয় বানিয়ে সত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। (৫৭) ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে যাকে তার প্রভুর নিদর্শন সমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে তা থেকে বিমুখ হয় এবং তার কৃতকর্ম ভুলে যায়। আসলে আমি তাদের অন্তরের উপরে আবরণ দিয়ে রেখেছি, যাতে তারা এটাকে বুঝতে না পারে, আর তাদের কানে এঁটে দিয়েছি বধিরতা। তুমি তাদেরকে সৎপথে ডাকলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না।

(৫৮) তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াময়। তিনি যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতেন তাহলে অবশ্যই তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন;কিন্তু তাদের জন্য একটি নির্ধারিত সময় আছে, যা থেকে তারা পালাবার পথ পাবে না। (৫৯) এই জনপদগুলি আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যখন এর অধিবাসীরা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছিল। আমি তাদের বিনাশের জন্য একটি সময় নির্ধারিত করেছিলাম।

(৬০) মূসা (মোজেস) তার শিষ্যকে বলেছিল যে, 'আমি চলতেই থাকবো, দুই নদীর মিলনস্থলে না পৌঁছনো পর্যন্ত, এমনকি বছরের পর বছর চলতেই থাকবো! (৬১) অতএব যখন দুই নদীর মিলনস্থলে পৌঁছে গেল তখন তারা মাছের কথা ভুলে গেল; অতঃপর মাছটি নদীতে নিজের পথ ধরল। (৬২) তারপর যখন তারা আরো কিছুদূর এগোল তখন মূসা (মোজেস) তার শিষ্যকে বললঃ 'আমাদের খাবার আনো, এই যাত্রায় আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

(৬৩) শিষ্য বললঃ 'দেখেছেন? আমরা যখন ঐ পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম; শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, সেই জন্য আমি এটা উল্লেখ করি নি। আর মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে বার হয়ে নদীতে চলে গেল!' (৬৪) মূসা (মোজেস) বললঃ 'ওটাই তো আমরা খুঁজছিলাম।' অতএব তারা দুজনে তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (৬৫) তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দাকে পেল যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে আমার অনুগ্রহ এবং জ্ঞান দান করেছিলাম।

(৬৬) মূসা (মোজেস) তাকে বললঃ 'আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যাতে আপনি আমাকে ঐ জ্ঞানের থেকে কিছু শিখিয়ে দেন, যা আপনাকে শেখানো হয়েছে?' (৬৭) তিনি বললেনঃ 'তুমি আমার সাথে ধৈর্য রাখতে পারবে না। (৬৮) তুমি ঐ জিনিষে কিভাবে ধৈর্য রাখবে যা তোমার জ্ঞানের বাইরে?' (৬৯) মূসা (মোজেস) বললঃ 'আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসাবেই পাবেন, আর আমি আপনার কোন কথা অমান্য করবো না।' (৭০) উনি বললেনঃ 'যদি তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও তাহলে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না, যতক্ষন না আমি নিজেই সে সম্পর্কে কিছু বলি।'

(৭১) অতঃপর উভয়ে চলতে থাকল। এক সময় তারা যখন

নৌকায় আরোহন করল তখন ঐ ব্যক্তি নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিল। মূসা (মোজেস) বললঃ 'আপনি নৌকাটি কি এই জন্য ছিদ্র করে দিয়েছেন যাতে নৌকার আরোহীরা ডুবে যায়? এতো আপনি খুব খারাপ কাজ করলেন।' (৭২) তিনি বললেন ঃ 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।' (৭৩) মূসা (মোজেস) বললঃ 'আমার ভুলের জন্য আমাকে ধরবেন না এবং আমার ব্যাপারে এত কঠোর হবেন না।' (৭৪) অতঃপর তারা দুজনে আবার চলতে লাগল। এক সময়ে একটি বালকের সাথে তাদের দেখা হল। তখন ঐ ব্যক্তি তাকে হত্যা করল। মূসা (মোজেস) বললঃ 'আপনি একজন নির্দোষকে মেরে ফেললেন; সে তো কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো খুবই অনুচিত কাজ করলেন।'

(৭৫) ঐ ব্যক্তি বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।' (৭৬) মূসা (মোজেস) বললঃ 'আচ্ছা, এরপরে যদি আপনাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। তখন আমার ওজর-আপত্তি চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবে।' (৭৭) আবার দুজনে চলতে লাগলেন। তারা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছালেন এবং ওদের কাছে খাবার চাইলেন। তখন তারা তাদের আতিথেয়তা প্রদান করতে অস্বীকার করল; অতঃপর তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন যা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন তারা সেটিকে মেরামত করে দিলেন। মূসা (মোজেস) বললঃ 'আপনি চাইলে এর বদলে কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।' (৭৮) তিনি বললেনঃ 'এখানে আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে। আমি তোমাকে ঐ সকল বিষয়ের তাৎপর্য বলবো, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারো নি।'

(৭৯) নৌকাটি কতিপয় গরীব মানুষের ছিল যারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি চেয়েছিলাম নৌকাটি ত্রুটিযুক্ত করতে, কেননা ওদের পিছনদিক থেকে এক রাজা আসছিল যে প্রত্যেকটি নৌকা বলপূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছিল।

(৮০) বালকটির ব্যাপার এই যে, তার পিতা-মাতা সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল। আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, ও বড়ো হয়ে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা দ্বারা ওদেরকে কষ্ট দেবে। (৮১) অতএব আমি চাইলাম তাদের প্রভু তাদেরকে এর পরিবর্তে এমন সন্তান প্রদান করুন যে পবিত্রতায় শ্রেয়তর এবং স্নেহময় হয়।

(৮২) আর প্রাচীরের ব্যাপারটা এই যে, সেটা এই জনপদের দুজন অনাথ বালকের ছিল। এই প্রাচীরের নীচে তাদের জন্য এক ধনভাণ্ডার পুঁতে রাখা ছিল, তাদের পিতা একজন ভালো মানুষ ছিল। অতএব তোমার প্রভু চাইলেন তারা দুজন বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। এটা তোমার প্রভুর কৃপায় হয়েছে, আর আমি এটা নিজের ইচ্ছায় করিনি। এই হল ঐ সব বিষয়গুলোর তাৎপর্য, যার উপর তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারো নি।

(৮৩) তারা তোমাকে জুলকারণাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলঃ 'আমি তোমাদেরকে তার কিছু বিবরণ শোনাব।' (৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেছিলাম আর সমস্ত প্রকার উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম।

(৮৫) সে পথ চলতে লাগল। (৮৬) যেতে যেতে সূর্যাস্ত হওয়ার স্থানে পৌঁছাল; তখন সে দেখলো সূর্য এক অস্বচ্ছ জলে ডুবে যাচ্ছে, আর সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে দেখল। আমি বললামঃ 'হে যুল-কারণাইন! তুমি চাইলে এদের শাস্তি দিতে পারো অথবা এদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে পারো।'

(৮৭) সে বললঃ ‘এদের মধ্যে যারা অত্যাচার (জুলুম) করবে তাদেরকে আমি শাস্তি দেবো; অতঃপর সে তার প্রভুর নিকট ফিরে যাবে। তখন তিনি তাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবেন। (৮৮) যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করবে আর ভালো কাজ করবে, ওর জন্যেই উত্তম প্রতিফল রয়েছে, আর আমিও তার সাথে সরল ব্যবহার করবো।’

(৮৯) আবার সে পথ চলতে লাগল। (৯০) চলতে চলতে সে সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছলো। তখন সে সূর্যকে এমন একদল লোকের কাছে উদিত হতে দেখলো, যাদের জন্য আমি সূর্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষার মতো কোনো আশ্রয় প্রদান করিনি। (৯১) এটাই ছিল প্রকৃত অবস্থা। তার সবকিছুই আমি অবগত আছি।

(৯২) সে আবার পথ চলতে লাগল। (৯৩) যেতে যেতে যখন দুই পাহাড়ের মাঝে পৌঁছলো সেখানে সে একদল লোককে দেখতে পেল যারা কোনো কথাই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বললঃ ‘হে যুল-কারণাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ আমাদের দেশে খুবই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। আমরা কি কিছু রাজস্ব প্রদান করতে পারি যাতে তুমি আমাদের ও ওদের মধ্যে একটা প্রাচীর তৈরী করে দাও?’

(৯৫) যুল-কারণাইন উত্তর দিল যে, ‘আমার প্রভু আমাকে যা দিয়েছেন তা যথেষ্ট। তোমরা শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। আমি তোমাদের আর ওদের মধ্যে একটা প্রাচীর তৈরী করে দেব। (৯৬) তোমরা আমাকে লৌহ- পিণ্ড এনে দাও।’ অতঃপর দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা ভরে দিয়ে সে বললঃ ‘তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো;’ এই ভাবে যখন আগুনে পরিণত হল তখন সে বললঃ ‘এর উপরে ঢালার জন্য তোমরা আমাকে গলিত তামা এনে দাও।’

(৯৭) ফলে ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহন করতে পারলো না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) যুল-কারণাইন বললঃ 'এ আমার প্রভুর কৃপা, তবে যখন আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি এসে যাবে তখন তিনি একে ভেঙে সমান করে দেবেন, আর আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য।'

(৯৯) সেইদিন আমি ওদেরকে ছেড়ে দেব। তখন তরঙ্গের ন্যায় তারা একে অন্যের উপরে আছড়ে পড়বে। আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং আমি সকলকেই একত্রিত করবো। (১০০) সেদিন আমি জাহান্নামকে অস্বীকারকারীদের সামনে হাজির করবো, (১০১) যাদের চোখে আবরণ থাকায় আমার স্মারকগ্রন্থ দেখতে পায় না এবং শুনতেও পায় না।

(১০২) অস্বীকারকারীরা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? আমি অবিশ্বাসীদের আপ্যায়নের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।

(১০৩) আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব যে, কর্ম অনুসারে কারা সবচেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত? (১০৪) যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে, আর তারা মনে করছে যে, তারা খুব ভাল কাজ করছে। (১০৫) এরাই তো তারা যারা তাদের প্রভুর নিদর্শন সমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। অতএব ওদের কর্মফল নষ্ট হয়ে গেছে। শেষ বিচারের দিনে (উত্থান দিবসে) আমি ওদের কোন গুরুত্ব দেব না। (১০৬) জাহান্নামই ওদের প্রতিফল, কেননা তারা অস্বীকার করেছে আর আমার নিদর্শনসূমহ ও আমার রাসূলগণকে উপহাস করেছে।

(১০৭) নিঃসন্দেহে যারা আস্থাবান ও সৎকর্মশীল, তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতের উদ্যান। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তারা সেখান থেকে কখনই নিষ্ক্রান্ত হতে চাইবে না।

(১০৯) বলঃ ‘আমার প্রভুর কথাসমূহ লেখার জন্য যদি গোটা সমূদ্র কালি হয়ে যায়, তাহলে সমূদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার প্রভুর কথা শেষ হওয়ার আগেই। যদি এর সাথে এরকম আরো সমুদ্র যোগ করা হয় তবুও।’

(১১০) বলঃ ‘আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে প্রত্যাদেশ আসে যে, তোমাদের উপাস্য কেবল একমাত্র আল্লাহই।’ অতএব যে তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে, তার উচিত সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভুর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন না করে।

১৯ ঃ সূরা মারইয়াম (মেরী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) ক্বা-ফ্-হা-ইয়া-আইন-স্বা-দ্। (২) এটা হলো সেই অনুগ্রহের বর্ণনা যা তোমার প্রভু তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন, (৩) যখন সে তার প্রভুকে গোপনে ডেকে বলেছিল,

(৪) ‘হে আমার প্রভু! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে আর মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। হে আমার প্রভু! আপনার কাছে প্রার্থনা করে আমি কখনই বঞ্চিত হই নি।(৫) আমি আমার স্বগোত্রীয়দেরকে ভয় করছি এবং আমার পত্নীও বন্ধ্যা, অতএব আমাকে আপনার পক্ষ হতে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন, (৬) যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে আর ইয়াকুব (জ্যাকব) পরিবারেরও (অনুগ্রহের) উত্তরাধিকারিত্ব করবে। হে আমার প্রভু! আপনি তাকে আপনার প্রিয় করুন।’

(৭) ‘হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম ইয়াহইয়া (জন) হবে। আমি এর পূর্বে এই নামে কারও নামকরণ করিনি।’ (৮) সে বললঃ ‘হে প্রভু! আমার পুত্র কিভাবে হবে? আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, আর আমিও তো একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছি।’

(৯) উত্তর এল, 'এমনই হবে। তোমার প্রভু বলেছেন যে, এটা আমার পক্ষে সহজ। এর পূর্বে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।' (১০) যাকারিয়া বললঃ 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য কোন পূর্বলক্ষণ ঠিক করে দিন।' তিনি বললেনঃ 'তোমার পূর্ব লক্ষণ এই যে, সুস্থ থেকেও তুমি তিন রাত আর তিন দিন মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না।' (১১) অতঃপর যাকারিয়া ইবাদতস্থল থেকে বের হয়ে লোকদের কাছে এল এবং ইশারায় তাদেরকে বললঃ 'তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর।'

(১২) 'হে ইয়াহইয়া (জন)! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর।' আমি শৈশবেই তাকে প্রজ্ঞা দান করি, (১৩) আর আমার পক্ষ থেকে তাকে (হৃদয়ে) কোমলতা ও পবিত্রতা প্রদান করি, (১৪) আর সে পরহেজগার (সংযমী) ও পিতা মাতার প্রতি সদাচারী ছিল, উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না। (১৫) তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক তার জন্মের দিনে এবং তার মৃত্যুর দিনে আর শান্তি বর্ষিত হোক যে দিনে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

(১৬) (হে রাসূল) এই গ্রন্থে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা বর্ণনা কর যখন সে তার পরিবার পরিজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের ঘরে চলে গেল। (১৭) তারপর তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দার অন্তরাল করে নিল; অতঃপর আমি তার কাছে আমার ফেরেস্তা পাঠালাম, যে তার সামনে এক সুঠাম মানুষের আকারে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) যখন সে (মারইয়াম) তাকে দেখলো, সে বললঃ 'আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহর আশ্রয় চাই; যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর (আমার নিকটে এসো না।)' (১৯) সে বললঃ 'আমি তো তোমার প্রভুর দূত। আমি তোমাকে একটি

পবিত্র পুত্র দান করে পুরস্কৃত করবো।' (২০) মারইয়াম বললঃ 'আমার পুত্র হবে কিভাবে? আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শই করেনি, আর আমি নষ্ট চরিত্রেরও নই।' (২১) ফেরেস্তা বললঃ 'এভাবেই হবে।' তোমার প্রভু বলছেনঃ 'এটা আমার পক্ষে সহজ, তাকে আমি মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার অনুগ্রহের আধার বানাতে চাই। এটা একটা স্থিরকৃত বিষয়।'

(২২) এরপর মারইয়াম তাকে (ঈসাকে) গর্ভে ধারণ করল, তারপর তাকে নিয়ে দূরবর্তী একটি জায়গায় চলে গেল।(২৩) তারপর প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের কাণ্ডের কাছে নিয়ে গেল। সে বললঃ 'হায়! আমি যদি এর আগে মরে যেতাম এবং একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতাম!'

(২৪) এমন সময় মারইয়ামকে (মেরীকে) তার নিচ থেকে ফেরেস্তা বললঃ 'দুঃখ করো না। তোমার প্রভু তোমার নিচে একটি জলধারা প্রবাহিত করেছেন, (২৫) আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ডটি নিজের দিকে নাড়া দাও, গাছ থেকে তোমার দিকে পাকা খেজুর পড়বে। (২৬) এখন আহার কর, পান কর, আর চক্ষু শীতল করো। আর যদি কোন মানুষের দেখা পাও তাহলে বলবে যে, আমি করুণাময় (আল্লাহ) এর ব্রত মেনে রেখেছি তাই আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না।'

(২৭) অতঃপর সে পুত্র কোলে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে এল। লোকেরা বললঃ 'হে মারইয়াম (মেরী)! তুমি বড়ই অনর্থ করে ফেলেছ। (২৮) হে হারুনের বোন! তোমার বাবা খারাপ লোক ছিল না, আর তোমার মাও অসতী ছিল না।'

(২৯) অতঃপর মারইয়াম পুত্রের দিকে ইঙ্গিত করল। লোকেরা বললঃ 'আমরা কোলের শিশুর সাথে কিভাবে কথা বলবো?'

(৩০) শিশুটি বললঃ ‘আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে গ্রন্থ দিয়েছেন, আমাকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি আমাকে কল্যাণময় করেছেন। আর তিনিই আমাকে নামায প্রতিষ্ঠা করার এবং যাকাত আদায় করার আদেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকব। (৩২) তিনি আমাকে আমার মায়ের অনুগত করেছেন, আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। (৩৩) আর আমার উপরে শান্তি বিরাজিত হয়েছে যেদিন আমি জন্মেছিলাম; আর আমার উপরে শান্তি বিরাজিত হবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে, এবং যে দিন আমাকে জীবিত করে ওঠানো হবে।’

(৩৪) এই হল মারইয়ামের (মেরীর) পুত্র ঈসা (যিশু)। এটাই হল সত্যকথা যে ব্যাপারে লোকেরা বিতর্ক করছে। (৩৫) আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র। যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন ‘হও’ অমনি তা হয়ে যায়।

(৩৬) নিঃসন্দেহে আল্লাহই আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, এটাই সরল পথ। (৩৭) অতঃপর বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের মধ্যে মতভেদ করল। যখন সেই ভীষণ দিবস এসে যাবে তখন অস্বীকারকারীদের জন্য তা অতীব ভয়াবহ হবে। (৩৮) তারা তা স্পষ্ট শুনতে পাবে ও পরিষ্কার দেখতে পাবে; কিন্তু আজ ঐ সীমালঙ্ঘনকারীগণ স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

(৩৯) এদেরকে সেই দুঃখের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন সব বিষয়ের মীমাংসা করে দেওয়া হবে। এখন তারা অনবহিত অবস্থায় রয়েছে এবং বিশ্বাস করছে না। (৪০) নিঃসন্দেহে আমিই পৃথিবীর এবং তার উপর যারা আছে তাদের মালিক, এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৪১) গ্রন্থে উল্লেখিত ইবরাহীমের (আবরাহাম) কথা বর্ণনা কর।

নিঃসন্দেহে সে ছিল সত্যনিষ্ঠ ও পয়গম্বর। (৪২) যখন সে তার পিতাকে বললঃ 'হে পিতা! এমন জিনিষের ইবাদত কেন কর যে শুনতে পায় না বা দেখতে পায় না আর যে তোমার কোন কাজে আসবে না? (৪৩) হে পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে নেই। তুমি আমার কথা মেনে নাও, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করো না। নিঃসন্দেহে শয়তান, করুণাময় আল্লাহর অবাধ্য। (৪৫) হে পিতা! আমি আশংকা করছি যে, তোমার উপর দয়াময় আল্লাহর কোন শাস্তি আসবে আর তুমি শয়তানের সহযোগী হয়েই থাকবে।'

(৪৬) পিতা বললঃ 'হে ইবরাহীম (আবরাহাম)! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ হয়ে গেলে? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো। তুমি আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাও।' (৪৭) ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক! আমি আমার প্রভুর কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল। (৪৮) আমি তোমাদেরকে বর্জন করছি আর ওদেরকেও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তুমি যাদেরকে ডাক। আমি আমার প্রভুকেই ডাকব। আশা করি আমার প্রভুকে আহ্বান করে আমি বঞ্চিত হব না।'

(৪৯) অতঃপর সে যখন তাদের থেকে ও আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা উপাসনা করত তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে ইসহাক (আইজ্যাক) ও ইয়াকুবকে (জ্যাকব) দান করলাম, আর আমি তাদের প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং সমুচ্চ সুখ্যাতি।

(৫১) এই গ্রন্থে উল্লেখিত মূসার (মোজেস) কথা বর্ণনা কর,

নিঃসন্দেহে সে ছিল বিশুদ্ধ চিত্ত এবং ছিল রাসূল ও নবী। (৫২) আমি তাকে তূর পাহাড়ের ডান দিকে ডেকেছিলাম এবং একান্তে আলাপের জন্য তাকে আমি নিকটবর্তী করেছিলাম। (৫৩) এবং নিজ অনুগ্রহে আমি তার ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে সহায়ক রূপে তাকে প্রদান করলাম।

(৫৪) এই গ্রন্থে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্য প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং পয়গম্বর । (৫৫) সে তার লোকদেরকে নামায ও যাকাতের (আবশ্যিক দানের) আদেশ দিত। সে তার প্রভুর কাছে পছন্দনীয় ছিল। (৫৬) এই গ্রন্থে উল্লেখিত ইদরীসের কথা বর্ণনা কর, নিঃসন্দেহে সে ছিল সত্য প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং নবী । (৫৭) আর আমি তাকে উচ্চ অবস্থানে উন্নীত করেছিলাম।

(৫৮) এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ দান করেছিলেন; এরা আদমের (অ্যাডাম) বংশধর এবং যাদেরকে নূহের (নোয়াহ) নৌকায় আমি বহন করিয়েছিলাম; এরা ইবরাহীম (আবরাহাম) ও ইসরায়িলের উত্তরপুরুষ এবং যাদেরকে আমি মনোনীত করেছিলাম এবং সৎপথ প্রদর্শন করেছিলাম। এদের সামনে যখন দয়াময় আল্লাহর বাণীসমূহ শোনান হত তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন করত।

(৫৯) কিন্তু তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম এল যারা নামায বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির বশবর্তী হল। অতএব তারা শীঘ্রই ভ্রষ্টতার পরিণতি দেখতে পাবে। (৬০) তবে যারা প্রায়শ্চিত্য করেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।

(৬১) তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী উদ্যান, পরম করুণাময় তাঁর

বান্দাদেরকে এই অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আর তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ হবে। (৬২) সেখানে তারা শান্তি ছাড়া আর কোন অসার বাক্য শুনবে না। সেখানে সকাল সন্ধ্যায় তাদের জীবিকার ব্যবস্থা থাকবে। (৬৩) এটা সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী আমি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে করবো যারা আল্লাহকে ভয় করে।

(৬৪) (ফেরেস্তা বলে) আমরা তোমার প্রভুর আদেশ ছাড়া অবতীর্ণ হই না। আমাদের সম্মুখে, পশ্চাতে, এবং এই দুই এর অন্তবর্তী যা কিছু আছে সবই তাঁর। আর তোমাদের প্রভু কিছুই ভোলেন না। (৬৫) তিনিই আকাশ আর পৃথিবীর এবং এই দুইএর অন্তবর্তী যা কিছু আছে সকলের প্রভু। অতএব তুমি তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই ইবাদতে অবিচল থাকো। তুমি কি তাঁর সমতূল্য কাউকে জান?

(৬৬) মানুষ বলেঃ 'আমার যখন মৃত্যু হবে তারপর কি আমাকে আবার জীবিত করে ওঠানো হবে?' (৬৭) তবে কি মানুষের স্মরণে নেই যে, ইতিপূর্বে যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম তখন সে কিছুই ছিল না। (৬৮) সুতরাং তোমার প্রভুর শপথ। অবশ্যই আমি তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রিত করবো, তারপর তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করবো।

(৬৯) অতঃপর আমি প্রত্যেক দল থেকে ঐ লোকদের টেনে বের করবো, যারা করুণাময়ের প্রতি সবচেয়ে অধিক অবাধ্য হয়েছিল – (৭০) তারপর আমি এমন লোকদেরও ভাল ভাবে জানি যারা জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার অধিক যোগ্য – (৭১) আর তোমাদের প্রত্যেককেই সেখানে যেতে হবে। এটা তোমার প্রভুর অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (৭২) অতঃপর আমি ঐ লোকদের রক্ষা করবো যারা ভয় করত, আর অত্যাচারীদের (জালিমদের) নতজানু অবস্থায় সেখানে রেখে দেব।

(৭৩) যখন ওদেরকে আমার স্পষ্ট আয়াত সমূহ শোনানো হত তখন যারা অবজ্ঞা করেছে তারা আস্থাবানদেরকে বলতঃ 'দু-দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং কোন দলের সমাবেশ অধিক উত্তম?' (৭৪) এদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা সম্পদে ও বৈভবে এদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ছিল।

(৭৫) বলঃ 'যারা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে করুণাময় তাদেরকে আরও অবকাশ দেন, অবশেষে যখন তারা সেই প্রতিশ্রুত বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে, তা (পার্থিব) শাস্তি হোক বা প্রলয়দিবস হোক, তখন তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কার দল দুর্বল।'

(৭৬) আল্লাহ উপদেশ গ্রহণকারীদের সহায়তা আরও বৃদ্ধি করে দেন। আর স্থায়ী সৎকর্মগুলোই তোমার প্রভুর কাছে প্রতিদানের দিক থেকে উত্তম এবং পরিনণামের দিক থেকেও উত্তম।

(৭৭) তুমি কি তাকে দেখেছ যে আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করেছে? আর বলেছে, 'আমাকে ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হবে।' (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয়েছে, অথবা আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? (৭৯) কখনই নয়, যা কিছু সে বলে তা আমি লিপিবদ্ধ করবো আর তার শাস্তি বাড়িয়ে দেব। (৮০) আর সে যে জিনিষের দম্ভ করে, তার সবকিছুর উত্তরাধিকারী আমি, আর সে আমার কছে আসবে একা।

(৮১) তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে (অন্য উপাস্যগণ) তার সহায়ক হয়। (৮২) কখনই নয়, তারা (অন্য উপাস্যগণ) তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।

(৮৩) তুমি কি দেখনি যে, আমি অস্বীকারকারীদের প্ররোচিত করার

জন্য শয়তানদের ছেড়ে দিয়েছি? (৮৪) অতএব তুমি তাদের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করো না। আমি তাদের নির্ধারিত কাল গণনা করছি। (৮৫) যে দিন আমি আল্লাহ-ভীরুদের করুণাময়ের নিকট অতিথি রূপে একত্রিত করবো, (৮৬) আর অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাড়িয়ে দেব, (৮৭) কারও সুপারিশ করার অধিকার থাকবে না, কেবল সে ছাড়া যে করুণাময়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে।

(৮৮) এরা বলে যে, 'করুণাময় কাউকে পুত্র করেছেন।' (৮৯) এটা তোমরা এক ভয়ানক মিথ্যা কথা বলেছ, (৯০) শীঘ্রই আকাশ ফেটে পড়বে, আর পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা ভেঙে পড়বে, (৯১) কারন তারা করুণাময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করেছে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (৯৩) আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে করুণাময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না -- (৯৪) তাঁর কাছে এদের পরিসংখ্যান আছে, আর তিনিই এদের চিহ্নিত করে রেখেছেন -- (৯৫) আর এদের প্রত্যেকে শেষবিচারের দিনে একাকী অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে। (৯৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর যারা ভাল কাজ করেছে, তাদের জন্য দয়াময় দান করবেন ভালবাসা।

(৯৭) অতএব আমি এই কুরআনকে তোমার ভাষায় এজন্য সহজ করে দিয়েছি যাতে, তুমি আল্লাহ-ভীরুদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, আর অবাধ্য লোকদেরকে সতর্ক কর। (৯৮) এর পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও বা তাদের ক্ষীনতম আওয়াজ শুনতে পাও?

২০ ঃ সূরা ত্বা-হা (ত্বা-হা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) ত্বা-হা। (২) তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করি নি, (৩) বরং যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে উপদেশ; (৪) এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন, (৫) তিনি দয়াময়, সিংহাসনে আসীন। (৬) আকাশ, পৃথিবী, এ দুই এর মাঝে ও মাটির নিচে যা কিছু আছে সবই তাঁর।

(৭) তুমি উচ্চস্বরে কথা বল (অথবা ক্ষীন স্বরে বল) তিনি সব শোনেন, কারণ তিনি গোপন থেকে গোপনতর কথাও জানেন। (৮) তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সমস্ত সুন্দর নাম তাঁরই।

(৯) তুমি মূসার (মোজেস) ঘটনা শুনেছো কি? (১০) যখন সে একটি আগুন দেখল তখন সে তার পরিবারকে বললঃ 'দাঁড়াও, আমি একটা আগুন দেখেছি, হয়ত আমি ওখান থেকে তোমাদের জন্য একটু অঙ্গার নিয়ে আসতে পারবো, অথবা ঐ আগুনের কাছে কোন পথের সন্ধান পাবো।'

(১১) অতঃপর সে যখন তার কাছে পৌঁছাল তখন ডাক দেওয়া হল, 'হে মূসা (মোজেস)! (১২) আমিই তোমার প্রভু; অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল; কেননা তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ। (১৩) আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যে বাণী প্রকাশ করা হচ্ছে তা শোন। (১৪) আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমারই উপাসনা কর, আর আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায প্রতিষ্ঠা কর। (১৫) কেয়ামত কবে আসবে আমি তা গোপন রাখতে চাইছি, যাতে প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের ফল পায়। (১৬) যে এটা বিশ্বাস করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে এতে বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে নিবৃত্ত করতে না পারে, তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

(১৭) 'হে মূসা (মোজেস)! তোমার ডান হাতে ওটা কি?' (১৮) সে বললঃ 'এটা আমার লাঠি। আমি এটাতে ভর দিই, আর এটা দিয়ে আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি। এতে আমার অন্যান্য কাজও আছে।' (১৯) বললেনঃ 'হে মূসা (মোজেস)! এটাকে মাটিতে নিক্ষেপ কর।' (২০) সে ওটাকে মাটিতে নিক্ষেপ করল, হঠাৎই সেটা একটা সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল। (২১) বললেনঃ 'ওটাকে ধরো, ভয় করো না, আমি পুনরায় এর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব।'

(২২) তুমি তোমার হাত বাহুমূলে রাখো, এটা বের হয়ে আসবে উজ্জল হয়ে, কোন খুঁত থাকবে না, এটা হলো অপর এক নিদর্শন।[১] (২৩) আমি মহা নিদর্শনগুলোর মধ্যে কিছু নিদর্শন তোমাকে দেখাবো। (২৪) তুমি ফেরাউনের (ফ্যারাও) কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

(২৫) মূসা (মোজেস) বললঃ 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ আমার জন্য প্রশস্ত করে দিন, (২৬) আর আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, (২৮) যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সহায়ক নিযুক্ত করে দিন, (৩০) হারুন (অ্যারন) যে আমার ভাই। (৩১) তার মাধ্যমে আমার শক্তি সুদৃঢ় করে দিন, (৩২) এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করে দিন, (৩৩) যাতে আমরা দুজনে আপনার অধিক পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি, (৩৪) এবং বেশী করে আপনাকে স্মরণ করতে পারি।

---

[১] বিঃদ্রঃ-(২০ঃ২২) পৃথিবীতে যা কিছু আছে বা যা কিছু ঘটছে সবই আল্লাহর অলৌকিকতার নমুনা, বীজ থেকে অঙ্কুর নির্গমন হোক বা দণ্ড সর্পে রূপান্তরিত হোক। পয়গম্বরদের মাধ্যমে বিস্ময়কর অলৌকিকতা প্রদর্শন করা হয়, আল্লাহর নিত্য নৈমত্তিক অলৌকিকতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য।

(৩৫) নিঃসন্দেহে আপনি তো আমাদের দেখছেন।' (৩৬) তিনি বললেনঃ 'হে মূসা (মোজেস)! তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো।'

(৩৭) আমি তো তোমার উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছি, (৩৮) যখন আমি তোমার মায়ের কাছে এই বলে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি, (৩৯) যে, মূসাকে (মোজেস) সিন্দুকে রাখ, তারপর তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও, নদী তাকে তীরে নিক্ষেপ করবে। তাকে এক ব্যক্তি উঠিয়ে নেবে যে আমারও শত্রু আর তারও শত্রু। আমি তোমাকে আমার নিজের পক্ষ থেকে স্নেহ দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার সংরক্ষনে প্রতিপালিত হতে পার। (৪০) যখন তোমার বোন হাঁটতে হাঁটতে এসে বললঃ 'আমি কি তোমাদের এমন একজনের ঠিকানা বলে দেব, যে এই শিশুটিকে লালন-পালন ভালভাবে করতে পারে?' অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয়, আর তার কোন দুঃখ না থাকে। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। তারপর আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিই। আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। তারপর তুমি কয়েক বৎসর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে রইলে। হে মূসা (মোজেস)! তারপর তুমি এই পর্যায়ে (বিশেষ গুণের স্তরে) উপনীত হলে।

(৪১) আমি তোমাকে আমার জন্য মনোনীত করলাম। (৪২) তুমি আর তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ সহ যাত্রা শুরু করো। তোমরা দুজনে আমার স্মরণে অলসতা করো না। (৪৩) তোমরা দুজন ফেরাউনের (ফ্যারাও) কাছে যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। (৪৪) অতএব তার সাথে বিনম্রভাবে কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

(৪৫) দুজনেই বললঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আশঙ্কা করছি সে আমাদের প্রতি অত্যাচার করবে অথবা সীমালঙ্ঘন করবে।' (৪৬) তিনি বললেনঃ 'ভয় করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, শুনছি ও দেখছি।

(৪৭) অতএব তোমরা ওর কাছে যাও আর বলঃ যে, আমরা দুজন তোমার প্রভুর দূত। অতএব ইসরায়িলের সন্তানদের আমাদের সঙ্গে যেতে দাও এবং তাদেরকে নির্যাতন করো না। আমরা তোমার প্রভুর কাছ থেকে একটি নিদর্শনও এনেছি; যে সৎপথে চলবে তার উপর শান্তি আসবে। (৪৮) আমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয়েছে যে, যে অস্বীকার করবে আর বিমুখ হবে তার শাস্তি হবে।'

(৪৯) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'মূসা (মোজেস)! তাহলে তোমাদের দুজনের প্রভু কে?' (৫০) মূসা (মোজেস) বললঃ 'আমাদের প্রভু তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি প্রদান করেছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন।' (৫১) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?' (৫২) মূসা (মোজেস) বললঃ 'ওদের খবর আমার প্রভুর কাছে লিখিত রয়েছে। আমার প্রভু ভুল করেন না বা ভুলে যান না।'

(৫৩) তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য পথ তৈরী করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর এর মাধ্যমে আমি বিভিন্ন প্রকারের বনস্পতি উৎপন্ন করেছি। (৫৪) আহার কর আর তোমাদের পশুগুলো চরাও। এর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৫৫) মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো, আর মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনর্বার উত্থিত করবো।[১]

---

[১] বিঃদ্রঃ-(২০ঃ৫৫) পৃথিবীর সৃষ্টি, বৃষ্টিপাত এবং বৃক্ষ ও সবুজ বনভূমির উদ্গমন, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা প্রবাহ যার দ্বারা বর্তমানপৃথিবী জীবকুলের জন্য বাসযোগ্য হয়েছে, এ সবই এক অবিশ্বাস্য মহান এবং চমৎকার অভিব্যক্তি।

(৫৬) আমি ফেরাউনকে (ফ্যারাও) সব নিদর্শন দেখিয়েছি কিন্তু সে তা অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। (৫৭) সে বললঃ 'হে মূসা (মোজেস)! তুমি কি তোমার জাদুর দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য এসেছো? (৫৮) তাহলে আমরাও তোমার জাদুর মোকাবিলায় অনুরূপ জাদু আনবো; অতএব তুমি আমাদের আর তোমার মধ্যে এক খোলা ময়দানে একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারন কর, যা আমরা লঙ্ঘন করবো না আর তুমিও না।

(৫৯) মূসা (মোজেস) বললঃ 'তোমাদের নির্ধারিত উৎসবের দিন, এবং সেদিন সকাল বেলায় লোকদেরকে সমবেত করা হবে।' (৬০) ফেরাউন (ফ্যারাও) উঠে গেল, নিজের সব কৌশল ঠিক করল, অতঃপর ফিরে এল। (৬১) মূসা (মোজেস) বললঃ 'হায় তোমাদের দুর্ভোগ! তোমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করো না, তাহলে কোন বিপত্তি দ্বারা তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। আল্লাহর নামে যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সেই অসফল হয়।'

(৬২) তারপর তারা (জাদুকররা) তাদের মধ্যে মতভেদ করল, আর গোপনে শলা-পরামার্শ করল। (৬৩) তারা বললঃ 'এই দুজন নিশ্চিতরূপে জাদুকর, এরা চায় যে, জাদুর শক্তি দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতির বিলোপ ঘটাতে। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কৌশল সুসংহত কর। তারপর একজোট হয়ে এস। আর যে জিতবে সেই সফল হবে।'

(৬৫) তারা বললঃ 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরাই আগে নিক্ষেপ করি।' (৬৬) মূসা বললঃ 'তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।' হঠাৎ ওদের রশি ও লাঠি ওদের জাদুর প্রভাবে দৌড়াচ্ছে বলে তার মনে হল। (৬৭) এতে মূসা তার মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করল।

(৬৮) আমি বললামঃ 'ভয় পেওনা, তুমিই বিজয়ী হবে, (৬৯) আর যা তোমার ডান হাতে আছে তা নিক্ষেপ কর; সে তাদেরকে গিলে ফেলবে যা তারা তৈরী করেছে।' তারা যা কিছু তৈরী করেছে তা জাদুর ধোঁকা, আর জাদুকর কখনও সফল হয় না, তা সে যেভাবেই আসুক। (৭০) অতঃপর জাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। তারা বললঃ 'আমরা হারুন (অ্যারন) ও মূসার প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।'

(৭১) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'আমি অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা এদেরকে মেনে নিলে? দেখছি সেই তোমাদের প্রধান যে তোমাদের জাদু শিখিয়েছে; এখন আমি বিপরীত পাশ থেকে তোমাদের হাত-পা কেটে দেব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে ফাঁসী দেব। তোমরা জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।'

(৭২) জাদুকরেরা বললঃ 'আমাদের কাছে যে সব স্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে কিছুতেই আর প্রাধান্য দেব না, অতএব তোমার যা কিছু করার করো। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনেই করতে পার। (৭৩) আমরা আমাদের প্রভুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন আর এই জাদু প্রদর্শনকে যা তুমি আমাদের করতে বাধ্য করেছ তাও ক্ষমা করে দেন, আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ ও শাশ্বত।'

(৭৪) নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে তার প্রভুর সামনে উপস্থিত হবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না আর বাঁচবেও না। (৭৫) আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর কাছে আস্থাবান ও সৎকর্মশীল হয়ে আসবে, তার জন্য আছে উচ্চ মর্যাদা, (৭৬) তার জন্য চিরস্থায়ী উদ্যান রয়েছে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, এই পুরস্কার তাদের জন্য যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে।

(৭৭) আমি মূসাকে (মোজেস) প্রত্যাদেশ করলাম, 'আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড় এবং তাদের জন্য সমূদ্রে একটি শুকনো পথ তৈরী করে নাও, পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা করবে না আর অন্য কিছুরও ভয় পাবে না' (৭৮) ফেরাউন তার সেনাদল নিয়ে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করল, কিন্তু সমূদ্রের পানি ওদেরকে সম্পূর্নরূপে নিমজ্জিত করল। (৭৯) ফেরাউন (ফ্যারাও) তার সম্প্রদায়কে বিপথগামী করেছিল। সে তাদেরকে সঠিক পথ দেখায়নি।

(৮০) হে ইসরায়িলের সন্তানেরা ! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়ের ডান পাশে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর আমি তোমাদের জন্য মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম।(৮১) 'আমার দেওয়া পবিত্র জীবিকা আহার কর এবং এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না,পাছে তোমাদের উপর আমার শাস্তি নেমে আসে।' আমি বললাম, 'যার উপরে আমার প্রকোপ নেমে আসে সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়। (৮২) তবে যে অনুশোচনা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে এবং সৎপথে থাকে তার জন্য আমি সবচেয়ে অধিক ক্ষমাশীল।'

(৮৩) (যখন মূসা পাহাড়ের উপর আরোহন করলো, আল্লাহ বললেন) 'হে মূসা (মোজেস) ! কেন তুমি এত দ্রুত তোমার সম্প্রদায়কে রেখে চলে এলে ?' (৮৪) মূসা (মোজেস) বললঃ 'এই তো তারা আমার পিছনেই আছে। হে প্রভু! আমি একটু তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসেছি যাতে তুমি প্রসন্ন হও।' (৮৫) বললেনঃ 'আমি তো তোমার চলে আসার পরে তোমার লোকদেরকে এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে।'

(৮৬) তখন মূসা (মোজেস) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এল। সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায় ! তোমাদের প্রভু কি তোমাদের

সাথে একটি ভাল প্রতিশ্রুতি করেন নি? তোমাদের উপর দিয়ে কি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে? না কি তোমরা চাও যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর ক্রোধ নেমে আসুক, এজন্যে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে?'

(৮৭) তারা বললঃ 'আমরা ইচ্ছাকৃভাবে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি; তবে আমাদেরকে লোকজনের অলংকারের বোঝা বহন করতে হয়েছিল এবং আমরা তা (অগ্নিকুণ্ডে) নিক্ষেপ করি। এই ভাবে সামিরী আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছে।' (৮৮) তারপর সে তাদের জন্য একটি বাছুরের মূর্তি তৈরী করে, এমন এক মূর্তি যা থেকে হাম্বা শব্দ বার হত। তখন তারা বললঃ 'এটা তোমাদের উপাস্য আর মূসার (মোজেস) ও উপাস্য; কিন্তু মূসা (মোজেস) একে ভুলে গেছে।' (৮৯) ওরা কি দেখেনি যে, সে কোন কথার উত্তর দেয় না, কিম্বা তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না?

(৯০) হারুন (অ্যারন) ওদেরকেআগেই বলেছিলঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এই বাছুরের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছো, তোমাদের প্রভু তো পরম করুণাময়। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।' (৯১) তারা বললঃ 'আমরা তো এরই পূজা করবো যতক্ষন না মূসা (মোজেস) আমাদের কাছে ফিরে আসে।'

(৯২) মূসা (মোজেস) বললঃ 'হারুন (অ্যারন)! তুমি যখন দেখলে যে, তারা বিপথগামী হয়ে গেছে তখন কি তোমাকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল (৯৩) আমার আদেশ পালন করা থেকে? তুমি কি তাহলে আমার কথা অমান্য করলে?' (৯৪) হারুন (অ্যারন) বললঃ 'হে আমার সহোদর! তুমি আমার দাড়ী এবং মাথার চুল ধরে টেনো না। আমি তো এই ভয় করছিলাম যে, তুমি এসে বলবে যে, তুমি ইসরায়িলের সন্তানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, আর আমার কথার সম্মান রাখনি।'

(৯৫) মূসা (মোজেস) বললঃ 'হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কি?' (৯৬) সে বললঃ 'আমি এমন একটি জিনিষ দেখেছি যা অন্যেরা দেখেনি। আমি দূতের পায়ের ছাপ থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে এতে নিক্ষেপ করলাম। আমার মন আমাকে এভাবেই প্ররোচিত করেছিল।' (৯৭) মূসা (মোজেস) বললঃ 'দূর হও। জীবদ্দশায় তোর জন্য এটাই শাস্তি যে, তুই সারাজীবন ধরে বলবি, 'আমাকে ছুঁয়ো না'। তুই তোর পরিণতি পেয়ে যাবি, এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। এখন তোর উপাস্যকে দেখ যার প্রতি তুই এত অনুরক্ত হয়েছিলি। আমি এটাকে পুড়িয়ে দেব, তারপর টুকরো টুকরো করে সমুদ্রে ফেলে দেব।' (৯৮) তোমাদের উপাস্য তো কেবল আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই, সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের পরিধিতে আবদ্ধ।

(৯৯) এই ভাবেই আমি তোমাকে ঐসব ঘটনা শোনাই যা পূর্বে ঘটেছে। আর আমি তোমাকে নিজের পক্ষ থেকে একটি অভিজ্ঞান (কুরআন) দিয়েছি। (১০০) যে এটা থেকে বিমুখ হবে, শেষ বিচারের দিনে সে একটি ভারী বোঝা বহন করবে। (১০১) সে ওটা চিরকাল বহন করবে। শেষ বিচারের দিনে এই বোঝা ওদের জন্য কতই না মন্দ হবে। (১০২) যে দিন শিঙায় (মহাশঙ্খে) ফুঁক দেওয়া হবে, অপরাধীদেরকে আমি এমনভাবে একত্রিত করবো যে, ভয়ে ওদের চোখ নীল হয়ে যাবে। (১০৩) তারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে, তোমরা দশদিনের বেশী অবস্থান করনি - (১০৪) তারা যা বলবে তা আমি খুব ভাল করে জানি। ওদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞান-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলবে, তোমরা একদিনের বেশী অবস্থান করনি।

(১০৫) লোকেরা তোমার কাছে পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলঃ 'আমার প্রভু এগুলোকে ধুলোর মতো ছড়িয়ে দেবেন,

(১০৬) তারপর পৃথিবীকে সমতল পরিষ্কার ময়দান তৈরী করে ছাড়বেন, (১০৭) তাতে তুমি কোন খাঁজ বা উৎক্ষেপ পাবে না। (১০৮) সেদিন সব লোক আহ্বানকারীর কথামতো চলবে। কোনও অব্যাহতি হবে না। সব আওয়াজ করুণাময়ের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং ফিসফিসানি ছাড়া তুমি আর কিছু শুনবে না।'

(১০৯) সেদিন কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না; কিন্তু করুণাময় যাকে অনুমতি প্রদান করবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন (সে ব্যতীত) - (১১০) তিনি সবার সম্মুখের ও পশ্চাতের বৃত্তান্ত জানেন; কিন্তু তারা তাঁকে জ্ঞানের সীমায় আনতে পারে না - (১১১) সকল মুখমণ্ডল সেদিন চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার সামনে অবনমিত হবে। (১১২) এবং যে আস্থা রেখে সৎকর্ম করে তার কোনো অবিচারের বা ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

(১১৩) এই ভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে বিভিন্ন প্রকারে সতর্কবার্তা বিবৃত করেছি, যাতে লোকে ভয় করে অথবা তাদের মনে কিছু চিন্তার উদ্রেক হয়। (১১৪) আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, প্রকৃত অধিপতি। তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কুরআন নিয়ে তাড়াহুড়া করো না। আর বলঃ 'হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।'

(১১৫) আমি ইতিপূর্বে আদমকে (অ্যাডাম) আদেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু সে ভু লে গিয়েছিল। আমি তার সংকল্পে দৃঢ়তার পরিচয় পাইনি। (১১৬) যখন আমি ফেরেস্তাদের বলেছিলাম যে, 'আদমকে সিজদা করো' তখন তারা সিজদা করল, ইবলিস ব্যতীত; সে অস্বীকার করল। (১১৭) তখন আমি বললামঃ 'হে আদম (অ্যাডাম)! নিঃসন্দেহে এ তোমার আর তোমার স্ত্রীর শত্রু। অতএব সে যেন তোমাদেরকে বেহেস্ত থেকে বহিষ্কার করাতে না পারে, তাহলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে।'

(১১৮) 'তুমি এখানে ক্ষুধার্ত হবে না, বিবস্ত্রও হবে না, (১১৯) তুমি তৃষ্ণার্তও হবে না এবং রৌদ্রদগ্ধ হবে না।' (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল। সে বললঃ 'হে আদম! আমি কি তোমাকে অমরত্ব-বৃক্ষের আর অক্ষয় রাজ্যের সন্ধান দেব? (১২১) অতঃপর তারা দুজনে ঐ বৃক্ষের ফল খেয়ে নিল, তখন তারা তাদের বস্ত্রহীনতা সম্পর্কে চেতনা লাভ করল। তারা নিজেদেরকে জান্নাতের পাতা দিয়ে আবৃত করতে লাগল আর আদম তার প্রভুর আদেশ অবমাননা করার জন্য বিভ্রান্ত হয়ে গেল। (১২২) অতঃপর তার প্রভু তাকে কৃপা করলেন এবং তার অনুশোচনা গ্রহণ করলেন এবং তাকে দিক-নির্দেশনা দান করলেন।

(১২৩) আল্লাহ বললেনঃ 'তোমরা দুজনে এখান থেকে একে ওপরের শত্রু হয়ে নেমে যাও। তারপর যদি তোমাদের কাছে আমার নিকট হতে দিক-নির্দেশনা আসে, তখন যে আমার দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না, আর বঞ্চিতও হবে না, (১২৪) আর যে ব্যক্তি আমার উপদেশ থেকে বিমুখ হবে, তার জীবন হবে বিপন্নতায় পূর্ণ আর শেষ বিচারের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো।' (১২৫) সে বলবেঃ 'হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন কেন? আমি তো দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলাম।' (১২৬) বলা হবেঃ 'যেভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল এবং তুমি তার প্রতি কোন গুরুত্ব দাওনি, সেভাবেই আজ তোমাকেও কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে না।' (১২৭) যে সীমালঙ্ঘন করে আর তার প্রভুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না তাকে আমি এই ভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি; আর পরলোকের শাস্তি খুবই কঠিন ও অধিকতর স্থায়ী হবে।

(১২৮) ইতিপূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠীকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং এরা তাদের জনপদে চলা-ফেরা করে; এর থেকে কি তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি?। নিঃসন্দেহে এতে বুদ্ধিমানদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে। (১২৯) যদি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি কথা পূর্ব নির্ধারিত না থাকত এবং অবকাশের সময়সীমা নির্ধারিত না হত, তাহলে অবশ্যই এদের শাস্তি ত্বরান্বিত হত। (১৩০) সুতরাং এরা যাই বলুক না কেন তাতে ধৈর্য ধারণ কর, আর নিজ প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা কর, সূর্যোদয়ের পূর্বে আর সূর্যাস্তের পূর্বে, রাতের কিছু সময়েও সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং দিনের প্রান্ত সমূহেও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

(১৩১) কখনই ঐ সব জিনিষের দিকে চোখ তুলেও তাকিয়ে না, যা আমি ওদের কিছু সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ দিয়ে রেখেছি। তোমার প্রভুর দেওয়া জীবিকাই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। (১৩২) তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজে তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন জীবিকা চাইছি না। আমি তো তোমাকে জীবিকা দেব এবং আল্লাহ ভীরুতার পরিণাম শুভ।

(১৩৩) লোকেরা বলেঃ 'সে আমাদের জন্য তার প্রভুর কাছ থেকে কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন?' তবে কি আগের গ্রন্থের প্রমাণ সমূহ তাদের কাছে পৌঁছায়নি? (১৩৪) যদি আমি তাদের আগেই কোন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম, তাহলে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল কেন পাঠালেন না? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার নিদর্শনসমূহ অনুসরণ করতাম।' (১৩৫) বলঃ 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে। অতএব তোমরাও প্রতীক্ষা কর। তোমরা শীগ্রই জানতে পারবে কারা সঠিক পথের অনুসারী আর কারাই বা সৎপথ প্রাপ্ত।'

২১ ঃ সূরা আল আম্বিয়া (নবীগণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) মানুষের হিসাব গ্রহণের সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে; অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে। (২) তাদের প্রভুর কাছ থেকে নতুন যে উপদেশই তাদের কাছে আসে, তারা তা উপহাসের ছলে শোনে; (৩) তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী, সীমালঙ্ঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে বলেঃ 'এই ব্যক্তি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; তবুও কি তোমরা চোখে দেখেও এর জাদুর কবলেপড়বে?' (৪) বলঃ 'আমার প্রভুআকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় কথা জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।'

(৫) এছাড়া তারা বলেঃ 'এটাতো একটা ভ্রান্ত স্বপ্ন। সে নিজে এসব বানিয়েছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক যেমন নিদর্শনসহ পূর্বের পয়গম্বরদের নিকট পাঠানো হয়েছিল।' (৬) এদের আগে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীরা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। এরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে?

(৭) তোমার পূর্বেও যাদেরকে আমি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, পুরুষের মধ্যে থেকেই পাঠিয়েছি। তাদের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠাতাম। অতএব তুমি গ্রন্থধারীদের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও, যদি তোমার জানা না থাকে। (৮) আমি তাদেরকে এমন শরীর দিই নি যে তাদের আহার দরকার হতো না, আর তারা অমরও ছিল না। (৯) অতঃপর আমি ওদের সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছি। তাদেরকে এবং অন্য যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছি, এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে (জালিমদেরকে) ধ্বংস করে দিয়েছি।

(১০) আমি তো তোমাদের কাছে একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

(১১) কত অত্যাচারীদের জনপদ আমি ধ্বংস করেছি এবং তাদের পরে অন্য জনগোষ্ঠীকে উত্থাপন করেছি। (১২) অতএব তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখনই সেখান থেকে ছুটে পালাতে লাগল। (১৩) তাদেরকে বলা হলো, 'পলায়ন করো না, তোমাদের জীবন সামগ্রীর দিকে আর নিজ বাসস্থানের দিকে ফিরে চল, যাতে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। (১৪) তারা বললঃ 'হায় আমাদের দূর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী (জালিম) ছিলাম।' (১৫) তারা এই ভাবেই আর্তনাদ করতে থাকে। এমনকি আমি তাদের এমন করে দিলাম যেন তারা কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুনের মতো হয়ে গেল।

(১৬) আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এই দুই এর মাঝখানে আছে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৭) যদি আমি কোন খেলার উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম তাহলে তা নিজের থেকেই বানাতাম, যদি এটাই আমার অভিপ্রায় হত। (১৮) বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত করি, তখন সত্য মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তখনই মিথ্যা বিলুপ্ত হয়; দূর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য।

(১৯) আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই, আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর এবাদতে (উপাসনায়) অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। (২০) তারা রাত-দিন তাঁরই গুনগান করে, কখনই ক্লান্ত হয় না।

(২১) তারা মাটি থেকে তৈরি যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে, তারা কি কাউকে জীবিত করতে সক্ষম? (২২) যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য থাকত তাহলে দুইয়েরই অবস্থা লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেত। অতএব সিংহাসনের মালিক আল্লাহ; তারা যা বলে, তিনি তার উর্দ্ধে।

(২৩) তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।

(২৪) এরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য তৈরী করে নিয়েছে? এদেরকে বলঃ 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এস। আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য এটা উপদেশ এবং আমার পূর্বে যারা ছিল তাদের জন্যও এটা উপদেশ,' তবে তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না। তাই তারা মুখ ফিরিয়ে আছে। (২৫) তোমার পূর্বে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে প্রত্যদেশের মাধ্যমে একথাই বলেছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।

(২৬) তারা বলে, 'করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র মহান! বরং তারা (ফেরেস্তারা) তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, (২৭) তারা তাঁর থেকে আগ বাড়িয়ে কথা বলে না এবং তারা তাঁরই আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। (২৮) আল্লাহ এদের অগ্র-পশ্চাতের বৃত্তান্ত জানেন। তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। তারা তাঁর ভয়ে ভীত।(২৯) ওদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলবে, 'তিনি ছাড়া আমিই একজন উপাস্য,' তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি অত্যাচারীদের (জালিমদের) এমনই শাস্তি দিয়ে থাকি।

(৩০) অবিশ্বাসীরা কি দেখেনি যে, আকাশ ও পৃথিবী দুটো একত্রিত ছিল, তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং পানি থেকে আমি প্রত্যেক জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেছি। তারপরও কি তারা বিশ্বাস করবে না?

(৩১) আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে তা তাদেরকে নিয়ে ঝুঁকে না পড়ে। আমি তাতে গিরিপথ তৈরী করেছি, যাতে তারা পথের সন্ধান পায়। (৩২) আমি আকাশকে এক সুরক্ষিত শামিয়ানা বানিয়েছি; অথচ তারা আমার নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

(৩৩) তিনিই রাত, দিন, চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে।

(৩৪) তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দিইনি। অতএব তোমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে তারা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে? (৩৫) প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; আমি তোমাদের মন্দ ও ভাল (পরিস্থিতি) দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি, তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

(৩৬) অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে উপহাস করে বলে, 'এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে?' অথচ এরাই করুণাময়ের কথা উল্লেখ করতেও অস্বীকার করে।

(৩৭) মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে ত্বরাপ্রবণ। আমি তোমাকে শীঘ্রই আমার নিদর্শন দেখাব। অতএব আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলো না। (৩৮) তারা জিজ্ঞাসা করে, 'যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে বল সেই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?' (৩৯) যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারা যদি সেই সময়ের কথা জানতে পারতো যখন তারা সম্মুখ বা পশ্চাৎ থেকে আগুনকে প্রতিহত করতেও পারবে না, এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না! (৪০) নিশ্চয় এটা অতর্কিতে তাদের উপর এসে পড়বে এবং তাদেরকে হতবাক করে দেবে। ফলে তারা তা রোধ করতেও পারবে না, আর তাদেরকে সময়ও দেওয়া হবে না। (৪১) তোমার পূর্বেও রাসূলদেরকে উপহাস করা হয়েছিল।পরিণামে তারা যা নিয়ে উপহাস করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

(৪২) বলঃ 'কে তোমাদের রাতে ও দিনে করুণাময়েরথেকে হেফাজত করবে?' তবুও তারা তাদের প্রভুর স্মরণ থেকে বিমুখ হচ্ছে। (৪৩) তবে কি তাদের আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করে?

তারা তো স্বয়ং নিজেদেরকেই রক্ষা করার সামর্থ রাখে না। আমার মোকাবিলায় তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

(৪৪) বস্তুতঃ আমিই তাদেরকে আর তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে পার্থিব ভোসামগ্রী দিয়েছিলাম। এমনকি তাদের আয়ূষ্কাল দীর্ঘ হয়েছিল। তবুও তারা কি দেখে না যে, আমি পৃথিবীকে চতূর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি? এরপরও কি তারা প্রভাবশালী থাকবে?

(৪৫) বলঃ 'আমি কেবলমাত্র প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করি।' তবে বধিরদের যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সে ডাক শোনে না। (৪৬) যদি তোমার প্রতিপালকের শাস্তির সামান্য কিছুমাত্র তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা বলে উঠবে, 'হায়! আমাদের কি দূর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী (জালিম) ছিলাম।

(৪৭) আমি শেষবিচারের দিনে ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবো। সুতরাং কারও প্রতি সামান্যতম অবিচার হবে না, আর কারও যদি শস্যদানা পরিমাণও কর্ম থাকে আমি তা উপস্থিত করবো। হিসাব নেওয়ার জন্য আমিই যথেষ্ট।

(৪৮) আমি তো মূসা (মোজেস) ও হারূনকে (অ্যারন) সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ এবং আল্লাহভীরুদেরকে জ্যোতি ও উপদেশ দিয়েছিলাম, (৪৯) যারা না দেখেও তাদের প্রভুকে ভয় করে এবং শেষ বিচারের ক্ষনকে ভয় করে। (৫০) এ এক কল্যাণকারী উপদেশ যা আমি অবতীর্ণ করেছি; তবুও কি তোমরা তা অস্বীকার করবে?

(৫১) আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে (আবরাহাম) তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলাম। আমি তার সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলাম। (৫২) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললঃ 'এই মূর্তিগুলো কি,

যেগুলোর প্রতি তোমরা এত অনুরক্ত?' (৫৩) তারা বললঃ 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এগুলোর পূজা করতে দেখেছি।' (৫৪) ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'আসলে তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত রয়েছো এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরাও।'

(৫৫) তারা বললঃ 'তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ, না কি কৌতুক করছো?' (৫৬) ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'তোমাদের প্রভু তিনিই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু। যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, আর আমিই এই কথার অন্যতম সাক্ষী। (৫৭) আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে! (৫৮) অতঃপর সে মূর্তিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, তবে তাদের বড়টিকে ভাঙল না, যাতে তারা সেটার কাছে (খোঁজ নিতে) ফিরে আসে।

(৫৯) তারা বললঃ 'কে আমাদের মূর্তিগুলোর সাথে এই আচরণ করেছে? নিশ্চয়ই সে এক বড় অত্যাচারী (জালিম)।' (৬০) লোকেরা বললঃ 'আমরা ইবরাহীম নামে এক যুবককে ওদের বিষয় বলতে শুনেছিলাম।' (৬১) তারা বললঃ 'তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত করো, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।' (৬২) তারা বললঃ 'ইবরাহীম (আবরাহাম)! আমাদের উপাস্যের সাথে এই আচরণ কি তুমি করেছ?' (৬৩) ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'এটা বরং এদের ওই বড়টাই করেছে, তোমরা এদেরকেই জিজ্ঞেস কর যদি ওরা কথা বলতে পারে।'

(৬৪) তখন তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং একে অপরের সাথে বলাবলি করতে লাগল যে, 'আসলে তোমরা নিজেরাই তো বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছো।' (৬৫) এরপর তারা মাথা নত করল। (আর বলল)ঃ 'ইবরাহীম (আবরাহাম)! তুমি তো জানো, এরা কথা বলতে পারে না।'

(৬৬) ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত কর যে তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না? (৬৭) ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকেও! তোমরা কি বোঝ না?'

(৬৮) তারা বললঃ 'একে আগুনে নিক্ষেপ কর আর তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।' (৬৯) আমি বললামঃ 'হে আগুন! তুই ইবরাহীমের (আবরাহাম) জন্য শীতল, শান্ত ও নিরাপদ হয়ে যা।' (৭০) তারা তার ক্ষতি করতে চাইল; কিন্তু আমি তাদেরকে অকৃতকার্য করে দিলাম।

(৭১) আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই ভূখণ্ডে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ (আল্লাহর কৃপা) রেখেছি। (৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক (আইজ্যাক) এবং অতিরিক্ত পুরস্কারস্বরূপ দিলাম ইয়াকুবকে (জ্যাকব), আর আমি এদের সবাইকে করেছি সদাচারী। (৭৩) আমি ওদেরকে নেতা বানিয়েছি যারা আমার নির্দেশে পথ দেখাত। আমি তাদেরকে সৎকাজ করার, নামায প্রতিষ্ঠা করার ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ পাঠিয়েছি। তারা আমারই ইবাদত করত।

(৭৪) লূতকে আমি প্রদান করেছি বিবেক ও জ্ঞান এবং তাকে সেই জনপদ থেকে উদ্ধার করেছি যারা অশ্লীল কাজ করত। নিঃসন্দেহে তারা ছিল পাপী আর দূরাচারী এক জনগোষ্ঠী। (৭৫) আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। নিঃসন্দেহে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৭৬) নূহ (নোয়াহ), এর পূর্বে যখন ডেকেছিল, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। অতএব আমি তাকে আর তার লোকদেরকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, (৭৭) এবং তাকে সেই লোকদের বিরুদ্ধে সাহায্য

করেছিলাম যারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছিল। নিঃসন্দেহে তারা ছিল এক মন্দ জনগোষ্ঠী। অতএব আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

(৭৮) দাউদ (ডেভিড) এবং সুলাইমানের (সলোমন) কথা স্মরণ কর, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিল, যেখানে কোন সম্প্রদায়ের মেষ রাত্রি বেলায় প্রবেশ করেছিল। আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম। (৭৯) অতঃপর আমি সুলাইমানকে (সলোমন) সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং উভয়কে বিবেক ও জ্ঞান প্রদান করেছিলাম। পর্বতসমূহকে আমি দাউদের (ডেভিড) অধীন করে দিয়েছিলাম। সে তাদের সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত, আর পাখিরাও। আমিই এসব করেছিলাম। (৮০) আমি তাকে তোমাদের জন্য যুদ্ধের বর্ম তৈরী করা শিখিয়েছি যা তোমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে সুরক্ষিত রাখে। তার জন্য তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

(৮১) আমি প্রবল বাতাসকে সুলাইমানের (সলোমন) অধীন করে দিই, যা তার নির্দেশে সেই ভূখণ্ডের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম। আমি সবকিছুই জানি। (৮২) শয়তানদের মধ্যে কতিপয় তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এছাড়াও অন্য কাজও করত। আমিই তাদেরকে সামলে রাখতাম।

(৮৩) আইয়ুব (জব) এর কথা স্মরণ কর যখন সে তার প্রভুকে ডেকে বলেছিলঃ 'আমি রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েছি, আর তুমিই সকল দয়ালুর চেয়ে বড় দয়ালু।' (৮৪) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে, তার যা কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম। আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, সেই সাথে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ ও ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ সম পরিমাণ আরও দিয়েছিলাম।

(৮৫) আর (স্মরণ কর) ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফল এর কথা, এরা সবাই ছিল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৬) আমি এদেরকে আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম। নিঃসন্দেহে এরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৮৭) আর (স্মরণ কর) মাছের পেটে অবস্থানকারীকে (ইউনুস); যখন সে তার সম্প্রদায়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল, আর মনে করেছিল আমি তাকে ধরবো না। অতঃপর সে অন্ধকারে (মাছের পেটে) ডাক দিয়ে বলেছিল, 'আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আপনিই পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমিই দোষী।' (৮৮) আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তার কষ্ট দূর করেছিলাম। এই ভাবেই আমি সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের রক্ষা করে থাকি।

(৮৯) আর স্মরণ কর যাকারিয়াকে, যখন সে তার প্রভুকে ডাকল এবং বলল, 'হে আমার প্রভু! আমাকে একা (সন্তানহীন) ছেড়ে দেবেন না। আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকারী।' (৯০) তখন আমি তার প্রার্থনা গ্রহন করি এবং তাকে ইয়াহইয়া (জন) প্রদান করি। তার পত্নীকে তার জন্য সন্তান ধারণের উপযোগী করে দিই। এরা সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়ত এবং আমাকে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকত। এরা ছিল আমার প্রতি বিনয়াবনত।

(৯১) আর স্মরণ কর ওই মহিলাকে (মারইয়াম) যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। আমি ওর মধ্যে আমার রূহ্ সঞ্চারিত করলাম এবং তাকে আর তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানালাম।

(৯২) তোমাদের এই সম্প্রদায় একই সম্প্রদায়, আর আমিই তোমাদের প্রভু, অতএব আমারই ইবাদত কর। (৯৩) কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। (৯৪) অতএব যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে এবং সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী হবে তার কর্ম উপেক্ষা করা হবে না, আর আমি সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখি।

(৯৫) যে জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের সেখানে ফিরে আসা অবৈধ হয়ে গেছে, (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ আর মাজুজকে মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে, (৯৭) যখন আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হবে, তখন যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা অবাক হয়ে দেখবে আর বিলাপ করবে, 'হায়! আমাদের দূর্ভাগ্য! আমরা তো এই ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম; বরং আমরা অত্যাচারী (জালিম) ছিলাম।'

(৯৮) নিঃসন্দেহে তোমরা আর তোমরা যাদেরকে উপাসনা করতে তারা সকলেই জাহান্নামের জ্বালানি হবে। সেখানেই তোমাদের গন্তব্য। (৯৯) বাস্তবে সত্যিই যদি তারা উপাস্য হত তাহলে তারা সেখানে (জাহান্নামে) প্রবেশ করত না। কিন্তু সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (১০০) ওখানে তারা আর্তনাদ করতে থাকবে। ওখানে তারা এছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) নিঃসন্দেহে যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। (১০২) তারা তার (জাহান্নামের) মৃদূ শব্দও শুনবে না, আর তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল কল্যাণ লাভ করতে থাকবে। (১০৩) (বিচার দিবসের) মহাভীতি তাদেরকে চিন্তিত করবে না আর ফেরেস্তাগন তাদেরকে এই বলে অভ্যার্থনা জানাবে, 'এই হল তোমাদের সেই দিন যে দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।'

(১০৪) সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে দেব যেমন ভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়। যেভাবে প্রথমে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো। এটা আমার প্রতিশ্রুতি, আর আমি এটা অবশ্যই করবো।

(১০৫) উপদেশের পর আমি 'যবূর' গ্রন্থে লিখে দিয়েছি যে, 'পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দারা।' (১০৬) নিশ্চয়ই এতে ধর্মপ্রান লোকদের জন্য একটি বার্তা রয়েছে।

(১০৭) আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত (করুণা) স্বরূপ পাঠিয়েছি। (১০৮) বলঃ 'আমার কাছে প্রত্যাদেশ আসে যে, তোমাদের উপাস্য কেবলমাত্র একজনই, তবুও কি তোমরা তার নিকট আত্মসমর্পন করবে না? (১০৯) অতএব যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে বলে দাও, 'আমি তো একইভাবে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছি, আর তাদেরকে যে শাস্তির অঙ্গীকার করা হচ্ছে তা কাছে না দূরে, আমি জানি না। (১১০) নিঃসন্দেহে তিনি প্রকাশ্য কথা তো জানেনই, তোমরা যা গোপন কর তাও তিনি জানেন। (১১১) আমি জানি না, হয়ত এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং সীমিত সুখভোগ।' (১১২) বলঃ 'হে আমার প্রভু! আপনি ন্যায্য বিচার করে দিন। আমাদের প্রভু করুণাময় এবং তোমরা যা কিছু বলছো সে বিষয়ে আমরা তাঁরই সাহায্য চাই।'

২২ঃ সূরা আল হাজ্ব (হজ্ব)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে মানুষ! তোমরা প্রভুকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে প্রলয় দিবসের কম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (২) সেদিন তোমরা দেখবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুর কথা ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি মানুষকে নেশাগ্রস্তের মত দেখতে পাবে, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত থাকবে না। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (৩) মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে

তর্ক করে এবং তারা প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে। (৪) তার সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ হয়েছে, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধু করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবে, আর তাকে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির পথ দেখাবে।

(৫) হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে জেনে রাখো, আমিই তো তোমাকে মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর জমাট রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর সুগঠিত ও সুগঠিত নয় এমন মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছি, তোমাদের কাছে আমার ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্যে; আমি যা চাই তা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মাতৃগর্ভে রেখে দিই। তারপর তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করে আনি, পরে যাতে তোমরা যুবাবস্থায় উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে শীঘ্র মৃত্যু দান করা হয়, আর কোন কোন ব্যক্তিকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যে পৌঁছে দেওয়া হয়, যখন তারা তাদের জ্ঞাত বিষয়গুলি সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভুমিকে শুষ্ক অবস্থায় দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন সে সজীব হয়, আর বিভিন্ন রকম আকর্ষণীয় বস্তু উদ্গত হয়ঃ (৬) তা এই জন্য যে, আল্লাহই সত্য, আর তিনি মৃতকে জীবিত করেন, তিনি সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। (৭) মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই, আর আল্লাহ অবশ্যই ঐ লোকদের ওঠাবেন যারা সমাহিত আছে।

(৮) মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যার কাছে কোন জ্ঞান বা পথনির্দেশ কিম্বা দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী গ্রন্থ না থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক করে, (৯) অহংকার করতে থাকে যাতে সে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করতে পারে। তার জন্য পার্থিব জীবনে অপমান, আর মহাবিনাশের দিন আমি তাকে জলন্ত আগুনের স্বাদ আস্বাদন করাবো।

(১০) (আল্লাহ বলবেন) ‘এটা তোমার নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল, কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না।’

(১১) মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তার লাভ হয়, তাহলে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আর যদি পরীক্ষা এসে পড়ে তাহলে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহলোক ও পরলোক দুটোই হারাল, এটাই হলো প্রকাশ্য ক্ষতি।

(১২) সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তার কোন উপকারও করতে পারে না। এটাই হল চরম পথভ্রষ্টতা। (১৩) সে এমন জিনিষকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক, কত নিকৃষ্ট এই সহচর। (১৪) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর সৎকর্ম করেছে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। আল্লাহ যা চান তাই করেন।

(১৫) যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তাকে (পয়গম্বরকে) পৃথিবীতে ও পরলোকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত প্রলম্বিত করুক, পরে তা বিচ্ছিন্ন করুক আর দেখুক, তার এই কৌশল তার ক্রোধ দূর করতে পারে কি না। (১৬) এই ভাবেই আমি কুরআনকে স্পষ্ট প্রমাণসহ অবতীর্ণ করেছি, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান।

(১৭) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর যারা ঈহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছে, যারা সাবেয়ী, খ্রিষ্টান, অগ্নি পূজক এবং যারা বহুশ্বরবাদী, বিচার দিবসে আল্লাহ তাদের বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর সম্যক প্রত্যক্ষদর্শী।

(১৮) তুমি কি দেখনি যে, যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই

আল্লাহকে সিজদা করেঃ সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, জীব-জন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকেই আছে যাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান করার কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তাই করেন।

(১৯) এরা দুই প্রতিপক্ষ (সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী ও সত্য অস্বীকারকারী) যারা তাদের প্রভু সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, (২০) এর ফলে তাদের পেটের বস্তুও গলে যাবে আর তাদের চামড়াও, (২১) আর ওদের জন্য ওখানে লোহার হাতুড়ি থাকবে। (২২) যখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সেখানে ফেরত পাঠানো হবে এবং বলা হবেঃ 'অগ্নিদহনের যন্ত্রণা আস্বাদন করো।'

(২৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। তাদেরকে সেখানে সোনার কঙ্কন আর মোতি পরানো হবে, আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের, (২৪) আর ওদেরকে পবিত্র কথার (তাওহীদের) পথ দেখানো হয়েছিল এবং প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখানো হয়েছিল।

(২৫) নিঃসন্দেহে যারা অস্বীকার করে, আর যারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে এবং সেই পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে বাধা দেয় যাকে আমি সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং বহিরাগত সকলের জন্য অবাধ করেছি, এবং যারা তাদের মন্দ কাজের দ্বারা এটাকে অপবিত্র করতে চায়, আমি তাদের কষ্টপ্রদ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব।

(২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে আল্লাহর ঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিলাম এবং বললামঃ 'আমার সাথে কোন অংশীদার করবে না, আমার ঘরকে পরিক্রমাকারীদের জন্য, দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মানদের জন্য, মস্তক অবনত কারীদের জন্য এবং সিজদা কারীদের জন্য পবিত্র রেখো।'

(২৭) মানুষের মধ্যে হজ্বের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে, আর সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে আরোহন করে, দূর-দূরান্ত থেকে, (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের জন্য উপস্থিত হতে পারে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে চতুস্পদ জন্তুগুলি প্রদান করেছেন নির্দিষ্ট দিনে তার উপর তারা তাদের প্রভুর নাম নিতে পারে। তারপর তোমরা ওইগুলি আহার কর এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদের আহার করাও। (২৯) তারপর তীর্থযাত্রীরা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা অপসারন করে, তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘর পরিক্রমা করে।

(৩০) এটাই আল্লাহর নির্দেশ এবং কেউ আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহের সম্মান করলে, তার প্রতিপালকের নিকট সেটা তার জন্য উত্তম। তোমাদের জন্য যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ব্যতীত সব চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা বিগ্রহের অসারতাপরিহার কর এবং মিথ্যা বর্জন কর।

(৩১) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হও, তার সাথে অংশীদার স্থাপন করো না। যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, আর পাখিরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।

(৩২) এটাই হল বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, সে তার অন্তরের নিষ্ঠা প্রদর্শন করে। (৩৩) এই পশুগুলি থেকে তোমাদের

জন্য এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কিছু উপকারিতা আছে; অতঃপর তাদেরকে প্রাচীন ঘরের (ক্বাবার) নিকট উৎসর্গ করতে হবে।

(৩৪) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে যে পশুগুলো তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ হিসাবে দিয়েছেন, তারা তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। তোমাদের উপাস্য তো একজনই। তার কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও, (৩৫) যাদের পরিস্থিতি এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, বিপদ এলে ধৈর্য ধারণ করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদেরকে আমি যা কিছু দিয়েছি তা হতে ব্যায় করে।

(৩৬) কুরবানীর উটগুলি আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে কল্যাণ আছে। অতএব কুরবানীর জন্য সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান অবস্থায় ওদের উপর আল্লাহর নাম নাও। তারা যখন কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তাদের থেকে আহার কর; এবং যারা চাইতে পারে না এমন অভাবগ্রস্ত এবং যারা চায় এমন অভাবগ্রস্তদের খাওয়াও। এই ভাবেই আমি ঐ পশুদেরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) তাদের মাংস বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; বরং পৌঁছায় তোমাদের আল্লাহভক্তি। এই ভাবেই আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের বশীভূত করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর মহিমা বর্ণনা কর, কারণ তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও।

(৩৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের রক্ষা করেন। আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। (৩৯) যুদ্ধের অনুমতি তাদেরকে দেওয়া হল যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে - অবশ্যই আল্লাহ তাদের সহায়তা করতে সক্ষম -

(৪০) এরা হলো তারাই যাদেরকে তাদের ঘর থেকে অকারণে বহিষ্কার করা হয়েছে, কারণ তারা কেবল বলতঃ 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।' আল্লাহ যদি একদল মানুষকে আরেক দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে খানকা, গির্জা, সিনাগগ (ইহুদীদের উপসনালয়) ও মসজিদ সমূহ যেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়, তা ভেঙে ফেলা হত। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সহায়তা করবেন যারা আল্লাহকে সহায়তা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

(৪১) এরাই সেই লোক, এদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি, তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, ভালো কাজের আদেশ করবে, আর মন্দ কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর হাতেই সব কিছুর পরিণতি।

(৪২) তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তাহলে জেনে রাখো ইতিপূর্বে নূহের (নোয়াহ) সম্প্রদায়, আদ ও সামুদ এর সম্প্রদায়ও তাদের পয়গম্বরকে অস্বীকার করেছিল, (৪৩) ইবরাহিম (আবরাহাম) ও লূতের সম্প্রদায়ও, (৪৪) আর মাদইয়ানবাসীরাও তাদের নবীর নামে মিথ্যা আরোপ করেছিল। মূসাকেও (মোজেস) অস্বীকার করা হয়েছিল; আমি অস্বীকারকারীদের কিছুটা অবকাশ দিয়েছিলাম এবং তারপর আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। ভেবে দেখো কি ভীষণ ছিল, আমাকে অস্বীকার করার পরিণাম?

(৪৫) কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা দুষ্কর্মে নিমগ্ন ছিল। অতএব এখন তাদের ছাদ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে, কত কূপ অকেজো হয়েছে, কত অট্টালিকা নির্জনে পড়ে আছে। (৪৬) এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? করলে তাদের অন্তর এমন হয়ে যেত যে, তারা বুঝতে পারতো। তাদের কান এমন হয়ে যেত যে, তারা শুনতে পেত। প্রকৃতপক্ষে চোখ তো অন্ধ নয়; বরং বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ।

(৪৭) এরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; আল্লাহ কখনই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা থেকে পশ্চাদপদ হবেন না। তোমার প্রভুর একটি দিন তোমাদের গণনা অনুসারে এক হাজার বছরের সমান। (৪৮) কত না জনপদকে আমি অবকাশ দিয়েছি যখন তারা দুষ্কর্মে নিমগ্ন ছিল। তারপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। আমার কাছেই সকলকে ফিরে আসতে হবে।

(৪৯) বলঃ 'হে মানুষ! আমি তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।' (৫০) অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে মার্জনা আর সম্মানজনক জীবিকা। (৫১) পক্ষান্তরে যারা আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এবং তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা চালায়, তারাই হবে অগ্নিকুণ্ডের বাসিন্দা।

(৫২) তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল ও নবী পাঠিয়েছি, তারা যখনই (আমার প্রত্যাদেশ থেকে) কিছু পাঠ করেছে, শয়তান তাদের পাঠকৃত অংশের কিছুটা বিকৃত করেছে। কিন্তু আল্লাহ শয়তানের ঐ বিকৃতি সমূহ বিলুপ্ত করেন এবং তাঁর প্রত্যাদেশসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৫৩) শয়তান যা বিকৃত করে, তার দ্বারা তিনি ঐ লোকদের যাচাই করেন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাদের অন্তর কঠোর; অন্যায়কারীরা দুস্তর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত আছে - (৫৪) সেই জন্য যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা বুঝতে পারবে, এটা প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য এবং তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর তাদের অন্তর তাঁর প্রতি অবনত হবে। আল্লাহ অবশ্যই আস্থাবানদের সঠিক পথ দেখান।

(৫৫) অবিশ্বাসীরা সন্দেহ পোষণ করতেই থাকবে, যতক্ষন না তাদের উপর হঠাৎই মহাপ্রলয় আসে, অথবা এক অশুভ দিনের শাস্তি নেমে আসে। (৫৬) সেদিন সব কতৃত্বই হবে আল্লাহর, তিনিই তাদের বিচার করবেন।

অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তারা অনুগ্রহের উদ্যানে থাকবে, (৫৭) আর যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

(৫৮) যারা আল্লাহর পথে তাদের ঘর বাড়ি ত্যাগ করেছে, তারপর যদি তারা নিহত হয় বা মারা যায়, আল্লাহ অবশ্যই তাদের উত্তম জীবিকা দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী। (৫৯) তিনি তাদেরকে এমন এক জায়গায় স্থান দেবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবিজ্ঞ ও সহনশীল।

(৬০) এটাই হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুনরায় যদি সে নিপীড়িত হয় তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ অবশ্যই মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।

(৬১) তা এজন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর আল্লাহ তো সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (৬২) তা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য আর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে তা অসত্য। আর আল্লাহই সমুচ্চ, সুমহান।

(৬৩) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাই পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (৬৪) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসনীয়।

(৬৫) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে রেখেছেন, আর নৌযানগুলোকেও, এগুলো তাঁরই আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে। আল্লাহ আকাশকে পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে

আটকে রেখেছেন। এসব তাঁরই আদেশ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের জন্য করুণাময়, দয়ালু – (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দান করবেন, আবার তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। নিঃসন্দেহে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

(৬৭) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি একটা উপাসনা পদ্ধতি যা তারা অনুসরণ করে। অতএব এব্যাপারে তারা যেন তোমার সাথে বিতর্ক না করে। তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর। নিশ্চিতরূপে তুমি সঠিক পথেই আছ। (৬৮) যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে তাহলে বলঃ 'আল্লাহই ভালো জানেন যা তোমরা করছো।' (৬৯) আল্লাহ শেষ বিচারের দিন তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যা নিয়ে তোমরা মতভেদ করছো। (৭০) তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? সবকিছু একটি গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

(৭১) আল্লাহর পরিবর্তে তারা এমন কিছুর ইবাদত করে যার সম্বন্ধে আল্লাহ কোন প্রমাণ পাঠাননি, আর সে সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। অত্যাচারীদের (জালিমদের) কোন সাহায্যকারী নেই। (৭২) যখন তোমাকে আমার স্পষ্ট আয়াত সমূহ পড়ে শোনান হয়, তখন অস্বীকারকারীদের চেহারায় মন্দ লক্ষণ দেখতে পাও। যেন তারা ঐ লোকেদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, যে তাদেরকে আমার আয়াত সমূহকে পড়ে শোনায়। বলঃ 'আমি কি তোমাদেরকে বলবো এর চেয়েও খারাপ জিনিস কি? তা হল আগুন। আল্লাহ ঐ লোকেদের জন্য এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা অস্বীকার করে। এটা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা!

(৭৩) হে মানুষ! একটি উদাহরণ বর্ণনা করা হচ্ছে, এটাকে মন দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদি তারা সবাই এজন্য জোট বাঁধে তবুও। আর যদি মাছি ওদের কিছু ছিনিয়েও নেয় তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও পারবে না। অন্বেষক এবং অন্বেষিত উভয়ে কতই না দুর্বল! (৭৪) তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, যা উপলব্ধি করা একান্ত কর্তব্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

(৭৫) আল্লাহ ফেরেস্তাদের মধ্য থেকে তার বার্তাবাহক মনোনীত করেন, এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবই শোনেন, সবই দেখেন। (৭৬) তাদের সামনে যা কিছু আছে আর তাদের পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন, আর সব কিছুই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করে।

(৭৭) হে বিশ্বাসীগণ! নতজানু হও ও সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, আর ভাল কাজ কর যাতে তোমরা সফল হতে পারো। (৭৮) আল্লাহর পথে যথাযথভাবে সংগ্রাম কর। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন, ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের (আবরাাহাম) ধর্ম। এর পূর্বে এবং এই গ্রন্থে তিনি তোমাদেরকে মুসলিম নাম দিয়েছেন, যাতে পয়গম্বর তোমাদের সাক্ষী হন এবং যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও। অতএব নামায প্রতিষ্ঠা কর, এবং যাকাত আদায় কর, এবং আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক, কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

২৩ ঃ সূরা আল মু’মিনুন (আস্থাবানগণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) নিশ্চিত ভাবে আস্থাবানেরাই সফল; (২) যারা তাদের নামাযে বিনীত হয়, (৩) যারা অসার কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে, (৪) আর যারা যাকাত আদায় করে। (৫) যারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, (৬) তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।(৭) তবে যারা এর অতিরিক্ত চায় তারাই সীমালংঘনকারী –(৮) আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে; (৯) যারা তাদের নামাযে যত্নবান হয়; (১০) এরাই হল (জান্নাতের) উত্তরাধিকারী। (১১) তারা ফিরদাউসের (জান্নাতের) উত্তরাধিকারী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) তারপর আমি তাকে এক ফোঁটা তরল হিসাবে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) তারপর তরলের ফোঁটাকে ভ্রুণের আকৃতি দিয়েছি। তারপর ভ্রুণকে মাংস পিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর মাংস পিণ্ডের ভিতরে হাড় সৃষ্টি করেছি, হাড়গুলোকে আবার মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন আকৃতিতে দাঁড় করিয়েছি। অতএব সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত মহান -(১৫) এরপর অবশ্যই তোমরা মৃতুবরণ করবে। (১৬) তারপর পুনরুত্থান দিবসে আবার তোমাদেরকে ওঠানো হবে।

(১৭) আমি তোমাদের উর্ধ্বে সাতটি পথ সৃষ্টি করেছি; আমি তো সৃষ্টি সম্পর্কে অনবহিত নই। (১৮) আমি আকাশ থেকে পরিমাণ মতো বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা মাটিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি এবং ইচ্ছা করলে আমি তা অপসারিতকরতে সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি ঐ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান তৈরী করেছি। তাতে তোমাদের জন্য অনেক ফল

রয়েছে, তোমরা তা থেকে আহার করে থাকো। (২০) আমি ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, যা আহারকারীদের জন্য ভোজ্য ও সুগন্ধী মশলা উৎপন্ন করে।(২১) গবাদী পশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় আছে। আমি তোমাদেরকে ওদের উদরের জিনিষ পান করাই এবং তোমাদের জন্য এতে অনেক উপকার রয়েছে। তোমরা তাদের কিছু কিছু আহার কর। (২২) তোমরা ওদের পিঠে ও নৌযানে আরোহণও করে থাক।

(২৩) আমি নূহকে (নোয়াহ) তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠালাম। সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না?' (২৪) তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীদের নেতারা বললঃ 'এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আল্লাহ চাইলে তো ফেরেস্তা পাঠাতে পারতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখে এইরূপ কিছু শুনি নি।' (২৫) এ তো এমন এক লোক যে উন্মাদ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা তার ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা কর।

(২৬) নূহ (নোয়াহ) বললঃ 'হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। কারণ এরা আমাকে অবিশ্বাস করেছে।' (২৭) তখন আমি তাকে প্রত্যাদেশ পাঠালাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। যখন আমার নির্দেশ আসবে এবং ভুমি থেকে পানি উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক প্রকার জীবের এক এক জোড়া নিয়ে তাতে আরোহণ কর। আর তোমার পরিবার পরিজনদেরও (নিও)। তবে তাদের মধ্যে থেকে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তাদেরকে নয়। যারা অন্যায় করেছে তাদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো না। তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে।

(২৮) তুমি ও তোমার সঙ্গীরা যখন নৌকায় উঠে বসবে তখন বলঃ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে রক্ষা করেছেন।'

(২৯) আর বলঃ ‘হে আমার প্রভু ! আমাকে আপনার অনুগ্রহে এক অনুগ্রহপূর্ণ স্থানে অবতরণ করিয়ে নিন; আপনিই শ্রেষ্ঠতম অবতরণকারী। (৩০) নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন আছে। এভাবে আমি বান্দাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকি।

(৩১) অতঃপর তাদের পরে আমি আর এক প্রজন্মকে সৃষ্টি করলাম। (৩২) তারপর তাদের মধ্য থেকে তাদের পয়গম্বরকে তাদের মাঝেই পাঠালাম! সে বললঃ ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না?’ (৩৩) তার সম্প্রদায়ের নেতারা যারা সত্য অস্বীকার করেছিল এবং পরলোকের পুনরুত্থান অস্বীকার করেছিল, আর যাদেরকে আমি সাংসারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য দান করেছিলাম, তারা বলেছিলঃ ‘এতো আমাদের মতোই একজন মানুষ, যা তোমরা আহার করো সে তাই আহার করে, আর যা তোমরা পান করো সে তাই পান করে। (৩৪) যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন মানুষের কথা মান তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৩৫) সে কি তোমাদের এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, যখন তোমাদের মৃত্যু হবে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৩৬) অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অসম্ভব। (৩৭) কেবলমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও আমরা বাঁচি (একবারই)। আমরা পুনরুত্থিত হবো না। (৩৮) সে তো এমন একটা লোক, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলছে; আমরা তাকে বিশ্বাস করবো না।’

(৩৯) পয়গম্বর বললঃ ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন এরা আমাকে অবিশ্বাস করছে।’ (৪০) বললেনঃ ‘এরা শীঘ্রই অনুতপ্ত হবে।’ (৪১) অতঃপর এক বিকট শব্দ তাদেরকে যথাযথ ভাবে আঘাত করল। তারপর আমি ওদেরকে অবর্জনার স্তুপে পরিণত করে দিলাম। অতএব দুরাচারী সম্প্রদায় দূর হয়ে গেল।

(৪২) অতঃপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন জাতি তার নির্ধারিত সময়কে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করতে পারে না। (৪৪) অতঃপর আমি একের পর এক পয়গম্বর পাঠিয়েছি। যখনই কোন সম্প্রদায়ের কাছে তাদের পয়গম্বর এসেছে, তখন তারা তাকে অবিশ্বাস করেছে। আমিও তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদেরকে ইতিহাসে পরিণত করেছি। অতএব দূর হয়ে যাক অবিশ্বাসীরা!

(৪৫) অতঃপর আমি আমার স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণসহ মূসা (মোজেস) ও তার ভাই হারুনকে (অ্যারন) পাঠিয়েছি, (৪৬) ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার পারিষদবর্গের নিকট, কিন্তু তারা অহংকারপূর্ণ আচরণ করল। তারা ছিল এক উদ্ধত জনগোষ্ঠী। (৪৭) তারা বললঃ 'আমরা কি আমাদের মতো দুজন মানুষের কথা মেনে নেব, অথচ এদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের দাস।' (৪৮) এই ভাবেই তারা তাদেরকে অবিশ্বাস করল এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হল। (৪৯) আর আমি মূসাকে (মোজেস) গ্রন্থ দিয়েছিলাম যাতে তারা পথ খুঁজে পায়।

(৫০) আমি মারইয়ামের (মেরী) পুত্র ঈসা (যীশু) ও তার মাকে একটি নিদর্শন বানিয়েছিলাম এবং তাদেরকে আমি এক উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম যা ছিল শান্তির স্থান, আর সেখানে এক বিশুদ্ধ ঝরণাধারা প্রবাহিত ছিল।

(৫১) হে পয়গম্বরগণ! স্বাস্থ্যকর বস্তু আহার কর আর সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি সবিশেষ অবহিত। (৫২) তোমাদের ধর্ম হল একই ধর্ম - আমি তোমাদের প্রতিপালক - অতএব আমাকে ভয় কর।

(৫৩) কিছু মানুষেরা তাদের ধর্মকে বহু ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে যা কিছু আছে তাতেই তারা খুশি। (৫৪) অতএব তাদেরকে তাদের অজ্ঞতার মধ্যে কিছুদিন থাকতে দাও। (৫৫) তারা কি

মনে করে যে, আমি তাদেরকে যে সম্পত্তি ও সন্তান দিয়েছি (৫৬) তাতে তাদের বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জন ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই? আসলে তারা বোঝে না।

(৫৭) নিঃসন্দেহে যারা তাদের প্রভুর ভয়ে ভীত থাকে, (৫৮) যারা তাদের প্রভুর নিদর্শন সমূহ বিশ্বাস করে, (৫৯) যারা তাদের প্রভুর সাথে অংশীদার স্থাপন করে না, (৬০) কোন কিছু দান করার সময়, তারা ভীত কম্পিত হৃদয়ে দান করে কারণ তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; (৬১) এরাই সৎকর্ম করার ব্যাপারে একে ওপরের সাথে প্রতিযোগীতা করছে এবং তারা তাতে অগ্রগামী থাকে। (৬২) আমি কাউকে সাধ্যের অতীত বোঝা চাপাইনা এবং আমার কাছে একটি গ্রন্থ আছে যা সঠিক তথ্য প্রদান করে, তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

(৬৩) বরং এর ব্যাপারে তাদের অন্তরসমূহ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। এছাড়া তাদের আরও অতিরিক্ত কাজ আছে যা তারা করে থাকে। (৬৪) এক পর্যায়ে যখন আমি তাদের অবস্থাপন্ন লোকেদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করবো তখন তারা ফরিয়াদ করতে থাকবে। (৬৫) এখন ফরিয়াদ করো না; এখন আমার পক্ষ থেকে তোমাকে কোন সাহায্য করা হবে না। (৬৬) তোমাদেরকে যখন আমার আয়াত সমূহ শোনান হত, তখন তোমরা পৃষ্টপ্রদর্শন করে পালাতে (৬৭) দম্ভভরে, যেন কোন গল্পকারের গল্প না শুনে পালিয়ে যাচ্ছ।

(৬৮) তবে কি তারা আল্লাহর এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা তাদের কাছে যা এসেছে, তেমন তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি? (৬৯) অথবা তারা কি তাদের পয়গম্বরকে চিনতে পারেনি, তাই তারা তাকে অস্বীকার করছে? (৭০) নাকি তারা বলে যে, এর মধ্যে উম্মত্ততা আছে? বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে। তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।

(৭১) সত্য যদি তাদের খেয়ালখুশীর ইচ্ছাধীন হত তাহলে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই বিপর্যস্ত হয়ে যেত। অবশ্যই আমি তাদেরকে অভিজ্ঞান দান করেছি; কিন্তু তারা তাদের সেই অভিজ্ঞান থেকে বিমুখ হচ্ছে।

(৭২) তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইছো? তাহলে তোমার প্রভুর প্রতিদানই তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ আর তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রতিদান প্রদানকারী।
(৭৩) নিঃসন্দেহে তুমি তাদেরকে এক সরল পথের দিকে আহ্বান করছো।
(৭৪) কিন্তু যারা পরলোক বিশ্বাস করে না, তারা এই পথ থেকে বিচ্যুত।

(৭৫) আমি যদি তাদের প্রতি দয়া করি আর তাদের কষ্ট দূর করি তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকবে। (৭৬) আমি তাদের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম; কিন্তু তারা তাদের প্রভুর কাছে নতিস্বীকার করেনি এবং মিনতিও করেনি। (৭৭) এমনকি যখন আমি তাদের উপরে আমার কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেব তখন তারা হতভম্ভ হয়ে যাবে।

(৭৮) তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন অথচ তোমরা খুবই কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর![১] (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন

---

[১] বিঃদ্রঃ-(২৩ঃ৭৮) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানবজাতি আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি যাদেরকে শ্রবণ, দর্শন ও চিন্তনের অসাধারণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতাগুলি মানুষকে দেওয়া হয়েছে - সেটি হল, জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা। সে তার কান দিয়ে সত্যের বাণী শ্রবণ করবে। তার চারপাশে আল্লাহর যে অপার নিদর্শন সমূহ বিস্তীর্ন হয়ে আছে সেগুলি তার চোখ দিয়ে সে অবলোকন করবে। এই সমস্ত কিছু গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্য সে তার চিন্তাশক্তি ব্যবহার করবে। বস্তুত এভাবেই চক্ষু, কর্ন ও অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। যারা এইভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করে না, তাদের চিরকালের জন্য এই উপহারগুলি হারানোর সম্ভাবনা থাকে।

এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (৮০) তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান এবং রাত দিনের পরিবর্তন তাঁরই ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

(৮১) কিন্তু তারা সেই কথাই বলে যা পূর্ববর্তী লোকেরা বলেছিল। (৮২) তারা বলেঃ 'মৃত্যুর পর যখন মৃত্তিকা ও অস্থি হয়ে যাব, তখন কী আমরা পূনারুত্থিত হবো?' (৮৩) এই প্রতিশ্রুতি আমাদের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও দেওয়া হয়েছে। এটা কেবল প্রাচীন উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

(৮৪) বলঃ 'এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে তা কার? যদি তোমরা জান, আমাকে বল।' (৮৫) তারা বলবেঃ 'আল্লাহর।' বলঃ 'তবুও তোমরা চিন্তা কর না?' (৮৬) বলঃ 'কে সপ্ত আকাশের মালিক, আর কে মহাসিংহাসনের মালিক?' (৮৭) তারা বলবেঃ 'সবই আল্লাহর।' বলঃ 'তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?' (৮৮) বলঃ 'কে সেই সত্তা যার হাতে সব কিছুর কতৃত্ব, আর যিনি আশ্রয় দেন যার মোকাবিলায় কেউই আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান, আমাকে বল।' (৮৯) তারা বলবেঃ 'এ আল্লাহরই।' বলঃ 'তাহলে কিভাবে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো?'

(৯০) আমি তাদের কাছে সত্য উপস্থিত করেছি, আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্যও নেই। যদি এমন হত তাহলে প্রত্যেক উপাস্য তার সৃষ্টি নিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে যেত এবং একজন আর একজনের উপরে স্থান করে নিত। (৯২) তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। এরা যাকে অংশীদার করে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে।

(৯৩) বলঃ 'হে আমার প্রতিপালক ! এদেরকে যে (শাস্তির) বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা যদি আমাকে দেখিয়ে দিতেন, (৯৪) হে প্রতিপালক ! 'তবে আমাকে অত্যাচারীদের (জালিমদের) অর্ন্তভুক্ত করবেন না।' (৯৫) এদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

(৯৬) মন্দের মোকাবিলা কর উত্তম দ্বারা - তারা যা বলে আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত - (৯৭) আর বলঃ 'হে আমার প্রতিপালক! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই। (৯৮) হে প্রতিপালক! আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় চাই।'

(৯৯) অবশেষে যখন তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলেঃ 'প্রভু আমাকে ফেরৎ পাঠান, (১০০) যাতে আমি কিছু সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। কখনই নয়, এটা কেবল একটা অর্থহীন কথা যা সে বলে। আর পূনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাদের মাঝে একটা প্রতিবন্ধকতা থাকবে। (১০১) তারপর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনপরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক থাকবে না এবং কেউ কারো খোঁজখবর নেবে না। (১০২) যাদের সৎকর্মের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে, (১০৩) আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই সেই লোক যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। (১০৪) আগুন তাদের চেহারা ঝলসে দেবে এবং সেখানে তাদের রূপ বিভৎস হবে।

(১০৫) তোমাদেরকে কি আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনানো হতো না? এবং তোমরা কি তা অবিশ্বাস করতে না? (১০৬) তারা বলবেঃ 'হে প্রতিপালক! আমাদের দূর্ভাগ্য আমাদেরকে পরাভূত করেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠী। (১০৭) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই অগ্নি হতে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায়

পাপের কাজ করি তাহলে অবশ্যই আমরা অত্যাচারী বলে গণ্য হব।' (১০৮) আল্লাহ বলবেনঃ 'তোমরা বিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক, আর আমার সাথে কথা বলো না।'

(১০৯) আমার বান্দাদের মধ্যে একটা দল ছিল যারা বলতঃ 'হে আমার প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন, আর আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়াকারী।' (১১০) কিন্তু তোমরা তাদেরকে এমন উপহাসের পাত্র বানিয়েছিলে, তোমরা নিজেরাই আমার স্মরণ নিতে ভুলে গিয়েছিলে। তোমরা তাদেরকে নিয়ে কেবল উপহাসই করছিলে। (১১১) আমি আজ তাদের ধৈর্যের প্রতিদান দিলাম, আজ তারাই সফল।

(১১২) বলা হবেঃ 'বছরের হিসাবে তোমরা কতদিন পৃথিবীতে ছিলে?' (১১৩) তারা বলবেঃ 'আমরা একদিন ছিলাম অথবা একদিনের চেয়েও কম। তুমি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।' (১১৪) তিনি বলবেনঃ 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে।'

(১১৫) তোমরা কি মনে কর যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? (১১৬) আল্লাহ মহিমান্বিত, যিনি প্রকৃত অধিপতি, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি মহাসিংহাসনের মালিক (১১৭) যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে, যাদের স্বপক্ষে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার প্রভুর কাছে আছে। অবশ্যই অস্বীকারকারীরা সফল হবে না। (১১৮) আর বলঃ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন আর আমার উপর দয়া করুন। আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়াকারী।'

২৪ ঃ সূরা আন্‌-নূর (জ্যোতি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) এটা একটি অধ্যায় যা আমি অবতীর্ণ করেছি, আর আমি এটাকে আবশ্য পালনীয় করেছি; এতে আমার স্পষ্ট আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা মনে রাখ। (২) ব্যভিচারিনী মহিলা আর ব্যভিচারী পুরুষ দুজনের প্রত্যেককে একশত বার বেত্রাঘাত কর। আর যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে তোমরা যেন তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ো না, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর দু'জনকে দণ্ড দেওয়ার সময় বিশ্বাসীদের একটি দল যেন সেখানে উপস্থিত থাকে। (৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারীকে অথবা বহুশ্বরবাদী নারীকে বিবাহ করবে; ব্যভিচারিণী নারী কেবল ব্যভিচারী পুরুষ অথবা বহুশ্বরবাদী পুরুষকে বিবাহ করবে। বিশ্বাসীদের জন্য এদেরকে বিবাহ করা অবৈধ করে দেওয়া হয়েছে।

(৪) যারা সাধ্বী নারীদের নামে অপবাদ দেয়, এবং চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে না, তাদেরকে আশি বার বেত্রাঘাত কর এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই অবজ্ঞাকারী। (৫) তবে পরে যদি তারা অনুশোচনা করে এবং নিজেদেরকে শুধরে নেয় তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান।

(৬) যদি কেউ তার স্ত্রীর নামে অপবাদ দেয় এবং সে ব্যতীত যদি কোন সাক্ষী না থাকে, সে আল্লাহর নামে শপথ করে চার বার বলবে, যে তার অভিযোগ সত্য, (৭) এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যা বললে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত আপতিত হবে। (৮) স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে চার বার বলে, যে তার স্বামীর

অভিযোগ মিথ্যা, (৯) আর পঞ্চমবারে বলবে যে, যদি স্বামীর কথা সত্য হয় তাহলে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হবে। (১০) যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কৃপা এবং দয়া না থাকত (তাহলে তোমরা দূর্দশাগ্রস্ত হতে)। নিশ্চই আল্লাহ অনুশোচনা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

(১১) যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য দূর্ভাগ্যজনক মনে করো না, বরং এটি তোমদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের জন্য রয়েছে তাদের দ্বারা কৃত মন্দ কর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

(১২) যখন তোমরা এটা শুনলে তখন সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী নারী পুরুষেরা কেন নিজেদের লোকেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করলে না? আর কেন বললে না, 'এটা একটা স্পষ্ট মিথ্যা?' (১৩) এ ব্যাপারে কেন তারা চারজন সাক্ষী হাজির করল না? যেহেতু তারা সাক্ষী হাজির করেনি, সেইহেতু আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যাবাদী।

(১৪) যদি তোমাদের উপর পার্থিব জগতে এবং পরলোকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো তাহলে তোমরা যে কথা উচ্চারণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর কোন গুরুতর শাস্তি আসত। (১৫) যখন তোমরা তোমাদের মুখে একথা উল্লেখ করছিলে, তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। তোমরা এটাকে একটা সাধারণ বিষয় মনে করেছিলে; অথচ আল্লাহর কাছে এটা একটা গুরুতর ব্যাপার। (১৬) তোমরা যখন এটা শুনলে তখন বললে না কেন যে, 'এ বিষয়ে আমাদের কথা বলার অধিকার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান! এটা তো এক গুরুতর অপবাদ।' (১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা

পুনরায় এই রকম কাজ না কর, যদি তোমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী হও।
(১৮) আল্লাহ তোমাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১৯) নিঃসন্দেহে যারা চায় আস্থাবানদের মধ্যে অশ্লীলতার চর্চা হোক, তাদের জন্য ইহলোক ও পরলোকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। (২০) যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়া না থাকত তাহলে দেখতে তোমাদের কি অবস্থা হতো? নিশ্চই আল্লাহ স্নেহপরায়ণ ও অতি দয়ালু।

(২১) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাকে তো শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজে প্ররোচিত করবেই। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কৃপা ও দয়া না থাকত তাহলে তোমাদের কেউই পবিত্র হতে পারতে না; তবে আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন। আল্লাহ সব জানেন, সব শোনেন।

(২২) তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যদা ও অবস্থা সম্পন্ন তারা যেন এবিষয়ে শপথ না করে যে, তাদের আত্মীয়-স্বজনকে, নিঃস্বদেরকে এবং আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগীদের দান করবে না। তারা যেন ক্ষমা করে আর দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(২৩) যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা আস্থাবান নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তারা ইহকালে এবং পরকালে অভিশপ্ত, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২৪) তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও পা তাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে সেই দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। (২৫) সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের ন্যায্য প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেবেন। তারা জানবে আল্লাহই সত্য এবং সবকিছু প্রকাশকারী।

(২৬) ব্যভিচারিণী মহিলা ব্যভিচারী পুরুষদের জন্য, আর ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী মহিলাদের জন্য; আর পবিত্র চরিত্রের মহিলা পবিত্র চরিত্রের পুরুষদের জন্য। লোকেরা যা বলে এরা তা থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ওদের জন্য ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

(২৭) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষন না তাদের অনুমতি মেলে এবং ঘরের লোকদের অভিবাদন না কর; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। (২৮) গৃহে যদি কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষন না তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও,' তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা যা কর আল্লাহ জানেন। (২৯) যেসব গৃহে কেউ বাস করে না সেখানে প্রবেশ করলে তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি সেটি তোমাদের কোন উদ্দেশ্য সাধন করে। তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা গোপন কর আল্লাহ তা জানেন।

(৩০) মু'মিন (আস্থাবান) পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গকে সুরক্ষিত রাখে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা তারা করে।

(৩১) আর মু'মিন (আস্থাবান) মহিলাদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের গুপ্তাঙ্গকে সুরক্ষিত রাখে, আর তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে - সাধারণতঃ যতটুকু প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত, আর বুকের উপর ওড়না দিয়ে রাখে এবং নিজের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, মালিকানাধীন দাসী, অধিনস্ত যৌন চাহিদামুক্ত পুরুষ কিম্বা নারী সংসর্গে অনাসক্ত শিশুদের

ছাড়া অন্যদের কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এছাড়া তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সজোরে পদচারনা না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফল হও।

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর; আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহযোগ্য তাদেরও। তারা যদি নির্ধন হয় তাহলে আল্লাহ স্বীয় কৃপায় তাদেরকে ধনবান করে দেবেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, মহাজ্ঞানী। (৩৩) যারা বিবাহ করতে পারে না, তারা যেন আত্মসংযম অবলম্বন করে, যতক্ষন না আল্লাহ স্বীয় কৃপায় তাদেরকে সচ্ছল করে দেন। তোমরা অধিনস্তদের (যাদের উপরে তুমি মালিকানা প্রাপ্ত) মধ্যে থেকে যারা নিজেদের মুক্তির জন্য তোমাদের সাথে লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি করতে পার, যদি তুমি তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও তাদেরকে সেই সম্পদ হতে দাও যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমাদের দাসদাসীরা তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সামগ্রীর লোভে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করবে না। যদি কেউ তাদেরকে বাধ্য করে, তাদের বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও কৃপাশীল। (৩৪) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, আর ঐ লোকদের উদাহরণসমূহ যারা তোমাদের পূর্বে চলে গেছে, আর আল্লাহ-ভীরুদের জন্য উপদেশাবলী।

(৩৫) আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতি একটি কুলুঙ্গিতে অবস্থিত এক প্রদীপের মতো, তারার মতো দীপ্তিমান স্ফটিকের মধ্যে থাকে সেই প্রদীপ, যা প্রজ্জ্বলিত থাকে এক পুণ্য অলিভ গাছের (তেলের) দ্বারা, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। এই (দীপ্তিমান) তেল এমনই যেন

তা আগুনের স্পর্শ ছাড়াই প্রজ্জ্বলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত। জ্যোতির উপরে জ্যোতি;[১] আল্লাহ যাকে চান তাকে জ্যোতির পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ মানুষের জন্য এমনই উপমা পেশ করে থাকেন; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

(৩৬) (তারা ইবাদত করে) ঐ গৃহ সমুহে, যাকে সমুন্নত করার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন, তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য, সকাল ও সন্ধ্যায়। (৩৭) ঐ সমস্ত লোক, যাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়, আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায প্রতিষ্ঠা করা থেকে ও যাকাত আদায় করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখে না, তারা সেই দিনটিকে ভয় করে, যখন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ওলটপালট হয়ে যাবে, (৩৮) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের সেরা প্রতিদান দেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে আরো বেশি দান করেন। আল্লাহ যাকে চান তাকে অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

(৩৯) যারা অস্বীকার করে তাদের কর্ম মরুপ্রান্তরে মরীচিকার সঙ্গে তুলনীয়। তৃষ্ণার্ত মানুষ যাকে পানি মনে করে; কিন্তু যখন সে তার নিকটে আসে, সে কিছুই পায় না। সেখানে সে আল্লাহকে পায়, তিনি তার হিসাব পূর্ণমাত্রায় মিটিয়ে দেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (৪০) অথবা, অতল সমুদ্রের গাড় অন্ধকারের মত, সেখানে উদ্বেলিত হয় তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, উর্ধ্বে ঘনঘোর মেঘে আচ্ছন্ন, অন্ধকারের উপর অন্ধকার, হাত বার করলেও

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(২৪ঃ৩৫) এটি একটি বহু অর্থযুক্ত রূপকালঙ্কার। এখানে জ্যোতি আল্লাহর 'পথ নির্দেশনার' প্রতীক। 'কুলুঙ্গি' হল মানুষের মন এবং 'প্রদীপ' হল বিশ্বাস (ঈমান), কুলুঙ্গি যার আশ্রয়স্থল। এই রূপকল্পটি আরও দুটি বিষয় দ্বারা সম্প্রসারিত করা হয়েছে, সেগুলি হল -'তারার মত দীপ্তিমান স্ফটিক' এবং '(দীপ্তিমান) তেল'।

তা দেখা যায় না। আল্লাহ যাকে আলো দান না করেন, তার জন্য কোন আলো নেই।

(৪১) (হে পয়গম্বর!) তুমি কি দেখনি যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে, এমনকি পাখা মেলে থাকা পাখিরাও। প্রত্যেকেই তাঁর প্রার্থনা ও তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণার ধরন জানেঃ তারা যা করে আল্লাহ সব জানেন। (৪২) আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং আল্লাহর কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন।

(৪৩) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ মেঘ সঞ্চারণ করেন, তারপর তা একত্রিত করেন, তারপর পূঞ্জীভূত করেন? তারপর তুমি দেখতে পাও যে, ওর মধ্য থেকে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশের পর্বতসম মেঘপূঞ্জ থেকে শিলা বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা যাকে চান তাকে আঘাত করেন। আর যাকে চান তার কাছ থেকে তা ভিন্ন দিকে সরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুতের ঝলক এমন মনে হয় যেন দৃষ্টি কেড়ে নেবে। (৪৪) আল্লাহ রাত ও দিন পরিবর্তন করতে থাকেন। নিঃসন্দেহে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য এতে শিক্ষার বিষয় রয়েছে।

(৪৫) আল্লাহ সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু সংখ্যক দু পায়ে হাঁটে, আবার কিছু সংখ্যক চার পায়ে হাঁটে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম। (৪৬) আমি তো অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত। আল্লাহ যাকে চান তাকে সোজা পথ দেখান।

(৪৭) তারা বলেঃ 'আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি,' তারপর ওদের মধ্যে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে এরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়। (৪৮) যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে আল্লাহর রাসূল

তাদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারেন, তখন তাদের মধ্যে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) সত্য যদি তাদের অভিরুচিমতো হোত, তাহলে তারা তার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলে আসত। (৫০) ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে অথবা তারা কি সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে? অথবা এরা কি আশঙ্কা করছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এদের প্রতি অবিচার করবেন? আসলে, এরাই তো অত্যাচারী (জালিম)।

(৫১) রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন, এই উদ্যেশ্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন আস্থাবানদের জবাব হয় এটাই, 'আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।' আর তারাই সফলকাম। (৫২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম।

(৫৩) তারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে যে, যদি তুমি ওদেরকে আদেশ দাও তাহলে তারা অবশ্যই বাহির হবে। বলঃ 'শপথ করো না। নিয়মানুযায়ী আনুগত্য কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর।' (৫৪) আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে রাসূলের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, তার জন্য রাসূল দায়বদ্ধ; আর তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, তার জন্য তোমরা দায়বদ্ধ। যদি তোমরা তাঁর আজ্ঞাপালন কর তাহলে সঠিক পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্ট রূপে বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা আস্থা স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করবেন, যেমন এদের আগের লোকদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের জন্য যে ধর্ম তিনি মনোনীত করেছেন তা তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন।

তাদের ভীতিজনক অবস্থার পরিবর্তন করে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না, অতঃপর যারা সত্য অস্বীকার করে, তারা অবাধ্য।

(৫৬) নামাযে মনোযোগী হও, যাকাত আদায় কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার। (৫৭) যারা অবিশ্বাস করছে, তাদের ব্যাপারে মনে কর না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহর পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেবে; বরং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, তা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা।

(৫৮) হে বিশ্বাসীগণ! তিনটি সময়ে যদি তোমাদের আইনসঙ্গত অধীনস্তরা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্করা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে, তারা যেন তোমাদের অনুমতি নেয় - ফজর নামাযের আগে, দ্বিপ্রহরে উষ্ণতার জন্য যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং সন্ধার নামাযের পরে। এই তিন সময় তোমাদের জন্য একান্ত ব্যক্তিগত সময়। এছাড়া অন্য সময়ে তোমরা যদি পরস্পরের সাক্ষাৎ করতে যাও, তাহলে তা দোষনীয় নয়। তোমাদের তো একে অপরের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এই ভাবেই আল্লাহ তাঁর প্রত্যাদেশগুলো তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) তোমাদের শিশুরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখন সেও এই ভাবেই অনুমতি নেবে যেমন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা অনুমতি নিয়ে থাকে। এই ভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর প্রত্যাদেশ সমূহ স্পষ্ট করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (৬০) বয়োজ্যেষ্ঠা নারীরা, যাদের বিবাহের বয়স উত্তীর্ন হয়ে গেছে, তারা যদি সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের ইচ্ছা না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে, তাহলে তাতে কোন মন্দ নেই। আর যদি তারাও সাবধানতা অবলম্বন করে তাহলে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(৬১) অন্ধ, খোঁড়া, রোগী এবং তোমরা নিজেরা নিজেদের গৃহে অথবা

তোমাদের পিতা, মাতা, ভাই,বোন, চাচা, চাচী , মামা, মামি, তোমাদের অধিনস্ত বা বন্ধুদের গৃহে আহার গ্রহণ করতে দোষ নেই। তোমরা একত্রে বা পৃথকভাবে আহার গ্রহণ করলেও দোষ নেই। কিন্তু যখন একে ওপরের গৃহে প্রবেশ করবে তখন শান্তির অভিবাদন জানাবে, আল্লাহর আশির্বাদ ও পবিত্রতাপূর্ণ অভিবাদন ।এই ভাবে আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

(৬২) আস্থাবান তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্ত করে এবং যখন তারা কোন সর্বজনীন কাজে রাসূলের সঙ্গে থাকে তখন তার অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে। অতএব তারা যদি নিজেদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তাহলে তাদের মধ্যে যাকে তুমি চাও অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(৬৩) তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত মনে করো না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদেরকে জানেন যারা একে অপরকে আড়াল করে চুপিচুপি চলে যায়। অতএব যারা তার আদেশ উল্লঙ্ঘন করে, তারা যেন তাদের উপর কঠিন বিপর্যয় অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আপতিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকে। (৬৪) জেনে রেখো, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি জানেন তোমরা কি অবস্থায় আছো। যে দিন তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের অতীত কর্মসমূহ অবহিত করাবেন। আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

২৫ ঃ সূরা আল-ফুরকান (মানদণ্ড)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) পরম কল্যাণময় সেই সত্তা যিনি স্বীয় বান্দার (মুহাম্মাদ) প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (২) তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন নি এবং রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন যথাযথ পরিমিত অনুপাতে। (৩) লোকেরা তাঁর পরিবর্তে এমন উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করবার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবনদান বা পুনরুত্থানের উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই।

(৪) অস্বীকারকারীরা বলেঃ 'এটা তার উদ্ভাবিত মিথ্যা জালিয়াতি ছাড়া কিছুই নয়; এতে অন্যান্যরা তাকে সাহায্য করেছে।' তারা যা বলে তা অন্যায় ও মিথ্যা। (৫) তারা বলে যে, 'এ তো কেবল প্রাচীন উপকথা সমূহ যেগুলো সে লিপিবদ্ধ করেছে। সকাল সন্ধ্যায় এগুলো তাকে শোনান হয়।' (৬) তাদেরকে বলঃ 'এটা তিনি অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য জানেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।'

(৭) তারা আরও বলেঃ 'এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কোন ফেরেস্তা কেন পাঠান হল না, যে সতর্ককারী হিসাবে তার সাথে থাকত? (৮) অথবা তার জন্য যদি কোন ধনভাণ্ডার পাঠানো হত, অথবা তার যদি কোন বাগান থাকত যেখান থেকে সে আহার করত।' আর অত্যাচারীরা (জালিমরা) বলল, 'তোমরা এক জাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছো।'

(৯) দেখো, তারা তোমার প্রতি কি আরোপ করছে। তারা নিশ্চয় পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, এবং তারা সঠিক পথ পাবে না।

(১০) তিনি অত্যন্ত কল্যাণময়। তিনি ইচ্ছা করলে এর চেয়ে আরও উৎকৃষ্ট জিনিষ তোমাদেরকে দিতে পারেন; এমন উদ্যানসমূহ যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। (১১) তারা প্রলয় দিবসকে অবিশ্বাস করেছে, আর আমি এমন ব্যক্তিদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি, যারা প্রলয় দিবসকে অবিশ্বাস করে। (১২) যখন তারা তা দূর থেকে দেখবে তখন তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে। (১৩) আর যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেখানে তারা মৃত্যু কামনা করবে। (১৪) কিন্তু তাদেরকে বলা হবে, 'আজ তোমরা একবারের জন্য মৃত্যু আহ্বান করো না বরং বহুবার মৃত্যুকে আহ্বান করো।' (১৫) তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ 'এটাই উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ মুত্তাকীদের (আল্লাহ-ভীরুদের) জন্য করেছেন, তা উত্তম?' এটাই তাদের পুরস্কার ও চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল। (১৬) তারা যা চাইবে সেখানে তাদের জন্য তাই থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

(১৭) যে দিন তিনি ওদের সবাইকে এবং আল্লাহরপরিবর্তে ওরা যাদেরকে ইবাদত করত তাদেরকে একত্রিত করবেন, তখন তিনি বলবেনঃ 'তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না কি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?' (১৮) তারা বলবেঃ 'আপনি কত মহান! আমাদের উচিত হয় নি আপনার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা এবং আপনিই তো তাদের আর তাদের পূর্বপুরুষদের ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা উপদেশ ভুলে গিয়েছিল এবং এক অধঃপতিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল।'

(১৯) (আল্লাহ বলবেন), 'তোমরা যা বলতে তারা (উপাস্যগুলি) তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না, কোন সাহায্যও পাবে না, তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদন করাব।

(২০) আমি তোমার পূর্বে যত পয়গম্বর পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত আর হাটে-বাজারে চলাফেরা করত, আর আমি তোমাদের কয়েকজনকে অপরের জন্য পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছি। তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে? তোমাদের প্রভু সব কিছুই দেখেন।

(২১) যারা আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার আশা রাখে না তারা বলেঃ 'আমাদের কাছে ফেরেস্তা কেন পাঠানো হল না? বা আমরা আমাদের প্রভুকে কেন দেখতে পাই না?' তারা নিজেদেরকে খুব বড় মনে করেছে, আর তারা গুরুতরভাবে সীমালঙ্ঘন করেছে। (২২) যে দিন তারা ফেরেস্তাদের দেখবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না, আর তারা বলবে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর।' (২৩) তারা যে সব কাজ করেছিল, আমি তাদের প্রতিটি কর্মের দিকে মনোনিবেশ করবো এবং সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো। (২৪) বেহেস্তবাসীরা সে দিন উৎকৃষ্ট বাসস্থান ও শ্রেষ্ঠ বিশ্রামস্থলের অধিকারী হবে।

(২৫) যে দিন আকাশ মেঘের মত ফেটে যাবে এবং ফেরেস্তাদেরকে পর্যায়ক্রমে নামিয়ে দেওয়া হবে, (২৬) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে করুণাময়ের এবং অস্বীকারকারীদের জন্য হবে কঠিন দিন। (২৭) সেদিন অন্যায়কারীরা হাত কামড়াবে আর বলবেঃ 'হায়! যদি আমি পয়গম্বরের পথ গ্রহণ করতাম! (২৮) হায়! আমার দুর্ভাগ্য, যদি অমূককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (২৯) সেই আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে অথচ আমার কাছে সতর্কবাণী এসেছিল, আর শয়তান তো আছেই মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য।'

(৩০) পয়গম্বর বলবেঃ ‘হে আমার প্রভু! আমার লোকেরা এই কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।’ (৩১) এই ভাবে আমি প্রত্যেক পয়গম্বরের জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি, আর তোমাদের প্রভুই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

(৩২) অস্বীকারকারীরা বলে যে, ‘তার উপর সম্পূর্ণ কুরআন একবারে অবতীর্ণ করা হল না কেন?’ তোমাদের হৃদয়কে মজবুত করার জন্য এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে তা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছি। (৩৩) যখনই তারা কোন অভিযোগ উত্থাপন করে, তখনই আমি তার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করি। (৩৪) যাদেরকে হেঁটমুণ্ড অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের জায়গা বড় নিকৃষ্ট এবং তারা অধিকতর পথভ্রষ্ট।

(৩৫) আমি মূসাকে (মোজেস) গ্রন্থ দিয়েছি এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে (অ্যারন) সহায়ক বানিয়েছি। (৩৬) অতঃপর আমি তাদেরকে বললামঃ ‘তোমরা দু’জনে তাদের কাছে যাও, যারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে।’ তারপর আমি ওদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছি। (৩৭) নূহের (নোয়াহ) সম্প্রদায়কেও আমি ডুবিয়ে দিয়েছি, যখন তারা পয়গম্বরদের অবিশ্বাস করেছে। আমি তাদেরকে মানুষের জন্য এক নিদর্শন বানালাম। আমি অপরাধীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) এবং আদ, সামূদ, আল্ রাস এর অধিবাসীদের এবং এদের মধ্যবর্তী আরও অনেক প্রজন্মকে (ধ্বংস করেছি)। (৩৯) আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, তাদের প্রত্যেককে কার্যতঃ আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। (৪০) এরা সেই জনপদের উপর দিয়েই এসেছে, যাদের উপর সাংঘাতিকভাবে অকল্যাণ বর্ষণ করা হয়েছে। তারা কি তা দেখেনি? আসলে তারা পুনরুত্থান প্রত্যাশা করে না।

(৪১) তারা যখন তোমাকে দেখে তখন উপহাস করতে থাকে - 'এই কি সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন?' (৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে দূরে সরিয়ে দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে, কে অধিক পথভ্রষ্ট।

(৪৩) তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে? তবুও কি তুমি তার দায়িত্ব নিতে পার? (৪৪) অথবা তুমি মনে কর যে, এদের অধিকাংশই শোনে এবং বোঝে। তারা আসলে পশুদের মতই; বরং পশুদের চেয়েও পথভ্রষ্ট।

(৪৫) তুমি কি তোমার প্রভুকে দেখনি যে, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিস্তৃত করেন। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ওকে স্থির করে দিতেন। তারপর আমি সূর্যকে এর নিয়ন্ত্রক করেছি। (৪৬) অতঃপর আমি আস্তে আস্তে ওকে আমার দিকে গুটিয়ে নিই। (৪৭) তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে পর্দা, আর ঘুমকে বিশ্রাম সুখ বানিয়েছেন, আর দিনকে জাগ্রত হওয়ার সময় বানিয়েছেন।[১] (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের সুসংবাদ রূপে বাতাসকে প্রেরণ করেন, আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র বৃষ্টি বর্ষণ করি, (৪৯) যাতে ওর মাধ্যমে নিষ্প্রাণ ভূমিতে প্রাণের সঞ্চার করতে পারি এবং আমার সৃষ্ট অনেক পশু ও মানুষকে তা পান করাতে পারি।

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(২৫ ঃ ৪৭) পৃথিবীর এই রীতির মধ্যে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। যেমন রাতের অন্ধকারের পরে দিনের আলো ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনই মিথ্যার পরেই সত্যের বিজয় আসে। ঠিক তেমনই রাত্রির নিদ্রার পর সকালের জাগরণ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এর প্রতীক হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

(৫০) আমি এটা ওদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছি যাতে তারা অনুধাবন করে; তবুও অধিকাংশ মানুষ কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। (৫১) আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে প্রত্যেক নগরেই একজন করে সতর্ককারী পাঠাতাম। (৫২) অতএব তুমি অস্বীকারকারীদের কথা শুনো না বরং এর দ্বারা (কুরআন, তাদের মধ্যে এর বাণী প্রচারের জন্য) তাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

(৫৩) তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিয়েছেন, একটা মিষ্টি সুপেয় আর একটা লবনাক্ত ও তিক্ত। তিনি এদুটোর মধ্যে একটা অনতিক্রম্য অন্তরায় রেখে দিয়েছেন। (৫৪) তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার জন্য পারিবারিক বৈবাহিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমার প্রভু অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

(৫৫) তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের কোন উপকার করতে পারে না বা কোন ক্ষতিও করতে পারে না। অবিশ্বাসী মাত্রই তার প্রভুর বিরোধী। (৫৬) আমি তোমাকে কেবলমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি। (৫৭) তুমি বলঃ 'আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমি কেবল চাই, যে চায় সে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।'

(৫৮) তুমি সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত, (৫৯) যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে তা ছয় দিনে (সময় কালে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তিনিই করুণাময়, তাঁর সম্পর্কে অবগত এমন ব্যক্তিকে

জিজ্ঞাসা করে দেখ।[১] (৬০) ওদেরকে যখন বলা হয় যে, ‘করুণাময়কে সিজদা কর’ তখন তারা বলেঃ ‘করুণাময় আবার কি? তুমি যাকেই সিজদা করতে বলবে আমরা কি তাকে সিজদা করবো? এর ফলে তাদের বিমুখতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়।

(৬১) অত্যন্ত মহিমান্বিত ওই সত্তা, তিনি আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ স্থাপন করেছেন এবং তাতে এক বিরাট প্রদীপ (সূর্য) আর এক ঝলমলে চন্দ্র স্থাপন করেছেন। (৬২) তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন তাদের জন্য, যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

(৬৩) করুণাময়ের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মুর্খরা যখন তাদের সঙ্গে কথা বলে তখন তারা প্রত্যুত্তরে বলে, ‘তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক;’ (৬৪) আর যে তার প্রভুর সামনে সিজদারত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত কাটায়, (৬৫) আর যারা বলেঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিকে দূরে রাখো। নিঃসন্দেহে এর শাস্তি বড় কষ্টদায়ক। (৬৬) নিঃসন্দেহে সেটা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা ও নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল।’ (৬৭) ঐ লোকেরা যখন ব্যয় করে তখন তারা অপব্যায় করে না বা কৃপণতা করে না বরং এক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে, (৬৮) এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে

---

[১] বিঃদ্রঃ-(২৫ঃ৫৯) এখানে ছয়দিন হল আল্লাহর ভাষায় ছয়দিন। মানুষের ভাষায় এটাকে ছয়টি স্তর বা ছয়টি পর্যায়। ছয়টি পর্যায়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি - এই বিষয়টি তাঁর সুপরিকল্পিত কর্মপন্থার পরিচয় বহন করে। তাঁর পরিকল্পনা এবং স্বাতন্ত্র আয়োজনের উপর ভিত্তি করে যাদেরকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছেন, তা নিরর্থ হতে পারে না।

অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না এবং আল্লাহ কতৃক অবৈধ ঘোষিত কোন প্রাণ যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করে না, আর ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি এধরনের কাজ করবে তার শাস্তির অংশীদার সে হবে। (৬৯) পুনরুত্থানের দিনে তার শাস্তি বেড়েই চলবে। সে সেখানে অপমানিত হয়ে চিরকাল থাকবে। (৭০) কিন্তু যারা অনুতপ্ত হয় এবং বিশ্বাস স্থাপন করে আর সৎকাজ করে, আল্লাহ এই ধরনের লোকদের পাপসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং ভালকাজ করে সে বাস্তবে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে।

(৭২) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অসার ক্রিয়া কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে, (৭৩) তারা এমন যে, যখন তাদের প্রতিপালকের বাণীসমূহের মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় তখন তারা বধির ও অন্ধ হয়ে থাকে না। (৭৪) তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর হয় এবং আমাদেরকে আল্লাহ-ভীরুদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন।'

(৭৫) এমন লোকদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান করা হবে। সেখানে তাদেরকে অভিবাদন ও শান্তির আশীর্বাদ দিয়ে স্বাগত জানান হবে। (৭৬) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। বাসস্থান ও অবস্থানস্থল হিসাবে তা কতই না উত্তম। (৭৭) বলঃ 'তোমরা আমার প্রভুকে না ডাকলে তার কিছু আসে যায় না। সত্য অস্বীকার করার কারণে অচিরেই তোমাদের উপর অপরিহার্য্য শাস্তি অবশ্যই নেমে আসবে।'

২৬ ঃ সূরা আশ-শুআ'রা (কবিগণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) ত্বোয়া-সীন মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। (৩) তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না বলে তুমি মনোকষ্টে হয়তো আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (৪) আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে তাদের কাছে আকাশ থেকে কোন নিদর্শন নামিয়ে দিতে পারি যার সামনে তাদের গ্রীবা নত হয়ে যাবে। (৫) তাদের কাছে করুণাময়ের পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ এলেই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা অবিশ্বাসই করেছে। তাই তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তার বাস্তবিকতা তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

(৭) তারা কি পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখে না? তাতে আমি কত রকমের উৎকৃষ্ট জিনিষ উৎপন্ন করেছি। (৮) নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (৯) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু।[১] (১০) যখন তোমাদের প্রভু মূসাকে (মোজেস) ডেকে বললেন যে, 'অত্যাচারী লোকদের কাছে যাও, (১১) ফেরাউনের লোকদের কাছে, তারা কি ভয় করে না?' (১২) মূসা (মোজেস) বললঃ 'প্রভু! আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে অবিশ্বাস করবে,

---

[১] বিঃদ্রঃ-(২৬ঃ০৯) মহান আল্লাহ ইচ্ছাপোষন করেন যে, সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে যে অসাধারণ এবং গুপ্ত বিষয়গুলি আছে মানুষ সেগুলি অনুধাবন করুক। কার্য-কারণ ধারায় ঘটমান বিষয়গুলির মধ্যে সে আল্লাহর প্রত্যক্ষ ভূমিকা অনুভব করতে পারে। যাদের মধ্যে এই ধরনের গভীর অর্ন্তদৃষ্টি আছে, তারা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল বলে পরিগণিত হবে এবং আল্লাহর অপার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।

(১৩) আমার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে এবং আমার জিহ্বা সাবলীল নয়; অতএব তুমি হারুনের (অ্যারন) কাছে বার্তা পাঠাও; (১৪) এ ছাড়া আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিযোগও আছে; অতএব আমার ভয় হয়, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।'

(১৫) বললেনঃ 'কখনই নয়; তোমরা দু'জনেই আমার নিদর্শন নিয়ে যাও, আমিও তোমাদের সাথে থাকব এবং সব শুনবো। (১৬) অতএব তোমরা দু'জনে ফেরাউনের কাছে গিয়ে বলবে, 'আমরা বিশ্বজগতের প্রভুর দূত, (১৭) তুমি ইসরায়িলের সন্তানদের আমাদের সাথে যেতে দাও।' (১৮) ফেরাউন বললঃ 'আমরা কি তোমাকে ছোটবেলায় আমাদের কাছে লালন-পালন করিনি? তুমিতো তোমার বয়সের অনেকগুলি বছর আমাদের সাথে কাটিয়েছ। (১৯) অথচ তুমি তোমার যা করার সেই কর্মটিই করেছ। তুমি বড় অকৃতজ্ঞ।'

(২০) মূসা (মোজেস) বললঃ 'যে সময়ে আমি এটা করেছিলাম সে সময় আমি ভ্রান্ত ছিলাম। (২১) অতঃপর আমি তোমাদের ভয়ে তোমাদের থেকে পালিয়ে যাই। তারপর আমার প্রভু আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর আমাকে তাঁর একজন রাসূল করেছেন। (২২) আর তুমি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহের কথা বলে আমাকে বিদ্রুপ করছ -- তুমি ইসরায়িলের সন্তানদের দাস বানিয়ে রেখেছ।'

(২৩) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'বিশ্বজগতের প্রভু আবার কি জিনিষ?' (২৪) মূসা বললঃ 'আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যেকার সবকিছুর প্রভু, যদি তোমরা বিশ্বাস করো।' (২৫) ফেরাউন (ফ্যারাও) তার চারপাশের লোকদের বললঃ 'তোমরা কি শুনছো না?' (২৬) মূসা বললঃ 'তিনি তোমাদেরও প্রভু এবং তোমাদের পূর্ব পূরুষদেরও।' (২৭) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'তোমাদের এই রাসূল যাকে তোমাদের কাছে

পাঠানো হয়েছে সে একটা পাগল।' (২৮) মূসা বললঃ 'তিনি পূর্ব-পশ্চিম ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রভু, যদি তোমরা বুঝতে।' (২৯) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য বানাও তাহলে তোমাকে বন্দী করবো।' (৩০) মূসা বললঃ 'যদি আমি কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসি তবুও?' (৩১) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'তাহলে তা নিয়ে এস যদি তুমি সত্যবাদী হও।' (৩২) তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, দেখা গেল সেটি একটি স্পষ্ট সাপ। (৩৩) তারপর সে তার হাত বার করল, তৎক্ষনাৎ তা দর্শকদের নিকট শুভ্র উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হল। (৩৪) ফেরাউন (ফ্যারাও) তার পারিষদবর্গকে বললঃ 'এতো একটা বিজ্ঞ জাদুকর। (৩৫) সে চাইছে তার জাদুর মাধ্যমে তোমাদেরকে দেশছাড়া করতে, এখন তোমরা কি পরামর্শ দিচ্ছো?'

(৩৬) পারিষদবর্গ বললঃ 'একে আর এর ভাইকে কিছুটা অবকাশ দিন এবং নগরে ঘোষক পাঠিয়ে দিন, (৩৭) যাতে তারা প্রত্যেক অভিজ্ঞ জাদুকরদিগকে আপনার কাছে নিয়ে আসে, (৩৮) অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদের একত্রিত করা হল। (৩৯) লোকদের বলা হল, 'তোমরাও একত্রিত হচ্ছো কি? (৪০) যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।' (৪১) তারপর যখন জাদুকরেরা এল তখন তারা ফেরাউনকে (ফ্যারাও) বললঃ 'আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য কোন পুরস্কার আছে কি?' (৪২) সে বললঃ 'হ্যাঁ, তোমরা তখন আমার নিকটজনদের মধ্যে গণ্য হবে।'

(৪৩) মূসা তাদের বললঃ 'তোমরা যা নিক্ষেপ করতে চাও নিক্ষেপ কর।' (৪৪) অতঃপর তারা তাদের দড়ি আর লাঠিগুলো নিক্ষেপ করল, আর বললঃ 'ফেরাউনের শক্তির শপথ, আমরাই বিজয়ী হব।' (৪৫) তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, আর সহসাই দেখা গেল, তারা যা

বানিয়েছিল সে সব গিলে ফেলছে। (৪৬) তখন জাদুকরেরা সিজদায় পড়ে গেল। (৪৭) তারা বললঃ 'আমরা বিশ্বজগতের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস আনলাম। (৪৮) যিনি মূসা ও হারুনের প্রভু।'

(৪৯) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'আমি অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা একে মেনে নিলে; নিশ্চয়ই সে তোমাদের গুরু, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে।' কিন্তু এখন তোমরা জানতে পারবে। আমি তোমাদের একদিকের হাত এবং অন্য দিকের পা কেটে দেব এবং তোমাদের সবাইকে ক্রুশ বিদ্ধ করবো। (৫০) তারা বললঃ 'কোন ক্ষতি নেই। আমরা তো আমাদের প্রভুর কাছেই পৌঁছে যাব। (৫১) আমরা আশা করি, আমাদের প্রভু আমাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেবেন; কারণ আমরা প্রথমেই বিশ্বাস স্থাপন করেছি।'

(৫২) আমি মূসাকে এই বলে প্রত্যাদেশ পাঠালাম যে, 'তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড়, নিশ্চয়ই তোমাদের পিছনে ধাওয়া করা হবে।' (৫৩) অতঃপর ফেরাউন (ফ্যারাও) নগরগুলোতে দূত পাঠালো। (৫৪) তারা বলল, 'এরা তো একটা ছোট দল, (৫৫) এরা আমাকে ক্রোধান্বিত করে দিয়েছে। (৫৬) আমরা এক বড় ও সতর্ক দল।' (৫৭) অতএব আমি ওদেরকে বাগীচাসমূহ ও ঝর্ণা থেকে বহিষ্কার করে দিলাম, (৫৮) আর ধন-ভাণ্ডার ও সম্মানজনক স্থান থেকে -- (৫৯) আর আমি ইসরাইলের সন্তানদের এই সব জিনিষের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

(৬০) অতঃপর ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার লোকজন সূর্যোদয়কালে তাদেরকে ধাওয়া করল। (৬১) যখন দুই দল পরস্পরকে দেখতে পেল তখন মূসার সঙ্গীরা বলতে লাগলঃ 'আমরা তো ধরা পড়ে গেছি।' (৬২) মূসা বললঃ 'কখনই নয়। আমার প্রভু আমার সাথে আছেন, তিনিই আমাকে পথ বলে দেবেন।' (৬৩) অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ দিলাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর।'

এতে সমুদ্র বিভক্ত হল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল। (৬৪) ইতিমধ্যে আমি অপর পক্ষকে সেখানে পৌঁছে দিলাম। (৬৫) আর আমি মূসা ও তার সাথীদের বাঁচিয়ে দিলাম। (৬৬) তারপর অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। (৬৭) নিঃসন্দেহে এই ঘটনার মধ্যে এক বড় নিদর্শন আছে; তবুও তাদের অধিকাংশরাই বিশ্বাস করে না। (৬৮) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু।

(৬৯) এদেরকে ইবরাহীমের ঘটনা শোনাও। (৭০) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর? (৭১) তারা বলল, 'আমরা মূর্তিদের ইবাদত করি, আর আমরা নিরন্তর এতেই অটল থাকব।' (৭২) ইবরাহীম বলল, 'যখন তোমরা এদেরকে ডাক এরা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায়? (৭৩) বা এরা তোমাদের উপকার বা অপকার করতে পারে?' (৭৪) তারা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এমনই করতে দেখেছি।'

(৭৫) ইবরাহীম বলল, 'তোমরা কি তাদের সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যাদেরকে ইবাদত করছো, (৭৬) তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা - (৭৭) এরা সব আমার শত্রু, সৃষ্টি জগতের প্রভু ব্যতীত, (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথ দেখান, (৭৯) এবং তিনি আমাকে আহার দেন ও পান করান, (৮০) আর যখন আমি অসুস্থ হই তিনিই আমাকে সুস্থ করেন, (৮১) তিনি আমাকে মৃত্যু প্রদান করবেন, তিনিই আমাকে জীবিত করবেন, (৮২) আর আমি আশা রাখি যে তিনিই প্রতিফল দিবসে আমার ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন।

(৮৩) হে আমার প্রভু! আমাকে বিবেক দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (৮৪) পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে আমার সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন, (৮৫) আর আমাকে উদ্যানের নেয়ামতের

উত্তরাধিকারী করুন, (৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; অবশ্যই সে পথভ্রষ্টদের অর্ন্তভুক্ত। (৮৭) যে দিন সকলকে পুনরায় ওঠানো হবে সেদিন আমাকে অপমানিত করবেন না। (৮৮) সে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। (৮৯) কেবল সেই সুরক্ষিত হবে যে বিশুদ্ধঅন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে।

(৯০) যখন জান্নাত আল্লাহ-ভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে। (৯১) এবং জাহান্নামকে বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে, (৯২) আর তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা ইবাদত করতে - (৯৩) আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদেরকে সাহায্য করে অথবা তারা কি নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে?' (৯৪) তারপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (৯৫) এবং ইবলিসের বাহিনীর সবাইকে। (৯৬) তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, (৯৭) 'আল্লাহর শপথ, আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে জগৎ প্রভুর সমতুল্য সাব্যস্ত করতাম। (৯৯) অপরাধীরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, (১০০) এখানে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই, (১০১) আর কোন শুভাকাঙ্খী বন্ধুও নেই। (১০২) হায়! আমরা একবার যদি ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেতাম তাহলে আস্থাবান হয়ে যেতাম।' (১০৩) নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিদর্শন আছে; কিন্তু ওদের মধ্যে অধিকাংশই আস্থাবান নয়। (১০৪) আর নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু।

(১০৫) নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের অবিশ্বাস করেছিল। (১০৬) যখন তাদের ভাই নূহ (নোয়াহ) তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো। (১০৯) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা। বিশ্বজগতের প্রভুই আমার প্রতিদান দেবেন।

(১১০) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো।' (১১১) ওরা বলল, 'যখন কেবল নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে সেখানে আমরা কিভাবে তোমার কথা মানি?' (১১২) নূহ (নোয়াহ) বলল, 'তারা কি করছে আমি তা কি জানি? (১১৩) এর হিসাব তো আমার প্রভুর কাছে আছে - যদি তোমরা জানতে - (১১৪) আর আমি আস্থাবানদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। (১১৫) আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

(১১৬) তারা বলল, 'হে নূহ (নোয়াহ)! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে।' (১১৭) নূহ (নোয়াহ) বলল, 'প্রভু! আমার লোকেরা তো আমাকে অবিশ্বাস করল, (১১৮) অতএব আমার আর তাদের মাঝে স্পষ্ট মিমাংসা করে দাও; আর আমাকে এবং আমার সাথে যে আস্থাবানেরা আছে তাদেরকে রক্ষা কর।' (১১৯) তখন আমি তাকে এবং তার সাথীদেরকে একটি বোঝাইকৃত নৌকায় রক্ষা করলাম, (১২০) এবং অবশিষ্টদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। (১২১) এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মানে না। (১২২) এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু।

(১২৩) আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। (১২৪) যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? (১২৫) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১২৬) অতএব আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো। (১২৭) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রভুর কাছে রয়েছে। (১২৮) তোমরা কি প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক স্মারক তৈরী করছো, (১২৯) আর বড় বড় অট্টালিকা তৈরী করছো, আর মনে করছো তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে? (১৩০) আর তোমরা যখন কারো উপর হাত

তোল তখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে নির্দয়ভাবে হাত তোল।(১৩১) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো। (১৩২) সেই আল্লাহকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে সেই সব জিনিষ দ্বারা সাহায্য করেছেন যা তোমরা জান - (১৩৩) তিনিই তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা, (১৩৪) এবং বাগান ও ঝরনা দ্বারা - (১৩৫) আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের শাস্তির আশংকা করছি।'

(১৩৬) তারা বলল, 'আমাদের জন্য উভয়ই সমান, তুমি আমাদের উপদেশ দাও আর না দাও।(১৩৭) এতো কেবল পূর্ববর্তীদের অভ্যাস মাত্র। (১৩৮) আমাদের উপর কোনো শাস্তি আসবে না।' (১৩৯) অতএব তারা তাকে অবিশ্বাস করল। তারপর আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিলাম, নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিদর্শন আছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মানে না। (১৪০) এবং তোমার প্রভু নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু।

(১৪১) সামুদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল।(১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? (১৪৩) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৪৪) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্বজগতের প্রভুই দেবেন।(১৪৬) তোমরা কি মনে কর তোমাদেরকে (চিরকাল) নিরাপদ অবস্থায় রাখা হবে - (১৪৭) উদ্যান আর ঝরনার মধ্যে, (১৪৮) ফসলের ক্ষেত আর রসাল মঞ্জরীবিশিষ্ট খেজুরের মধ্যে, (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে কেটে ঘর তৈরী করছো আর তোমাদের দক্ষতার জন্য দম্ভ প্রকশ করছো? (১৫০) আল্লাহকে ভয় কর, আমার কথা মান্য কর; (১৫১) সীমা লংঘনকারীদের কথা মান্য করো না। (১৫২) তারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে, ভাল কাজ করে না।'

(১৫৩) তারা বলল, 'তুমি নিশ্চয় জাদুগ্রস্ত হয়েছো। (১৫৪) তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, অতএব যদি তুমি সত্য হও তাহলে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।' (১৫৫) সালেহ বলল, 'এটা একটা উষ্ট্রী। এর পানি পান করার পালা এবং তোমাদের জন্যও পানি পান করার পালা নির্ধারিত আছে এক এক দিনে। (১৫৬) তোমরা এর কোন ক্ষতি করো না, তাহলে তোমাদের উপর এক ভয়ানক শাস্তি আপতিত হবে।' (১৫৭) কিন্তু তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং তারপর তারা অনুতপ্ত হলো, (১৫৮) অতএব তাদের উপরে শাস্তি নেমে এল। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা মানেনি। (১৫৯) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু মহা পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু।

(১৬০) লূতের সম্প্রদায়ও রাসূলদেরকে মিথ্যা বলেছিল। (১৬১) যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? (১৬২) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৬৩) অতএব আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো। (১৬৪) এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহর কাছে আছে। (১৬৫) তোমরা কি পৃথিবীতে পুরুষে উপগত হও? (১৬৬) আর তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন কর? তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

(১৬৭) তারা বলল, 'হে লূত! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কার করা হবে।' (১৬৮) সে বলল, 'তোমাদের এই কূ-কর্মে আমি যথার্থই বিরক্ত। (১৬৯) হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ও আমার পরিবারকে এদের কূ-কর্ম থেকে রক্ষা করুন।' (১৭০) অতঃপর আমি তাকে আর তার পরিবারকে রক্ষা করলাম। (১৭১) কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত যে

পিছনে থেকে গিয়েছিল। (১৭২) তারপর আমি অন্যদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। (১৭৩) তাদের উপরে আমি মেঘ পাঠালাম, তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। পূর্ব-সতর্কিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! (১৭৪) এর মধ্যে অবশ্যই এক নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মানে না। (১৭৫) আর তোমার প্রভু তো পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু।

(১৭৬) আইকার (বনের) অধিবাসীরা রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। (১৭৭) যখন শো'আইব ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? (১৭৮) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৭৯) অতএব আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো। (১৮০) এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রভুর কাছে আছে। (১৮১) তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দেবে, যারা মাপে কম দেয় তাদের দলভুক্ত হয়ো না। (১৮২) সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ওজন কর। (১৮৩) লোকদের জিনিষ পত্রে কম দেবে না এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে না। (১৮৪) সেই সত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

(১৮৫) তারা বলল, 'তোমার উপর কেউ জাদু করেছে। (১৮৬) তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী। (১৮৭) অতএব আমাদের উপর আকাশের কোন খণ্ড ফেল দেখি, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' (১৮৮) শো'আইব বলল, 'তোমরা যা করছো আমার প্রভু তা ভাল করেই জানেন।' (১৮৯) সুতরাং তারা তাকে অবিশ্বাস করল। ফলে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল। (১৯০) সে এক ভয়ংকর দিন ছিল। অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা মানে না। (১৯১) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু।

(১৯২) নিঃসন্দেহে এটা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ বাণী। (১৯৩) এটাকে বিশ্বস্ত ফেরেস্তা নিয়ে এসেছে- (১৯৪) তোমার অন্তরে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, (১৯৫) স্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে। (১৯৭) ইসরায়িলের সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা এটাকে (সত্য হিসাবে) স্বীকৃতি দিয়েছে - এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়?

(১৯৮) যদি আমি এটা কোন অনারবের প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) এবং সে এটা তাদেরকে পড়ে শোনাত, তবুও তারা তা বিশ্বাস করত না। (২০০) এই ভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) এক ভয়ংকর শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত এরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২০২) অতএব এদের কাছে সেই শাস্তি হঠাৎই এসে পড়বে, তারা বুঝতেই পারবে না। (২০৩) তখন এরা বলবে, 'আমরা কি একটু সময় পেতে পারি?'

(২০৪) তারা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? (২০৫) বলে দাওঃ 'যদি আমি তাদের কিছু বছর উপভোগ করতে দিই (২০৬) তারপর তাদের উপরে সেই বিষয়টি এসে পড়ে যা থেকে এদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, (২০৭) তখন তাদের ওই উপভোগ কোন কাজে আসবে? (২০৮) আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না- (২০৯) স্মরণ করানোর জন্য। আমি অত্যাচারী নই। (২১০) শয়তানেরা এ নিয়ে অবতীর্ণ হয় নি। (২১১) তারা এই কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।

(২১৩) অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করো না, তাহলে তুমি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২১৪) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। (২১৫) তোমার অনুসারী

আস্থাবানদের প্রতি অনুকম্পার হাত প্রসারিত কর। (২১৬) যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে তাহলে বলঃ 'যা কিছু তোমরা করছো তাতে আমি বিরক্ত।' (২১৭) পরাক্রমশালী, দয়াময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখো, (২১৮) যিনি তোমাকে প্রত্যক্ষ করেন যখন তুমি (নামাযের জন্য) দণ্ডায়মান হও। (২১৯) এবং সিজদাকারীদের সাথে তোমার ওঠা বসা প্রত্যক্ষ করেন। (২২০) নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(২২১) আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে, শয়তান কাদের উপর অবতীর্ণ হয়? (২২২) সে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীদের উপর অবতীর্ণ হয়। (২২৩) তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) দিশাহীন লোকেরাই কবিদের পিছনে চলে। (২২৫) তুমি কি দেখনি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? (২২৬) তারা যা বলে তা করে না। (২২৭) কিন্তু তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আর সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে আর অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা (জালিমরা) শিঘ্রই জানতে পারবে যে, তাদের কেমন স্থানে ফিরে যেতে হবে।

২৭ঃ সূরা আন-নাম্‌ল (পিপীলিকা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) ত্বোয়া-সীন। এগুলো কুরআন এবং সুস্পষ্ট এক গ্রন্থের আয়াত; (২) বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ, (৩) যারা নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (৪) যারা পরলোক বিশ্বাস করে না, তাদের কর্মকাণ্ডকে আমি তাদের জন্য শোভনীয় করেছি, অতএব তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। (৫) এদের জন্য রয়েছে

নিকৃষ্ট শাস্তি এবং পরলোকে এরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৬) নিঃসন্দেহে তুমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছ এক পরম প্রাজ্ঞ ও মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে।

(৭) (স্মরণ কর) যখন মূসা তার পরিবারকে বলেছিল, 'আমি একটা আগুন দেখতে পেয়েছি, সেখান থেকে কোন সংবাদ আনছি অথবা আগুনের কোন অঙ্গার আনছি যাতে তোমরা উত্তাপ নিতে পার।' (৮) সে যখন তার কাছে পৌঁছাল তখন তাকে সম্বোধন করে বলা হল, 'কল্যাণময় তিনি যিনি আগুনের মধ্যে আছেন এবং যে তার পাশে আছে! আর আল্লাহ পবিত্র যিনি সমস্ত বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক।'

(৯) হে মূসা! আমিই আল্লাহ! পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর। অতঃপর সে যখন সেটিকে সাপের মত নড়তে দেখল তখন সে পিছনে ঘুরলো এবং পালিয়ে গেল। 'হে মূসা! ভয় পেওনা, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না। (১১) যারা মন্দ করে, পরে মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (১২) আর তুমি তোমার হাত বাহুমূলে প্রবেশ করাও, দেখবে তা ত্রুটিহীন নির্মল শুভ্র হয়ে বেরিয়ে আসবে। ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনগুলির মধ্যে এটি একটি। নিঃসন্দেহে ওরা অবাধ্য জনগোষ্ঠী। (১৩) অতএব যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শন এলো তারা বলল, 'এতো পরিষ্কার জাদু।' (১৪) তারা অন্যায় এবং উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের মন সেগুলো বিশ্বাস করেছিল। দেখ, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

(১৫) আমি দাউদ (ডেভিড) ও সুলাইমানকে জ্ঞান প্রদান করলাম। তারা দু'জনেই বলল, 'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক বিশ্বাসী বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' (১৬) দাউদের (ডেভিডের)

উত্তরাধিকারী হয়েছিল সুলাইমান। সে বলেছিল, 'হে মানবমণ্ডলী! আমাকে পাখিদের ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই এটা স্পষ্ট অনুগ্রহ।'

(১৭) সুলাইমানের সামনে জ্বিন, মানুষ, পাখিদেরকে একত্রিত করা হলো; তারপর বিভিন্ন দলে তাদেরকে বিন্যাস্ত করা হলো। (১৮) এমনকি যখন পিঁপড়েদের উপত্যাকায় এল, তখন এক পিঁপড়ে বলল, 'হে পিঁপড়েরা! তোমরা গর্তে প্রবেশ কর, যাতে সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তোমাদেরকে পদপিষ্ট না করে।' (১৯) পিঁপড়ের কথা শুনে সুলাইমান মৃদু হাঁসল আর বলল, 'হে প্রভু! আমাকে শক্তি দিন যাতে, আপনি আমার এবং আমার পিতা-মাতার উপর যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আর আমি যেন ভাল কাজ করতে পারি যে কাজ আপনার পছন্দ, আর আপনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'

(২০) সুলাইমান পাখিদের নিরীক্ষণ করল আর বলল, 'কি ব্যাপার হুদহুদকে দেখছিনা তো? সে অনুপস্থিত না কি? (২১) অবশ্যই আমি তাকে কঠোর শাস্তি দেব, কিম্বা বধ করে ফেলব, যদি সে আমার কাছে কোন স্পষ্ট কারণ উপস্থিত না করে। (২২) অল্পক্ষনের মধ্যেই হুদহুদ এসে হাজির হল এবং বলল, 'আমি এমন একটা তথ্য নিয়ে এসেছি যা আপনারও অজানা। সাবা রাজ্য থেকে একটি নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। (২৩) আমি দেখে এসেছি যে, একজন মহিলা সেখানে রাজত্ব করছে, তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে, তার একটি বড় সিংহাসন আছে। (২৪) আমি দেখলাম সে আর তার প্রজারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে, শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে; অতএব তারা সৎপথ প্রাপ্ত হচ্ছে না।

(২৫) তারা কি আল্লাহর ইবাদত করবে না, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ করেন এবং যা তোমরা গোপন কর বা ব্যক্ত কর সবই তিনি জানেন? (২৬) তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মহাসিংহাসনের তিনিই অধিপতি।'

(২৭) সুলাইমান বলল, 'আমি দেখব, তুমি সত্য বলছ না কি তুমি মিথ্যাবাদী। (২৮) আমার এই পত্রটি নিয়ে যাও, এটি তাদের কাছে দেবে, তারপর সেখান থেকে সরে থাকবে, তারপর দেখবে তারা কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।' (২৯) সেবার রাণী (The Queen of Sheba) বলল, 'পারিষদবর্গ! আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র পাঠান হয়েছে, (৩০) সুলাইমানের নিকট থেকে। এখানে লেখা আছে, 'শুরু আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। (৩১) আমার উপর শক্তি প্রদর্শন করো না বরং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' (৩২) রাণী বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমার এই ব্যাপারটিতে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তোমাদের পরামর্শ ছাড়া আমি তো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' (৩৩) তারা বলল, 'আমরা ক্ষমতাবান এবং প্রচণ্ড শক্তিধর; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আপনার। অতএব আপনি দেখুন আপনি কি নির্দেশ দেবেন।' (৩৪) রাণী বলল, 'রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তারা তাকে তছনছ করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদের লাঞ্ছিত করে - এরাও তাই করবে - (৩৫) আমি তাদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর দেখি দূতেরা কি জবাব নিয়ে আসে।'

(৩৬) অতঃপর দূত যখন সুলাইমানের কাছে এল, তখন সে বলল, 'তোমরা কি আমাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চাইতে উত্তম, তোমরা বরং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে প্রসন্ন হও। (৩৭) তাদের কাছে ফিরে যাও।

আমি সেখানে এমন সেনাদল নিয়ে আসবো যাদের মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই, আর আমি তাদের সেখান থেকে অপমানিত করে বহিষ্কার করবো এবং তারা তিরস্কৃত হবে।'

(৩৮) সুলাইমান বললঃ 'হে পারিষদবর্গ! তাদের আত্মসমর্পণ করার পূর্বেই কে তার সিংহাসন আমার কাছে আনতে পারবে?' (৩৯) জ্বিনদের এক দৈত্য বললঃ 'আপনি আপনার জায়গা থেকে ওঠার আগেই আমি আপনার কাছে এনে দেব, আমি এই কাজ করার সামর্থ রাখি এবং আমি বিশ্বস্ত।' (৪০) যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান ছিল সে বললঃ 'আপনার চোখের পলক পড়ার পূর্বেই আমি তা এনে দেব;' অতঃপর সুলাইমান যখন তার সামনে সিংহাসনটি দেখল তখন বললঃ 'এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি কৃতজ্ঞ হই না অকৃতজ্ঞ হই। আর যে কৃতজ্ঞ হয় সে তার নিজেরই জন্য কৃতজ্ঞ হয় আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার জানা উচিত) আমার প্রভু অভাবমুক্ত, মহানুভব।'

(৪১) সুলাইমান বললঃ 'তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও, আমরা দেখব, সে এটাকে চিনতেপারে কি না।' (৪২) অতঃপর যখন সে এলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমার সিংহাসনটা কি এই রকম? সে বললঃ 'ঠিক যেন এটাই এবং ইতিপূর্বেই আমাদেরকে (আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে) প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে, আর আমরা আনুগত্য স্বীকারকারী।' (৪৩) আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা তাকে সত্য হতে নিবৃত্ত করেছিল; নিশ্চয়ই সে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হলঃ 'প্রাসাদে প্রবেশ কর।' যখন সে দেখল তখন মনে করল যে, এটা গভীর জলাশয়, আর তার দুই গোড়ালি অনাবৃত করে নিল (নিজের কাপড় উঁচু করে নিল)। সুলাইমান বললঃ 'এটা তো কাঁচের স্বচ্ছ প্রলেপযুক্ত একটি প্রাসাদ।' সে বললঃ 'হে আমার প্রভু! আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছিঃ

এখন আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।'

(৪৫) আমি সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই বলে পাঠালাম যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর;' কিন্তু তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল। (৪৬) সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কল্যাণের আগে দ্রুত অকল্যাণ চাইছ কেন? তোমরা কেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছো না? যাতে তোমরা অনুগ্রহ পেতে পার।' (৪৭) তারা বললঃ 'আমরা তো তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে অশুভ মনে করি।' সে বললঃ 'তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

(৪৮) তাদের শহরে এমন নয়জন ব্যক্তি ছিল যারা পৃথিবীতে অশান্তি করে বেড়াত এবং তারা সংশোধিত হয় নি। (৪৯) তারা বললঃ 'তোমরা আল্লাহর শপথ নাও, রাত্রিকালে আমরা অবশ্যই তাকে আর তার পরিবার পরিজনকে আক্রমন করবো এবং তার অভিভাবকদের (যারা প্রতিফল চায়) বলে দেব -- যখন তাদেরকে হত্যা করা হয় আমরা উপস্থিত ছিলাম না। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।' (৫০) এই ভাবে তারা একটি কৌশল অবলম্বন করেছিল, আর আমিও একটি পাল্টা কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, তারা আঁচ করতেও পারেনি। (৫১) অতএব দেখ, তাদের কৌশলের পরিণাম কি হয়েছিল। আমি তাদেরকে আর তাদের পুরো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলাম। (৫২) অতএব তাদের ঘরবাড়ী তাদের অপকর্মের জন্য উজাড় অবস্থায় পড়ে আছে। নিঃসন্দেহে এতে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন আছে। (৫৩) আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং ভয় করত।

(৫৪) লূত যখন তার সম্প্রদায়কে বললঃ 'তোমরা জেনেশুনে

কেন অশ্লীলতা অবলম্বন করছো ? (৫৫) তোমরা কি মহিলাদের ছেড়ে পুরুষের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছো ? আসলে তোমরা এক বর্বর জনগোষ্ঠী।' (৫৬) এর জবাবে তার সম্প্রদায় কেবল এটাই বলেছিলঃ 'লূতের পরিবারকে আমাদের নগর থেকে তাড়িয়ে দাও, এরা খুবই পবিত্র সাজছে।' (৫৭) অতঃপর আমি লূত ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম - তবে তার স্ত্রীকে ছাড়া, যাকে আমি অবশ্যই পশ্চাৎগামীদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম -- (৫৮) তাদের উপর এক ভয়ানক বর্ষণের শাস্তি প্রেরণ করেছিলাম। তাদের উপর কি ভয়ঙ্কর ছিল সে বর্ষণ যে সম্পর্কে তাদের সাবধান করা হয়েছিল! (৫৯) বলঃ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আর শান্তি তাঁর ঐ বান্দাদের জন্য যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ উত্তম না ওরা যাদেরকে অংশীদার করে, তারা ?

(৬০) তিনি কে যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, আর তা থেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত উদ্যান উৎপন্ন করেছেন ? এমন গাছপালা উৎপন্ন করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু তারা আল্লাহর সমকক্ষ স্থাপনকারী সম্প্রদায়। (৬১) কে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন এবং এর মধ্যে নদী প্রবাহিত করেছেন, এর জন্য পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন, আর দুই সমূদ্রের মাঝে অন্তরায় রেখেছেন ? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি ? বস্তুত, ওদের অধিকাংশই তা জানে না।

(৬২) কে আছেন যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, আর তার দুঃখ দূর করে দেন, তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানান ? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি ? তোমরা খুবই অল্প উপদেশ গ্রহণ কর। (৬৩) কে তোমাদেরকে জলে-স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান ?

কে স্বীয় অনুগ্রহের পূর্বাভাষ রূপে বাতাস প্রেরণ করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তারা যাকে অংশীদার বানায় আল্লাহ তার উর্ধ্বে। (৬৪) কে সৃষ্টির সূচনা করেছেন, আবার তার পুনরাবৃত্তি করেন? আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের জীবিকা দান করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বলঃ 'তোমরা যদি সঠিক হও তাহলে তার প্রমাণ পেশ কর।'

(৬৫) বলঃ 'আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নেই।' তারা জানে না কখন তারা পুনরুত্থিত হবে। (৬৬) নিশ্চয়ই পরলোক সম্পর্কে ওদের জ্ঞান ফুরিয়ে গেছে, তারা এ বিষয়ে সন্দিহান; বস্তুত এ বিষয়ে ওরা অন্ধ। (৬৭) অবিশ্বাসীরা বলেঃ 'আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৬৮) এই প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে আর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও দেওয়া হয়েছিল, এটা তো প্রাচীন উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।' (৬৯) বলঃ 'পৃথিবীতেপরিভ্রমণ করে দেখ অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল।'

(৭০) তাদের জন্য দুঃখ করো না, আর তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। (৭১) তারা বলেঃ 'যদি তোমরা সঠিক হও তাহলে বল সেই প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে?' (৭২) বলে দাওঃ 'তোমরা যার জন্য তাড়াতাড়ি করছো হয়ত তার কিছু তোমাদের কাছে আসতে আরম্ভ করেছে।' (৭৩) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল বরং তাদের অনেকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে এবং তারা যা প্রকাশ করে, অবশ্যই তোমার প্রতিপালক তা ভালভাবেই জানেন ঃ (৭৫) আকাশ ওপৃথিবীর এমন কোন অদৃশ্য বস্তু নেই, যার কথা স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত নেই।

(৭৬) নিঃসন্দেহে এই কুরআন ইসরায়িলের সন্তানদের

কাছে অনেক বিষয় স্পষ্ট করেছে যা নিয়ে তারা মতভেদ করত, (৭৭) আস্থাবানদের জন্য তা অবশ্যই এক দিকনির্দেশনা ও অনুগ্রহ। (৭৮) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু তাঁর বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (৭৯) অতএব আল্লাহর উপর ভরসা কর, নিঃসন্দেহে তুমি স্পষ্ট রূপে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো। (৮০) তুমি মৃত কিম্বা বধিরকে ডাক শোনাতে পার না, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়, (৮১) আর অন্ধকেও পথ ভ্রষ্টতা থেকে সুপথে আনতে পার না। তুমি কেবল শোনাতে পারবে তাদেরকে যারা আমার নিদর্শন সমূহ বিশ্বাস করে, আর আমার নিকট আত্মসমর্পণ করে।

(৮২) যখন তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তাদের জন্য ভূমি থেকে এক দাব্বাহ[১] (একটি অমানবীয় প্রাণী) বার করবো, যে তাদের সাথে এ কথা বলবে যে, লোকেরা আমার নিদর্শন সমূহ বিশ্বাস করত না। (৮৩) সেদিন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একটি করে দল একত্রিত করবো যারা আমার নিদর্শনসূহ বিশ্বাস করত না; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে, (৮৪) অবশেষে তারা যখন উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ বলবেনঃ 'তোমরা কি ভালভাবে না জেনেই আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা

---

[১] বিঃদ্রঃ-(২৭ঃ৮২) এক সময়ে যখন আল্লাহ পৃথিবীর বর্তমান ইতিহাস সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শেষ পর্বের পূর্বাভাস হিসাবে কিছু অস্বাভাবিক নিদর্শন তিনি প্রকাশ করেন। এই সমস্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে 'দাব্বাহ' এর আবির্ভাব একটি। মানুষের মাধ্যমে কি বাণী আনীত হয়েছে এবং মানুষ কি গ্রহণ করে নি - দাব্বাহ সেগুলো ঘোষণা করবে। আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম সম্ভবত 'দাব্বাহ' বলে উদ্দিষ্ট হয়েছে। এটাই হবে পরীক্ষা সমাপ্তি ঘোষণার ঘণ্টা ধ্বনি, প্রারম্ভিক নয়।

বলেছিলে? না কি তোমরা অন্য কিছু করছিলে?' (৮৫) তাদের বিরুদ্ধে ফয়সলা প্রদান করা হবে, কারণ তারা অন্যায় করেছে, তাই তারা কথা বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখেনা যে, আমি রাত বানিয়েছি যাতে তারা বিশ্রাম করতে পারে আর দিনকে করেছি আলোকময। নিঃসন্দেহে এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৮৭) যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে যাবে, আর বিনীত অবস্থায় সবাই তাঁর কাছে চলে আসবে। (৮৮) তুমি পাহাড় দেখে তাকে নিশ্চল মনে কর, অথচ তা মেঘের মত চলমান হবে। এটা আল্লাহর কাজ, যিনি সবকিছু নিপুণভাবে করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি জানেন যা কিছু তোমরা কর। (৮৯) যারা ভাল কাজ নিয়ে আসবে, তারা তার চেয়েও ভাল প্রতিদান পাবে এবং সে দিন তারা ভয় থেকে নিরাপদ থাকবে, (৯০) আর যারা খারাপ কাজ নিয়ে আসবে তাদেরকে অধোমুখ করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

(৯১) বল, 'আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন এই নগরের (মক্কার) প্রভুর ইবাদত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন এবং তিনিই সবকিছুর মালিক। আমাকে আরো আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেন আমি আত্মসমর্পণকারী হই, (৯২) আর এই কুরআন পাঠ করি।' অতএব যে সৎপথে আসবে সে নিজের জন্যই সৎপথে আসবে, আর কেউ বিপথগামী হলে বলঃ 'আমিতো কেবল একজন সতর্ককারী।' (৯৩) আর বলঃ 'সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর। তিনি তোমাকে তাঁর নিদর্শন দেখাবেন এবং তুমি তাঁকে চিনতে পারবে। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তোমাদের প্রভু অজ্ঞাত নন।

২৮ ঃ সূরা আল কাসাস (বিবরণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) ত্বোয়া-সীন-মীম। (২) এগুলো স্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। (৩) আমি মূসা (মোজেস) ও ফেরাউনের (ফ্যারাও) কিছু বৃত্তান্ত তোমাকে যথাযথভাবে শোনাচ্ছি, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। (৪) নিঃসন্দেহে ফেরাউন (ফ্যারাও) পৃথিবীতে বিদ্রোহ করেছে। সে এর বাসিন্দাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছে। এদের মধ্যে একটি দলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল। সে ওদের ছেলেদের হত্যা করত আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। সে ছিল অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৫) যাদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, আমি চাইলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে, (৬) আর তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করতে, আর ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাদের দেখিয়ে দিতে যা তারা ভয় করত।

(৭) আমি মূসার (মোজেস) মাকে 'ইলহাম' (অবগত) করালাম, সে যেন তাকে বুকের দুধ পান করায়। যখন তার সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা করবে তখন সে যেন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করে। 'কোনও আশঙ্কা করো না আর কোন দুঃখ পেয় না। আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে একজন রাসূল বানাবো।' (৮) অতএব তাকে ফেরাউনের পরিবার উঠিয়ে নিল, যাতে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হতে পারে। নিঃসন্দেহে ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাদল পাপী ছিল। (৯) ফেরাউন এর স্ত্রী বললঃ 'এ আমার ও তোমার নয়নের প্রশান্তি। একে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, না হয় আমরা একে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করবো।' আসলে তারা বুঝতে পারেনি।

(১০) মূসার (মোজেস) মায়ের হৃদয় ব্যকূল হয়ে পড়ল - সে প্রায় তার পরিচয় প্রকাশ করে ফেলেছিল যদি তার হৃদয়কে দৃঢ় না করতাম যাতে সে (আমার অঙ্গীকারের প্রতি) আস্থাশীল থাকে। (১১) সে মূসার (মোজেস) বোনকে বললঃ ‘তুমি এর পিছনে পিছনে যাও।’ সে অপরিচিতা হয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল; তারা ঘূনাক্ষরেও জানতে পারল না। (১২) আমি আগে থেকেই ধাত্রী-স্তন্য গ্রহণ করা থেকে মূসাকে (মোজেস) বিরত রেখেছিলাম। তখন মেয়েটি বললঃ ‘আমি কি আপনাদের এমন একটা পরিবারের সন্ধান দেব যারা আপনাদের জন্য এর লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে এবং তারা এর হিতাকাঙ্ক্ষীও হবে।’ (১৩) এই ভাবে আমি তাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায়, আর সে কষ্ট না পায়, আর সে জানতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (১৪) মূসা (মোজেস) যখন পরিণত বয়সে উপনীত হল এবং সুপুরুষ হল তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আমি সৎকর্মশীলদের এই ভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

(১৫) নগরবাসীদের অলক্ষ্যে সে নগরে প্রবেশ করল। সে দু’জন লোককে মারা মারি করতে দেখল। একজন তার নিজের দলের, আর অন্যজন তার শত্রুপক্ষের। তার নিজের দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার সাহায্য চাইল। মূসা তখন লোকটিকে ঘুষি মেরে হত্যা করে ফেলল। সে বললঃ ‘এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে একজন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর অন্তর্ভুক্ত।’ (১৬) সে বললঃ ‘হে প্রভু! আমি তো আমার নিজের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর।’ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে, তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (১৭) সে বললঃ ‘হে আমার প্রভু! আপনি যেহেতু আমাকে অনুগ্রহ করলেন, এরপর আমি কখনই অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।’

(১৮) পরের দিন সকালে উদ্বিগ্ন ও সতর্কিত হয়ে সেই নগরীতে চলাফেরা করার সময়, সে দেখল যে ব্যক্তি গতকাল তার সাহায্য চেয়েছিল সে আজও তাকে সাহায্যের জন্য ডাকছে। মূসা (মোজেস) তাকে বললঃ 'নিঃসন্দেহে তুমি একটা বিপথগামী লোক।' (১৯) তারপর সে যখন ঐ লোকটিকে ধরতে চাইল যে তাদের দু'জনেরই শত্রু, তখন সে বললঃ 'হে মূসা (মোজেস)! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও না কি, যেমন কাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? তুমি তো কেবল পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকতে চাও, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।' (২০) আর এক ব্যক্তি শহরের প্রান্ত থেকে দৌড়ে এল। সে বললঃ 'হে মূসা (মোজেস)! পারিষদবর্গ তোমাকে মেরে ফেলার শলা পরামর্শ করছে। অতএব তুমি পালিয়ে যাও, আমি তোমার শুভাকাঙ্খী।' (২১) তারপর ভয়ে ভয়ে সে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। সে বললঃ 'হে প্রভু! অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

(২২) যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিল তখন বললঃ 'আশাকরি আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।' (২৩) যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছাল তখন দেখল একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তাদের পাশেই সে দু'জন মহিলাকে দেখল, যারা তাদের পশুগুলো ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মূসা (মোজেস) তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের ব্যাপার কী?' তারা বললঃ 'রাখালেরা যতক্ষন না তাদের পশুগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছে আমরা পানি পান করাতে পারছি না। আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ।' (২৪) তখন সে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাল। তারপর ছায়ার দিকে সরে গেল এবং বললঃ 'প্রভু! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণ করবেন, আমি তার প্রত্যাশী।'

(২৫) তারপর মহিলাদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তার কাছে এল এবং বললঃ 'আপনি যে আমাদের হয়ে পানি পান করিয়েছেন তার পুরস্কার দিতে আমাদের পিতা আপনাকে ডাকছেন।' তারপর মূসা যখন তাদের পিতার কাছে এল এবং তার নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত পেশ করল, তখন সে বললঃ 'ভয় করো না, তুমি অত্যাচারী লোকদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।' (২৬) মেয়েদের মধ্যে একজন বললঃ 'হে পিতা! একে তুমি কাজে রেখে দাও। এর মত শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোকই তোমার সবচেয়ে ভাল কাজের লোক হবে।' (২৭) সে বললঃ 'আমার এই দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে তুমি আমার কাছে আট বছর কাজ করবে, আর যদি তুমি দশ বছর পুরো কর তাও করতে পারবে। তবে আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি আমাকে ভাল লোক হিসাবেই দেখতে পাবে।' (২৮) মূসা (মোজেস) বললঃ 'আমার ও আপনার মাঝে এই চুক্তিই বহাল থাকল। আমি এ দু'টি মেয়াদ এর যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আল্লাহ আমাদের কথা ও চুক্তির সাক্ষী রইলেন।'

(২৯) অতঃপর মূসা (মোজেস) যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করে সপরিবারে যাত্রা করল, তখন তুর পর্বতের দিক থেকে একটা আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারকে বললঃ 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি একটা আগুন দেখতে পেয়েছি। সম্ভবতঃ আমি ওখান থেকে কোন সংবাদ অথবা আগুনের অঙ্গার আনতে পারি যাতে তোমরা তাপ নিতে পার।' (৩০) অতঃপর সে যখন আগুনের কাছে গেল তখন ঐ পবিত্র ভূখণ্ডের ডান দিকের বৃক্ষ থেকে সম্বোধন করে তাকে বলা হলঃ 'হে মূসা (মোজেস)! আমি আল্লাহ, বিশ্বজগতের মালিক।' (৩১) আরো বলা হলঃ 'তোমার লাঠিটা নিক্ষেপ করো।' অতঃপর সে যখন লাঠিটাকে সাপের মত নড়াচড়া করতে দেখল তখন সে

পিছনে ফিরে পালিয়ে গেল; ঘুরে দেখল না। আবার কন্ঠস্বর শোনা গেল, ‘হে মূসা (মোজেস)! এগিয়ে এস, ভয় পেয়ো না। তুমি অবশ্যই সুরক্ষিত। (৩২) তোমার হাত বাহুমূলে রাখো, দেখবে তা ত্রুটিহীন শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে। আর ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় তোমার পার্শ্বদেশে চেপে ধর। এদুটি হল তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার পারিষদবর্গের জন্য দুইটি প্রমান। তারা তো দুষ্কর্ম পরায়ণ সম্প্রদায়।’

(৩৩) মূসা (মোজেস) বললঃ ‘হে আমার প্রভু! আমি তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। সেজন্য আমি ভয় পাচ্ছি তারা আমাকে মেরে ফেলবে। (৩৪) আমার ভাই হারুনের (অ্যারন) ভাষা আমার চেয়ে সাবলীল; অতএব আপনি তাকেও আমার সাথে সাহায্যকারী হিসাবে পাঠান। আমার আশংকা তারা আমাকে অবিশ্বাস করবে।’ (৩৫) বললেনঃ ‘তোমার ভাই এর দ্বারা অবশ্যই তোমার হাত শক্তিশালী করে দেব এবং তোমাদের দু’জনকে ক্ষমতা প্রদান করবো যাতে তারা তোমাদের কাছে পৌঁছাতে না পারে। আমার নিদর্শনাবলীর দ্বারা তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।’

(৩৬) অতঃপর মূসা (মোজেস) যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এল, তারা বললঃ ‘এতো উদ্ভাবিত জাদু ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মুখে একথা শুনিনি। (৩৭) মূসা (মোজেস) বললঃ ‘আমার প্রভু সবচেয়ে ভাল জানেন কে তাঁর কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং পরলোকে কার পরিণতি ভাল হবে।’ নিঃসেন্দেহে অত্যাচারীরা সফলতা পাবে না। (৩৮) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ ‘হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্যের কথা আমার জানা নেই। হামান! তুমি আমার জন্যে ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; যাতে আমি মূসার প্রভুকে দেখতে পারি। আমি অবশ্য মনে করি, সে একজন মিথ্যাবাদী।’

(৩৯) সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল এবং তাদের ধারণা ছিল তাদেরকে আমার কাছে আর ফিরে আসতে হবে না। (৪০) তাই আমি তাকে ও তার সেনাদের পাকড়াও করলাম। তারপর তাদেরকে সমূদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, অত্যাচারীদের কী পরিণাম হয়েছিল। (৪১) ওদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, কিন্তু তারা জাহান্নামের দিকে ডাকত। মহাবিনাশের দিনে তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (৪২) এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং শেষ বিচারের দিনে তারা দুর্দশাগ্রস্ত হবে। (৪৩) পূর্ববর্তী প্রজন্ম সমূহকে ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে (মোজেস) গ্রন্থ দিয়েছি, মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(৪৪) যখন আমি মূসার (মোজেস) কাছে নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম তখন তুমি পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না - (৪৫) আমি অনেক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি এবং ওদের উপর দিয়ে অনেক যুগও অতিবাহিত হয়েছে - তুমি মাদইয়ানবাসীদের সাথেও থাকতে না যে, তাদেরকে আমার বাণী সমূহ শোনাতে - আমিই তো ছিলাম পয়গম্বর প্রেরণকারী - (৪৬) আমি যখন মূসাকে (মোজেস) সম্বোধন করেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না; কিন্তু এটা তোমার প্রভুর অনুগ্রহ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক কর যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে, (৪৭) এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর কোন বিপদ নেমে এলে তারা যেন বলতে না পারে যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কোন পয়গম্বর পাঠালে না কেন? তাহলে আমরা তোমার বাণী সমূহ

মেনে চলতাম এবং আমরা আস্থাবানদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' (৪৮) অতঃপর যখন আমাদের পক্ষ হতে সত্য এল, তখন তারা বললঃ 'মূসাকে (মোজেস) যেমন দেওয়া হয়েছিল তাকে তেমনটি দেওয়া হয় নি কেন?' পূর্বে মূসাকে (মোজেস) যা দেওয়া হয়েছিল তারা কি তা অবিশ্বাস করেনি? তারা বললঃ 'উভয়েই (মূসা এবং মুহাম্মদ) হল বিশেষ ধরনের জাদুকর, একটি আরেকটির সহায়ক।' তারা আরও বললঃ 'আমরা তাদের উভয়কেই অবিশ্বাস করি।'

(৪৯) বলঃ 'তাহলে তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে কোন গ্রন্থ নিয়ে এসো যা পথ নির্দেশের জন্য এই দুটির চেয়ে উত্তম, আমি তা অনুসরণ করবো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (৫০) তখন যদি তারা তোমার কথায় সাড়া না দেয় তাহলে জানবে, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে, আর তাদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে হবে যারা আল্লাহর পথ নির্দেশ না মেনে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে? আল্লাহ জুলুমকারীদেরকে পথ দেখান না। (৫১) আমি তো তাদের জন্য একের পর এক বাণী পাঠিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(৫২) যাদেরকে আমি ইতিপূর্বে গ্রন্থ দিয়েছিলাম তারা এই কুরআন বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা শোনান হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এটা বিশ্বাস করি। নিঃসন্দেহে এ সত্য আমাদের প্রভুর নিকট থেকে আগত। আমরা তো পূর্ব হতেই এর মান্যকারী।' (৫৪) এরাই সেই লোক যাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিফল দেওয়া হবে, কেননা তারা একনিষ্ঠ থাকে, আর তারা ভাল দ্বারা মন্দ প্রতিহত করে, আর আমি যা কিছু তাদের দিয়েছি তা হতে খরচ করে। (৫৫) তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা থেকে বিমুখ হয় আর বলে, 'আমাদের জন্য আমাদের কর্ম আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করি! আমরা অজ্ঞদের সাহচর্য চাই না।'

(৫৬) তুমি যাকে ইচ্ছা সুপথে আনতে পারবে না; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সুপথ দিতে পারেন। তিনিই ভাল জানেন কে সুপথ গ্রহণ করবে।

(৫৭) তারা বলেঃ ‘যদি আমরা তোমাদের সাথে এই উপদেশ মত কাজ করতে থাকি তাহলে এই ভূ-ভাগ থেকে আমাদেরকে উৎখাত করা হবে।’ আমি কি তাদেরকে শান্তির স্থলে (মক্কায়) স্থান দিইনি? সেখানে আমার পক্ষ হতে জীবিকাস্বরূপ সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয়; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।

(৫৮) আমি কত না জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি যারা তাদের সমৃদ্ধির জন্য গর্ব প্রকাশ করত। তাদের জনপদ যা তাদের পরে খুব কমই আবাদ হয়েছে, আর আমিই তার উত্তরাধিকারী হয়েছি। (৫৯) তোমার প্রভু জনপদসমূহ ধ্বংস করেন না, যতক্ষন পর্যন্ত তার কেন্দ্রে তিনি একজন পয়গম্বর না পাঠান, যে তাদেরকে আমার বাণীসমূহ পাঠ করে শোনায়। আমি কোন জনপদ ধ্বংস করি না যতক্ষন পর্যন্ত তার অধিবাসীরা অত্যাচারী না হয়।

(৬০) তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা তো কেবল পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার আর শোভা, আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা আরও ভাল এবং স্থায়ী। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? (৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সে তা পাবেই। সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে যাকে আমি কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি, এবং তাকে পুনরুত্থান দিবসে হাজির করা হবে?

(৬২) যে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেনঃ ‘তোমরা যাদেরকে আমার অংশীদার বলে দাবী করতে তারা কোথায়?’ (৬৩) যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে তারা বলবেঃ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! এই লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। আমরাও ওদেরকে সেভাবেই পথভ্রষ্ট

করেছিলাম যেমন ভাবে আমরা স্বয়ং বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমরা তোমার সামনে দায়মুক্ত হতে চাই। এরা আমাদের ইবাদত করত না।'

(৬৪) বলা হবেঃ 'তোমাদের অংশীদারদের ডাক!' তারা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! তারা যদি সঠিক পথে চলত! (৬৫) সেদিন আল্লাহ তাদের ডেকে বলবেনঃ 'তোমরা পয়গম্বরদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে?' (৬৬) সেদিন তাদের সব কথা অদৃশ্য হয়ে যাবে, তারা একে অপরকেও জিজ্ঞেস করতে পারবে না। (৬৭) তবে হ্যাঁ, যারা অনুতাপ করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং ভাল কাজ করেছিল, আশা করা যায় তারা সফলকাম হবে।

(৬৮) তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। এই ব্যপারে তাদের কোন এক্তিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র ও মহান। তারা যাকে অংশীদার বানায় তা থেকে তিনি উর্ধ্বে। (৬৯) তোমার প্রতিপালক জানেন যা তারা অন্তরে গোপন করে, আর যা তারা প্রকাশ করে - (৭০) তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা - ইহলোকে এবং পরলোকে। সিদ্ধান্ত তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

(৭১) তাদেরকে বলঃ 'যদি আল্লাহ শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য রাতকে স্থায়ী করেন তাহলে তিনি ছাড়া এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদের জন্য আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা শুনবে না?' (৭২) তাদেরকে জিজ্ঞেসা কর, 'আল্লাহ যদি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত দিনকে স্থায়ী করে দিতেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য রাত নিয়ে আসতে পারে যাতে তোমরা বিশ্রাম কর।

তবুও কি তোমরা দেখবে না?' (৭৩) তিনিই নিজ অনুগ্রহে তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পারো এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, আর যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

(৭৪) যে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার অংশীদার বলে গর্ব করতে তারা কোথায়?' (৭৫) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং বলবোঃ 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর,' তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর পক্ষে এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

(৭৬) কারুন (কোরাহ) ছিল মূসার দলেরই একজন; কিন্তু সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। আমি তাকে এত সম্পদ দিয়েছিলাম যে তার চাবি বহন করতে অনেক বলবান লোকও ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যখন তার লোকেরা তাকে বলেছিল, 'অহংকার করো না, আল্লাহ অহংকারকারীদের পছন্দ করেন না। (৭৭) আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকের আবাস অনুসন্ধান কর এবং পৃথিবী থেকে তোমার (পরলোকের) আবাস সন্ধান করতে ভুলে যেও না; আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আর পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়ো না, আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকারীদের পছন্দ করেন না।'

(৭৮) সে বললঃ 'এই সম্পদ আমি আমার নিজস্ব জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বেও কত প্রজন্ম সমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা ছিল তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও অধিক জনবলের অধিকারী? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার দরকার হবে না।

(৭৯) অতঃপর সে জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে উপস্থিত হল, যারা পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস কামনা করত তারা বললঃ 'আহা! আমাদেরকেও যদি ঐ রকম দেওয়া হত যেমন কারুনকে (কোরাহ) দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান।' (৮০) কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বললঃ 'ধিক তোমাদেরকে! যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম; সে পুরস্কার কেবল ধৈর্যশীলরাই পাবে।'

(৮১) অতঃপর আমি তাকে আর তার ঘরবাড়ীকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। তখন আল্লাহর বিপক্ষে তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ দাঁড়াল না, আর সে স্বয়ং নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। (৮২) যারা আগের দিনই তার মতো হওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিল, তারা বলতে লাগলঃ 'আফসোস! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রসারিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা তার জন্য জীবিকা সঙ্কুচিত করেন। আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন তাহলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতেন।' আফসোস! অস্বীকারকারীরা সফলকাম হয় না।

(৮৩) এই পরলোকের আবাস আমি তাদেরকে দেব যারা পৃথিবীতে আত্মম্ভরিতা দেখাতে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না। অন্তিম পরিণাম আল্লাহ-ভীরুদের জন্য। (৮৪) যে ভাল কর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য আরো ভাল পরিণাম, আর যে ব্যক্তি মন্দ নিয়ে আসবে, তারা যা করেছে কেবল তারই প্রতিফল পাবে।

(৮৫) নিঃসন্দেহে যিনি তোমার উপর কুরআনের দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি তোমাকে এক ভাল পরিণামের দিকে পরিচালিত করবেন। বলঃ 'আমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে সুপথ নিয়ে এসেছে আর কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।' (৮৬) তুমি আশা করনি যে তোমার প্রতি

গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে। এটা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের সহায় হয়ো না। (৮৭) তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলো থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর দিকে আহ্বান কর। অংশীবাদীদের দলভুক্ত হয়ো না। (৮৮) আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডেকো না। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

২৯ ঃ সূরা আল আনকাবুত (মাকড়সা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি' বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে যাচাই করা হবে না? (৩) আমি তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে যাচাই করেছি। অতএব আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী, আর তিনি মিথ্যাকেও অবশ্যই যাচাই করে নেবেন।

(৪) যারা দূষ্কর্ম করছে তারা কি মনে করছে যে, তারা আমার থেকে অব্যাহতি পাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে সে জেনে রাখুক তার নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৬) আর যে পরিশ্রম করে সে নিজের জন্যেই পরিশ্রম করে; নিশ্চই আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতের অমুখাপেক্ষী - (৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আমি তাদের মন্দগুলো দূর করে দেব এবং তাদের কাজের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেব।

(৮) আমি মানুষকে সতর্ক করেছি, তারা যেন তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। তবে তারা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করতে বলে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তবে তুমি তাদেরকে মান্য করো না। তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদের বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে। (৯) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ভালকর্ম করেছে তাদেরকে আমি আমার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবো।

(১০) মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা বলেঃ 'আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি;' কিন্তু যখন তারা আল্লাহর পথে নিপীড়িত হয় তখন তারা মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর শাস্তির ন্যায় মনে করে। তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যদি কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলেঃ 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম,' আল্লাহ কি তাদের অন্তরের কথা সম্যক অবগত নন? (১১) নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাস স্থাপন কারীদের চিহ্নিত করবেন এবং মুনাফিকদের (প্রতারকদের) ও চিহ্নিত করবেন।

(১২) অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে যে, তোমরা আমাদের পথে চলো, আমরা তোমাদের পাপ বহন করবো।' আসলে তারা তাদের কোন পাপ বহন করবে না; তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১৩) তারা তাদের নিজের বোঝা বহন করবে এবং তাদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা। তারা যে সব মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে বিচারদিনে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(১৪) আমি নূহকে (নোয়াহ) তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে তাদের মাঝে পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর তারা প্লাবনের কবলে পড়ে, আর তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী (জালিম)।

(১৫) আমি তাকে ও তার নৌকার আরোহীদের রক্ষা করলাম এবং এই ঘটনাটিকে আমি জগৎবাসীদের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়ে দিলাম।

(১৬) স্মরণ কর ইবরাহীমকে, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ 'আল্লাহর ইবাদতকর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য ভাল যদি তোমরা জানতে। (১৭) তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কতকগুলো মূর্তির ইবাদত করছো, আর মিথ্যা উদ্ভাবন করছো। আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করছো তারা তো তোমাদের জীবিকার মালিক নয়। অতএব তোমরা আল্লাহর কাছে জীবিকা প্রার্থনা কর এবং তাঁর ইবাদতকর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (১৮) যদি তোমরা অবিশ্বাস করো তাহলে তোমাদের পূর্বেও অনেক জাতিসমূহ অবিশ্বাস করেছিল। স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়া ছাড়া পয়গম্বরের কোন দায়-দায়িত্ব নেই।'

(১৯) লোকেরা কি দেখেনা যে, কীভাবে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন? তারপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন। এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর জন্য সহজ। (২০) বলঃ 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ, আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন। আল্লাহ একে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করবেন। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমরা স্থলে বা অন্তরীক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যকে পরাভূত করতে পারবে না, আর তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।' (২৩) যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎ অবিশ্বাস করে তারাই আমার করুণা থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(২৪) ইবরাহীমের (আবরাহামের) সম্প্রদায় উত্তরে শুধু এই কথা বলল, ‘একে হয় হত্যা করো নয়তো পুড়িয়ে দাও।’ আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করেন। এই ঘটনার মধ্যে আস্থাবানদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (২৫) সে বললঃ ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যে সব মূর্তিগুলো তৈরী করেছ তা শুধু পার্থিব জীবনে পারস্পারিক বন্ধুত্বের জন্য। বিচারদিনে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ দেবে। আর তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে এবং কেউ তোমাদেরকে সমর্থন করবে না।’ (২৬) অতঃপর লূত তাকে (ইবরাহীমকে) মেনে নিল এবং বললঃ ‘আমি আমার প্রভুর দিকে ফিরে এলাম। নিঃসন্দেহে তিনি মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।’ (২৭) আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক (আইজ্যাক) ও ইয়াকুব (জ্যাকব) দান করলাম। তার বংশধরদের মধ্যে পয়গম্বরত্ব দান করলাম ও গ্রন্থ নির্ধারণ করলাম এবং পৃথিবীতে তাকে তার যোগ্য পুরস্কার দিলাম এবং পরলোকেও সে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২৮) আমি লূতকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠালাম; সে তাদেরকে বলেছিলঃ ‘তোমরা এমন অশ্লীল কর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে আর কেউ করেনি। (২৯) তোমরা পুরুষে উপগত হও, রাহাজানী কর এবং নিজেদের মজলিশে ঘৃণ্য কাজ কর।’ উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই কথাই বলল, ‘যদি তুমি সত্য হও তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নিয়ে এস।’ (৩০) লূত বললঃ ‘হে আমার প্রভু! অনর্থ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।’

(৩১) যখন আমার দূতেরা সংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে পৌঁছাল তখন তারা বললঃ ‘আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করে দেব। নিঃসন্দেহে এর অধিবাসীরা সীমালঙ্ঘনকারী (জালিম)।’

(৩২) ইবরাহীম বললঃ 'সেখানে তো লূতও আছে।' তারা বললঃ 'আমরা ভালই জানি সেখানে কে আছে। আমরা তাকে আর তার পরিবারকে সুরক্ষিত করবো; তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে থাকবে।' (৩৩) অতঃপর যখন আমার দূতেরা লূতের কাছে এল, তখন সে তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হল এবং বিপন্ন বোধ করল। তারা বললঃ 'তুমি ভয় পেয়ো না আর চিন্তাও করো না। আমরা তোমাকে আর তোমার পরিবারকে রক্ষা করবো, তবে তোমার স্ত্রীকে নয়। সে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর তাদের কুকর্মের শাস্তিস্বরূপ আকাশ থেকে এক মহা বিপদ অবতীর্ণ করবো।' (৩৫) বুদ্ধিমান লোকদের জন্য আমি এই জনপদের কিছু স্পষ্ট নিদর্শন অবশিষ্ট রেখেছি।

(৩৬) মাদইয়ানের জন্য তাদের ভাই শো'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, আর পরলোকের আশা রাখো এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।' (৩৭) কিন্তু তারা তাকে অবিশ্বাস করল; অতঃপর তাদের উপরে ভূমিকম্পের আঘাত আসে এবং তারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

(৩৮) আদ এবং সামুদ জাতির একই পরিণতি হয়েছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে তোমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের কাছে শোভনীয় করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বন করা থেকে বিরত রেখেছিল, যদিও তারা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক ছিল।

(৩৯) কারুন (কোরাহ), ফেরাউন (ফ্যারাও) ও হামান - মূসা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহংকার করল; তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারে নি। (৪০) অতএব আমি প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করলাম।

তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যকের উপর শিলাবৃষ্টিসহ প্রবল ঝড় পাঠালাম, আর কিছু সংখ্যককে বজ্রপাত পরাস্ত করেছিল। কিছু সংখ্যককে আমি ভূগর্ভে বিলিন করে দিলাম এবং কিছু সংখ্যককে আমি ডুবিয়ে দিলাম। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন অত্যাচার করেন নি বরং তারা স্বয়ং নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল।

(৪১) যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য অভিভাবক বানিয়ে নেয় তারা মাকড়সার মত, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, হায়! যদি লোকেরা জানত! (৪২) আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকেই তারা ডাকে অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (৪৩) এই সব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দিয়ে থাকি, তবে কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারে। (৪৪) আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী যথার্থভাবেই সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৪৫) তোমার কাছে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পাঠ কর, নামায প্রতিষ্ঠা কর; নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, আর আল্লাহর স্মরণই সবচেয়ে বড়।[১] তোমরা যা কর আল্লাহ সবই জানেন।

---

[১] বিঃদ্রঃ-(২৯ঃ৪৫) যখন কোন মানুষ গভীর আল্লাহ চেতনার বা মারেফাতের মাধ্যমে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে, তখন তার সমগ্র অস্তিত্ব আল্লাহ ভাবনা দ্বারা পরিব্যপ্ত হয়। এটাই হল আল্লাহ স্মরণ বা জিকর। আল্লাহ স্মরণ বা জিকর এর ঝরণাধারা তার সমস্ত শরীর ও মনের গহীনে সতত উৎসারিত ও প্রবাহিত হয়। আধ্যাত্মিকতার এই উচ্চ মার্গে পৌঁছনোর পর মানুষ উদাত্ত কণ্ঠে আল্লাহর প্রশংসায় বিভোর হয়ে যায় এবং এটাই নিঃসন্দেহে নামায বা আরাধনার এক উচ্চতম রূপ।

(৪৬) বিশ্বাসীগণ, উত্তমপন্থা ব্যতীত গ্রন্থধারীদের সাথে বিতর্ক করো না; তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘনকারী (তাদের সঙ্গে আদৌ বিতর্ক করো না)। বল, আমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে এবং তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি। আমাদের ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই অনুগত।'

(৪৭) একইভাবে আমি তোমাদের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি; তবে যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম তারা এটাকে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের নিজেদেরও কেউ কেউ এটা বিশ্বাস করে। আমার আয়াত সমূহ কেবলমাত্র অবিশ্বাসীরাই অস্বীকার করে থাকে। (৪৮) তুমি তো আগে কোন গ্রন্থ পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন গ্রন্থ লেখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষন করবে। (৪৯) বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। শুধু জালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে।

(৫০) তারা বলেঃ 'তার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শন পাঠান হয় নি কেন?' বলঃ 'নিদর্শন তো আল্লাহর কাছেই আছে আর আমি কেবল একজন পরিষ্কার সতর্ককারী।' (৫১) যে গ্রন্থ আমি অবতীর্ণ করেছি তা এদেরকে পড়ে শোনান হয়, এদের জন্য কি এটাই যথেষ্ট নয়? যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে নিঃসন্দেহে এর মধ্যে তাদের জন্য কৃপা ও কল্যাণ রয়েছে। (৫২) বলঃ 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

(৫৩) এরা তোমাকে শাস্তি নিয়ে আসতে বলে। যদি একটি সময় নির্ধারিত না থাকত তাহলে শাস্তি এসেই যেত। নিশ্চয়ই তা তাদের উপর হঠাৎই এসে পড়বে, তারা জানতেই পারবে না। (৫৪) তারা তোমার কাছে দ্রুত শাস্তি চাইছে; অথচ জাহান্নাম তাদেরকে ঘিরেই রয়েছে।

(৫৫) যে দিন মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে তাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে, তিনি বলবেন, 'তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন কর।'

(৫৬) হে আমার বিশ্বাসী বান্দারা! আমার পৃথিবী তো প্রশস্ত; তোমরা আমারই ইবাদত কর। (৫৭) প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তারপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদেরকে আমি জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, কত সুন্দর প্রতিফল সৎকর্মশীলদের - (৫৯) যারা ধৈর্য ধারণ করে আর স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে। (৬০) অনেক প্রাণী আছে যারা নিজের জীবিকা (আহার) সঙ্গে রাখে না। আল্লাহ তাদের জীবিকা প্রদান করেন এবং তোমাদেরও। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(৬১) তুমি যদি এদেরকে প্রশ্ন কর যে, কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন? তবে অবশ্যই এরা বলবে, 'আল্লাহ।' তাহলে তারা বিপথগামী হয় কিভাবে? (৬২) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার জীবিকা প্রসারিত করেন এবং যাকে চান সঙ্কুচিত করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই অবগত আছেন। (৬৩) যদি তুমি এদেরকে প্রশ্ন কর, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তার সাহায্যে মৃতভূমিকে জীবিত করেন? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলঃ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর।' তবে তাদের অধিকাংশই বোঝে না।

(৬৪) এই পার্থিব জীবন তো একটা আমোদ-প্রমোদ আর ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। পরলোকের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত। (৬৫) অতএব যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে তখন আল্লাহকে একনিষ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে ডাকে। তারপর তিনি যখন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন, তখন তারা অংশীদার বানাতে থাকে। (৬৬) আমি তাদেরকে যা দান করেছি

তার প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকার জন্য এবং কিছুদিনের জন্য ভোগে মত্ত থাকার জন্য। তবে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

(৬৭) তারা কি দেখেনি, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছি, অথচ আশ-পাশ থেকে মানুষদেরকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়? তথাপি তারা কি মিথ্যায় বিশ্বাস করবে, আর আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৮) যে আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে, অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তা অবিশ্বাস করে, তার চেয়ে বড় জুলুমকারী আর কে আছে? অবিশ্বাসীদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়? (৬৯) যারা আমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে, তাদেরকে আমি পথ নির্দেশনা দান করবো। অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

৩০ ঃ সূরা আর-রুম (রোমান)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মিম। (২) রোমানরা পরাজিত হয়েছে (৩) নিকটবর্তী একটি অঞ্চলে; কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে (৪) কয়েক বছরের মধ্যেই। আগের ও পরের সকল বিষয় আল্লাহর হাতে। সেদিন আস্থাবানগণ প্রসন্ন হবে, (৫) আল্লাহর সহায়তায়। তিনি যাকে ইচ্ছা সহায়তা করেন। তিনি পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু। (৬) এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্পর্কে অবহিত, আর তারা পরলোক সম্পর্কে অনবহিত।

(৮) তারা কি নিজেদের সম্পর্কে ভেবে দেখে না? আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী আর যা কিছু এর মধ্যে আছে সবই বিশেষ উদ্দেশ্যে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনেক মানুষই তাদের প্রভুর সাথে

সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। (৯) এরা কি পৃথিবীতে ঘুরে দেখে না যে, এদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল? তারা এদের চেয়েও শক্তিশালী ছিল। তারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ করত এবং এদের চেয়ে অধিক পরিমাণে তারা আবাদ করত। তাদের পয়গম্বররা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতএব আল্লাহ তাদের প্রতি কোন অবিচার (জুলুম) করেন নি; বরং তারাই তাদের নিজেদের প্রতি অবিচার (জুলুম) করত। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণতি মন্দই হয়েছিল; কারণ তারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলেছিল এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।

(১১) আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তারপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যে দিন মহাপ্রলয় হবে, সেদিন অপরাধীরা হতভম্ব হয়ে যাবে। (১৩) তাদের অংশীদারদের কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে না। তারাও তাদের অংশীদারদের অস্বীকার করবে। (১৪) যে দিন মহা-বিনাশ হবে, সেদিন সব লোক ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। (১৫) অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা একটি উদ্যানে সমাদৃত হবে। (১৬) যারা আমার নিদর্শন সমূহ আর পরলোকের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। (১৭) অতএব তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে - (১৮) এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা কর অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে, সকল প্রশংসা তাঁরই [১]-

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৩০ঃ১৮) নামায বা অন্যান্য উপায়ে নিত্য স্মরণ এবং গভীর মনোনিবেশের দ্বারা মানুষ আল্লাহ-প্রাপ্তির পথে পরিচালিত হতে পারে। প্রগাঢ় ধ্যানের মাধ্যমে একজন মানুষের আল্লাহ-প্রাপ্তি ঘটে। মনুষ্য পরিবেশে, পারিপার্শ্বিক মহাবিশ্বে এবং পয়গম্বরদের উপদেশাবলীতে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনগুলি এই পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। যারা এই নিদর্শনগুলি নিয়ে গভীর অনুধাবন করে তারাই আল্লাহ-প্রাপ্ত হয়।

(১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন। তিনি ভূমিকে মৃত হয়ে যাওয়ার পরে জীবিত করেন, এবং এই ভাবে তোমাদেরকেও বহির্গত করা হবে। (২০) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হল, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা মানুষ হয়েছ এবং পৃথিবীতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো। (২১) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরেকটি হল, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকেসৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও, আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

(২২) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আর একটি হলো, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। নিঃসন্দেহে জ্ঞানীদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। (২৩) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরো হলো, রাতে বা দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা (জীবিকা) অন্বেষণ। নিঃসন্দেহে, যারা শোনে তাদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। (২৪) এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও আছে যে ভয় ও আশা সঞ্চারক রূপে তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের ঝলক দেখান। তিনি আকাশ থেকেবৃষ্টি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা হতে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

(২৫) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরো হল, আকাশ ও পৃথিবী তাঁরই আদেশে দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেবেন, দেখ, তৎক্ষণাৎ তোমরা পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসবে। (২৬) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই; সবই তাঁর অনুগত।

(২৭) তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, আবার তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন, আর এটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী তিনিই। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

(২৮) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদেরই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি তাতে তোমরা কি তোমাদের দাস-দাসীদের সমান অংশীদার করো ? তোমরা কি তাদেরকে সেইরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর ? এই ভাবেই আমি স্পষ্ট ভাবে নিদর্শনগুলি বর্ণনা করি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য। (২৯) এবং এখনও অবিচারকারীরা তাদের অজ্ঞানতার কারণে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। তাদেরকে কে পথ দেখাতে পারে যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন ? তাদেরকে সাহায্য করার কেউ নেই।

(৩০) অতএব তুমি একাগ্রচিত্তে এই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতির (নিয়মনীতি) অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (৩১) তাঁরই প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে তাঁকেই ভয় কর এবং নামায প্রতিষ্ঠা কর, আর অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, (৩২) যারা নিজেদের ধর্মকে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, প্রত্যেক দলই যার যার মত নিয়ে উল্লসিত।

(৩৩) মানুষ যখন কোন কষ্টে পড়ে, তখন একাগ্র মনে তার প্রতিপালককে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের প্রভুর সাথে অংশীদার স্থাপন করতে শুরু করে (৩৪) এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি তার প্রতি তারা অকৃতজ্ঞ হয়। সুতরাং কিছু দিন ভোগ করে নাও শীঘ্রই এর ফল জানতে পারবে।

(৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে অংশীবাদী হতে বলে?

(৩৬) যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তারা তখন প্রসন্ন হয়ে যায়; আর যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য কোন দূর্দশার মধ্যে পড়ে তাহলে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ যাকে চান অধিক জীবিকা দান করেন, আর যাকে চান তার জীবিকা সীমিত করেন। নিঃসন্দেহে এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৩৮) অতএব আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও, এবং নির্ধনকে আর পথিককেও - যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাদের জন্য এটাই শ্রেয়, আর তারাই সফলকাম। (৩৯) লোকদের মূলধন মিশে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই আশায় সুদে তোমরা যা কিছু দিয়ে থাক, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।পক্ষান্তরে উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায় যে যাকাত (আবশ্যিক দান) তোমরা দিয়ে থাকো, তাই বহুগুনে বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।

(৪০) আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন, তারপর আবার জীবিত করবেন। তোমাদের অংশীদারদের কেউ কি এসবের কোন কিছু করতে পারে? তিনি পবিত্র; তারা যাদেরকে অংশীদার করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে।(৪১) মানুষের হাত যে মন্দ কর্ম করেছে তার উপার্জনের ফলে জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেইজন্য তিনি চান তাদেরকে তাদের কিছু কৃত কর্মের স্বাদ আস্বাদন করাতে, যাতে তারা মন্দ থেকে বিরত হয়। (৪২) বলঃ 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, তোমাদের পূর্বর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।' এদের অধিকাংশ অংশীবাদী লোক ছিল।

(৪৩) আল্লাহর নির্দেশে অনিবার্য দিবস আসার পূর্বে (হে পয়গম্বর) তুমি সত্য ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। সেই দিন মানুষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৪৪) যে অস্বীকার করে তার অস্বীকারের দায় তারই, আর যে ভাল কাজ করে, সে নিজের জন্যে কল্যাণের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে, (৪৫) যাতে তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের স্বীয় অনুগ্রহ থেকে পুরস্কার দিতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অস্বীকারকারীদের পছন্দ করেন না।

(৪৬) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরও একটি হল; তিনি সুসংবাদবাহী বাতাস পাঠান, যাতে তিনি তোমাদেরকে তার অনুগ্রহের রসাস্বাদন করাতে পারেন, যাতে জলযানগুলি তাঁর আদেশে চলতে পারে, যাতে তুমি তাঁর কৃপা অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তুমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৪৭) আমি তোমার পূর্বেও পয়গম্বরদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর যারা অপরাধ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, আর আস্থাবানদের সাহায্য করা নিশ্চিতভাবে আমার দায়িত্ব ছিল।

(৪৮) আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি বাতাস পাঠান। অতঃপর এই বাতাস মেঘ উঠিয়ে আনে। অতঃপর আল্লাহ যেমন চান আকাশে তা ছড়িয়ে দেন এবং তা খণ্ড খণ্ড করেন। এরপর তুমি দেখতে পাও, এই মেঘের মধ্যে থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তাদের উপর যখন এই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) যদিও এই বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা নিরাশ ছিল। (৫০) অতএব আল্লাহর করুণার নিদর্শন সমূহ দেখ, ভূমির মৃত্যুর পর কিভাবে তিনি জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

(৫১) এমনকি যদি আমি এমন বাতাস পাঠাই, যার ফলে তাদের ফসলের ক্ষেত হলদে হয়ে যায়, তারা তখন (আমার অনুগ্রহ) অস্বীকার করতে থাকবে। (৫২) অতএব তুমি (নবী) মৃতদের শোনাতে পারবে না কিম্বা বধির যখন পৃষ্টপ্রদর্শন করে তখন তাকে কিছুতেই শোনাতে পারবে না। (৫৩) আর তুমি (চেতনাহীন) অন্ধকে পথভ্রষ্টতা থেকে সুপথে আনতে পারবে না। তুমি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবে যারা আমার আয়াত সমূহে বিশ্বাস করে। অতএব এরাই অনুগত।

(৫৪) আল্লাহই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর দুর্বলতার পর তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন, তারপর শক্তির পর তোমাদেরকে দুর্বলতা ও শুভ্র কেশ দিয়েছেন। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যে দিন অন্তিমক্ষণ আসবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মূহুর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি - এমনিভাবে তারা সর্বদা সত্য বিমুখ হত -- (৫৬) আর যাদের জ্ঞান ও আস্থা দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, আল্লাহর বিধান মতো তোমরা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই পুনরুত্থান দিবস; কিন্তু তোমরা তা জানতে না। (৫৭) অতএব সেদিন তাদের কোন ওজর আপত্তি কাজে আসবে না, এবং তাদেরকে সংশোধনের কোন সুযোগ দেওয়া হবে না।

(৫৮) আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সবরকম দৃষ্টান্তই দিয়েছি। তুমি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসো তাহলে যারা অস্বীকার করে তারা বলবে, ‘তোমরা সবাই মিথ্যার অনুসারী।’ (৫৯) এই ভাবেই আল্লাহ অজ্ঞদের অন্তরে মোহর করে দেন। (৬০) অতএব (হে মুহাম্মদ) তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না তারা যেন তোমাকে হতোদ্যম না করে।

৩১ ঃ সূরা লুকমান (লোকমান)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এগুলো প্রজ্ঞাময় গ্রন্থের আয়াত, (৩) পথ-নির্দেশ এবং অনুগ্রহ সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য, (৪) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে আর পরলোকে বিশ্বাস করে। (৫) এরাই তাদের প্রভুর নির্দেশিত পথে আছে; আর এরাই সফলকাম।

(৬) এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় (সংগ্রহ) করে এবং এইপথটিকেই উপহাস করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (৭) যখন তাদেরকে আমার আয়াত সমূহ শোনানো হয় তখন তারা দম্ভভরে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন তারা শোনেইনি, যেন তাদের দুই কানে বধিরতা রয়েছে। অতএব তাকে কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (৮) নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভালো কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণপূর্ণ উদ্যান। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।

(১০) আল্লাহ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন বিনা স্তম্ভে যা তুমি দেখতে পাচ্ছ। তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাকে নিয়ে হেলে না পড়ে। তিনি সর্বপ্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। অতঃপর পৃথিবীতে সব রকম উৎকৃষ্ট বস্তু উৎপন্ন করেছি। (১১) এটাই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্যরা কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে তা দেখাও তো। বরং দূরাচারী (জালিম) লোকেরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই রয়েছে।

(১২) আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), ‘আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে

সে নিজের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে, আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।' (১৩) যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললঃ 'হে পুত্র! আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করো না; নিঃসন্দেহে অংশীদার স্থাপন করা মহা অন্যায়।'

(১৪) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমার কাছেই তো ফিরে আসতে হবে। (১৫) যদি তারা দু'জনে তোমার উপর চাপ দিতে থাকে, যাতে তুমি আমার সাথে কোন কিছুর অংশীদার স্থাপন কর, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের কথা অমান্য করবে। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তাকে অনুসরণ করবে। অবশেষে আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদেরকে বলে দেব তোমরা যা কিছু করেছিলে।

(১৬) 'হে পুত্র! কোন সৎ-কর্ম যদি শস্য দানা পরিমাণও হয়, আর তা কোন পাথরের মধ্যে অথবা আকাশে অথবা ভূগর্ভেও থাকে, আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (১৭) হে পুত্র! নামায প্রতিষ্ঠা কর, ভাল কাজের উপদেশ দাও এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর, আর যে বিপদই আসুক না কেন ধৈর্য ধারণ কর। নিঃসন্দেহে এটাই সাহসী পদক্ষেপ। (১৮) অহংকার করে মানুষের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং ভূমিতে দম্ভভরে চলো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৯) চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নিচু রেখো। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে কর্কশ হলো গাধার কণ্ঠস্বর।'

(২০) তোমরা কি দেখো না যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আছে, আল্লাহ সমস্ত কিছুই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কল্যাণসমূহ প্রচুর পরিমাণে দান করেছেন? কিছু লোক এমনও আছে যারা কোন জ্ঞান, পথ-নির্দেশ কিম্বা আলোকপ্রদ গ্রন্থ ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (২১) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণ কর, তখন তারা বলেঃ 'আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো; যেভাবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের (অনুসরণ করতে) দেখেছি।' হ্যাঁ শয়তান যদি তাদেরকে আগুনের শাস্তির দিকে ডাকে তবুও।

(২২) যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয়, সে তো সবচেয়ে মজবুত রজ্জুটি আঁকড়ে ধরেছে। আল্লাহর কাছেই সকল কাজের পরিণতি। (২৩) যে অস্বীকার করে তার অস্বীকৃতি যেন তোমাকে মনক্ষুন্ন না করে। আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তন করবে। তখন আমি তাদেরকে তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম অবহিত করাবো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্তরের খবরও ভাল করেই জানেন। (২৪) এদেরকে আমি অল্পকালের জন্য উপভোগ করতে দেব। অতঃপর এক কঠিন শাস্তির দিকে টেনে আনব।

(২৫) তুমি যদি এদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ 'আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।' বলঃ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর;' কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (২৬) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২৭) যদি পৃথিবীর সকল বৃক্ষরাজি কলম হয় এবং এই সমূদ্রের সাথে যদি আরো সাত সমূদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (গুনাবলী) সমুহ (লিখে) শেষ করা যাবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(২৮) তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান, একটি প্রাণের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। নিঃন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁর কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেটি নির্ধারিত সময় অবধি বিচরণ করছে। আর তোমরা যা করছ তার সব খবরই আল্লাহ রাখেন। (৩০) এর কারণ হলো, আল্লাহই সত্য। তিনি ব্যতীত যত কিছুকে তারা ডাকে, সবই অসত্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বোচ্চ, মহান।

(৩১) তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহরই অনুগ্রহে সমূদ্রে নৌকা চলে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখাতে পারেন। নিঃসন্দেহে এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন আছে। (৩২) যখন (মৃত্যুর) ছায়ার মত সমূদ্র তরঙ্গ আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন তারা কায়মনোবাক্যে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে নিরাপদে উপকূলে নিয়ে আসেন তখন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সঠিক পথে থাকে। আমার নিদর্শন সমূহ তারাই অস্বীকার করে যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং অকৃতজ্ঞ।

(৩৩) হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন পিতা তার সন্তানের উপকারে আসবে না, সন্তান পিতার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে, আর প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করতে পারে। (৩৪) নিঃসন্দেহে মহা-বিনাশের জ্ঞান আল্লাহরই কাছে আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে যা আছে তা তিনিই জানেন। কোন ব্যক্তি জানে না আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না যে, সে কোন ভূখণ্ডে মারা যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

৩২ ঃ সূরা আস-সাজ্‌দাহ

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। (৩) তারা কি বলে, 'সে নিজে এটা রচনা করেছে?' নিশ্চয়ই না, এটা তোমার প্রভুর পক্ষ হতে আগত এক মহাসত্য, যার দ্বারা তুমি ওদেরকে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যাতে তারা পথের সন্ধান পায়।

(৪) আল্লাহই সেই মহান সত্তা যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে (সময়ে) সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নাই, সুপারিশকারীও নাই। তোমরা কি চিন্তা করো না? (৫) তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। অতঃপর এক দিন সবকিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে, যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৬) পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সবই তাঁর জানা। তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। (৭) তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন; (৮) অতঃপর তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন এক তুচ্ছ জলের সারাংশ থেকে। (৯) পরে তিনি তাকে সুষম দেহ বিশিষ্ট করেছেন এবং তাতে তাঁর আত্মা সঞ্চার করেছেন। তিনি তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তরও দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(১০) তারা বলেঃ 'আমরা যখন মাটিতে বিলুপ্ত হয়ে যাব তারপরও কি আমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?' আসলে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। (১১) বলঃ 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত

মৃত্যুর ফেরেস্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।' (১২) যদি তুমি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রভুর সামনে অবনত মস্তকে বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা বিশ্বাসী হয়ে গেছি।' (১৩) যদি আমি চাইতাম তাহলে প্রত্যেককেই তার সঠিক পথের সন্ধান দিতাম; কিন্তু আমার একথা তো সত্য যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো। (১৪) অতএব যেহেতু তোমরা তোমাদের এ দিনটির সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলে, তাই এখন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।

(১৫) আমার নিদর্শন সমূহে তারাই বিশ্বাস করে যাদেরকে ওই গুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকে, এবং তারা অহংকার করে না। (১৬) তারা শয্যা ত্যাগ করে, ভয় ও আশা নিয়ে তারা তাদের প্রভুকে ডাকে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা হতে ব্যায় করে। (১৭) তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য কী কী নয়ন প্রীতিকর প্রতিদান লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে কারও ধারণা নেই।

(১৮) তাই যারা মু'মিন (আস্থাবান) সে কি ঐ ব্যক্তির মত হবে যারা আস্থাহীন? না, তারা সমান হতে পারে না। (১৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার হিসাবে তাদেরকে জান্নাতের বাগিচায় আপ্যায়ন করা হবে। (২০) যারা অস্বীকার করেছে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তারা যখনই সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে সেখানেই ফেরত পাঠানো হবে, আর তাদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।'

(২১) আমি তাদেরকে বড় শাস্তির পূর্বে ছোট শাস্তি আস্বাদন করাই, যাতে তারা অনুশোচনা করে ফিরে আসে। (২২) ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জুলুমকারী আর কে আছে, যাকে তার প্রভুর আয়াত সমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া সত্বেও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? এমন অপরাধীর প্রতিশোধ আমি অবশ্যই নেব।

(২৩) আমি মূসাকে (মোজেস) গ্রন্থ দিয়েছিলাম -- অতএব তুমি (মুহাম্মদ) তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের মধ্যে থেকো না — আমিই এটাকে ইসরায়িলের সন্তানদের জন্য পথ নির্দেশনা করেছিলাম। (২৪) তাদের মধ্য থেকে আমি নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যশীল হয়েছিল এবং যখন আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। (২৫) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু বিচারদিনে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয় নিয়ে তারা মতভেদ করত। (২৬) এটা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে না, তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি ঘরে এরা যাতায়াত করে? নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন আছে, এরা কি শোনেও না?

(২৭) এরা কি দেখেও না যে, আমিই পানিকে শুষ্ক ভূমির দিকে প্রবাহিত করি, অতঃপর তা হতে শস্য উৎপন্ন করি যা তাদের পশুরা খায় এবং তারা নিজেরাও খায়? তবুও কি তারা দেখবে না? (২৮) আর তারা বলেঃ ‘সেই মীমাংসা কবে হবে যদি তুমি সত্যবাদী হও?’ (২৯) বলঃ ‘মীমাংসার দিনে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস আনয়ন কোন কাজে আসবে না, আর তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।’ (৩০) অতএব ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং অপেক্ষা কর, আর তারাও অপেক্ষা করছে।

৩৩ ঃ সূরা আল-আহযাব (সম্প্রদায়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে পয়গম্বর! আল্লাহকে ভয় কর এবং অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের কথামত কাজ করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। (২) তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তারই অনুসরণ কর। নিঃসন্দেহে তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত আছেন। (৩) আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(৪) আল্লাহ কোন মানুষের জন্যে তার বুকে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি, বা তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে - আমার মায়ের পিঠের মতো বলে তোমরা যাদেরকে পরিহার কর - তাদেরকে তোমাদের (প্রকৃত) মা করে দেন নি, বা তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের নিজের পুত্র করেন নি। এগুলো কেবল তোমাদের মুখের কথা; আল্লাহ যথার্থ কথা বলেন এবং সঠিক পথ দেখান। (৫) তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তাদের পিতার পরিচয়ে ডাক, এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর। যদি তুমি তাদের পিতৃপরিচয় না জান তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও আশ্রিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে। যে জিনিষে তোমাদের ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য তোমাদের কোন পাপ নেই; কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্যায় করলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

(৬) আস্থাবানদের উপর পয়গম্বরের অধিকার তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক। পয়গম্বরের সহধর্মিণীরা তাদের মা। আল্লাহর বিধান অনুসারে আস্থাবান ও প্রবাসীদের তুলনায় রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনরা একে অপরের নিকটতর, তোমরা যে বন্ধুদের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করতে চাও তারা ব্যতীত। এটা গ্রন্থে নির্দেশিত আছে।

(৭) যখন আমি নবীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেছিলাম,

তোমার কাছ থেকে, নূহ (নোয়াহ), ইবরাহীম (আবরাহাম), মূসা (মোজেস) এবং মারইয়াম (মেরী) পুত্র ইসার (যীশু) কাছ থেকে - সকলের কাছ থেকে আমি দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছিলাম। (৮) যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারেন, আর অবিশ্বসীদের জন্য তিনি কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(৯) হে মানবমণ্ডলী! যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর সেনা আক্রমণ হয়েছিল, আমি তাদের প্রতি একটি ঝড় পাঠিয়েছিলাম এবং এমন সেনা দল পাঠিয়েছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখতে পান। (১০) যখন তারা (তোমাদের বিরুদ্ধে) সমাগত হয়েছিল - উপরের দিক থেকে ও নিচের দিক থেকে - ভয়ে তোমাদের চোখ স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং হৃৎপিণ্ড কন্ঠাগত হয়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারকম সন্দেহ পোষণ করছিলে। (১১) সেই সময় আস্থাবানরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।

(১২) যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যধি আছে তারা বলছিলঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা শুধুই প্রতারণা।' (১৩) এবং যখন তাদের মধ্যে একদল বলেছিলঃ 'হে ইয়াসরিববাসী! তোমরা এখানে (শত্রুর) মোকাবেলা করতে পারবে না, অতএব ফিরে চল।' আর তাদের মধ্যে একদল পয়গম্বরের কাছে অনুমতি চাইছিল, তারা বলছিলঃ 'আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত;' অথচ তা অরক্ষিত নয়; আসলে তারা পালাতে চাইছিল। (১৪) যদি তাদের শহর আক্রান্ত হত, তাদেরকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচনা দেওয়া হত, তারা কোনো ইতস্তত না করে বিদ্রোহ করত। (১৫) অথচ তারা পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে করা এই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(১৬) বলঃ ‘তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পালিয়ে গেলেও পলায়ন তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে কেবল কিছু দিনের জন্য ভোগ করতে দেওয়া হবে।’ [১] (১৭) বলঃ ‘কে আছে যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে, তিনি যদি তোমাদের ক্ষতি করতে চান?’ অথবা যদি তিনি তোমাদেরকে দয়া করতে চান কে তাকে বিরত করতে পারে? তারা নিজেদের জন্য আল্লাহকে ছাড়া কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না।

(১৮) আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাদেরকে ভাল রকমই জানেন যারা বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদেরকে বলেঃ ‘আমাদের কাছে এস।’ অথচ তারা খুব কমই যুদ্ধে অংশ নেয়। (১৯) তারা তোমাদের সঙ্গে কৃপণতা করে, আর যখন বিপদ আসে তখন দেখতে পাও যে, তারা এমন ভাবে চোখ উল্টিয়ে তোমার দিকে তাকায়, যেন মৃত্যু যন্ত্রনা ঘনিয়ে আসছে। অতঃপর যখন বিপদ দূরীভূত হয় তখন সম্পদের লোভে বাক চাতুরতার সাথে তোমাদের কাছে আসে। এরা বিশ্বাস করে না তাই আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এটা করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (২০) এরা মনে করে সম্মিলিত শত্রু-সেনা এখনও চলে যায় নি। যদি সেনারা আবার এসেপড়ে, তখন তারা বেদূঈনদের সাথে গ্রামে থাকা পছন্দ করবে এবং (দূর থেকে) তোমাদের খবর জেনে নেবে ! তারা তোমাদের মাঝে অবস্থান করলেও যুদ্ধে খুব কমই অংশ গ্রহণ করত।

(২১) যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে পয়গম্বরের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

---

[১] বিঃদ্রঃ-(৩৩ঃ১৬) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২২) যখন বিশ্বাসীরা মিলিত বাহিনীগুলো দেখল, তখন বললঃ ‘এতো তাই, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যিই বলেছিলেন।’ এতে তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পেল। (২৩) বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর কাছে করা প্রতিজ্ঞায় অবিচল থেকেছে। অতএব তাদের মধ্যে কেউ নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে আর কেউ প্রতিক্ষায় আছে; তারা অঙ্গীকারে কোন রকম পরিবর্তন করেনি, (২৪) যাতে আল্লাহ খাঁটি লোকদের তাদের সততার প্রতিফল দেন এবং মুনাফিকদের শাস্তি দেন অথবা চাইলে তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

(২৫) আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের তাদের ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তাদের কোনই ইচ্ছা পূরণ হয় নি। বিশ্বাসীদের পক্ষে লড়াই করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) আল্লাহ ঐ গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা আক্রমণকারীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল, তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ব্যাধি ঢুকিয়ে দিলেন। তুমি তাদের একদলকে হত্যা করছো আর এক দলকে বন্দী করছো, (২৭) এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের জমি-জায়গা ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন একটি ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করলেন যেখানে তোমরা এর আগে পা রাখো নি। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।

(২৮) হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বলঃ ‘তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সহিত বিদায় করে দিই, (২৯) আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর পয়গম্বর এবং পরলোকের নিবাস চাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণদের জন্য বড় পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।’ (৩০) হে পয়গম্বরের স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি

প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

(৩১) তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দ্বিগুন পুরস্কার দেব, আর তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩২) হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা তো সাধারণ নারীদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে থাক, তবে এমন কোমল স্বরে কথা বলবে না যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা ন্যায়সঙ্গত উপায়ে কথা বলবে।

(৩৩) তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ঘরে থাকবে এবং আগের অজ্ঞতাযুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না, আর নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর, আর আল্লাহ ও তাঁর পয়গম্বরের কথা মেনে চলবে। আল্লাহ তো চান তোমাদের পয়গম্বর পরিবার থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করতে। (৩৪) তোমাদের ঘরে আল্লাহর আয়াত সমূহের এবং প্রজ্ঞার যে পাঠ দেওয়া হয়, তা স্মরণ রাখবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবগত।

(৩৫) নিঃসন্দেহে নিষ্ঠাবান পুরুষ ও নিষ্ঠাবতী মহিলা, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী মহিলা, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা মহিলা, সৎপথে চলা পুরুষ ও সৎপথে চলা মহিলা, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা মহিলা, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা মহিলা, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা মহিলা, উপোষকারী পুরুষ ও উপোষকারিনী মহিলা, যৌন পবিত্রতা রক্ষাকারী পুরুষ ও যৌন পবিত্রতা রক্ষাকারিণী মহিলা, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারিণী মহিলা, এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বড় পুরস্কার রেখেছেন।

(৩৬) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে, কোন সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী পুরুষ এবং সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারিণী নারীর পক্ষে

ভিন্ন কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হয়।

(৩৭) আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলছিলেঃ 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর।' তুমি তোমার মনে একটি কথা লুকিয়ে রেখেছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিতে চেয়েছিলেন। তুমি মানুষকে ভয় করছিলে, অথচ তোমার ভয় করার কথা তো আল্লাহকে। অতঃপর যায়েদ যখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করালাম, যাতে পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাদেরকে বিবাহ করতে আস্থাবানদের মনে সঙ্কোচ না থাকে। আল্লাহর আদেশ তো কার্যকর হয়েই থাকে।

(৩৮) নবীর জন্য আল্লাহ যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাতে তার কোন ক্ষতি নেই। পূর্বে যে সব নবী গত হয়েছেন, তাদের জন্য আল্লাহর একই বিধান ছিল। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত। (৩৯) তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন এবং তাঁকেই ভয় করতেন। হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪০) মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষদের পিতা নয়, বরং আল্লাহর রাসূল এবং অন্তিম পয়গম্বর। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

(৪১) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, (৪২) আর সকাল সন্ধ্যায় তাঁরই সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর। (৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফেরেস্তাগণও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসেন। তিনি আস্থাবানদের প্রতি খুবই দয়াশীল। (৪৪) যে দিন তারা তাঁর সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদেরকে 'শান্তি' দ্বারা অভ্যর্থনা করা হবে। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(৪৫) হে পয়গম্বর! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি একজন সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে, (৪৬) আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁরই দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে। (৪৭) বিশ্ববাসীগণকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) অস্বীকারকারী এবং মুনাফিকদের কথা মান্য করো না, তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নির্ভর করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

(৪৯) হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা আস্থাশীলা নারীদের বিবাহ কর এবং বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার আগেই যদি তাদেরকে ত্যাগ কর, তাহলে নির্ধারিত বিলম্ব কাল (ইদ্দত) পালন করার প্রয়োজন নেই। অতএব তাদেরকে কিছু জীবন ধারণের সামগ্রী দাও এং সৌজন্যের সাথে বিদায় কর।

(৫০) হে পয়গম্বর! আমি তোমার জন্য বৈধ করে দিয়েছি তোমার ওই সব স্ত্রীদের যাদের মোহরানা (যৌতুক) তুমি দিয়ে দিয়েছ, এবং ওই মহিলাদেরকেও যারা তোমার মালিকানাধীন যাদেরকে আল্লাহ যুদ্ধলব্ধ হিসাবে তোমাকে দিয়েছেন এবং তোমার চাচার মেয়ে, ফুফুর মেয়ে, মামার মেয়ে, খালার মেয়ে যারা তোমার সাথে দেশত্যগ করেছে, এবং সেই আস্থাবান মহিলাকেও যে নিজে পয়গম্বরের নিকট নিবেদন করে এবং পয়গম্বর তাকে বিবাহ করতে চায়। এটা বিশেষভাবে তোমার জন্যে, অন্য আস্থাবানদের জন্য নয়; তোমার অসুবিধা দূরীকরনের উদ্দেশ্যে। আমি জানি, আস্থাবানদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারণ করেছি, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

(৫১) তুমি তাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে রাখতে পার। আবার যাদেরকে দূরে রেখেছিলে তাদের মধ্যে কাউকে ডেকে নিলেও তোমার কোন পাপ নেই। আশা করা যায় এতে তাদের চক্ষুশীতল হবে এবং তারা ব্যথিত হবে না। তুমি তাদেরকে যা দেবে তাতে তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমার অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ জানেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহনশীল। (৫২) এর বাইরে অন্য নারীরা তোমার জন্য বৈধ নয়, এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয়, যদিও তাদের রূপ সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে; তবে তোমার মালিকানাধীন দাসীদের ক্ষেত্রে এই বিধি নিষেধ প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সবকিছুর সংরক্ষক।

(৫৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পয়গম্বরের ঘরে প্রবেশ করো না। অবশ্য খাদ্য গ্রহণের জন্য অনুমতি দেওয়া হলে প্রবেশ করতে পার। তা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ বসে থাকবে না; যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন প্রবেশ কর। আহার করা শেষ হলে প্রস্থান কর। কথা বার্তায় মশগুল হয়ে বসে থাকবে না। তাতে পয়গম্বরের অসুবিধা হয়; কিন্তু সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করে। তবে আল্লাহ সত্য কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। যখন তোমরা পয়গম্বরের স্ত্রীদের নিকট কোন জিনিষ চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। এই ব্যবস্থায় তোমাদের ও তাদের মন অধিকতর পবিত্র থাকবে। পয়গম্বরকে কষ্ট দেওয়া এবং তারপরে তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর বিষয়। (৫৪) তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর কিম্বা গোপন রাখ, আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

(৫৫) পয়গম্বরের স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, সেবিকাগণ ও মালিকানাধীন দাসদাসীদের সামনে উপস্থিত হওয়ার ব্যপারে কোন অপরাধ নেই। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

(৫৬) আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ পয়গম্বরের প্রতি দরুদ(কল্যাণ) প্রেরণ করেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও তার প্রতি দরুদ (কল্যাণ) ও শান্তি প্রেরণ কর। (৫৭) যারা আল্লাহ ও তাঁর পয়গম্বরকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে এবং পরলোকে অভিশপ্ত করেন। তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তিও প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৫৮) যারা বিনা অপরাধে আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

(৫৯) হে পয়গম্বর! তুমি তোমার স্ত্রী ও কন্যাদের এবং আস্থাবান মহিলাদের বল, তারা যেন(জনসমক্ষে থাকাকালীন) তাদের বহিরাবরনের কিছু অংশ তাদের উপরে টেনে নেয়। এর ফলে তাদেরকে চেনা সহজ হবে এবং তারা উত্যক্ত হবে না, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান। (৬০) মুনাফিকরা এবং যাদের মন ব্যাধিগ্রস্ত, আর মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয় তাহলে তোমাকে তাদের উপর কতৃত্ব দান করবো। অতঃপর এই নগরীতে তারা অল্প সময়ই থাকবে। (৬১) তারা অভিশপ্ত হয়েছে; তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণ বধ করা হবে।[১] (৬২) যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন দেখবে না।

---

[১] বিঃ দ্রঃ- (৩৩ঃ৬১) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬৩) লোকেরা তোমাকে মহা-বিনাশ (কেয়ামত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলঃ 'তার জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে।' তুমি কি জান? সম্ভবতঃ মহা-বিনাশ নিকটে এসে গেছে। (৬৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদেরকে অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেছেন, এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৬৫) তারা তার মধ্যে চিরকাল থাকবে এবং তারা কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারীও পাবে না। (৬৬) যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলট-পালট করে দেওয়া হবে, তারা বলবেঃ 'হায়! আমরা যদি আল্লাহর আদেশ মেনে চলতাম আর পয়গম্বরের আদেশ মেনে চলতাম!' (৬৭) তারা আরো বলবেঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা তো আমাদের নেতাদের ও পূর্বপুরুষদের কথা মেনে চলতাম; কিন্তু তারাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছে। (৬৮) হে আমাদের প্রভু! তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দিন এবং তাদেরকে ভয়ানক অভিসম্পাত করুন।'

(৬৯) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে (মোজেস) অপবাদ দিয়েছিল। আল্লাহ অপবাদ থেকে তাকে মুক্ত করেছিলেন। সে ছিলো আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। (৭০) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং উচিত কথা বল। (৭১) তিনিই তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর পয়গম্বরের কথা মেনে চলবে সে বড় সাফল্য লাভ করবে।

(৭২) আমি তো আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ভয় পেল; কিন্তু মানুষ তা বহন করলো, নিঃসন্দেহে সে অসদাচারী (জালিম) ও অজ্ঞ। (৭৩) পরিণামে মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা এবং বহুশ্বরবাদী পুরুষ ও বহুশ্বরবাদী মহিলাকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন এবং আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

৩৪ ঃ সূরা সাবা (সাবা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুরই মালিক। তাঁরই প্রশংসা পরলোকেও, তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ। (২) ভূমিতে যা কিছু প্রবেশ করে, ভূমি থেকে যা কিছু নির্গত হয়, আকাশ থেকে যা কিছু নেমে আসে আর আকাশে যা কিছু উঠে যায় তিনি সবকিছুই জানেন। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

(৩) যারা অবিশ্বাস করে তারা বলেঃ 'আমাদের উপর মহা-বিনাশ আসবে না।' বলঃ 'কেন আসবে না? আমার প্রভুর শপথ, তোমাদের উপর তা অবশ্যই আসবে।' তিনি অদৃশ্যকে জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর অনু পরিমাণ বা তার চেয়েও ছোট কিম্বা বড় কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। বরং সবই এক স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। (৪) নিশ্চয় তিনি ঐ লোকদের প্রতিফল দেন যারা আস্থাশীল ও সৎকর্মপরায়ণ। এদের জন্যেই ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। (৫) যারা আমার নিদর্শন সমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক কঠোর শাস্তি। (৬) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে, তোমার কাছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যে জিনিষ পাঠানো হয়েছে তা সত্য , এবং এটা মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ নির্দেশ করে।

(৭) যারা অস্বীকার করে তারা বলেঃ 'আমরা কি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব যে বলে, যখন তোমরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে তখন আবার তোমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? (৮) সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলছে না কি তার মধ্যে পাগলামি আছে?' বরং যারা পরলোকে বিশ্বাসী নয় তারাই শাস্তির মধ্যে এবং সুদূর পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত আছে।

(৯) তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আকাশ ও পৃথিবীতে তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তার দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে? আমি যদি ইচ্ছা করি তাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিতে পারি অথবা আকাশ থেকে তাদের উপর একটি খণ্ড ফেলে দিতে পারি। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী বান্দার জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

(১০) আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদকে (ডেভিড) বড় অনুগ্রহ দান করেছি। আমি বললাম, 'হে পর্বতমালা! তোমরাও তার সাথে স্তূতি কর।' এই ভাবে পাখিদেরকেও আদেশ দিয়েছি এবং লোহাকেও তার জন্য নরম করে দিয়েছি এবং বলেছি, (১১) 'তুমি প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, তাতে পরিমাপ মত আংটা লাগাও আর সৎকর্ম কর। তুমি যা করছো আমি তা দেখছি।'

(১২) সুলাইমানের জন্য বাতাসকে তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম যাতে সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতে পারে। তার জন্য আমি তামার একটি ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। কিছু সংখ্যক জ্বিন তার প্রভুর আদেশে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে কেউ আমার আদেশের অন্যথা করলে আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাতাম। (১৩) সে যা চাইত জ্বীনেরা তার জন্য তাই বানাতঃ অট্টালিকা, ভাষ্কর্য, হাওজ (পুকুর) এর মতো গামলা ও মজবুত ডেগ। আমি বললাম, 'হে দাউদের (ডেভিড) সন্তানেরা! তোমরা কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ কর, তবে আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।'

(১৪) অতঃপর আমি যখন তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত কার্যকর করলাম তখন কোন জিনিষই তাকে তার মৃত্যুর খবর দিতে পারেনি, একমাত্র মাটির পোকা ছাড়া, যে তার লাঠিটি খেয়ে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন পড়ে গেল তখন জ্বীনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্যের খবর জানতো তাহলে তারা এত অপমানজনক শ্রমে নিযুক্ত থাকত না।

(১৫) সাবাবাসীদের জন্য তাদের আবাসস্থল তাদের জন্য একটি নিদর্শন ছিলঃ দুটি বাগান একটি ডানদিকে, ওপরটি বামদিকে; তাদেরকে বলা হলো, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর দেওয়া জীবিকা থেকে আহার কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (কত) সুন্দর তোমাদের নগরী এবং ক্ষমাশীল তোমাদের প্রভু!' (১৬) অতঃপর তারা অবজ্ঞা করল তখন আমি তাদের উপর বাঁধ ভাঙা প্লাবন পাঠালাম এবং তাদের বাগান দুটোকে এমন দুটি বাগানে পরিবর্তন করে দিলাম যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ ও সামান্য কিছু কুলগাছ। (১৭) এটা আমি তাদের কৃতঘ্নতার প্রতিফল দিলাম, এমন প্রতিফল আমি তাদেরকে দিই যারা কৃতঘ্ন।

(১৮) তাদের প্রতি ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, তাদের মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং তাদের মধ্যে যাতায়াতের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলামঃ 'তোমরা রাতে ও দিনে নিরাপদে ঐ সমস্ত জনপদে ভ্রমন করো।' (১৯) কিন্তু তারা বললঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের যাত্রাপথের ব্যবধান বাড়িয়ে দাও।' তারা তাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল। তাই আমি তাদেরকে অতীত উপাখ্যানে পরিণত করে দিয়েছি এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি। নিঃসন্দেহে এতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শন ।

(২০) তাদের সম্বন্ধে ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল। ফলে তাদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করল। (২১) তাদের উপর ইবলিসের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; কিন্তু আমি পরকালে বিশ্বাসীদেরকে এবং পরকালের ব্যাপারে সন্দেহ পোষনকারীদেরকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলাম। তোমার প্রভু সব কিছুর সংরক্ষক।

(২২) বলঃ 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য মনে করতে তাদের কে ডাকো। তারা নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের কণা পরিমাণ অংশের মালিক নয়। এই দুইয়ে তাদের কোনো অংশীদারী নেই, বা এদের মধ্যে তাদের কোন সহায়ক নেই। (২৩) তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যতীত তাঁর কাছে অন্য কারোর সুপারিশ কাজে আসবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হবে, তখন তারা অনুমতিপ্রাপ্তদেরকে বলবেঃ 'তোমাদের প্রভু কি বললেন?' উত্তরে তারা বলবেঃ 'তিনি সত্যের আদেশ দিয়েছেন। তিনি সর্বোচ্চ, মহামহিম।'

(২৪) বলঃ 'কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দেন?' বলঃ 'আল্লাহ।' আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো একদল সঠিক পথে আছে এবং অন্যদল স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে। (২৫) বলঃ 'আমরা যে অপরাধ করি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আর তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আমাদেরকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না।' (২৬) বলঃ 'আমাদের প্রভু আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আমাদের মধ্যে তিনি সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী, মহাজ্ঞানী।' (২৭) বলঃ 'তোমরা যাদেরকে অংশীদার হিসাবে তাঁর সাথে যুক্ত করেছো তাদেরকে আমাকে দেখাও। কখনই নয়, বরং তিনিই আল্লাহ - অত্যন্ত পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

(২৮) আমি তো তোমাকে সব মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (২৯) তারা বলেঃ 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, ওই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?' (৩০) বলঃ 'তোমাদের জন্য একটি বিশেষ দিনের প্রতিশ্রুতি আছে, যা মুহূর্তের জন্য বিলম্বিত হবে না, আর ত্বরান্বিতও হবে না।'

(৩১) যারা অস্বীকার করে তারা বলেঃ 'আমরা কখনই এই কুরআনকে বিশ্বাস করবো না এবং এর পূর্ববর্তী গ্রন্থকেও।' যখন এই অত্যাচারীদেরকে (জালিমদেরকে) তাদের প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে তখন যদি তুমি তাদের দেখতে - তারা তখন একে অপরের উপর দোষ চাপাতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা অহংকারীদের বলবেঃ 'যদি তোমরা না থাকতে তাহলে অবশ্যই আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী হতাম।' (৩২) অহংকারীরা দুর্বলদের কে বলবেঃ 'আমরা কি তোমাদের সঠিক পথে বাধা দিয়েছিলাম, সত্য যখন তোমাদের কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল? বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।' (৩৩) দুর্বলেরা অহংকারীদেরকে বলবেঃ 'বরং তোমরা দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, তোমরা আমাদেরকে বলতে আল্লাহকে অস্বীকার কর আর তার সাথে অংশীদার বানাও।' তারা যখন শাস্তি দেখতে পাবে তখন অনুতাপ গোপন রাখবে। আমি অস্বীকার কারীদের গলদেশে শৃঙ্খল পরাবো। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।

(৩৪) আমি যখনই কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার সম্পন্ন লোকেরা এটাই বলেছে যে, 'তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি না।' (৩৫) তারা আরও বলেছে, 'আমরা অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী তাই আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না।' (৩৬) বলঃ 'আমার প্রভু যাকে ইচ্ছা জীবিকা বর্ধিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা জীবিকা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ওই বস্তু নয় যা পদমর্যাদায় তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী বানিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ভালো কাজ করেছে, এমন লোকদের জন্য তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিফল রয়েছে। তারা সুউচ্চ বাসস্থানে সন্তোষজনক ভাবে থাকবে।

(৩৮) যারা আমার নিদর্শন সমূহকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সক্রিয়, তাদেরকে শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করানো হবে। (৩৯) বলঃ 'আমার প্রভু তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান অঢেল জীবিকা দান করেন, আর যাকে চান তার জীবিকা সংকুচিত করে দেন। যা কিছুই তোমরা ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিফল দেবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।'

(৪০) যে দিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেস্তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদের ইবাদত করত?' (৪১) তারা বলবেঃ 'আপনি পবিত্র মহান। আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই বরং তারা জ্বিনদের ইবাদত করত। এদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের প্রতি অস্থাবান ছিল।' (৪২) অতএব আজ তোমাদের কেউ কারও উপকার করতে পারবে না বা ক্ষতি করতে পারবে না। আমি অপরাধীদেরকে বলবোঃ 'আগুনের স্বাদ আস্বাদন কর যা তোমরা অবিচলভাবে অস্বীকার করতে।'

(৪৩) যখন তাদেরকে আমার স্পষ্ট আয়াত সমূহ শোনানো হত তখন তারা বলতঃ 'এতো এমনই এক ব্যক্তি যে তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষের উপাস্য থেকে বিমুখ করতে চায়।' তারা আরও বলতঃ 'এটাতো (কুরআন) মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয়।' ঐ অস্বীকার কারীদের কাছে যখন সত্য এল তখন তারা বললঃ 'এতো এক স্পষ্ট জাদু।' (৪৪) আমি তাদেরকে কোন গ্রন্থ দিইনি যা তারা পড়বে, আর আমি তোমার পূর্বে ওদের কাছে কোন সতর্ককারীও পাঠাইনি। (৪৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও সত্য অস্বীকার করেছিল। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম এরাতো তার দশভাগের এক ভাগও পায়নি। তার পরেও তারা আমার পয়গম্বরদেরকে মিথ্যা বলেছিল। অতএব কেমন ভয়ঙ্কর ছিল আমার শাস্তি!

(৪৬) বলঃ ‘আমি তোমাদেরকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর জন্য দুজন দুজন করে বা একজন একজন করে দাঁড়িয়ে যাও এবং তারপর চিন্তা কর। তখন তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদেব সাথী উন্মাদ নয়। সে এক কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (৪৭) বলঃ ‘আমি তোমাদের কাছে যে প্রতিদান চাইতে পারতাম তা তোমাদেরই থাক। আমার প্রতিদান দেবেন তো আল্লাহ। তিনি সবকিছুর সাক্ষী।’

(৪৮) বলঃ ‘আমার প্রভু সত্যকে (মিথ্যার উপর) নিক্ষেপ করেন। তিনি গোপন বিষয় সমূহ ভালোভাবেই জানেন।’ (৪৯) বলঃ ‘সত্য এসে গেছে এবং তা স্থায়ী হবে, আর মিথ্যা না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।’ (৫০) বলঃ আমি যদি বিপদগামী হই তাহলে আমার বিপদগামীতার পরিনাম আমার উপর, আমি যদি সুপথে থাকি তবে তা এজন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রভু প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা এবং অতি নিকটবর্তী।’

(৫১) তখন যদি তুমি দেখতে, যখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হবে এবং তারা পালাতেও পারবে না এবং তাদেরকে নিকট থেকেই ধরে আনা হবে। (৫২) তারা বলবেঃ ‘আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।’ কিন্তু বিশ্বাস হতে এতো দূর বিচ্যুত হওয়ার পর কিভাবে তারা বিশ্বাস অর্জন করবে?’ (৫৩) আগে তারা অবিশ্বাস করেছিল, আর না দেখে দূর থেকে আন্দাজে মন্তব্য করত। (৫৪) তাদের ও তাদের কামনার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন পূর্বে তাদের সতীর্থদের ক্ষেত্রেও করা হয়েছিল; কারণ তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত ছিল।

৩৫ ঃ সূরা ফাতির (স্রষ্টা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার ডানা বিশিষ্ট ফেরেস্তাদেরকে তাঁর বার্তাবাহক করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যা চান তা সংযোজন করেন, কারণ তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (২) আল্লাহ মানুষের জন্য যে অনুগ্রহ উন্মুক্ত করে দেন, তা অবরুদ্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই। আর তিনি যা অবরুদ্ধ করেন তা উন্মুক্ত করার ক্ষমতা কারও নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৩) হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টি কর্তা আছে কি? তিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন। তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। তাহলে তোমরা সত্য বিমুখ হচ্ছো কেন? (৪) এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহলে তোমার পূর্বেও অনেক পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। যাবতীয় বিষয় আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৫) হে মানুষ! নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে, বা সেই প্রধান প্রতারক যেন তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণা করতে না পারে।[১]

---

[১] বিঃ দ্রঃ - (৩৫ ঃ ০৫) আকস্মিক মৃত্যু, ভূমিকম্পের বিপর্যয় এবং এমন ঘটনাপ্রবাহ মানুষের স্বাভাবিক স্থৈর্য্যকে আন্দোলিত করে দেয়। বস্তুতপক্ষে এই ঘটনাগুলি আমাদেরকে প্রলয় দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু শয়তান পরক্ষনেই মানুষের মনোযোগের অভিমুখ পরিবর্তন করে দেয় এই বলে, যে-এই ঘটনাগুলির পশ্চাতে প্রকৃতিক কারণ আছে, কোন খোদায়ী হস্তক্ষেপ নেই।

(৬) নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তাকে শত্রুই মনে করবে। সে তার দলকে এজন্যই ডাকে যাতে তারাও জাহান্নামবাসী হয়ে যায়। (৭) যারা অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর বড় প্রতিফল।

(৮) যাকে তার মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর সে ওটাই উত্তম মনে করতে আরম্ভ করেছে (সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে সত্য পথে পরিচালিত হয়েছে) আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আর যাকে চান সঠিক পথ দেখান। অতএব ওদের জন্য আক্ষেপ করে তুমি নিজেকে ধ্বংস করো না। আল্লাহ জানেন তারা যা করছে।

(৯) আল্লাহই বাতাস পাঠিয়ে দেন। সেই বাতাস মেঘ উড়িয়ে আনে, তারপর আমি ওকে কোন নিষ্প্রাণ দেশের দিকে নিয়ে যাই। অতঃপর তা থেকে আমি মৃত-ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করি। এই ভাবেই হবে পুনরুত্থান। (১০) কেউ সম্মান চাইলে জেনে রেখো, সমস্ত সম্মানতো আল্লাহর জন্যই। সৎবাক্য তাঁরই দিকে উত্থিত হয় এবং সৎকর্মকে তিনি মর্যাদাপূর্ণ করেন। যারা মন্দকর্মের চক্রান্ত করছে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি এবং তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।

(১১) আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর তোমাদেরকে জোড়া বানিয়েছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না বা প্রসব করে না; এবং কোন ব্যক্তির জীবন দীর্ঘায়িত বা সংক্ষিপ্ত করা হয় না। এ সবই গ্রন্থে লিখিত আছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর জন্য এটা খুব সহজ।

(১২) দুই সমূদ্র সমান হয় না, একটি সুমিষ্ট, তৃষ্ণানিবারক এবং সুপেয় এবং অন্যটি লবনাক্ত ও বিস্বাদপূর্ণ। অথচ দুটো থেকেই তোমরা টাটকা মাছ আহার কর এবং পরিধেয় অলংকার আহরণ কর এবং এদের প্রতেকটিতে

তোমরা জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করে দিয়েছেন। প্রত্যেকেই একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত ভ্রাম্যমান। সেই আল্লাহই তোমাদের প্রভু ; রাজত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটি র পাতলা আবরণেরও মালিক নয়। (১৪) যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তারা তোমার ডাক শুনবে না, আর যদি তারা শোনেও তাহলে তোমার ডাকের উত্তরে তারা কিছুই করতে পারবে না, আর পুনরুত্থান দিবসে তারা তোমাদের শির্ক (অংশীবাদীতা) অস্বীকার করবে; আর 'মহা-বিজ্ঞের ন্যায়' কেউ তোমাকে (সত্য সম্পর্কে) অবহিত করবে না।

(১৫) হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ অ-মুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (১৬) তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে অপসৃত করে এক নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন। (১৭) এটা আল্লাহর জন্য কঠিন কিছু নয়। (১৮) কোন ভার বহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না এবং যদি কোনো গুরুভার বহনকারী তার ভার বহন করতে অন্যকে ডাকে, তার কিছুই বহন করা হবে না এমনকি যদি সে নিকটাত্মীয় হয় তবুও। তুমি তো কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রভুকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে; আর যে ব্যক্তি পবিত্র হয় সে নিজের জন্যই পবিত্র হয়। আল্লাহর কাছেই তো সকলের প্রত্যাবর্তন।

(১৯) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, (২০) সমান নয় অন্ধকার আর আলো। (২১) সমান নয় ছায়া আর রৌদ্র, (২২) আর জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান শোনাতে পারেন, তুমি ওদেরকে শোনাতে পার না যারা কবরে আছে। (২৩) তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।

(২৪) আমি তোমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সকর্তকারীরূপে, এমন কোন উম্মত (জাতি) নেই যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি। (২৫) যদি এরা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহলে এর পূর্বেও যারা ছিল তারাও তাদের পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ওদের কাছে ওদের পয়গম্বর প্রত্যক্ষ নিদর্শন, গ্রন্থাবলী এবং আলোকজ্জ্বল গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল। (২৬) তবুও যারা অস্বীকার করেছিল আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। কী ভয়ঙ্কর ছিল আমার শাস্তি!

(২৭) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ কিভাবে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার সাহায্যে আমি বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করেছি। পর্বতেও আছে রং এর বিভিন্ন মাত্রার সাদা, লাল এবং গাঢ় কালো শৈল প্রস্তর। (২৮) এমনিভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জীব-জন্তু ও চুতুষ্পদ পশুও আছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

(২৯) যারা আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসা আশা করে যাতে কখনই মন্দা আসবে না। (৩০) কারন, তিনি তাদেরকে তাদের কর্মফল পরিপূর্ণরূপে দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও গুনগ্রাহী। (৩১) আমি তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি তা সত্য এবং তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমর্থক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন এবং দেখেন।

(৩২) আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে পছন্দ করেছি তাদেরকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করেছি। তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি অন্যায় করেছে, আর কেউ (ঠিক-বেঠিক এর মধ্যে) মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে, আবার কেউ আল্লাহর কৃপায় কল্যাণকর কাজ কর্মে অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী হয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ; (৩৩) এরা স্থায়ী উদ্যানে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্তার অলংকার পরানো হবে,

সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের। (৩৪) তারা বলবেঃ ‘আল্লাহকে ধন্যবাদ! তিনিই আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভু ক্ষমাশীল, গুনগ্রাহী, (৩৫) যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী বসবাসের ঘর দিয়েছেন; যেখানে কোন কষ্ট আমাদের স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তি আমাদেরকে স্পর্শ করে না।’

(৩৬) কিন্তু যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যু আসবে না, তাদের অব্যাহতি হবে না, তাদের জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অস্বীকারকারীকেই এমনই শাস্তি দিই। (৩৭) তারা সেখানে আর্ত-চিৎকার করে বলবেঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে বের করে নাও। আমরা ভাল কাজ করবো, আগে যা করতাম তার থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করব। আমি কি তোমাকে এতটা আয়ু দিই নি, যাতে তুমি উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল; অতএব শাস্তি আস্বাদন কর।’ অন্যায়কারীদের কোন সহায়ক নেই।

(৩৮) আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মনের কথা সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন; (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন।[১] অতএব যে অস্বীকার করবে সে তার অস্বীকারের ভার বহন করবে। অবিশ্বাসীদের অস্বীকার ওদের প্রভুর ক্রোধ বৃদ্ধি করে। অবিশ্বাসীদের অস্বীকার ওদের ক্ষতি বৃদ্ধি করবে।

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৩৫ঃ৩৯) ‘আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন’-এই বাক্য দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আবির্ভাবের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। মহিমান্বিত আল্লাহর এটাই বিধান যে, তিনি কোন জাতিকে পৃথিবীতে তাদের গোড়াপত্তন করতে এবং উন্নতিবিধান করতে সুযোগ দেন। যখন তারা অকর্মন্য হয়ে যায়, তখন তিনি অন্য জাতিকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।

(৪০) বলঃ ‘আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক, তোমাদের সেই অংশীদারদের কথা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা আমাকে দেখাওতো তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে? আকাশে কি তাদের কোন অংশ আছে? বা আমি কি তাদেরকে কোন গ্রন্থ দিয়েছি যে, তার উপর ভিত্তি করে তারা কাজ করে? আসলে অত্যাচারীরা (জালিমরা) কেবল একে অন্যকে প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। (৪১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয় তাহলে তিনি ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখতে পারবে না। নিঃসন্দেহে তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

(৪২) তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলেছিল যে, যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসে তাহলে অবশ্যই তারা যে কোন জাতির চেয়ে অধিক পরিমানে সৎপথের অনুসারী হবে। অতঃপর যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এল তখন তারা বেশী করে বিমুখ হল, (৪৩) এবং তারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল এবং কূট-চক্রান্ত করল। কূট-চক্রান্ত কূট-চক্রীদেরকেই পরিবেষ্টন করবে। তারা কি সেই বিধানের অপেক্ষা করছে যা তাদের পূর্বের (পাপী) লোকদের উপর বহাল হয়েছিল? আল্লাহর বিধানে তুমি কোন পরিবর্তন পাবে না বা কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না। (৪৪) এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তো দেখতে পেত, এদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল। তারা তো এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে পারে না। নিঃসন্দেহে তিনি মহাজ্ঞানী, পরম সামর্থবান।

(৪৫) আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীর কোন প্রাণীকেও ছাড়তেন না; বরং তিনি তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ হবেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

৩৬ ঃ সূরা ইয়াসীন (ইয়াসীন)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) ইয়া-সীন-(২) প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের শপথ। (৩) নিঃসন্দেহে তুমি পয়গম্বরদের একজন, (৪) সরল পথের অনুসারী। (৫) এটা সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, (৬) যাতে তুমি ঐ লোকদেরকে সতর্ক করতে পার যাদের পূর্বপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি; অতএব তারা অনবহিত।

(৭) ওদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের জন্য সেই কথা সত্য হয়ে গেছেঃ তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৮) আমি ওদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী লাগিয়ে দিয়েছি; ফলে তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে আছে। (৯) আমি ওদের সামনে একটি আবরণ করে দিয়েছি আর একটি আবরণ ওদের পিছনে দিয়ে দিয়েছি এবং তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতেও পায় না। (১০) ওদেরকে তুমি সতর্ক কর আর না কর, ওদের পক্ষে সমান। তারা বিশ্বাস করবে না। (১১) তুমি তো কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেও আল্লাহকে ভয় করে। তাই এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।

(১২) আমি মৃতদেরকে অবশ্যই জীবিত করবো, আর আমি লিখে রাখছি যা তারা সামনে পাঠিয়েছে, আর যা পিছনে রেখে এসেছে। সবকিছু আমি এক স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।

(১৩) উদাহরণস্বরূপ এদেরকে এক জনপদের অধিবাসীদের বৃত্তান্ত শোনাও যাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ এসেছিল। (১৪) আমি তাদের কাছে দুজন পয়গম্বর পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তারা দুজনকেই অস্বীকার করল। তখন আমি তৃতীয় একজনকে দিয়ে ওদের সহায়তা করলাম।

তারা বললঃ 'আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।' (১৫) তারা উত্তর দিলঃ 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, করুণাময় কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা শুধু মিথ্যা বলছো।' (১৬) তারা বললঃ 'আমাদের প্রভু জানেন, আমরা নিশ্চিতরূপে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। (১৭) আর আমাদের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।' (১৮) কিন্তু তারা উত্তরে বললঃ 'আমরা তোমাদেরকে অশুভ মনে করি। তোমরা যদি বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর এক কঠোর শাস্তি নেমে আসবে।' (১৯) তারা বললঃ 'তোমাদের অকল্যাণ তোমাদেরই সাথেই! এ জন্যেই কি তোমাদেরকে সত্য সম্পর্কে সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে? আসলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জনগোষ্ঠী।'

(২০) একটি লোক নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এল, সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পয়গম্বরদের কথা মেনে নাও। (২১) এদেরকে অনুসরণ কর যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং এরা সঠিক পথে আছে।'

(২২) 'আমি কেন সেই মহান সত্তার ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তার কাছে তোমাদেরকেও ফিরে যেতে হবে? (২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে উপাস্য বানাব? যদি করুণাময় আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান তাহলে ওদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না আর ওরা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না। (২৪) নিঃসন্দেহে তখন আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব। (২৫) আমি তোমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি; অতএব তোমরাও আমার কথা শোন।' (২৬) বলা হলঃ 'জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বললঃ 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানত (২৭) যে, আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'

(২৮) তারপর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমি আকাশ থেকে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি, আর আমি এমন বাহিনী প্রেরণকারীও ছিলাম না। (২৯) একটি মাত্র বিস্ফোরণ হল, আর অমনি তারা প্রানহীন হয়ে পড়ে রইলো। (৩০) বড় আফসোস বান্দাদের জন্য! যে পয়গম্বরই তাদের কাছে এসেছে, তাকেই তারা উপহাস করেছে। (৩১) তারা কি দেখেনি, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি? তারা আর তাদের কাছে ফিরে আসবে না। (৩২) অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রিত করে আমার নিকটউপস্থিত করা হবে।

(৩৩) তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল মৃত ভূমি। আমি তাকে জীবিত করি এবং তা থেকে আমি শস্য উৎপন্ন করি এবং তারা তা থেকে আহার করে। (৩৪) তাতে আমি খেজুরের এবং আঙুরের বাগান তৈরী করেছি এবং তাতে স্রোত প্রবাহিত করেছি, (৩৫) যাতে লোকেরা এর ফল খেতে পারে; অথচ এটা তাদের হাতের সৃষ্টি নয়; তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? (৩৬) পবিত্র সেই সত্তা যিনি সমস্ত কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন -- মাটি থেকে জন্মানো উদ্ভিদকে, তাদের নিজেদেরকে এবং অন্যান্যদেরকে যাদের সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান নেই।

(৩৭) তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল রাত। আমি ওর থেকে দিনের (আলো) অপসারিত করি, অমনি সে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, (৩৮) এবং সূর্য, পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ আল্লাহর দ্বারা নির্ধারিত গন্তব্যে ছুটে চলে। (৩৯) চন্দ্রের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি কতগুলো তিথি। যার ফলে তা পুরানো খেজুরের শাখার মতো হয়ে যায়। (৪০) সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনের আগে আসা। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে ভেসে বেড়ায়।

(৪১) তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই করা নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। (৪২) আমি তাদের জন্য তার মত

অন্য কিছু তৈরী করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি যদি ইচ্ছা করি তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি। তখন তাদের ডাক শোনার বা উদ্ধার করার কেউ থাকবে না। (৪৪) কিন্তু এটা আমার অনুকম্পা যে ওদেরকে নির্দিষ্ট মেয়াদ অবধি সুযোগ দেওয়া হয়।

(৪৫) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ 'তোমাদের সামনে যা আছে আর পিছনে যা আছে তাকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পারো।' (৪৬) যখনই তাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাদের নিকটে আসে, তখনই তারা নিশ্চয় তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন ওদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর।' তখন অস্বীকারকারীরা বিশ্বাসীগণকে বলেঃ 'আমরা কেন এমন কাউকে আহার করাব, যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আহার করাতে পারতেন? তোমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ!'

(৪৮) তারা আরো বলেঃ 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে?' (৪৯) তারা কেবল একটা আওয়াজের অপেক্ষায় আছে যা বিবাদমান থাকাকালীন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবে। (৫০) তখন তারা কোন অসিয়ত করতে বা তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যেতে পারবে না। (৫১) শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে; তখনই তারা কবর থেকে উত্থিত হয়ে তাদের প্রতিপালকের দিকে চলতে থাকবে। (৫২) তারা বলবেঃ 'হায়! আমাদের দূর্ভাগ্য, কবর থেকে কে আমাদেরকে ওঠালো?' করুণাময় তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং পয়গম্বরগণও সত্য কথাই বলেছিলেন। (৫৩) কেবলমাত্র একটি আওয়াজ হবে, অমনি সবাইকে একত্রিত করে আমার সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হবে।

(৫৪) অতএব আজকের দিনে কারও প্রতি কোন অবিচার হবে না এবং

তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। (৫৫) নিঃসন্দেহে বেহেস্তবাসীরা এদিন আনন্দে মগ্ন থাকবে। (৫৬) তারা ও তাদের স্ত্রীরা, সুশীতল ছায়ায় আরামদায়ক আসনে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য সুস্বাদু ফল থাকবে এবং তারা যা চাইবে তাই পাবে। (৫৮) পরম করুণাময় প্রভুর পক্ষ থেকে তাদেরকে শান্তি বলা হবে।

(৫৯) (এবং আল্লাহ বলবেন) হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। (৬০) হে আদম (অ্যাডাম) সন্তানেরা! আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬১) তোমরা আমারই দাসত্ব করবে, এটাই সোজা পথ। (৬২) সে তোমাদের বহুসংখ্যক লোককে বিপথগামী করেছে। তোমরা কি বুঝতে না? (৬৩) এই সেই জাহান্নাম, যার কথা তোমাদের বলা হত। (৬৪) এখন তোমাদের অস্বীকারের কারণে এতে প্রবেশ কর। (৬৫) আজ আমি ওদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেব এবং এদের হাত কথা বলবে, আর এদের পা, এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

(৬৬) যদি আমি চাইতাম এদের চোখগুলো বিলীন করে দিতে পারতাম। তখন পথ চলতে চাইলে তারা দেখত কি ভাবে? (৬৭) আমি যদি চাইতাম তাদের নিজ নিজ জায়গাতেই এমন বিকলাঙ্গ করে দিতাম যে তারা সামনের দিকে যেতে পারত না বা পিছিয়ে আসতে পারত না। (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘজীবী করি, তাকে তার পূর্বের আকৃতিতে ফিরিয়ে দিই। তবুও কি তারা বোঝে না?

(৬৯) আমি তাকে কবিতা শেখাইনি, আর এটা তার পক্ষে উপযুক্তও নয়। এতো কেবল এক স্মারকপত্র, এবং স্পষ্ট কুরআন, (৭০) যাতে সে ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারে যে জীবিত এবং অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সেই কথা (আল্লাহর নির্নয়) সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

(৭১) তারা কি দেখেনা যে, আমি নিজের হাতে তৈরী বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি এবং তারাই এগুলোর অধিকারী। (৭২) আমি ওদেরকে তাদের অধীন করে দিয়েছি, ফলে ওদের মধ্যে কতকগুলো তাদের বাহন হিসাবে এবং কতকগুলো খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। (৭৩) তারা এথেকে উপকার পায় এবং পানীয় পেয়ে থাকে। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? (৭৪) তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করে, এই আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (৭৫) তারা তাদের সাহায্য করতে পারবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনীরূপে ধৃত হয়ে আসবে। (৭৬) অতএব তাদের কথায় তুমি দুঃখ পেয় না। আমি জানি তারা যা গোপন করে, আর যা প্রকাশ করে।

(৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? আর সে কি না পরে প্রকাশ্য বিতর্ককারী হয়ে যায়, (৭৮) আমার বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলেঃ 'হাড়গুলো পচে গলে যাওয়ার পর কে সেগুলোকে জীবিত করবে?' (৭৯) বলঃ যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৮০) তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেছেন, তা থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও। (৮১) যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি সক্ষম। তিনিই মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন 'হও'। তখনি তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র সেই মহান সত্তা, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় কতৃত্ব, আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩৭ ঃ সূরা আস-সা-ফ্‌ফাত (সারিবদ্ধ)

আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ তাদের (ফেরেস্তাদের) যারা সারিবদ্ধ ভাবে দন্ডায়মান, (২) এবং যারা ভৎসনা করে (পাপিষ্ঠদের) বিতাড়িত করে, (৩) এবং যারা নিরন্তর (কুরআন) আবৃত্তি করে ঃ (৪) নিশ্চয় তোমাদের উপাস্য একজনই, (৫) আকাশ ও পৃথিবী, আর যা কিছু এর মধ্যে আছে তার প্রতিপালক; সমস্ত পূর্ব দিগন্তের প্রতিপালক।

(৬) আমি আকাশকে তারকারাজি দিয়ে সুশোভিত করেছি, (৭) এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত করেছি। (৮) সে সর্বোচ্চ দরবারে আর কান পাততে পারে না, এবং তাদের প্রতি সবদিক থেকে (জলন্ত তারকা) নিক্ষিপ্ত হয় (৯) তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, এবং তাদের জন্য রয়েছে অন্তহীন শাস্তি। (১০) কেউ যদি (ঐ জ্ঞানের) সামান্য আভাস পায়, এক জ্বলন্ত অঙ্গার তার পিছনে ধাওয়া করে।

(১১) অতএব যারা সত্য অস্বীকার করে, তাদের জিজ্ঞাসা কর, তাদেরকে সৃষ্টি বেশী কঠিন না আমি অন্যান্য যা সৃষ্টি করেছি তা বেশী কঠিন। আমি তাদেরকে আঠাল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। (১২) তুমি বিস্ময় বোধ করছ, আর ওরা উপহাস করছে। (১৩) যখন ওদেরকে বোঝান হয় তারা বোঝে না, (১৪) আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখতে পায় তখন বিদ্রুপ করে। (১৫) আর বলেঃ 'এতো কেবল জাদু। (১৬) আমরা মরে গিয়ে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো, তার পরেও কি আমাদের আবার ওঠানো হবে? (১৭) আর আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও?' (১৮) বলঃ 'হ্যাঁ নিশ্চয়, এবং তোমরা অপমানিত হবে।'

(১৯) বস্তুত সেটা হবে এক বিকট শব্দ এবং তখনই তাদের চোখ খুলে যাবে। (২০) তারা বলবেঃ 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এটাই তো প্রতিদানের দিন।'

(২১) (বলা হবে) এটাই শেষ বিচারের দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (২২) কিন্তু আমি বলব, একত্রিত করো ওদেরকে যারা অন্যায় করেছে এবং ওদের সাথীদেরকে আর ওদের উপাস্যদেরকে, (২৩) যাদেরকে তারা আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদতকরত, তারপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও; (২৪) এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ওদেরকে দাঁড় করাও। (২৫) 'তোমাদের কি হল যে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছো না?' (২৬) বস্তুত: সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে।

(২৭) তারা একে অপরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, (২৮) বলবেঃ 'তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক দিয়ে আসতে।' (২৯) তারা উত্তরে বলবেঃ 'না! তোমরা আস্থাবান ছিলে না - (৩০) তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বরং তোমরা নিজেরাই বিদ্রোহী ছিলে। (৩১) আমাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রভুর কথাই সঠিক হয়েছে; আমাদেরকে এর (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম কারণ আমরা নিজেরাও বিপথগামী ছিলাম।' (৩৩) অতএব তারা সকলেই সেদিন শাস্তির অংশীদার হবে। (৩৪) আমি অপরাধীদের সাথে এরূপ আচরণই করি। (৩৫) এরাই সেই লোক যখন তাদেরকে বলা হত যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই' তখন তারা অহংকার করত, (৩৬) এবং বলতঃ 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করবো?' (৩৭) নিশ্চয়ই সে তো সত্য নিয়ে এসেছে এবংপয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বানী সার্থক করেছে। (৩৮) নিঃসন্দেহে তোমাদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। (৩৯) এবং তোমাদেরকে কেবল তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।'

(৪০) কিন্তু যারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা; (৪১) তাদের জন্য নির্দিষ্ট

জীবিকা রয়েছে - (৪২) নানা ধরনের ফলমূল; এবং তারা হবে সম্মানিত, (৪৩) সুখময় উদ্যানে, (৪৪) পালঙ্কে মুখো-মুখি হয়ে বসবে। (৪৫) তাদেরকে প্রবাহমান ঝরণা থেকে বিশুদ্ধ পাণীয় পরিবেশন করা হবে, (৪৬) যা হবে স্বচ্ছ এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (৪৭) তাতে কোন ক্ষতি হবে না, বা বুদ্ধিভ্রম ও হবে না। (৪৮) তাদের পাশে থাকবে আণত দৃষ্টির সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট পত্নীগণ - (৪৯) সযত্নে সুরক্ষিত মুক্তোর মতো।

(৫০) তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে বাক্যালাপ করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে যে, 'আমার একজন পরিচিত ছিল। (৫২) সে বলত, তুমিও কি বিশ্বাস কর যে, (৫৩) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাব তখনও কি আমাদের প্রতিফল দেওয়া হবে?' (৫৪) সে বলবেঃ 'আমরা কি তার খোঁজ করবো?' (৫৫) যখন সে খোঁজ করবে, সে তাকে জাহান্নামের মধ্যে দেখতে পাবে। (৫৬) বলবেঃ 'আল্লাহর শপথ। আমাকে তো তুমি প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলে। (৫৭) যদি আমার প্রভুর কৃপা না হত তাহলে আমিও (জাহান্নামে) আটক ব্যাক্তিদের মধ্যে সামিল হতাম।' (৫৮) এখন তো আর আমাদের মৃত্যু হবে না, (৫৯) প্রথমবারের মৃত্যু ছাড়া, আর আমাদের শাস্তিও হবে না। (৬০) নিঃসন্দেহে এটাই বড় সফলতা।' (৬১) এমনটি পাওয়ার জন্য সকলেরই কর্ম করা উচিত।

(৬২) এই আতিথ্য সুন্দর, না কি যাক্কুম বৃক্ষ, (৬৩) যাকে আমি অপরাধীদের পরীক্ষার জন্য তৈরী করেছি। (৬৪) এ এক বৃক্ষ যা জাহান্নামের তলদেশে উৎপন্ন হয় ঃ (৬৫) এবং এর ফল শয়তানের মাথার মতো। (৬৬) তারা এর থেকে খাবে, আর তা দিয়েই উদরপূর্ণ করবে। (৬৭) তারপর ওদেরকে ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। (৬৮) তারপর তাদের

প্রত্যাবর্তন জাহান্নামের দিকেই ঘটবে। (৬৯) তারা দেখেছিল তাদের পূর্বপুরুষগণ বিপথগামী হয়েছে, (৭০) এবং তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। (৭১) আসলে তাদের আগে, পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল, (৭২) যদিও আমি ওদের কাছেও সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম। (৭৩) তাহলে দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের অন্তিম পরিণতি কি হয়েছিল! (৭৪) তবে, আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

(৭৫) নূহ (নোয়াহ) আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী! (৭৬) আমি তাকে ও তার লোকদেরকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) আমি তার বংশকে জীবিত রেখেছি। (৭৮) তার কথা পরবর্তীদের নিকট স্মরণীয় করে রেখে দিয়েছি। (৭৯) বিশ্বজগতে নূহ (নোয়াহ) এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! (৮০) এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই। (৮১) নিঃসন্দেহে সে আমার আস্থাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮২) আমি অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি।

(৮৩) তাঁর অনুসারীদেরই একজন ছিল ইবরাহীম (আবরাহাম)ঃ (৮৪) সে বিশুদ্ধ চিত্তে তার প্রভুর কাছে এসেছিল। (৮৫) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ ‘তোমরা কাদের ইবাদত করছো? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মনগড়া উপাস্যদের চাও? (৮৭) বিশ্বজগতের প্রভু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?’

(৮৮) অতঃপর ইবরাহীম (আবরাহাম) তারকারাজীর দিকে একবার তাকাল, (৮৯) এবং বলল যে, ‘আমি অসুস্থ।’ (৯০) তারপর তারা তাকে রেখে চলে গেল। (৯১) তখন সে তাদের মূর্তিগুলোর মাঝে প্রবেশ করল এবং বললঃ ‘তোমরা কেন আহার করছ না? (৯২) তোমাদের কী হল যে তোমরা কিছু বলছ না? (৯৩) অতঃপর সর্বশক্তি দিয়ে ওদের প্রহার করল।

(৯৪) লোকেরা তার কাছে দৌড়ে এল। (৯৫) ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'তোমরা কিভাবে ওদের পূজা কর যেগুলো তোমরা নিজ হাতে তৈরী করেছ, (৯৬) যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কিছু তৈরী কর তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন? (৯৭) তারা বললঃ 'এর জন্য একটি ঘর (অগ্নিকুণ্ড) তৈরী কর এবং তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর।' (৯৮) তারা তার বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ওদেরকেই হেয় করলাম। (৯৯) সে বললঃ 'আমি আমার প্রভুর কাছে যাচ্ছিঃ তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। (১০০) হে আমার প্রভু! আমাকে সৎ সন্তান দান করুন।' (১০১) তখন আমি তাকে এক ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিই।

(১০২) অতঃপর যখন সে তার সাথে কাজ করার বয়সে উপনীত হল, সে বললঃ 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে কুরবানি করছি। অতএব ভেবে বল তোমার মত কি!' সে বললঃ 'পিতা! আপনাকে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ যদি চান তাহলে আপনি আমাকে অবিচল অবস্থায় পাবেন।' (১০৩) অতঃপর যখন তারা দুজনেই আত্মসমর্পণ করল এবং ইবরাহীম (আবরাহাম) তার পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। (১০৪) আমি তাকে ডাকলাম, 'হে ইবরাহীম (আবরাহাম)! (১০৫) তুমি স্বপ্ন সত্য প্রতিপন্ন করে দেখিয়েছ।' আমি এই ভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি - (১০৬) নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা - (১০৭) আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান উৎসর্গের বিনিময়ে। (১০৮) আমি তাকে পরবর্তীদের মাঝেস্মরণীয় করে রাখলাম। (১০৯) ইবরাহীমের (আবরাহাম) উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (১১০) আমি সৎকর্মশীলদের এই ভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) নিঃসন্দেহে সে আমার আস্থাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১১২) আমি তাকে ইসহাকের (আইজ্যাক) সুসংবাদ দিই - সে ছিল একজন

পয়গম্বর এবং সৎকর্মশীল -- (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে (আইজ্যাক) কল্যাণ দান করি। ওদের দুজনের বংশে সৎকর্মশীল মানুষেরাও আছে, আর এমনও আছে যারা নিজেরাই নিজেদের উপরে অত্যাচার করে।

(১১৪) আমি মূসা (মোজেস) ও হারুনের (অ্যরন) প্রতি অনুগ্রহ করেছিঃ (১১৫) তাদেরকে আর তাদের সম্প্রদায়কে এক বড় সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছি; (১১৬) এবং আমি ওদেরকে সাহায্য করেছিলাম তাই তারা বিজয়ী হতে পেরেছিল; (১১৭) আমি ওদের দুজনকে স্পষ্ট গ্রন্থ দিয়েছিলাম; (১১৮) এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। (১১৯) আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রেখেছি। (১২০) মূসা (মোজেস) ও হারুনের (অ্যরন) প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! (১২১) সৎকর্মশীলদের আমি এই ভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১২২) নিঃসন্দেহে তারা দুজনেই আমার আস্থাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(১২৩) ইলিয়াস (এলিজা) ও ছিল পয়গম্বরদের মধ্যে একজন। (১২৪) সে তার সম্প্রদায়কে বললঃ 'তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না? (১২৫) তোমরা কি বা'আল দেবতার উপাসনা করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে? (১২৬) আল্লাহ, তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরও প্রভু।' (১২৭) তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। তাই অবশ্যই তাদেরকে তলব করা হবে; (১২৮) কিন্তু যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা ছিল তারা ব্যতীত।(১২৯) আমি এটা পববর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রেখেছি। (১৩০) ইলিয়াসের (এলিজার) উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (১৩১) সৎকর্মশীলদের আমি এই ভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) নিঃসন্দেহে সে আমার আস্থাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(১৩৩) নিঃসন্দেহে লূতও একজন পয়গম্বর ছিল (১৩৪) যখন আমি তাকে আর তার লোকদের রক্ষা করি - (১৩৫) এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পশ্চাতে

অবস্থানকারী লোকদের মধ্যে ছিল। (১৩৬) অতঃপর আমি অন্যদেরকে ধ্বংস করে দিই। (১৩৭) তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে যাতায়াত কর সকালে (১৩৮) এবং রাতে, তবুও কি তোমরা বোঝ না?

(১৩৯) নিঃসন্দেহে ইউনূস (জোনাহ) ও ছিল পয়গম্বরদের মধ্যে একজন। (১৪০) যখন সে পালিয়ে বোঝাই করা নৌকায় পৌঁছাল, (১৪১) অতঃপর সে ভাগ্য পরীক্ষায় যোগদান করল এবং পরাভূত হলো, (১৪২) এবং এক বৃহদাকার মাছ তাকে গিলে ফেলল, যখন সে নিজেকেই ভর্ৎসনা করতে থাকল। (১৪৩) যদি সে সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণাকারীর মধ্যে না হতো, (১৪৪) তাহলে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সে মাছের পেটেই অবস্থান করত। (১৪৫) অতঃপর তাকে আমি রুগ্ন অবস্থায় এক প্রান্তরে নিক্ষেপ করালাম, (১৪৬) এবং আমি তার উপরে একটি লতা বৃক্ষ উৎপন্ন করে দিলাম। (১৪৭) আমি তাকে এক লক্ষ বা তার বেশী লোকের কাছে দূত হিসাবে পাঠিয়ে দিলাম। (১৪৮) অতঃপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করলে, তাদেরকে কিছুকালের জন্য ভোগের সুযোগ দিই।

(১৪৯) এখন তাদের কাছে জানতে চাও, তোমার প্রভুর জন্য কন্যা আর তাদের জন্য পুত্র? (১৫০) তারা কি দেখেছিল যে, আমি ফেরেস্তাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (১৫১) নিশ্চয়ই না, ওরা মনগড়া কথা বলে, (১৫২) 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি পুত্র সন্তানের স্থলে কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন? (১৫৪) তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের এ কেমন বিচার? (১৫৫) তোমরা কি অনুধাবন করো না? (১৫৬) তোমাদের কাছে কি কোন স্পষ্ট প্রমাণ আছে? (১৫৭) তাহলে তোমাদের গ্রন্থ নিয়ে এস যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৫৮) তারা দাবী করে আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যেও আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। অথচ জ্বিনেরা জানে যে, অবশ্যই তাদেরকে (বিচারের জন্য) তাঁর সামনে হাজির হতে হবে। (১৫৯) তারা যেসব কথা বলে আল্লাহ তা হতে পবিত্র - (১৬০) আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত- (১৬১) তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে ইবাদত কর - (১৬২) তারা কেউই আল্লাহ সম্বন্ধে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, (১৬৩) একমাত্র তারা ব্যতীত, যারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (১৬৪) (ফেরেস্তাগণ বলে), 'আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে, (১৬৫) আমরা আল্লাহর সামনে কেবল সারিবদ্ধ হই। (১৬৬) আর আমরা তাঁরই সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণাকারী।'

(১৬৭) এরা বলত - (১৬৮) 'যদি আমাদের কাছে পূর্বের লোকদের কোন গ্রন্থ থাকতো, (১৬৯) তাহলে আমরা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা হতাম।' (১৭০) কিন্তু তারা এটাকে (কুরআনকে) অবিশ্বাস করল, অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে! (১৭১) আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার নির্ণয় আগেই ঠিক হয়ে আছেঃ (১৭২) নিঃসন্দেহে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে; (১৭৩) আর আমার সেনারাই বিজয়ী হবে। (১৭৪) অতএব কিছুকালের জন্য ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, (১৭৫) এবং দেখতে থাকোঃ তারা শীঘ্রই দেখতে পাবে।

(১৭৬) ওরা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? (১৭৭) কিন্তু শাস্তি যখন তাদের আঙ্গিনায় নেমে আসবে তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের সকালটা কত খারাপ হবে! (১৭৮) তাই কিছু সময়ের জন্য এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, (১৭৯) আর দেখতে থাকো, শীঘ্রই তারা নিজেরাই দেখতে পাবে। (১৮০) পবিত্র তোমার প্রভু! তারা যা কিছু বলে, তোমার মহাসম্মানিত প্রভু তার উর্ধ্বে। (১৮১) পয়গম্বরদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! (১৮২) সকল প্রশংসা নিখিলজগতের প্রভু আল্লাহর।

৩৮ ঃ সূরা সোয়া-দ (সোয়া-দ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) সোয়া-দ। উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ। (২) যারা অস্বীকারকারী তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। (৩) এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তারা চিৎকার করেছে; কিন্তু তখন পালাবার সময় ছিল না।

(৪) তারা বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদের মধ্যে থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে। আর অবিশ্বাসীরা বলেঃ 'এতো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী। (৫) সে কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্য করে দিয়েছে? এতো এক অদ্ভূত ব্যাপার।' (৬) তাদের নেতাগণ এই বলে চলে গেলঃ 'চলো! তোমাদের উপাস্যদেরকে অটল ভাবে ধারণ কর। এটা একটা ষড়যন্ত্র। (৭) আমরা তো একথা পূর্বের ধর্মে শুনিনি! এটা একটা বানানো কথা। (৮) আমাদের মধ্যে থেকে কেবল তারই উপরে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হল?' আসলে তারা আমার সতর্কতা সম্পর্কে সন্দিহান। তারা এখনও আমার শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেনি।

(৯) ওদের কাছে তোমার প্রভুর অনুগ্রহের ভাণ্ডার আছে না কি, যিনি পরাক্রমশালী, দয়াবান? (১০) আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার মালিকানা কি ওদের অধিকারে আছে? তাহলে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরোহন করুক; (১১) বহু বাহিনীর মধ্যে এই বাহিনী সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। (১২) এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় সত্য অস্বীকার করেছিল ঠিক যেমন আদ জাতি এবং কিলক বিশিষ্ট ফেরাউন (ফ্যারাও) অস্বীকার করেছিল, (১৩) এবং সামূদ, লূতের সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসীবৃন্দরাও।

-এরা ছিল এক একটি বিশাল মিত্র বাহিনী।(১৪) তারা সবাই পয়গম্বরদেরকে অস্বীকার করেছিল, তাই আমার শাস্তি পৌঁছে গিয়েছিল।(১৫) এরা কেবলমাত্র এক বিকট (শাস্তির) আওয়াজের অপেক্ষায় আছে, যা বিন্দু পরিমাণ বিলম্ব করা হবে না।(১৬) তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রাপ্য বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদের দিয়ে দিন।'

(১৭) তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধারণ করো এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করো, সে সর্বদা আমার অভিমুখী ছিল।(১৮) আমি পর্বতসমূহকে তার সাথে নিয়োজিত করেছিলাম, সে সকাল সন্ধ্যায় ওদের সাথে সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করত।(১৯) আর পাখীরাও সমবেতভাবে সকলেই তাঁর অভিমুখী হতো।(২০) আমি তার রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলাম, তাকে বিবেক প্রদান করেছিলাম এবং তাকে বিচারশক্তি দান করেছিলাম।

(২১) তুমি কি বিবাদকারী পক্ষের কথা শুনেছো, যারা প্রাচীর টপকে ইবাদতস্থলে এসে পৌঁছে ছিল? (২২) যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছালো তখন সে ঘাবড়ে গেল। তারা বললঃ 'আপনি ভয় পাবেন না। আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ, একপক্ষ অন্যপক্ষের উপর অত্যাচার করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে নায্য মীমাংসা করে দিন, অবিচার করবেন না। আর আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।'

(২৩) আমার এই ভাইয়ের, এর কাছে নিরানব্বুইটি দুম্বা আছে, আর আমার কাছে একটি মাত্র দুম্বা আছে। তারপরও সে বলছে - 'ওটাকে আমার জিম্মায় দিয়ে দাও।' আর তর্ক-বিতর্কে সে আমাকে পরাস্ত করেছে।(২৪) দাউদ বললঃ 'তোমার দুম্বাটি তার দুম্বাগুলির সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়ে সে সত্যিই তোমার প্রতি অবিচার করেছে। অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের প্রতি এইভাবে অবিচার করে থাকে; অবশ্য সত্যে বিশ্বাস

স্থাপনকারী ও সৎকর্মশীলরা এর ব্যতিক্রম, তবে তারা সংখ্যায় কম।' দাউদের মনে হঠাৎ ধারণা জন্মাল, আমি তাকে পরীক্ষা করছি, তাই সে তার প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইল এবং সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর অভিমুখী হল। (২৫) অতঃপর আমি তার অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিঃসন্দেহে আমার কাছে তার জন্য নৈকট্য ও শুভ পরিণাম আছে।

(২৬) আমি বললাম, 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে কতৃত্ব দিয়েছি। অতএব মানুষের মধ্যে ন্যায্য মীমাংসা করো, প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহলে সে তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ, তারা হিসাবের দিনকে অস্বীকার করে।'

(২৭) আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা আমি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। এটা তাদেরই ধারণা, যারা অবিশ্বাস করেছে। অতএব অবিশ্বাসীদের জন্য আগুনের দূর্ভোগ রয়েছে। (২৮) আমি কি সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং সৎকর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করব? আমি কি সদাচারীদেরকে দূরাচারীদের সমান গণ্য করব? (২৯) এটা এক কল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি তোমার (মুহাম্মদ) প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকেরা এর বাণীসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানেরা উপদেশ প্রাপ্ত হয়।

(৩০) আমি দাউদকে (ডেভিড) সুলাইমান (সলোমন) প্রদান করেছি। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। (৩১) যখন সন্ধ্যার সময় তার সম্মূখে উন্নত মানের দ্রুতগামী অশ্বরাজিকেউপস্থিত করা হলো, (৩২) তখন সে বললঃ 'আমি তো আমার প্রভুকে ভুলে সম্পদের মোহে আকৃষ্ট হয়েছি, যার ফলে সূর্য পর্দার আড়ালে লুকিয়ে গেছে।

(৩৩) ওই গুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো।' অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল।

(৩৪) আমি সুলাইমানের (সলোমন) সিংহাসনের উপর একটি নিস্প্রান দেহ রেখে তাকে পরীক্ষা করলাম; তখন সে (আমার) অভিমুখী হল। (৩৫) সে বললঃ 'হে আমার প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কারও না হয়। নিঃসন্দেহে আপনিই তো মহান দাতা।' (৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিলাম। তার আদেশে সে শান্তভাবে প্রবাহিত হত যেদিকে সে চাইত। (৩৭) জ্বিনদেরকেও তার অধীন করে দিলাম, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী, (৩৮) এবং শিকলে বেঁধে রাখা আরো অনেককে। (৩৯) (আমি বললাম), 'এসব আমার দান। এগুলো তুমি বিনা হিসাবে ব্যয় করতে অথবা রেখে দিতে পারো।' (৪০) তার পুরস্কার হল আমার নৈকট্য, একটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যাবর্তন স্থল।

(৪১) আমার বান্দা আয়ুবকে (জব) স্মরণ করো যে তার প্রভুকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ 'শয়তান আমাকে দূর্ভোগ আর কষ্টে ফেলে দিয়েছে। (৪২) (আমি বললাম)ঃ 'তুমি তোমার পা দিয়ে আঘাত করো, এখানেই আছে স্নানের সুশীতল পানি এবং পানীয়।' (৪৩) আমি নিজের পক্ষ হতে অনুগ্রহস্বরূপ এবং অন্তদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য অভিজ্ঞান স্বরূপ, তার পরিবারবর্গকে তার নিকট প্রত্যার্পণ করলাম এবং তাদের সংখ্যা দ্বিগুন করে দিলাম। (৪৪) (আমি তাকে বললাম)ঃ 'তুমি তোমার হাতে এক মুঠো ঘাস নাও এবং তা দিয়ে আঘাত করো, কিন্তু শপথ ভঙ্গ করো না।' নিঃসন্দেহে আমি তাকে ধৈর্যশীল হিসাবে পেলাম। কত উত্তম বান্দা! তার প্রভুর নিকটে আত্মসমর্পণকারী।' (৪৫) হে আমার বান্দাগণ! ইবরাহীম (আবরাহাম), ইসহাক (আইজ্যক) এবং ইয়াকুবকে (জ্যাকব) স্মরণ করো। তাদের ক্ষমতা ও সূক্ষদৃষ্টি ছিল। (৪৬) আমি তাদেরকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছিলাম, তা হল পরলোকের

বার্তা প্রচার। (৪৭) তারা আমার কাছে বাছাই করা সদাচারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৮) (আমার বান্দা) ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘আ (এলিশা) এবং যুলকিফলের কথাও স্মরণ কর, তারা প্রত্যেকেই উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৪৯) এটা হল এক অভিজ্ঞান। আল্লাহ-ভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল ঃ (৫০) চিরস্থায়ী উদ্যান যার প্রবেশ দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। (৫১) সেখানে তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসবে, আর অনেক ফলমূল ও পানীয় চাইবে; (৫২) আর তাদের কাছে থাকবে লজ্জাশীলা সমবয়স্কা পত্নী। (৫৩) এটাই বিচার দিবসের জন্যে তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি। (৫৪) এটাই আমার দেওয়া রিযিক (সংস্থান) যা কখনও শেষ হবে না।

(৫৫) কিন্তু উদ্ধতদের জন্য নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল -- (৫৬) তারা জাহান্নামে দগ্ধ হবে, তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান! (৫৭) এটা তাদের জন্য; তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি আর দূর্গন্ধযুক্ত তরল! (৫৮) এবং এই ধরনের আরো অনেক শাস্তি থাকবে। (৫৯) (তারা একে ওপরকে বলবে -- ‘দেখেছ কি), একদল জনতা তোমাদের সাথে যোগদান করার জন্য ছুটে আসছে।’ ‘ওদের জন্য কোন অভ্যর্থনা নেই। তারা তো আগুনে জ্বলবে।’

---

[১] বিঃ দ্রঃ- (৩৮ ঃ ৪৪) আনুমানিকখৃষ্টপূর্ব নবম শতকে, জব (আয়ুব) ছিল ইজরাইলের একজন পয়গম্বর। বাইবেলে (জব ১ ঃ ২০-২২) কথিত আছে, সে খুব ধনী ব্যক্তি ছিল। শস্যক্ষেত্র, গবাদীপশু, বাড়িঘর, সন্তান সন্ততি ইত্যাদি নানা ধরনের আশীর্বাদ এত বেশিপরিমানে প্রাপ্ত হল যে, প্রাচ্যদেশে তার সমতুল্য আর কেউ ছিল না। এতদসত্ত্বেও জব ছিল খুবই কৃতজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত। একজন মানুষ এত সম্পদ ও সম্মান থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বিনয়ী ও নম্র থাকতে পারে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো তার সম্পূর্ণ জীবন।

(৬০) তারা বলবেঃ 'তোমাদের জন্যেও কোন অভ্যর্থনা নেই। তোমরাই আমাদের জন্য এই বিপদ নিয়ে এসেছো। কত খারাপ এই আবাসস্থল!' (৬১) তারা আরও বলবেঃ হে প্রভু! যে আমাদের জন্য বিপদ নিয়ে এসেছে তাকে তুমি জাহান্নামে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। (৬২) এবং তারা বলবেঃ 'কি ব্যাপার, তাদেরকে দেখছি না যাদের আমরা খারাপ মনে করতাম (৬৩) এবং উপহাসের পাত্র বানিয়েছিলাম? চোখ কি তাদেরকে দেখতে ভুল করছে?' (৬৪) নিঃসন্দেহে এটা সত্য, জাহান্নামবাসীরা এই ভাবে একে অপরকে দোষারোপ করবে।

(৬৫) (পয়গম্বর) বলঃ 'আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। একক ও পরম প্রতাপশালী আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তিনিই আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যেকার সব কিছুরই প্রতিপালক, মহা পরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল।' (৬৭) বলঃ 'এটা একটা মহা সংবাদ; (৬৮) তবুও তোমরা অস্বীকার করছো। (৬৯) গৌরবান্বিত দরবার সম্পর্কে আমার কোন কিছুই জানা ছিল না, যখন তারা (মানুষ সৃষ্টির বিপক্ষে) বাদানুবাদ করছিল। (৭০) আমার কাছে প্রত্যাদেশ এজন্যেই আসে যে, আমি কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

(৭১) তোমার প্রভু ফেরেস্তাগণকে বললেনঃ 'আমি মাটি থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করবো। (৭২) যখন আমি তার আকৃতি ঠিক করে তাতে আমার আত্মা সঞ্চারিত করে দেব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনতহবে।' (৭৩) অতঃপর ফেরেস্তারা সবাই সিজদা করল। (৭৪) কিন্তু ইবলিস করল না। সে নিজেকে বড় মনে করল এবং অবজ্ঞাকারীদের দলভুক্ত হয়ে গেল। (৭৫) আল্লাহ বললেনঃ 'ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে তৈরী করেছি তাকে সিজদা করতে কী তোকে বাধা দিল? তুই কি ঔদ্ধত্যের কাছে পরাভূত হলি না কি তুই তাদের মতো যারা কেবলমাত্র নিজেদেরকেই উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন

বলে মনে করে?' (৭৬) সে বললঃ 'আমি আদমের (অ্যাডাম) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর একে মাটি থেকে।' (৭৭) বললেনঃ 'তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, কারণ তুই বিতাড়িত হওয়ারই যোগ্য। (৭৮) তোর উপর আমার অভিশাপ থাকল বিচারের দিন পর্যন্ত।'

(৭৯) ইবলিস বললঃ 'হে আমার প্রভু! তাহলে আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যে দিন লোকদেরকে পূনরুত্থিত করা হবে।' (৮০) বললেনঃ 'তোকে অবকাশ দেওয়া হল, (৮১) নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।' (৮২) সে বললঃ 'আপনার সম্মানের শপথ, আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করবো, (৮৩) কেবল তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ছাড়া।' (৮৪) তিনি বললেনঃ 'তবে এটাই সত্য - আর আমি সত্যই বলি - (৮৫) আমি তোকে এবং যারা তোকে অনুসরণ করবে তাদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।'

(৮৬) বলঃ 'আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কোন মিথ্যা দাবীদারও নই; (৮৭) এতো কেবল এক উপদেশ জগৎবাসীর জন্য, (৮৮) তোমরা শীঘ্রই তাঁর দেওয়া সংবাদের সত্যতা জানতে পারবে।'

৩৯ ঃ সূরা আয-যুমার (সমাবেশ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) এই গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে যিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান। (২) নিঃসন্দেহে আমি এই গ্রন্থ তোমার (পয়গম্বর) কাছে সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি। অতএব পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে তুমি আল্লাহরই ইবাদত করো। (৩) জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে, তারা বলেঃ 'আমরা এদেরকে

এইজন্য ইবাদত করি যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।' নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের মতভেদের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না যে মিথ্যাবাদী, সত্য অস্বীকারকারী।

(৪) আল্লাহ যদি চাইতেন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন তাহলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। তিনি পবিত্র, তিনি একক পরম প্রতাপশালী আল্লাহ। (৫) তিনি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের অনুবর্তী করেন এবং দিনকে রাতের অনুবর্তী করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই নির্ধারিত কাল অবধি চলে। জেনে রেখো, তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

(৬) আল্লাহ তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তা থেকে তার জোড়া তৈরী করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে দিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায় আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু। তিনি তোমাদেরকে, তোমাদের মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকার স্তরের মধ্যে, পর্যায়ক্রমে তৈরী করেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু, কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নেই; তাহলে কেমন করে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও?

(৭) যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তোমাদের এই কৃতজ্ঞতা তিনি পছন্দ করেন। একজন আরেকজনের ভার বহন করবে না; পরিশেষে তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন তোমরা যা করছিলে। নিঃসন্দেহে তিনি মানুষের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

(৮) মানুষের যখন কষ্ট আসে তখন সে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তার

প্রভুকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাকে কোন কল্যাণ দান করেন তখন সে ভুলে যায় ইতিপূর্বে সে কিজন্য ডাকছিল। মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য সে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করায়। বলঃ 'অবিশ্বাসী অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। নিঃসন্দেহে তুমি তো জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।' (৯) যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সিজদা ও দণ্ডায়মান অবস্থায় বিনয়াবনত হয় আর যে ব্যক্তি পরলোকের ভয় করে এবং প্রভুর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়, (সে ব্যক্তি কি তার মতো হয় যে এমন কিছু করে না?) বলঃ 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?' বুদ্ধিমানেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

(১০) বলঃ (আল্লাহ বলেন) 'হে আমার বান্দারা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছো, তারা তাদের প্রভুকে ভয় করো। যারা এই পৃথিবীতে সৎকাজ করবে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান আছে - আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত প্রতিফল দেওয়া হবে।'

(১১) বলঃ 'আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেন আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে ইবাদত করি। (১২) আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন সর্বাগ্রে নিজেই আত্মসমর্পণকারী মুসলিম হই। (১৩) বলঃ 'যদি আমি আমার প্রভুকে অস্বীকার করি তাহলে আমি এক ভয়ানক দিনের শাস্তির ভয় করি।' (১৪) বলঃ 'আমি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁরই ইবাদত করি। (১৫) অতএব তোমরা তাঁকে ছাড়া যাকে চাও ইবাদত করো।' বলঃ 'বাস্তবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেই নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে শেষ বিচারের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করল। জেনে রেখো! এটাই প্রকৃত ক্ষতি। (১৬) ওদের জন্য ওদের উপর থেকেও আগুনের আচ্ছাদন হবে এবং নিচের থেকেও।' এই বিষয় হতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় করো।

(১৭) যারা শয়তানের ইবাদত করা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর প্রতি একাগ্র হয়, তাদের জন্য সুসংবাদ। অতএব আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও, (১৮) যারা মন দিয়ে কথা শোনে, তারপর যা উত্তম তাই গ্রহণ করে, এরাই বোধশক্তি সম্পন্ন।

(১৯) যার উপর শাস্তির বিধান অবধারিত হয়ে গেছে তুমি কি সেই জাহান্নামবাসীকে রক্ষা করতে পারবে? (২০) তবে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য নির্মিত আছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। এটাই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

(২১) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তারপর তা পৃথিবীতে ঝরণারূপে প্রবাহিত করেন, তারপর তা হতে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে হলুদবর্ণের দেখ, তারপর তিনি তাকে খড়কূটোয় পরিণত করেন? এতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অবশ্যই উপদেশ আছে।[১] (২২) আল্লাহ যার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার প্রভুর এক আলোকোজ্জ্বল পথে রয়েছে। অতএব আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপারে যারা কঠিন হৃদয়, তাদের জন্য দূর্ভোগ আছে। তারা পরিষ্কার বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৩৯ঃ২১) বৃষ্টিপাতের চমৎকার প্রক্রিয়া ও তার ফলশ্রতিতে নানাবিধ উদ্ভিদের উদগমন এবং ফসল উৎপাদন - এ সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে অসংখ্য অর্থপূর্ণ শিক্ষা আছে। যারা এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুধাবন করে তারাই সেই শিক্ষা অর্জন করে। যারা তাদের স্বাভাবিক দক্ষতাগুলিকে সজীব রাখে এবং সেগুলি প্রয়োগ করে পার্থিব বিষয়গুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ চেতনায় (মারিফাত) পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

(২৩) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এমন এক গ্রন্থ যার অংশসমূহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ যা বার বার বর্ণিত হয়েছে, এতে ঐ লোকদের গাত্র শিহরিত হয় যারা তাদের প্রভু কে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহর পথ নির্দেশ। এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।

(২৪) যে ব্যক্তি পুনরুত্থানের দিনে তার উন্মুক্ত মুখমণ্ডল দিয়ে কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, তার কী হবে? অত্যাচারীদের বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।' (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা মনে করেছিল, তাই তাদের উপর এমনভাবে শাস্তি এসেছিল যে, তারা কোন অনুমানও করতে পারেনি। (২৬) এই ভাবে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনেই অপমান আস্বাদন করালেন, আর পরলোকের শাস্তিতো আরও বড়, যদি তারা জানত!

(২৭) আমি এই কুরআনে সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করেঃ (২৮) এটা আরবী কুরআন, বক্রতামুক্ত, যাতে লোক ভয় করে। (২৯) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তির মালিক অনেক যারা পরস্পর বিরোধীভাবাপন্ন, আর এক ব্যক্তির মালিক একজন, এই দুই জনের অবস্থা কী এক রকম? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানে না। (৩০) নিঃসন্দেহে তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে, (৩১) এবং পুনরুত্থানের দিনে নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের বিতর্ক প্রস্তুত করবে।

(৩২) ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় অবিবেচক আর কে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আসার পরে তাঁকে অবিশ্বাস করে?

এমন অস্বীকারকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়? (৩৩) যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে, আর যারা তা বিশ্বাস করেছে, নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ-ভীরু ঃ (৩৪) তারা যা চাইবে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে ঐ সব কিছুই আছে। সেটাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার ঃ (৩৫) আল্লাহ তাদের মন্দকাজগুলো দূর করে ভাল কাজের পুরস্কার দান করবেন।

(৩৬) আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে তিনি ব্যতীত অন্যদের (উপাস্যদের) ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। (৩৭) কিন্তু আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী শাস্তি প্রদানকারী নন?

(৩৮) যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, 'আকাশ আর পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে?' তাহলে তারা বলবে, 'আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।' বলঃ 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখঃ আল্লাহ যদি আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান তাহলে তারা কি আল্লাহর দেওয়া কষ্ট দূর করতে পারে? অথবা আল্লাহ আমাকে কোন কৃপা করতে চাইলে তারা কি তাঁর কৃপা রোধ করতে পারবে?' বল, 'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁর উপরেই নির্ভর করে।' (৩৯) বলঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থানে কর্ম কর, আমিও কর্ম করছি, তারপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, (৪০) কার প্রতি আসবে অপমানকর শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।' (৪১) আমি মানুষের দিক নির্দেশনার জন্য এই গ্রন্থ তোমার উপর সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি। অতএব যে সুপথপ্রাপ্ত হবে সে নিজের জন্যই তা প্রাপ্ত হবে, আর যে বিপথগামী হবে, বিপথগামীতার দায় তারই। তুমি তাদের অভিভাবক নও।

(৪২) আল্লাহই প্রান হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময়, আর যার মৃত্যু আসেনি তার নিদ্রার সময়। তারপর যাদের জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেন তাদেরকে রেখে দেন এবং অন্যদেরকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৪৩) এরা কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে? বলঃ 'যদিও তাদের কোন ক্ষমতা নেই আর কিছু বোঝেও না।' (৪৪) বলঃ 'সকল সুপারিশে কেবল আল্লাহরই অধিকার, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (৪৫) যখন কেবলমাত্র এক আল্লাহর কথা আলোচিত হয় তখন যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। 'তিনি ছাড়া অন্যদের কথা আলোচিত হলেই তারা খুশী হয়। (৪৬) বলঃ 'হে আল্লাহ! আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ, আপনি আপনার বান্দাদের মতাবিরোধের মীমাংসা করবেন।' (৪৭) যদি অত্যাচারীরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার অধিকারী হতো এবং সাথে আরো সমপরিমাণ যুক্ত হত, তাহলে পুনরুত্থানের দিন কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তারা মুক্তিপণ হিসাবে সবকিছু দিয়ে দিত। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হবে যা তাদের ধারণায়ও ছিল না। (৪৮) তাদের সামনে প্রকাশিত হবে তাদের অপকর্ম। তারা যা নিয়ে উপহাস করত তা তাদের ঘিরে ধরবে।

(৪৯) মানুষ কষ্টে পড়লে আমাকে ডাকে, অতঃপর যখন আমি আমার পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, 'আমাকে এটাতো আমার জ্ঞানের কারণে দেওয়া হয়েছে,' বরং ওটা একটা পরীক্ষা; তবে ওদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই জানে না। (৫০) ওদের পূর্ববর্তীরাও এইরকম

বলেছিল; তবে তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি; (৫১) তাদের অপকর্ম সমূহের মন্দ পরিনাম তাদের উপর আপতিত হয়েছিল; এদের মধ্যেও যারা অন্যায় করবে তাদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণামও শীঘ্রই তাদের উপর আপতিত হবে। তারা পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৫২) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যাকে চান জীবিকা বৃদ্ধি করে দেন, আর যাকে চান তিনিই সঙ্কুচিত করেন। নিঃসন্দেহে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের জন্য এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।

(৫৩) বলে দাওঃ 'আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে, তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হয়; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।' (৫৪) তোমাদের উপর শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রভুর অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর, কারন এর পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

(৫৫) অতর্কিতে ও অজ্ঞতসারে শাস্তি আসার আগে তোমাদের প্রভুর নিকট হতে তোমাদের উপর উত্তম যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা অনুসরণ কর, (৫৬) যাতে কাউকে না বলতে হয়, 'হায় আফসোস! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি শৈথিল্য করেছি, আর আমি উপহাসকারীদের সাথে ছিলাম।' (৫৭) অথবা কেউ যাতে না বলেঃ 'আল্লাহ যদি আমাকে পথ দেখাতেন তাহলে আমি আল্লাহ-ভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' (৫৮) অথবা শাস্তি দেখে কেউ যাতে না বলেঃ 'হায়! আমি যদি আরেকবার পৃথিবীতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম।' (৫৯) হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নিদর্শন সমূহ এসেছিল; কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছিলে, তুমি অহংকার করেছিলে এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলে।

(৬০) পুনরুত্থান দিবসে তুমি ঐ লোকদের মুখমণ্ডল কালো দেখবে যারা আল্লাহকে মিথ্যা বলেছিল। জাহান্নামে কি অহংকারীদের স্থান সংকুলান হবে না? (৬১) যারা ভয় করত, আল্লাহ তাদের সফল ভাবে রক্ষা করবেন, অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না, আর তারা দুঃখিত হবে না।

(৬২) আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা, 'আর সবকিছুর সংরক্ষক। (৬৩) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি-কাঠি তাঁরই হাতে। যারাই আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) বলঃ 'হে মুর্খের দল! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইবাদত করতে বলছো?' (৬৫) তোমাদের প্রতি আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছে যে, যদি তোমরা অংশীদার স্থাপন কর তাহলে তোমাদের কর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, আর তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৬৬) বরং কেবল আল্লাহকেই ইবাদত কর আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

(৬৭) তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। পুনরুত্থানের দিবসে গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে, আর আকাশ সমূহ তার ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র ও মহান। তারা যাদেরকে অংশীদার স্থাপন করে তাদের থেকে তিনি উর্ধ্বে। (৬৮) শিঙ্গায় যখন ফুৎকার দেওয়া হবে তখন আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবে, কেবলমাত্র আল্লাহ যাদেরকে নিষ্কৃতি দেবেন তারা ব্যতীত। অতঃপর পুনর্বার ফুৎকার দেওয়া হবে তখন হঠাৎই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। (৬৯) পৃথিবী তার প্রভুর জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কর্মলিপি পেশ করা হবে, আর পয়গম্বর ও সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। (৭০) প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা কিছু করে তিনি তা ভালভাবেই জানেন।

(৭১) যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা তার কাছে আসবে তখন জাহান্নামের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের প্রহরী তাদেরকে বলবেঃ 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে কোন পয়গম্বর আসেনি, যে তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর বাণী শোনাতো আর এই দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে সতর্ক করত? তারা বলবেঃ' হ্যাঁ;' কিন্তু অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ সত্য বলে প্রমানিত হয়ে গেছে। (৭২) বলা হবেঃ 'জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল থাকার জন্য।' অতএব অহঙ্কারীদের জন্য কতই না নিকৃষ্টতম আবাসস্থল!

(৭৩) যারা তাদের প্রভুকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছাবে তার দ্বার খুলে দিয়ে প্রহরী তাদেরকে বলবে, 'শান্তি তোমাদের উপর! তোমরা খুশী হও আর এখানে চিরকালের জন্য প্রবেশ কর।' (৭৪) তারা বলবেঃ 'সকল কৃতজ্ঞতা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, আর আমাদেরকে এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেছেন, এই জান্নাতের যেখানে খুশী নিবাস স্থাপন করতে দিয়েছেন।' অতএব, কত উত্তম প্রতিফল সৎকর্মশীলদের! (৭৫) তুমি ফেরেস্তাদেরকে দেখবে তারা সিংহাসনের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে। সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে, আর বলা হবেঃ 'সকল প্রশংসা নিখিল জগতের প্রভু আল্লাহর।'

৪০ ঃ সূরা আল-গাফির (ক্ষমাশীল)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হা-মীম। (২) এই গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে; যিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী, (৩) পাপ ক্ষমাকারী ও অনুশোচনা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও ক্ষমতাবান, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সকলে তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।

(৪) আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে শুধু অস্বীকারকারীরাই বিতর্ক করে। সুতরাং জনপদসমূহে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। (৫) এদের পূর্বে নূহের (নোয়াহ) সম্প্রদায় এবং তার পরে অন্যান্য সম্প্রদায়ও অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের রাসূলকে পাকড়াও করার এবং তার সাথে অসার বিতর্ক করার অভিসন্ধি করেছিল, যাতে তারা সত্যকে পরাভূত করতে পারে। তখন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। অতএব কেমন ভয়ানক আমার শাস্তি! (৬) এই ভাবেই তোমার প্রভুর বাণী ওদের ক্ষেত্রে সত্য হয়েছে। যারাই অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামবাসী।

(৭) যারা মহাসিংহাসন বহন করছে এবং যারা তার চারপাশে অবস্থান করছে তারা তাদের প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তারা তাঁর প্রতি আস্থা রাখে, আর তারা বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে - 'হে আমাদের প্রভু! তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু বেষ্টন করে আছো। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, যারা অনুশোচনা করে আর তোমার পথ অনুসরণ করে। তুমিই তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করো।' (৮) হে আমাদের প্রভু! 'তুমি তাদেরকে চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাতে স্থান দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ; আর তাদের সদাচারী পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদেরকে। নিঃসন্দেহে তুমি পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

(৯) তাদের মন্দকর্ম থেকে রক্ষা করো; যাদেরকে তুমি সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে তারা তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে, আর এটাই বড় সফলতা।'

(১০) যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবেঃ 'তোমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের যতটা বিমুখতা, আল্লাহর প্রতি তোমাদের বিমুখতা তার চেয়ে অধিক ছিল। যখন তোমাদেরকে সত্যে বিশ্বাসের জন্য আহ্বান করা হতো তোমরা অস্বীকার করতে।' (১১) তারা বলবেঃ 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছো এবং দু'বার জীবন দিয়েছো। এখন আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব বহির্গমনের কোন পথ আছে কি?' (১২) (তাদেরকে বলা হবে,) 'তোমাদের এই শাস্তি তো এজন্য যে, যখন তোমাদের একমাত্র আল্লাহর দিকে ডাকা হত তখন তোমরা অস্বীকার করতে; আর যদি তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করা হত তখন তোমরা মেনে নিতে।' সুতরাং এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আল্লাহর, যিনি সর্বোচ্চ, মহামহিম।

(১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখান এবং আকাশ থেকে তোমাদের জীবিকা পাঠান। উপদেশ কেবল সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করে যে আল্লাহ অভিমুখী। (১৪) আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাকে ডাক, যদিও অস্বীকারকারীরা এটা অপছন্দ করে। (১৫) তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও মহাসিংহাসনের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন প্রত্যাদেশ পাঠান, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। (১৬) যে দিন তারা সবাই (তাদের সমাধি থেকে) নিষ্ক্রান্ত হবে, সেদিন আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহর। (১৭) আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। আজ কোন অবিচার হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(১৮) ওদেরকে আসন্ন বিপদের দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে, এবং দম বন্ধ হয়ে আসবে, অত্যাচারীদের এমন কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকবে না, যার কথা শোনা হবে। (১৯) চোখের গোপন চাহনি বা অন্তরের গোপন কথা সবই তিনি জানেন। (২০) আল্লাহ সঠিক বিচার করবেন। আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকত, তাদেরতো বিচার করার ক্ষমতা নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।

(২১) এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে না? তাহলে দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল। তাদের শক্তি ও কীর্তি এদের চেয়ে বেশী ছিল। তবুও আল্লাহ, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। (২২) এর কারণ হলো, তাদের পয়গম্বরেরা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা তা অবিশ্বাস করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

(২৩) আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে (মোজেস) প্রেরণ করেছিলাম, (২৪) ফেরাউন, হামান ও কারুণের (কোরাহ) কাছে; কিন্তু তারা বলেছিল, 'সে একজন মিথ্যাবাদী জাদুকর।' (২৫) যখন সে আমার কাছ থেকে সত্য নিয়ে ওদের কাছে গেল, তারা বললঃ 'তার সাথে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা কর আর তাদের মহিলাদের জীবিত রাখো;' কিন্তু অস্বীকারকারীদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

(২৬) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'আমি মূসাকে (মোজেস) হত্যা করে ফেলি - আর সে তার প্রভুকে ডাকুক - আমার ভয় হয়, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করবে।

(২৭) মূসা (মোজেস) বললঃ 'যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করে না, সেই সব উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার প্রভু ও তোমাদেরও প্রভু আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

(২৮) ফেরাউনের (ফ্যারাও) দলের একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি যে নিজের বিশ্বাস স্থাপন গোপন রেখেছিল সে বললঃ 'আমার প্রভু আল্লাহ' - এই বলার কারণে তোমরা কি একজন লোককে হত্যা করবে? সে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে। সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মিথ্যার দায় তার উপর বর্তাবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে যে সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছে তার কিছু অংশ তোমাদের উপর বর্তাবে।' নিঃসন্দেহে আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে পথ দেখান না যে সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী। (২৯) হে আমার সম্প্রদায়। দেশে আজ তোমাদের রাজত্ব, তোমরাই ক্ষমতাশালী; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'আমি যা সঠিক বলে মনে করি তোমাদের সেই পরামর্শ দিচ্ছি, আর আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনা দান করছি।'

(৩০) যে ব্যক্তিটি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়, আমি আশঙ্কা করছি তোমাদের উপর পূর্বের দলগুলির মত দুর্দিন আসতে পারে।' (৩১) যেমন দিন নূহ (নোয়াহ), আদ এবং সামুদ জাতির উপর এবং পরবর্তী জাতির উপর এসেছিল। আল্লাহ তাঁর আপন বান্দাদের উপর কোন জুলুম করতে চান না। (৩২) হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের ঐ দিনের আশঙ্কা করছি যে দিন তোমরা ভয়ার্ত আর্তনাদ করবে, (৩৩) যে দিন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে, আর তোমাদেরকে আল্লাহর থেকে বাঁচাবার কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।

(৩৪) ইতিপূর্বে ইউসুফ (যোসেফ) তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল; কিন্তু সে তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছিল সে সম্পর্কে তোমরা কেবলই সন্দেহ করেছ। অবশেষে যখন তাঁর মৃত্যু হল, তখন তোমরা বলেছ, 'আল্লাহ আর কোন রাসূল পাঠবেন না।' এই ভাবেই আল্লাহ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে, দেন যারা সীমালঙ্ঘনকারী এবং সংশয় পোষণকারী - (৩৫) যারা কোন প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে; আল্লাহ ও আস্থাবানদের নিকট তাদের কাজ অতিশয় অপছন্দনীয়। এই ভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর অন্তর মোহর করে দেন।

(৩৬) ফেরাউন (ফ্যারাও) বললঃ 'হে হামান! আমার জন্য একটা উঁচু মিনার বানাও, যাতে আমি পথ পেয়ে যাই- (৩৭) ওই আকাশের, এবং মূসার (মোজেস) উপাস্যকে দেখতে পাই, যদিও তাকে আমি মিথ্যাবাদী মনে করি।' এই ভাবেই ফেরাউনের (ফ্যারাও) কাছে তার কুকর্ম শোভনীয় করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে সোজা পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরাউনের (ফ্যারাও) চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েই রইল।

(৩৮) যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল সে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব। (৩৯) হে আমাার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন কেবল কয়েক দিনের, আর পরলোকই হচ্ছে আসল নিবাস। (৪০) যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করবে সে কেবল ঐ কাজের অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে ভাল কাজ করবে, সে পূরুষই হোক বা নারী, যদি সে আস্থাবান হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; সেখানে তারা অঢেল জীবিকা পাবে। (৪১) হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কী হয়েছে? আমি তোমাদের মুক্তির দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করছ,

(৪২) তোমরা আমাকে বলছো আল্লাহকে অস্বীকার করতে, আর এমন জিনিষকে তাঁর অংশীদার করতে যে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। আমি তোমাদেরকে মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি। (৪৩) সন্দেহ নেই, তোমরা যে জিনিষের দিকে আমাকে ডাকছ, তার ইহলোকে বা পরলোকে কোন ক্ষমতা নেই। নিঃসন্দেহে আমাদের সবার প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই, আর সীমালঙ্ঘনকারীরাই হল জাহান্নামের অধিবাসী। (৪৪) খুব শীঘ্রই তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপারটি আল্লাহর উপরই ন্যস্ত করছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত বান্দার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন।'

(৪৫) অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করলেন এবং নিকৃষ্ট শাস্তি ফেরাউন (ফ্যারাও) সম্প্রদায়কে ঘিরে ধরলো। (৪৬) তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে। যে দিন কেয়ামত (মহাবিনাশ) সংঘটিত হবে সে দিন বলা হবেঃ ফেরাউন (ফ্যারাও) গোত্রকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ কর।'

(৪৭) যখন তারা জাহান্নামের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে বিবাদ করবে তখন দুর্বলেরা অহংকারীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অধিনস্ত ছিলাম। অতএব তোমরা কি আমাদের থেকে আগুনের একটা অংশ নিবারণ করতে পারবে?' (৪৮) অহংকারীরা বলবেঃ 'আমরা সবাই তো আগুনের মধ্যেই আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিয়েছেন।' (৪৯) যারা আগুনের মধ্যে থাকবে তারা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবেঃ তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদেরকে অন্ততঃ একদিনের শাস্তি লাঘব করে দেন।' (৫০) তারা বলবেঃ 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের পয়গম্বর স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসেনি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ,'

রক্ষীরা বলবে, 'তাহলে তোমরাই প্রার্থনা করো।' আর অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েই থাকে।

(৫১) নিঃসন্দেহে আমি পয়গম্বরদেরকে আর সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সাহায্য করবো - তাদের পার্থিব জীবনে এবং ঐ দিনে যে দিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে, (৫২) যে দিন অত্যাচারীদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না, আর তাদের জন্য থাকবে ধিক্কার আর নিকৃষ্ট আবাস। (৫৩) আমি মূসাকে পথের সন্ধান দিয়েছি এবং ইসরায়িলের সন্তানদেরকে ঐ গ্রন্থের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি - (৫৪) যা বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য পথ নির্দেশ এবং উপদেশ। (৫৫) অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা কর; সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রভুর সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা কর।

(৫৬) যারা তাদের কাছে আল্লাহর যে নিদর্শন এসেছে সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ ছাড়াই বিতর্ক করে, তাদের অন্তরে আছে আত্মগরিমাবোধ, যা কখনও তারা অর্জন করবে না। অতএব তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুই শোনেন, সবকিছুই দেখেন।

(৫৭) নিঃসন্দেহে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা, মানুষ সৃষ্টি করার চেয়েও বড় কাজ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (৫৮) অন্ধ আর দৃষ্টিসম্পন্ন সমান নয়, ঠিক তেমনিই আস্থাবান সদাচারী এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ সমান নয়। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো! (৫৯) প্রলয় দিবস অবশ্যই আসবে। এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না।

(৬০) তোমার প্রভু তো বলেই দিয়েছেন যে, 'আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়,

তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (৬১) আল্লাহ তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে আলোকময় করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই কৃপাশীল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৬২) আল্লাহ তোমাদের প্রভু, সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাহলে তোমরা কিভাবে পথভ্রষ্ট হচ্ছো? (৬৩) এই ভাবে যারা তাঁর নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করে, তারা আল্লাহ বিমুখ হয়ে যায়।

(৬৪) আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসস্থান করেছেন আর আকাশকে ছাদ করেছেন, আর তোমাদের আকার কত সুন্দর করেছেন। তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের উত্তম জীবিকা দান করেছেন। আল্লাহ তোমাদের প্রভু, যিনি বড়ই কল্যাণময়, জগৎসমূহের প্রভু। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁর নিকটেই প্রার্থনা কর, এবং তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হও। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল জগতের প্রভু।

(৬৬) বলঃ 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে- তার কারণ আমার কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন নিজেকে বিশ্ব-প্রভুর নিকটে সমর্পণ করি।' (৬৭) তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, অতঃপর এক ফোঁটা তরল হতে, তারপর ক্ষুদ্র ঝুলন্ত আকৃতি হতে, তারপর তিনি তোমাদেরকে নবজাতক রূপে ভূমিষ্ট করান, তারপর তিনিই তোমাদেরকে পূর্ণ বয়স্ক করেন, তোমাদেরকে বৃদ্ধ করেন - যদিও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বেই মারা যায় - এবং একটা নির্ধারিত সময়কাল প্রাপ্ত হও যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।

(৬৮) তিনিই জীবিত করেন, আর তিনিই মৃত্যুদান করেন, আর যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তাকে বলেন 'হও' আর তা হয়ে যায়।

(৬৯) তোমরা কি ঐ লোকদেরকে দেখনি তারা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছে যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? (৭০) যারা গ্রন্থকে অবিশ্বাস করেছে আর ঐ জিনিষকেও অবিশ্বাস করেছে যা দিয়ে আমি পয়গম্বরদেরকে পাঠিয়েছি, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে - (৭১) যখন তাদের গলদেশে বেড়ী আর শিকল পরিয়ে, তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, (৭২) ফুটন্ত গরম পানিতে, এবং তারপর তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, (৭৩) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা (আল্লাহর সাথে) অংশীদার স্থাপন করতে? (৭৪) তারা বলবেঃ 'তারা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে; বস্তুতঃ এর আগে আমরা কোন কিছুকেই ডাকতাম না (যাদের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে)।' এইভাবে আল্লাহ অস্বীকারকারীদের পরিত্যাগ করেন। (৭৫) এর কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে আনন্দোল্লাস করতে এবং দম্ভ প্রকাশ করতে। (৭৬) জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ কর সেখানে চিরকাল থাকার জন্য। অহংকারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট!

(৭৭) অতএব (হে নবী!) ধৈর্য ধারণ কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। আমি তাদেরকে যে অঙ্গীকার প্রদান করি, তার কিছু অংশ আমি তোমাকে দেখাই, অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই - এদেরকে তো আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

(৭৮) তোমার পূর্বেও আমি অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছি, তাদের মধ্যে কয়েক জনের বৃত্তান্ত আমি তোমাকে শুনিয়েছি, তাদের মধ্যে কয়েক জনের বৃত্তান্ত আমি তোমাকে শোনাইনি। কোন পয়গম্বরের এই ক্ষমতা ছিল না যে,

আল্লাহর বিনা অনুমতিতে কোন নিদর্শন নিয়ে আসবে; কিন্তু যখন আল্লাহর আদেশ এসে গেল, তখন সঠিকভাবে ফয়সালা করা হল। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

(৭৯) আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যাতে সেই গুলোর কোনটি তোমরা বাহন হিসাবে ব্যবহার করো এবং কোনটি খাদ্য হিসাবে আহার করো। (৮০) তোমাদের জন্য সেগুলোতে আরও উপকার আছে। এগুলোর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারো। এগুলোর উপরে ও নৌযানের উপরে তোমাদেরকে বহন করা হয়। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে থাকেন। অতএব তোমরা তাঁর কোন্ নিদর্শনটি অস্বীকার করবে?

(৮২) তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে না এবং প্রত্যক্ষ করে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? তারা এদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল এবং পৃথিবীতে তাদের শক্তি ও কীর্তি প্রবলতর ছিল। তারপরও তাদের উপার্জন তাদের কোন কাজে আসেনি। (৮৩) যখন তাদের পয়গম্বরগণ তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এল, তখন তারা তাদের নিজস্ব জ্ঞানের গর্ব প্রকাশ করল। তাই তাদের উপর সেই শাস্তি এসে গেল যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (৮৪) কিন্তু যখন তারা আমার শাস্তি অবলোকন করল তখন তারা বলতে লাগলঃ ‘আমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আর যা কিছুকে আমরা তাঁর অংশীদার বানাতাম তাদের অস্বীকার করছি।’ (৮৫) কিন্তু শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাদের আস্থা স্থাপন তাদের কোন কাজে এল না। এটাই আল্লাহর বিধান যা পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের উপর প্রযোজ্য হয়েছে এবং এইভাবে অস্বীকারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪১ ঃ সূরা ফুস্‌সিলাত (স্পষ্ট ব্যাখ্যা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হা-মীম। (২) এটা পরম করুণাময় অসীম দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণী। (৩) এমন একটি গ্রন্থ যার বাণী সমূহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে, আরবী ভাষায় কুরআন রূপে, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই তারা শুনতে পায় না। (৫) তারা বলেঃ 'যেদিকে তুমি আমাদের ডাকছ সেই দিকে আমাদের অন্তরে আবরণ পড়ে আছে, আমাদের কান অবরুদ্ধ হয়ে গেছে এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, অতএব তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করি।'

(৬) বলঃ 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার কাছে এই মর্মে প্রত্যাদেশ আসে যে, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই। অতএব তোমরা তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর[১] এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।' অংশীবাদীদের জন্য রয়েছে দূর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত (অত্যাবশ্যকীয় দান) প্রদান করে না এবং পরলোক বিশ্বাস করে না। (৮) নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন এক পুরস্কার।

(৯) বলঃ 'তোমরা কি সত্যই সেই মহান সত্তাকে অবিশ্বাস করবে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে (সময়ে) এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও?

---

[১] বিঃ দ্রঃ (৪১ঃ০৬) 'অতএব তোমরা তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর।' এর অর্থ 'তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই উপাসনা কর।' অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ অভিনিবেশ জ্ঞাপন কর; এক এবং একমাত্র আল্লাহই তোমাদের সকল প্রার্থনা ও আরাধনার একান্ত লক্ষ্য।

তিনিই তো নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। (১০) তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের (সময়কালের) মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন পরিপূর্ণভাবে; প্রশ্নকারীদের জন্য। (১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দেন, যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বলেন, 'এসো, স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উভয়েই বললঃ 'আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।' (১২) অতঃপর তিনি দুদিনে (সময়কালে) সপ্ত আকাশ তৈরী করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। আমি নিকটতর আকাশকে প্রদীপমালা (তারকা) দ্বারা সুশোভিত করলাম এবং তাকে সুরক্ষিত করে দিলাম। এটা পরাক্রমশালী আল্লাহর পরিকল্পনা।

(১৩) তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলঃ 'আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির উপর যেমন শাস্তি এসেছিল তেমন শাস্তি হতে সাবধান করছি।' (১৪) যখন তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে পয়গম্বর এল এ কথা বলতে, 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না,' তারা বললঃ 'আমাদের প্রভু যদি চাইতেন তাহলে ফেরেস্তা পাঠিয়ে দিতেন। অতএব আমরা ওটাকে অবিশ্বাস করছি যা দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে।'

(১৫) আদ জাতির অবস্থা এমন ছিল যে, তারা পৃথিবীতে অহেতুক দম্ভ করেছিল এবং বলেছিলঃ 'কে আছে যে শক্তিতে আমাদের চেয়ে অধিক?' তারা কি দেখেনি যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি শক্তিতে তাদের চেয়ে বেশি? আর তারা আমার নিদর্শন সমূহকে অবিশ্বাস করতেই থাকল। (১৬) তাই আমি এক অশুভ দিনে ওদের উপর প্রবল ঝঞ্ঝা পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তারা পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাকর শাস্তির স্বাদ পায়। পরলোকের শাস্তি এর চেয়েও ভয়ঙ্কর, তখন তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না।

(১৭) সামূদ জাতিকে তো আমি সৎপথ দেখিয়েছিলাম; কিন্তু তারা সৎপথে চলার পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। তাই তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তির বজ্রাঘাত পাকড়াও করল। (১৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমাকে ভয় করত, তাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম।

(১৯) যে দিন আল্লাহর শত্রুদের একত্রিত করে অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হবে। (২০) অবশেষে তারা যখন সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের ত্বক তাদের কর্ম সম্বন্ধে তাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে ঃ 'তুমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছো কেন?' জবাবে ত্বক বলবেঃ 'আমাকে ঐ আল্লাহ বলার ক্ষমতা দিয়েছেন, যিনি সবাইকে বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনিই তোমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন আর তাঁরই কাছে তোমাকে আনা হয়েছে।' (২২) তোমরা নিজেকে তাঁর কাছ থেকে গোপন করতে পারবে না; তোমার কান, তোমার চোখ এবং তোমার ত্বক তোমারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু তুমি এই ভ্রান্তিতে ছিলে যে, আল্লাহ তোমার অনেক কু-কর্ম জানতে পারবেন না যা তুমি করতে। (২৩) তোমার প্রভু সম্পর্কে তুমি যে ভ্রান্ত ধারণা করেছিলে, তা তোমার সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এখন তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে! (২৪) অতএব এখন ধৈর্য ধরলেও, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম; আর যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনাও করে তবুও তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

(২৫) আমি তাদের জন্য কিছু সাথী জুটিয়ে দিলাম, তারা প্রত্যেককে তার সামনের ও পিছনের সব জিনিষকে তাদের জন্য শোভনীয় করে উপস্থাপন করল। তাই তাদের উপর (শাস্তির আদেশ) কার্যকর হল, যা তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের উপর কার্যকর হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

(২৬) অবজ্ঞাকারীরা বললঃ ‘এই কুরআন শুনো না, এতে বাধা দাও, যাতে তোমরা প্রভাবশালী থাকতে পারো।’ (২৭) অতএব আমি অস্বীকারকারীদের কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব এবং ওদেরকে ওদের কৃতকর্মের নিকৃষ্টতম প্রতিফল দেব। (২৮) এটাই আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল অর্থাৎ জাহান্নাম; ওটাই ওদের জন্য চিরকাল অবস্থান করার ঠিকানা। কারণ, তারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করত।

(২৯) অবিশ্বাসীরা বলবেঃ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদেরকে পদপিষ্ট করবো, যাতে তারা অপমানিত হয়।’ (৩০) যারা বলে, ‘আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক,’ আর তাতেই অবিচল থাকে, নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেস্তা অবতরণ করে এবং তাদেরকে বলেঃ ‘তোমরা ভয় পেওনা, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদে খুশী হও যা তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে। (৩১) আমরা পার্থিব জীবনে তোমাদের বন্ধু, আর পরলোকেও। তোমাদের জন্য সেখানে সবই মজুদ আছে যা তোমাদের মন কামনা করে এবং তোমরা যা চাইবে তাইই পাবে। (৩২) এটা হলো ক্ষমাশীল পরম করুণাময়ের আতিথেয়তা।’

(৩৩) এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কথা কার হবে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং ভালকাজ করে এবং বলে, ‘আমি আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে একজন।’ (৩৪) ভাল আর মন্দ দুটো সমান নয়। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে গেছে যেন এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। (৩৫) এই গুনটি কেবল ধৈর্যশীলরাই পায়, এই গুনটি কেবল পরম ভাগ্যবানদেরকেই দেওয়া হয়। (৩৬) যদি শয়তানের কোন কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ কর। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(৩৭) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য বা চন্দ্রকে সিজদা করো না বরং সেই আল্লাহকেই সিজদা করো যিনি তাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তুমি সত্যিই তাঁর উপাসক হও। (৩৮) যদি তারা অহংকার করে, তাহলে (মনে রেখো) যারা তোমার প্রভুর সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা রাত-দিন তাঁরই সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছে, এবং তারা কখনও ক্লান্ত হয় না।

(৩৯) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে অনুর্বর দেখতে পাও, অতঃপর যখন আমি তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা উর্বর হয়ে ওঠে এবং ফুলে ফেঁপে ওঠে, নিঃসন্দেহে যিনি একে জীবিত করেছেন তিনিই মৃতদেরকেও জীবিত করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছু করতে সামর্থবান। (৪০) যারা আমার বাণীসমূহের বিকৃত অর্থ করে, তারা আমার অগোচরে নয়। শ্রেষ্ঠ কে - যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে শেষ বিচারের দিনে নিরাপদে থাকবে, সে? যা খুশী করে নাও, নিঃসন্দেহে তিনি দেখছেন, যা তোমরা করছো।

(৪১) যারা অভিজ্ঞান (কুরআন) আসার পর তা অস্বীকার করে (তারাই ক্ষতিগ্রস্ত)। নিঃসন্দেহে এটা একটা মহিমাময় গ্রন্থ। (৪২) এতে মিথ্যা প্রবেশ করতে পারে না, সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা এক প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৩) তোমাকে ওই কথাই বলা হচ্ছে যা তোমার পূর্বের পয়গম্বরদেরকে বলা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

(৪৪) আমি যদি আরবী ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তারা বলত, ‘এর বাণী সমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হল না কেন? অনারবী কুরআন অথচ আরবী পয়গম্বর।’ বলঃ ‘এটা মু’মিনদের

জন্য পথ-নির্দেশ, আর আরোগ্য। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না তাদের কানে বধিরতা আছে, এবং এই ব্যাপারে তারা অন্ধ; যেন এদেরকে অনেক দূর থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।'

(৪৫) আমি মূসাকে (মোজেস) গ্রন্থ দিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি বিষয়ে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া হত। নিশ্চয়ই তারা এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর এক সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। (৪৬) যে সৎকাজ করবে সে নিজের জন্যই তা করবে, আর যে মন্দ কাজ করবে, তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করবে। তোমার প্রভু বান্দার উপর অত্যাচারী নন।

(৪৭) শেষ বিচারের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল তার আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় না, আর কোন নারী গর্ভধারণ করে না বা সন্তান প্রসব করে না। যে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, 'আমার অংশীদারেরা কোথায়?' তারা বলবেঃ 'আমরা আপনার কাছে ঘোষণা করছি যে, এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন সাক্ষী নেই।' (৪৮) যাদেরকে (উপাস্য) তারা পূর্বে আহ্বান করত তারা সবাই তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে, এবং তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের বাঁচার কোন উপায় নেই।

(৪৯) মানুষ তার মঙ্গল প্রার্থনা করে ক্লান্ত হয় না; কিন্তু যদি তাদের কোন দুঃখ-কষ্ট এসে পড়ে তাহলে তারা নিরাশ এবং হতাশ হয়ে পড়ে। (৫০) দুঃখ কষ্ট ভোগের পর যদি আমি আমার অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা বলেঃ 'এটাতো আমার প্রাপ্য। আমি মনে করি না যে, কখনও প্রলয় দিবস আসবে। আমাকে যদি আমার প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, তাহলে তাঁর কাছেও আমি পুরস্কৃত হবো।' অতএব আমি অবশ্যই

অস্বীকারকারীদের কৃতকর্ম অবহিত করবো, আর তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো।

(৫১) যখন আমি মানুষের উপর অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়, আর যখন সে দুঃখ-কষ্টে পড়ে তখন দীর্ঘ প্রার্থনাকারী হয়ে যায়। (৫২) ওদেরকে প্রশ্ন কর, যদি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে এবং তোমরা তাকে অস্বীকার কর তাহলে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে যে ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত আছে?

(৫৩) শীঘ্রই আমি তাদেরকে বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শন দেখাব, যতক্ষন না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কুরআন সত্য। একথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রভু প্রত্যেক জিনিষের সাক্ষী? (৫৪) তবুও এরা এদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান। নিঃসন্দেহে, তিনি সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।

৪২ ঃ সূরা আশ-শুরা (পারস্পরিক পরামর্শ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হা-মীম। (২) আইন-সীন-কাফ। (৩) এই ভাবেই পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান আল্লাহ প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে। (৪) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তিনি গৌরবান্বিত, মহামহিম। (৫) আকাশসমূহ ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, যখন ফেরেস্তারা তাদের প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে আর জগৎবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। শোন, আল্লাহই ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (৬) যারা তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবক গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের দিকে নজর রেখেছেন, তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

(৭) আমি এই ভাবেই তোমার উপরে আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মক্কাবাসীদের আর তার চতুর্দিকের লোকদেরকে সতর্ক করতে পার। তাদেরকে একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও, যা আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে থাকবে আর এক দল জাহান্নামে।

(৮) যদি আল্লাহ চাইতেন ওদের সবাইকে একই উম্মতে (সম্প্রদায়) পরিণত করে দিতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, আর অত্যাচারীদের (জালিমদের) কোন সমর্থক ও সহায়তাকারী নেই। (৯) তারা কি তাঁকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে? আসলে আল্লাহই তো অভিভাবক, আর তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম। (১০) যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, (হে বিশ্বাসীগণ) তার মীমাংসা আল্লাহর কাছে। (সুতরাং বলো) 'তিনিই (আল্লাহ) আমার প্রভু। তাঁর উপরেই আমি নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসি।'

(১১) তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনিই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর পশুদেরও জোড়া তৈরী করেছেন, এই ভাবে তিনি তোমাদের বংশ পরম্পরা প্রবাহমান রাখেন। কোন কিছুই তাঁর সমান নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই কাছে। তিনি যাকে চান অধিক জীবিকা দান করেন আর যাকে চান সঙ্কুচিত করে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।

(১৩) আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই ধর্ম নির্ধারণ করেছেন যার আদেশ তিনি নূহকে (নোয়াহ) দিয়েছিলেন, এবং যার প্রত্যাদেশ আমি তোমাকে করেছি এবং যা আমি ইবরাহীমকে (আবরাহাম), মূসাকে (মোজেস) এবং ঈসাকে (যিশু) দিয়েছিলাম যাতে তুমি ধর্মে অবিচল থাক এবং এতে মতভেদ না করো।

অংশীবাদীদের কাছে ঐ বিষয়টি খুবই কষ্টকর মনে হয়, যে বিষয়ের প্রতি তুমি তাদেরকে আমন্ত্রন জানাও। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর জন্য বেছে নেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তিনি তাকে তাঁর পথে পরিচালিত করেন।

(১৪) জ্ঞান আসার পরও পারস্পারিক বাড়াবাড়ির কারণে তারা বিভেদ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়। যদি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তাহলে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়া হত। তাদের পরে যারা গ্রন্থের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা সে সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

(১৫) অতএব তোমাকে যেমন আদেশ দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে তুমি ওই দিকে (সবাইকে) ডাকো এবং ওতেই অবিচল থাকো, এবং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো না বরং বলঃ 'আল্লাহ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করি; আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে আমি যেন তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করি ঃ আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; আমাদের কর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করব।' (১৬) আল্লাহকে মেনে নেওয়ার পর যারা তাঁর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করছে তাদের তর্ক-বিতর্ক তাদের প্রতিপালকের কাছে অসার এবং তাদের প্রতি রয়েছে (আল্লাহর) ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(১৭) আল্লাহ সত্যসহ গ্রন্থ ও মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন। তুমি কিভাবে জানতে পারবে সম্ভবতঃ মহাবিনাশ কাল সন্নিকটে? (১৮) যারা তা বিশ্বাস করে না তারাই তা তাড়াতাড়ি কামনা করে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় পায়, আর তারা জানে যে তা সত্য। মনে রেখো, যারা সেই ক্ষণ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা গভীর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।

(১৯) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকা দান করেন। তিনি মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী। (২০) যে পরকালের ফসল চায় তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দিই, আর যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের ফসল চায় আমি তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি - কিন্তু পরলোকে (অনুগ্রহে) তার কোন অংশ থাকবে না।

(২১) এদের কি কতিপয় অংশীদার আছে, যারা এদের জন্য এমন কোন ধর্ম প্রবর্তন করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারিত না থাকত, তাহলে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীদের (জালিমদের) জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। (২২) তুমি অত্যাচারীদেরকে (জালিমদেরকে) তাদের কাজকর্মের পরিণতি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে দেখবে, যা তাদের জন্য অনিবার্য। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতের উদ্যানে অবস্থান করবে এবং তাদের প্রভুর কাছে যা তারা কামনা করবে সবই পাবে। এটাই বড় পুরস্কার। (২৩) আল্লাহ তাঁর সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এই সুসংবাদ দিয়ে থাকেন। বলঃ 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ছাড়া (যার কারণে আমি তোমাদেরকে এই দিকে আহ্বান করছি) আর কোন প্রতিদান চাই না।' কেউ কোন সৎকর্ম করলে আমি তার জন্য তার কল্যাণ বাড়িয়ে দিই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

(২৪) তারা কি বলে যে, 'সে আল্লাহর উপর মিথ্যা বানিয়ে বলছে?' আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি অন্তরের বিষয় ভালভাবেই জানেন। (২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের অনুশোচনা গ্রহণ করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন। তোমরা যা কিছু করো তিনি তা জানেন।

(২৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা ভাল কাজ করে তিনি তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অধিক বৃদ্ধি করেন। যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

(২৭) আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের (সকলের) জন্য জীবিকার প্রাচুর্য্য প্রদান করতেন, তাহলে তারা পৃথিবীতে উপদ্রব করত, তাই তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পরিমাণমত প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সমস্ত খবর রাখেন, সবকিছুই দেখেন। (২৮) মানুষ নিরাশ হয়ে পড়লে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেন। তিনিই অভিভাবক ও প্রশংসার অধিকারী। (২৯) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মাঝে তিনি যেসব প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলো তাঁরই নিদর্শন; তিনি যখন চাইবেন তখনই তাদেরকে একত্রিত করতে সক্ষম।

(৩০) তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ আসে তা তোমাদের স্ব-হস্ত সম্পাদিত কৃতকর্মেরই ফল। তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। (৩১) পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর নিয়ন্ত্রনের বাইরে যেতে পারো না। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, আর কোন সাহায্যকারীও নেই।

(৩২) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে সমূদ্রে চলমান পাহাড়ের মত জাহাজসমূহ। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। তখন জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে থাকবে - নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যবান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ব্যক্তির জন্য - (৩৪) অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকেধ্বংস করে দিতে পারেন - তিনি অনেককে ক্ষমা করে দেন - (৩৫) যারা আমার নিদর্শন সমূহ নিয়ে বিতর্ক করে তারা জেনে রাখুক, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।

(৩৬) অতএব যা কিছু তোমরা পেয়েছ তা কেবল পার্থিব জীবনের অস্থায়ী সুখসামগ্রী। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা অধিক শ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী, তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখে; (৩৭) যারা বড়পাপ এবং অশ্লীল কাজ পরিহার করে এবং ক্রোধের সময় ক্ষমা করে দেয়, (৩৮) আর যারা তাদের প্রভুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং প্রার্থনা করে ও নিজের কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আর আমি যা কিছু দিয়েছি তা থেকে খরচ করে, (৩৯) এবং যারা তাদের প্রতি অন্যায় করা হলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে। (৪০) মন্দের প্রতিফল মন্দই। যে ক্ষমা করে দেয় এবং মিটমাট করে নেয় তার প্রতিফল আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। (৪১) যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। (৪২) অভিযোগ কেবল তাদের উপরেই যারা অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে। এই লোকদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৪৩) যে ধৈর্য ধারণ করেছে এবং ক্ষমা করে দিয়েছে, নিঃসন্দেহে সে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে।

(৪৪) আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তার জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই। তুমি অত্যাচারীদের দেখবে যে, যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে, 'ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি?' তুমি আরো দেখবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে, (৪৫) তারা অপমানে হীন থাকবে, এবং লজ্জাবনত দৃষ্টিতে তাকাতে থাকবে। বিশ্বাসীগণ বলবে যে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা শেষ বিচারের দিন নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও পরিবার-পরিজনদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।' শোন, অত্যাচারীরা স্থায়ী শাস্তির মধ্যে থাকবে, (৪৬) আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার (সামনে) আর কোন পথ নেই।

(৪৭) (আল্লাহর বিধানে) যে দিন অপ্রতিরোধ্য, সেই দিন আসার পূর্বেহ তোমরা প্রভুর আহ্বানে সাড়া দাও; সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য কোন প্রতিরোধকারীও থাকবে না। (৪৮) তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আমি তো তোমাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া। আমি যখন মানুষকে আমার কৃপা দ্বারা সুশোভিত করি, তখন সে তাতে প্রসন্ন হয়; যদি তাদের কর্মের কারণে তাদের উপর কোন বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন মানুষ কৃতঘ্ন হয়ে যায় ।

(৪৯) আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন, (৫০) অথবা পুত্র ও কন্যা দুইই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

(৫১) কোন মানুষকে এমন সামর্থ দেওয়া হয় নি যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলেন প্রত্যাদেশের মাধ্যম ব্যতীত, পর্দার অন্তরাল ব্যতীত, অথবা এমন কোন দূত প্রেরণ ব্যতীত, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তাই ব্যক্ত করে। নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত এবং প্রজ্ঞাবান। (৫২) এই ভাবে আমার আদেশক্রমে আমি তোমার (পয়গম্বরের) কাছে এক ফেরেস্তা প্রেরণ করেছি তুমি জানতে না গ্রন্থ কী, বিশ্বাস স্থাপন কী ? কিন্তু আমি একে একটি আলো করেছি, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিঃসন্দেহে তুমি মানুষকে এক সোজা পথই প্রদর্শন করছো, (৫৩) সেই পথ আল্লাহর পথ, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুরই মালিক। শুনে রেখো, সকল বিষয় (অবশেষে) আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।

৪৩ ঃ সূরা আয-যুখরুফ (স্বর্ণালঙ্কার)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হা-মীম। (২) স্পষ্ট গ্রন্থের শপথ। (৩) আমি এটাকে আরবী কুরআন করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। (৪) নিঃসন্দেহে এর মূল গ্রন্থ আমার কাছে সংরক্ষিত আছে; এটা সুমহান প্রজ্ঞাপূর্ণ।

(৫) তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়- এই জন্য কি এই উপদেশ বাণী তোমাদের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নেব? (৬) আমি পূর্ববর্তী মানুষদের কাছে অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছি, (৭) কিন্তু তাদের কাছে যে পয়গম্বরই এসেছে তারা তাকে উপহাস করেছে, (৮) সেইজন্য যারা তাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল, তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অনুরূপ ছিল।

(৯) যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞেস করো, 'আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা কে?' তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, 'পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।' (১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করে দিয়েছেন, আর তাতে তোমাদের জন্য পথ তৈরী করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা পথের দিশা পাও। (১১) তিনিই আকাশ থেকে পরিমাণমত বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তার দ্বারা মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এই ভাবেই তোমাদেরকেও পুনরুত্থিত করা হবে। (১২) তিনি বিভিন্ন প্রকার জীব জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের জন্য নৌযান দিয়েছেন জলপথে ভ্রমণের জন্য এবং চতুষ্পদ পশু দিয়েছেন আরোহণ করার জন্য, (১৩) যাতে তোমরা তাদের পৃষ্ঠদেশে স্থির হয়ে বসতে পারো। তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসে তোমাদের প্রভুর কল্যাণের কথা স্মরণ করো, আর বলঃ 'তিনিই মহান, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা

এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না, (১৪) নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাব।'

(১৫) তারা আল্লাহর কিছু বান্দাদেরকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়েছে। নিঃসন্দেহে মানুষ স্পষ্ট কৃতঘ্ন! (১৬) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদের জন্য পুত্র মনোনীত করেছেন? (১৭) দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা (কন্যা সন্তান) আরোপ করে, তাদের কাউকে সেই (কন্যা সন্তানের) সংবাদ দেওয়া হলে, তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়। (১৮) তারা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে সাজ-সজ্জার মধ্যে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কের সময় কথা বলতে পারে না? (১৯) ফেরেস্তারা করুণাময়ের বান্দা; তাদেরকে তারা নারী সাব্যস্ত করে। তারা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? ওদের এই দাবী লিপিবদ্ধ করা হবে, আর ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(২০) তারা বলেঃ 'যদি করুণাময় চাইতেন তাহলে আমরা ওদেরকে ইবাদত করতাম না।' এ সম্পর্কে ওদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল কাল্পনিক কথা বলছে। (২১) আমি কি তাদেরকে এর আগে কোন গ্রন্থ দিয়েছি, যা তারা দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে? (২২) বরং তারা বলেঃ 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি বিশেষ ধর্মমতের অনুসরণ করতে দেখেছি, আর আমরা তাদেরকেই অনুসরণ করছি।' (২৩) এই ভাবেই তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখন কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখন সেখানকার সম্পন্ন লোকেরা বলেছে যে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যে পথে চলতে দেখেছি আমরাও সেই পথ অনুসরণ করছি।' (২৪) সে (সতর্ককারী) বললঃ 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে পথের অনুসরণ করতে দেখেছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম পথ-নির্দেশ নিয়ে আসি?'

তারা বললঃ ‘তোমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অবিশ্বাস করছি।’ (২৫) তাই আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখ, অবিশ্বাসীদের কি পরিণাম হয়েছিল।

(২৬) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আবরাহাম) তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ ‘আমি ঐ সব বিষয় থেকে মুক্ত যাদেরকে তোমরা ইবাদত করছ। (২৭) কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন (আমি তার এবাদাত করি), তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে সুপথ দেখাবেন।’ (২৮) এই কথাই ইবরাহীম (আবরাহাম) তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে গেছে, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। (২৯) আমি তাদের আর তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পার্থিব সামগ্রী দিয়েছিলাম, অত:পর তাদের কাছে সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী পয়গম্বর এল। (৩০) যখন ওদের কাছে সত্য এল, তারা বললঃ ‘এতো জাদু, আমরা এটা বিশ্বাস করি না।’

(৩১) তারা আরো বললঃ ‘এই কুরআন দুই জনপদের মধ্যে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর কেন অবর্তীর্ন হলো না?’ (৩২) তোমার প্রভুর অনুগ্রহ কি এরা বন্টন করে? পার্থিব জীবনে আমিই তো তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করি, আর আমিই তো একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি, যাতে তারা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। এরা যে সম্পদ জমা করছে তোমার প্রভুর কৃপা তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। (৩৩) সব মানুষ একই (অস্বীকারকারীদের) শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা করুণাময়কে অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি রুপোর তৈরী ছাদ ও তার উপরে উঠার সিড়ি দিতাম, (৩৪) এবং ঘরের জন্য দিতাম রুপোর তৈরী দরজা, রুপোর পালঙ্ক দিতাম যাতে তারা ঠেস দিয়ে বসে, (৩৫) আর সোনাও দিতাম। এসব জিনিষ তো কেবল পার্থিব জীবনের সামগ্রী, পরলোকের কল্যাণ তোমার প্রভুর কাছে সংরক্ষিত আছে, তাঁকে যারা ভয় করে তাদের জন্য।

(৩৬) যে ব্যক্তি করুণাময়ের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য একজন শয়তান নিযুক্ত করে দিই। সে তার বন্ধু হয়ে যায়। (৩৭) সে তাকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা সৎপথেই আছে। (৩৮) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে (তার সাথীকে) বলবে, হায়! 'আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত! সে কত খারাপ সাথী ছিল!' (৩৯) (এমন লোকদেরকে) বলা হবে, 'যেহেতু তোমরা অন্যায় করেছ, তাই শাস্তিতে একে অপরের অংশীদার হলেও, আজ তোমাদের কোন লাভ হবে না।'

(৪০) তুমি (পয়গম্বর) কি বধিরদেরকে শোনাবে, না কি অন্ধদেরকে বা যারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত তাদেরকে পথ দেখাবে? (৪১) এমনকি যদি আমি তোমাকে (পৃথিবী থেকে) উঠিয়ে নিই, তবুও আমি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো, (৪২) অথবা তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব, তাদের উপরে আমি পূর্ণ ক্ষমতাবান। (৪৩) অতএব তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তুমি ওটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকো। নিঃসন্দেহে তুমি এক সঠিক পথে আছো। (৪৪) এটাই তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য একটি উপদেশ। অতি শীঘ্রই ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৪৫) যাদেরকে আমি তোমার পূর্বে পাঠিয়েছি, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, 'আমি কি করুণাময় ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নির্ধারিত করে দিয়েছি যে, তাদেরকে ইবাদত করা হবে?'

(৪৬) আমি মূসাকে (মোজেস) আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার নেতৃবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'আমি বিশ্বজগতের প্রভুর প্রেরিত পয়গম্বর।' (৪৭) যখন সে আমার নিদর্শনসহ তাদের কাছে এল, তখন তারা তাকে বিদ্রুপ করতে লাগল, (৪৮) আমি তাদেরকে যে নিদর্শন

দেখালাম তা পূর্বের নিদর্শনের চাইতেও বড়। আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে। (৪৯) তারা বললঃ 'হে জাদুকর, 'তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো, তিনি তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি করেছেন তা উপস্থিত করার জন্য, তাহলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।' (৫০) অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করলাম, তখন তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগল।

(৫১) ফেরাউন (ফ্যারাও) তার সম্প্রদায়ের কাছে চিৎকার করে বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! মিশরের সম্রাজ্য কি আমার নয়? আর এই নদীগুলো যা আমার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেগুলো কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছ না? (৫২) এই হীন লোকটি থেকে আমি কি শ্রেষ্ঠ নই? সে তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না। (৫৩) কেন তাকে সোনার কঙ্কন দেওয়া হল না? কেনই বা তার সাথে ফেরেস্তা পাখা মেলে এল না?' (৫৪) এই ভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানাল। তারা তার কথা মেনে নিল। এরা অস্বীকারকারী ছিল। (৫৫) অতঃপর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল তখন আমি প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। (৫৬) এই ভাবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমি তাদেরকে একটি অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।

(৫৭) যখন মারইয়ামের পুত্রের উদাহরণ দেওয়া হল তখন তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা হৈ চৈ শুরু করল। (৫৮) বললঃ 'আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ না সে শ্রেষ্ঠ?' কেবল বিতর্কের জন্যই তারা তার কথা উল্লেখ করল। বস্তুত তারা ছিল কলহপ্রিয় সম্প্রদায়। (৫৯) ঈসা (যিশু) তো কেবল আমারই এক বান্দা ছিল, তার উপরে আমি কৃপা করেছিলাম এবং তাকে করেছিলাম ইসরায়িলের সন্তানদের জন্য এক দৃষ্টান্ত। (৬০) আমি যদি চাইতাম তাহলে আমি ফেরেস্তা নিযুক্ত করে দিতাম যারা পৃথিবীতে তোমাদের উত্তরাধিকারী হতো।

(৬১) নিঃসন্দেহে ঈসা (যিশু) পুনরুত্থানের এক নিদর্শন, তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ করো না, আর আমার আদেশ পালন করো। এটাই সরল পথ। (৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে বাধা দিতে না পারে, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(৬৩) যখন ঈসা (যিশু) স্পষ্ট নিদর্শনসহ এল, সে বললঃ 'আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি, যে বিষয় নিয়ে তোমরা মতভেদ করছ তা যাতে আমি তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে দিতে পারি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমার কথা মেনে চলো। (৬৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহই আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। তাই তোমরা তাঁরই ইবাদত করো, এটাই সরল পথ।' (৬৫) অতঃপর তাদের মধ্যে বিভিন্ন দল মতভেদ করল। তাই যারা জুলুম (অন্যায়) করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এক কঠিন দিনের শাস্তির দূর্ভোগ।

(৬৬) তারা তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ শেষ বিচারের দিন (মহাপ্রলয়) এসে পড়ারই অপেক্ষা করছে। (৬৭) সব বন্ধুরাই সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, কেবল যারা ভয় করে তারা ছাড়া। (৬৮) হে আমার বান্দাগন! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না, (৬৯) যারা আমার নিদর্শন সমূহ বিশ্বাস করে এবং আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে। (৭০) 'জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমরা আর তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদেরকে প্রসন্ন করা হবে।' (৭১) সোনার থালা এবং পানপাত্রে তাদেরকে পরিবেশন করা হবে। সেখানে সেইসব জিনিষ থাকবে, যা মন চায় এবং যা দেখে চোখ তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। (৭২) এই তো সেই বেহেস্ত, তোমাদের কর্মের জন্য তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। (৭৩) তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফলমূল আছে, যা থেকে তোমরা আহার করবে।

(৭৪) নিঃসন্দেহে অপরাধীরা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে। (৭৫) তাদের জন্য তা লাঘব করা হবে না এবং তারা তার মধ্যে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে থাকবে। (৭৬) আমি তাদের উপর অসদাচার (জুলুম) করিনি বরং তারা নিজেরাই অসদাচারী (জালিম) ছিল। (৭৭) তারা চিৎকার করে বলবেঃ 'হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা)! তোমার প্রভু যেন আমাদের মৃত্যু ঘটান।' ফেরেস্তা বলবেঃ 'তোমাদেরকে এই ভাবেই থাকতে হবে।' (৭৮) 'আমি' তোমাদের কাছে সত্য এনে দিয়েছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য থেকে বিমুখ। (৭৯) তারা কি কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে? তাহলে 'আমি'ও তো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেব। (৮০) তারা কি ভাবে যে, 'আমি' তাদের গোপন রহস্য ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, অবশ্যই আমার ফেরেস্তাগণ তাদের কাছে থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখে।

(৮১) বলঃ 'যদি করুণাময়ের কোন সন্তান হতো তাহলে আমিই হতাম তার প্রথম ইবাদতকারী।' (৮২) তারা যা কিছু মিথ্যা অরোপ করে তা হতে তিনি পবিত্র ও মহান; তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের (মহাসিংহাসনের) অধিপতি। (৮৩) অতএব তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা বাদ-বিবাদ ও খেল তামাশা নিয়েই থাকুক, এমনকি যে দিন সম্পর্কে তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে সেই দিনের মুখোমুখী হোক!

(৮৪) তিনিই আকাশের অধিপতি এবং তিনিই পৃথিবীর অধিপতি এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (৮৫) অত্যন্ত কল্যাণময় সেই সত্তা, যাঁর সার্বভৌমত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তাঁরই নিকটে আছে পুনরুত্থানের খবর। তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

(৮৬) আল্লাহ ব্যতীত এরা যাদেরকে ডাকে তাদের সুপারিশের ক্ষমতা নেই, কেবলমাত্র যারা সত্য সাক্ষ্য দেয়, তারা জানে। (৮৭) যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, 'তোমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা একথাই বলবে, 'আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।' তাহলে তারা কিভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়? (৮৮) তাদের পয়গম্বর একথাই বলেছে, 'হে আমার প্রভু! এরা এমন লোক যারা বিশ্বাস করে না।' (৮৯) সুতরাং এদেরকে উপেক্ষা করো, আর বল, 'শান্তি!' তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৪৪ ঃ সূরা আদ-দুখান (ধূম্র)

আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হা-মীম। (২) স্পষ্ট গ্রন্থের শপথ। (৩) আমি একে এক কল্যাণময় রাত্রে অবতীর্ণ করেছি, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী ছিলাম (৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয় - (৫) আমার নির্দেশে - নিঃসন্দেহে আমিই তো বার্তা প্রেরণ করে থাকি, (৬) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ, (৭) যিনি আকাশ পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভু - যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাস করো - (৮) তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন। তিনিই তোমাদের প্রভু আর তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভু। (৯) বস্তুতঃ তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেলা-তামাশা করছে। (১০) অতএব সেই দিনের প্রতীক্ষা করো যে দিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে (১১) যা মানুষকে ঢেকে ফেলবে। এটা হবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) (তারা বলবেঃ) 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে শাস্তি উঠিয়ে নিন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' (১৩) কিভাবে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে, তাদের কাছে তো স্পষ্ট বর্ণনাকারী পয়গম্বর এসেছিল?

(১৪) তারপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং বলেছিলঃ 'এতো এক প্রশিক্ষিত উন্মাদ।' (১৫) আমি কিছু সময়ের জন্য যদি শাস্তি উঠিয়ে নিই, তাহলে তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যে দিন আমি কঠিন ভাবে ধরবো, সেদিন অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

(১৭) এদের পূর্বে আমি ফেরাউনের (ফ্যারাও) লোকজনদের পরীক্ষা নিয়েছিলাম। এদের কাছে এক মহান পয়গম্বর এসেছিল (১৮) সে বলেছিলঃ 'আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে প্রত্যার্পন করো। আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৯) তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না, আমি তোমাদের কাছে এক স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করছি। (২০) তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পারো, সেজন্য আমি আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় চাইছি। (২১) যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করো, তাহলে আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।'

(২২) অতঃপর মূসা (মোজেস) তার প্রভুর কাছে দোয়া (প্রার্থনা) করলঃ 'এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।' (২৩) আমি বলেছিলামঃ 'তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (২৪) তুমি সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, ওদের সেনা নিমজ্জিত হবে।' (২৫) তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝরণা, (২৬) কত শস্য ক্ষেত্র আর সুন্দর ঘরবাড়ী, (২৭) কত বিশ্রামের সামগ্রী যাতে তারা প্রসন্ন থাকত! (২৮) এমনই ঘটে ছিল এবং আমি অন্যজাতিকে এসবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (২৯) তাদের জন্য আকাশ কাঁদল না, পৃথিবী কাঁদল না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হল না।

(৩০) আমি ইসরায়িলের সন্তানদের অপমানকর শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম- (৩১) ফেরাউনের হাত থেকেঃ নিঃসন্দেহে সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারী

এবং অত্যাচারী। (৩২) তাদেরকে আমি জেনে শুনেই বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করলাম। (৩৩) এবং আমি তাদেরকে এমন সব নিদর্শন প্রদান করেছিলাম যা ছিল প্রত্যক্ষ পরীক্ষা।

(৩৪) যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা বলেই থাকে, (৩৫) 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই, আমাদেরকে আর ওঠানো হবে না। (৩৬) তুমি যদি সত্য হও তাহলে আমাদের পিতৃপুরুষদের উঠিয়ে আনো।' (৩৭) এরা কি তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর? আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। নিঃসন্দেহে তারাও অস্বীকারকারী ছিল।

(৩৮) আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেনি। (৩৯) এগুলো আমি যথার্থ উদ্দ্যেশ্যেই সৃষ্টি করেছি; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৪০) নিঃসন্দেহে বিচারের দিন এদের সবার নির্ধারিত সময়। (৪১) সেদিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না, এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না,[১]

---

[১] বিঃদ্রঃ (৪৪ঃ ৪১) যদি কেউ আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল তথা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে পরিস্কারভাবে বুঝতে পারবে যে এ সমস্ত কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তাই না হতো তাহলে পৃথিবীতে গৌরবময় ঐতিহ্য স্থাপন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। সমস্ত কর্মকাণ্ডের অর্থবহতা এটাই ইঙ্গিত করে যে এর সমস্ত কিছুই একটি অর্থপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমুলক ভাবে সমাপ্ত হবে। এর অন্যথা হওয়া অকল্পনীয়। এর সমাপ্তির মধ্য দিয়েই পরলৌকিক জীবনের সূচনা ঘটবে। পরলোকের প্রতি বিশ্বাস হল সর্বজনীন অর্থবহতার এক বৃহত্তর রূপ।পার্থিব জীবন একটা পরীক্ষাস্বরূপ। ইহজগতের বাস্তবতায় প্রত্যেকের একটা অংশ আছে। আল্লাহর কাছে যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিপন্ন করতে পারলেই পরজগতের অর্থবহতায় অংশীদার হওয়া যায়।

(৪২) তারা ব্যতীত, যাদের উপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী ও অতি দয়ালু।

(৪৩) নিশ্চয়ই যাক্কূম বৃক্ষের ফল, (৪৪) পাপীদের আহার হবে; (৪৫) গলিত তাম্রের মত; ওটা তার পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে, (৪৬) যেমন গরমপানি ফোটে। (৪৭) (একটা আওয়াজ শোনা যাবে), 'একে ধর এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে (৪৮) তারপর এব . মাথার উপর ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির শাস্তি (৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি নিজেকে খুবই সম্মানিত, সভ্রান্ত ভাবতে! (৫০) এটাই তাই যা তুমি সন্দেহ করতে।

(৫১) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহকে ভয় করত, তারা এক শান্তির স্থানে থাকবে, (৫২) উদ্যান ও ঝরনার মাঝে। (৫৩) তারা মিহি ও বুটিদার রেশমের বস্ত্র পরিধান করে সামনা সামনি বসে থাকবে: (৫৪) এমনই হবে। আমি তাদেরকে আয়তনয়না কুমারীদের সাথে বিবাহ দেব। (৫৫) সেখানে তারা প্রশান্ত ও সুরক্ষিত হয়ে প্রত্যেক প্রকার ফল আনতে বলবে। (৫৬) সেখানে তারা প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো মৃত্যু আস্বাদন করবে না এবং তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, (৫৭) তোমার প্রভুর অনুগ্রহে এমনই হবে, এটাই বড় সফলতা।

(৫৮) বস্তুত আমি এই গ্রন্থকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৫৯) অতএব তুমিও প্রতীক্ষা করো, তারাও প্রতীক্ষা করছে।

৪৫ ঃ সূরা আজ-জাসিয়াহ্ (নতজানু)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হা-মীম। (২) এই গ্রন্থ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ। (৩) নিঃসন্দেহ বিশ্বাসীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন আছে। (৪) তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীবজন্তুর বিস্তারে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৫) রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আকাশ থেকে আল্লাহ কতৃক জীবিকা প্রেরণে, ধরিত্রীর মৃত্যুর পর তার পুনরুজ্জীবনে, এবং বাতাসের গমনাগমনে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৬) এগুলি আল্লাহর নিদর্শন যা আমি সঠিকভাবে তোমাকে শোনাচ্ছি। কিন্তু যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শন অস্বীকার করে, তাহলে তারা কোন্ বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করবে ?

(৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীদের দুর্ভোগ ! (৮) যে আল্লাহর বাণী শোনে যখন তার সামনে তা আবৃত্তি করা হয়, তবুও সে ঔদ্ধত্যে অনড় থাকে, যেন সে তা শুনতে পায়নি। অতএব তাকে এক কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (৯) যখন সে আমার কোন বাণী জানতে পারে তখন তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। এমন লোকদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে। (১০) তাদের সামনেই জাহান্নাম। তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক বানিয়েছে তারাও তাদের কোন কাজে আসবে না। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (১১) এটা একটা পথ নির্দেশ; যারা তাদের প্রভুর বাণী সমূহ অবিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য কঠিনতম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(১২) আল্লাহই সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযান চলাচল করতে পারে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ

অনুসন্ধান করতে পার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (১৩) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

(১৪) বিশ্বাসীদের বলঃ 'তারা যেন সেই সব লোকদেরকে উপেক্ষা করে, যারা আল্লাহর সেই দিবস সমূহের প্রত্যাশা করে না। তিনি লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন। (১৫) যে সৎকাজ করবে তার কল্যাণ তার জন্যেই, আর যে মন্দ কাজ করবে তার বিড়ম্বনা তারই, এবং তোমরা সকলে তোমার প্রভুর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।

(১৬) আমি তো ইসরায়িলের সন্তানদের গ্রন্থ (তাওরাত), শাসন ক্ষমতা, পয়গম্বরত্ব প্রদান করেছিলাম এবং তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছিলাম ও জগৎবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। (১৭) আমি তাদেরকে (ধর্ম সম্পর্কে) প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছিলাম। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরেও তারা পারস্পরিক বিদ্বেষবশত মতভেদ করেছে। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু শেষ বিচারের দিনে ওদের বিষয়ে মীমাংসা করবেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করত। (১৮) এরপর আমি তোমাকে (ধর্মের) স্পষ্ট পথে স্থাপন করেছি, সুতরাং এটা অনুসরণ কর অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। (১৯) আল্লাহর সামনে তারা তোমাদের কোনই কাজে আসবে না। অত্যাচারীরা একে অপরের বন্ধু, পক্ষান্তরে মুত্তাকীদের (আল্লাহ-ভীরু) বন্ধু আল্লাহ। (২০) এটা (গ্রন্থ) মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা ও পথ-নির্দেশ এবং যারা অটল বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য অনুগ্রহ।

(২১) যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী আর সৎকর্মশীলদের মত গণ্য করবো? তাদের জীবিত অবস্থা ও মৃত অবস্থা কি একই রকম হবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (২২) আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, যাতে

প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া যায়, আর তাদের প্রতি কোন অবিচার না হয়।

(২৩) (হে পয়গম্বর) তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে তার উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, তার কানে ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চোখে আবরণ দিয়ে দিয়েছেন - এমন ব্যক্তিকে কে পথ দেখাবে আল্লাহ যাকে পরিত্যাগ করেছেন? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

(২৪) তারা বলেঃ 'আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। আমরা মরি বা বাঁচি আমাদেরকে তো কেবল কালচক্র ধ্বংস করে।' এসম্পর্কে ওদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বলে। (২৫) যখন ওদেরকে আমার স্পষ্ট বাণী শোনান হয়, তখন ওদের কাছে এছাড়া বলার কিছু থাকে না যে, আমাদের পিতৃপুরুষদের জীবিত করে আনো, যদি তোমরা সঠিক হও। (২৬) বলঃ 'আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। অতঃপর পুনরুত্থান দিবসে তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'

(২৭) আকাশ ও পৃথিবীতে রাজত্ব আল্লাহরই। যে দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৮) তুমি দেখবে যে, প্রত্যেক দল নতজানু অবস্থায় থাকবে। প্রত্যেক দলকে তাদের কর্ম-লিপি দেখতে ডাকা হবে। (একটি কণ্ঠস্বর শোনা যাবে) আজ তোমাদেরকে ঐ সব কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করেছিলে। (২৯) আমার এই লিখিত বিবরণী তোমাদের বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদান করবে। তোমরা যা করেছিলে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম।

(৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে তাদের প্রভু নিজ অনুগ্রহের মাঝে প্রবেশ করাবেন, এটাই স্পষ্ট সফলতা।

(৩১) যারা অস্বীকার করেছে, (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমাদেরকে যখন আমার বাণী সমূহ পড়ে শোনানো হয়েছিল তখন কি তোমরা অহংকারবশত অস্বীকার করনি, এবং অপরাধ কর্মে নিযুক্ত থাক নি?' (৩২) যখন বলা হত, 'আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, পুনরুত্থানের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই,' তখন তোমরা বলতে, 'আমরা জানি না শেষ বিচারের দিন কি। আমরা মনে করি, এটা একটা ধারণা মাত্র, আর এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই।'

(৩৩) তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত তা তাদেরকে ঘিরে ধরবে। (৩৪) তাদেরকে বলা হবেঃ 'আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তোমাদের কেউ সাহায্য করার নেই। (৩৫) এর কারণ তোমরা আল্লাহর বাণী সমূহকে উপহাস করেছিলে। পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।' অতএব আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না, বা তাদের ক্ষমা প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে না।

(৩৬) অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশের প্রভু, পৃথিবীর প্রভু এবং নিখিল জগতের প্রভু। (৩৭) আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মহিমা বিরাজিত। তিনিই পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

৪৬ ঃ সূরা আল-আহ্‌কাফ (বালুময় পাহাড়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হা-মীম। (২) এই গ্রন্থ পরাক্রমশালী ও অসীম প্রজ্ঞাবান আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ। (৩) আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুই আমি যথাযথভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। যারা অস্বীকার করে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৪) বলঃ ‘আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ডাক তাদের কথা কি ভেবে দেখেছ? আমাকে দেখাও তো তারা পৃথিবীর কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশ সৃষ্টিতে তাদের কি কোন অংশীদারিত্ব আছে? তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে এর পূর্বের কোন গ্রন্থ অথবা কোন জ্ঞানের নিদর্শন আমার কাছে উপস্থিত করো।’ (৫) ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকে যে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সেই ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। তারা তো এদের ডাক সম্পর্কে অবহিতও নয়। (৬) যখন লোকদেরকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা ওদের শত্রু হয়ে যাবে এবং এদের ইবাদত অস্বীকার করবে।

(৭) যখন আমার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়, এবং তাদের কাছে সত্য পৌঁছে দেওয়া হয়, তার পরেও অস্বীকারকারীরা বলেঃ ‘এতো স্পষ্ট জাদু।’ (৮) অথবা তারা বলেঃ ‘সে এটা নিজে রচনা করেছে।’ বলঃ ‘আমি যদি এটা নিজে রচনা করে থাকি, তাহলে তোমরা আমাকে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচানোর জন্য কিছুই করতে পারবে না। তোমরা যা আলোচনা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন। তিনি আমার আর তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।’

(৯) বলঃ ‘আমি তো পয়গম্বরদের মধ্যে নতুন নই। আমি জানি না আমার বা তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমার কাছে যা আসে আমি কেবল সেটাই পালন করি। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।’ (১০) বলঃ ‘তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ, যদি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে এসে থাকে, আর তোমরা একে অমান্য কর, তাহলে কি হবে? যদি ইসরায়িলের সন্তানদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে পূর্ববর্তী গ্রন্থের মতো এটা সত্য এবং এর উপরে

বিশ্বাস স্থাপন কর, তবুও তোমরা এত দাম্ভিক যে এটাকে অস্বীকার কর? নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মকারীদেরকে (জালিমদেরকে) সুপথ দেখান না।'

(১১) অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলেঃ 'এই কুরআন যদি ভাল কিছু হত তাহলে তারা কি আমাদের আগে বিশ্বাস স্থাপন করতো না?' যেহেতু তারা এর দ্বারা চালিত হতে অস্বীকার করেছিল, তাই তারা বলেঃ 'এ এক পুরানো জালিয়াতি।'

(১২) এর পূর্বে পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহস্বরূপ ছিল মূসার (মোজেস) গ্রন্থ, আর এই গ্রন্থ তার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যাতে অত্যাচারীদের সতর্ক করা যায়, এবং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দেওয়া যায়। (১৩) নিঃসন্দেহে যারা বলেঃ 'আল্লাহ আমাদের প্রভু, এবং এই কথায় দৃঢ় থাকে, তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না। (১৪) এরাই জান্নাতের অধিবাসী, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান হিসাবে তারা এখানে অধিষ্ঠান করবে।

(১৫) আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে। তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে তার জন্ম দিয়েছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস সময় লেগেছে। অবশেষে যখন সে পূর্ণ বয়স্ক হয় এবং চল্লিশ বৎসর আয়ুষ্কালে পৌঁছায় তখন সে বলতে থাকে, 'হে আমার প্রভু! যে কল্যাণ আপনি আমার প্রতি আর আমার পিতা- মাতার প্রতি করেছেন, তার জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করার সামর্থ আমাকে দিন। আর যাতে আপনি প্রসন্ন হন আমি যেন সেই সৎকাজ করি এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরও সৎকর্মশীল করুন। আমি আপনার দিকে ফিরে এসেছি, আমি আপনার অনুগত।' (১৬) এরাই সেই লোক যাদের সৎকর্ম আমি গ্রহণ করবো, আর এদের খারাপ কাজগুলো আমি ক্ষমা করবো। এরা জান্নাতের অধিবাসী হবে। তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য।

(১৭) যে তার পিতা-মাতাকে বলে, 'ধিক তোমাদেরকে! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাও যে, আমাকে আবার কবর থেকে ওঠানো হবে, আমার পূর্বে অনেক প্রজন্ম গত হয়েছে কিন্তু তাদের কাউকে ওঠানো হয়নি।' তার পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, 'ধিক্ তোমাকে! তুমি বিশ্বাস স্থাপন করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।' তখন সে বলেঃ 'এসব প্রাচীন উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।' (১৮) এদের পূর্বে যে সব মানব জাতি ও জ্বিন জাতি গত হয়েছে তাদের মত এদের ক্ষেত্রেও আল্লাহর কথা সত্য হয়েছে। নিঃসন্দেহে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

(১৯) প্রত্যেকেই তার কর্ম অনুযায়ী মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং কারও প্রতি অবিচার করা হবে না। (২০) যেদিন অবজ্ঞাকারীদের জাহান্নামের সামনে আনা হবে, (ওদের বলা হবে যে,) তোমরা তোমাদের ভাল জিনিষগুলো পার্থিব জীবনে নিয়ে নিয়েছ এবং সেগুলো উপভোগ করেছ, তাই আজ তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা পার্থিব জীবনে অহংকার করতে এবং অস্বীকার করতে।

(২১) আদ জাতির ভাইকে (হুদ) স্মরণ করো। যখন সে তার সম্প্রদায়কে আহ্কাফ (বালির ঢিবি) উপত্যকায় সতর্ক করেছিল। এমন সতর্ককারীরা এদের পূর্বে এসেছিল, পরেও এসেছিল। বলেছিলঃ 'আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক শাস্তির দিনের আশংকা করি।' (২২) তারা বললঃ 'আমাদেরকে আমাদের উপাস্য থেকে বিমুখ করার জন্য তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ? যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে তুমি যে জিনিষের ভয় দেখাচ্ছ তা হাজির কর।' (২৩) সে বললঃ 'এর জ্ঞান তো রয়েছে আল্লাহর কাছে, যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি শুধু সেই বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই; কিন্তু আমি দেখছি তোমরা অবুঝের ন্যায় কথা-বার্তা বলছো।'

(২৪) অতঃপর তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে একটি মেঘ এগিয়ে আসতে দেখল তখন তারা বললঃ 'এই মেঘ আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে।' হুদ বললঃ 'না, বরং এ হল সেই শাস্তি যা তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে চেয়েছ। একটি ঝড় যার মধ্যে আছে কঠিন শাস্তি, (২৫) যা তার প্রভুর আদেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে।' পরে তাদের এমন পরিণতি হয়েছিল যে, তাদের ঘর-বাড়ী ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি। অপরাধীদের আমি এই ভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

(২৬) তাদেরকে আমি এমন ক্ষমতা দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দিইনি। তাদেরকে কান, চোখ ও অন্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের কান, চোখ কিম্বা অন্তর তাদের কোন কাজে আসেনি, কেননা তারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, সেই শাস্তি তাদেরকে আবেষ্টন করল। (২৭) আমি তোমাদের চারপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি - আমি বার বার আমার নিদর্শনাবলী দেখিয়েছি, যাতে তারা (সৎপথে) ফিরে আসে - (২৮) তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্য উপাস্য বানিয়ে রেখেছিল তারা কেন তাদেরকে কোন সাহায্য করেনি? বরং তারা তাদের থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ওটা ছিল ওদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবন।

(২৯) স্মরণ কর, কিভাবে আমি জ্বিনদের একটি দলকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা কুরআন শুনতে চেয়েছিল। অতঃপর যখন তারা এটা শুনেছিল, তারা একে ওপরকে বললঃ 'সবাই চুপ করে শোন।' তারপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে সতর্ক করতে লাগল। (৩০) তারা বললঃ 'হে আমার সম্প্রদায়!

আমরা একটি গ্রন্থ শুনে এসেছি যা মূসার (মোজেস) পরে অবতীর্ণ হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সমর্থন করে; এবং সত্যের দিকে এবং সোজা পথের দিকে পরিচালিত করে। (৩১) হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ কর এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের অন্যায় মার্জনা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। (৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না তারা পৃথিবীতে (আল্লাহর শাস্তিকে) পরাজিত করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সহায়কও হবে না। এই ধরনের লোকেরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।'

(৩৩) ঐ লোকেরা কি দেখেনি যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টি করতে ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম। হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি সবকিছুই করার ক্ষমতা রাখেন। (৩৪) যে দিন এই অস্বীকারকারীদেরকে জাহান্নামের সামনে হাজির করা হবে (তাদের বলা হবে), 'এটা কি বাস্তব নয়?' তারা বলবেঃ 'হ্যাঁ, আমাদের প্রভুর শপথ। বলা হবেঃ 'তাহলে শাস্তি আস্বাদন করো, কারণ তোমরা অস্বীকার করতে।'

(৩৫) অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো যেমন সাহসী পয়গম্বরগণ ধৈর্য ধারণ করেছিল, তাদের জন্য তাড়াতাড়ি করো না। যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, যে দিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, তাদের মনে হবে, তারা যেন এক মূহুর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নি। (তোমার দায়িত্ব হলো) এই বাণী পৌঁছে দেওয়া; অবাধ্য সম্প্রদায় অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

৪৭ ঃ সূরা মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) যারা অস্বীকার করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে আর মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা মেনে নেয় - এবং এটা হলো তার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য - আল্লাহ তাদের মন্দগুলি তাদের থেকে দূর করেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেন। (৩) কারণ, যারা অস্বীকার করে তারা অসত্যের অনুসরণ করে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তারা তাদের প্রভুর নিকট হতে আগত সত্যের অনুসরণ করে; এই ভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য উদাহরণ পেশ করেন।

(৪) অতএব অস্বীকারকারীদের সঙ্গে যখন তোমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করো। অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর, তখন তাদেরকে শক্ত করে বাঁধো।[১] অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। যতক্ষন তারা আত্মসমর্পণ না করে, ততক্ষন যুদ্ধ চালিয়ে যাও। এটাই বিধান। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না; (৫) তিনি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন, (৬) এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

(৭) হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে

---

[১] বিঃ দ্রঃ-(৪৭ ঃ ০৪) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করবেন। (৮) যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য দুর্গতি রয়েছে এবং আল্লাহ তাদের কর্ম নষ্ট করে দেবেন, (৯) কারণ, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা পছন্দ করেনি। তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন। (১০) এরা কি দেশের মধ্যে চলা-ফেরা করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কী হয়েছিল? আল্লাহ তাদের সমূলে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। এটাই অস্বীকারকারীদের জন্য পূর্বনির্ধারিত, (১১) কারণ, আল্লাহ বিশ্বাসীদের সংরক্ষক আর অবিশ্বাসীদের কোন সংরক্ষক নেই।

(১২) নিঃসন্দেহে যারা সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। যারা অস্বীকার করে, পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং গবাদী পশুদের মতো আহার করে, জাহান্নামই হচ্ছে ওদের ঠিকানা। (১৩) তোমার যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারে নি।

(১৪) অতএব যে, তার প্রভুর নিকট থেকে আগত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সে কি তার মত, যার কাছে তার নিজের মন্দ কাজ সুন্দর বলে প্রতীয়মান হয় এবং যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে? (১৫) সদাসতর্ক ব্যক্তিদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে যে নদী থাকবে তার পানি থাকবে সর্বদা নির্মল, যে দুধের নদী থাকবে তার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হবে না, যে সুরার নদী থাকবে তা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হবে এবং থাকবে স্বচ্ছ মধুর নদী। তাদের জন্য ওখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল থাকবে, আর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে

থাকবে ক্ষমা। এরা কি ওদের মত হবে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, যাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা তাদের নাড়ী-ভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে?

(১৬) ওদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা তোমার কথায় কান পাতে। অতঃপর যখন তোমার কাছ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় তখন যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, 'এইমাত্র উনি কি বললেন?' এরা তারা যাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে, আর এরাই নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (১৭) যারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের পথ সুগম করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহ-ভীরুতা দান করেছেন।

(১৮) এরা তো কেবল অকস্মাৎ তাদের উপর প্রলয় দিবস এসে পড়ার প্রতীক্ষায় আছে। ইতিমধ্যে তার লক্ষণ সমূহ এসে গেছে। যখন তা এসে পড়বে তখন এদের জন্য উপদেশ প্রাপ্তির অবসর কোথায় থাকবে? (১৯) অতএব জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া কোনই উপাস্য নেই, আর নিজেদের জন্য এবং বিশ্বাসী নারী পুরুষদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও ঠিকানা সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

(২০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা বলেঃ '(যুদ্ধ সম্পর্কে) কোন অনুচ্ছেদ অবতীর্ণ হয় না কেন? যখন কোন স্পষ্ট অনুচ্ছেদ অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন তুমি দেখবে যে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন তারা মৃত্যু পথযাত্রী। অতএব বড় দূর্ভোগ তাদের জন্য! (২১) আনুগত্য আর ন্যায়সঙ্গত কথা তাদের জন্য উত্তম; অতএব যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পালন করে তাহলে তাদের জন্য ভাল হয়। (২২) অতএব যদি ক্ষমতা লাভ কর, তাহলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, আর নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

(২৩) এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেছেন, বধির করেছেন এবং দৃষ্টিশক্তিহীন করে দিয়েছেন।

(২৪) তবে কি এরা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? না কি এদের অন্তরে তালা লাগানো আছে? (২৫) সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পরেও যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেছে, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, আর আল্লাহ তাদের অবকাশ দিয়েছেন, (২৬) কারণ, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ গ্রন্থ অপছন্দ করে তাদেরকে এরা বলেছে, 'আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে চলবো।' তবে আল্লাহ এদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। (২৭) তবে তখন কি হবে, যখন ফেরেস্তারা ওদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, (২৮) কারণ, ওরা এমন সব জিনিষের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে এবং তাঁর ওরা প্রসন্নতা অর্জনের প্রয়াসকে অপছন্দ করেছে? তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

(২৯) যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ কখনও প্রকাশ করবেন না? (৩০) আমি যদি চাইতাম তাহলে তোমাকে অবশ্যই দেখিয়ে দিতাম। তখন তুমি তাদের চিহ্ন দেখেই তাদেরকে চিনতে পারতে, তবে তাদের বাকশৈলিতে তুমি তাদেরকে চিনে নিতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন।

(৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যাতে আমি তাদেরকে জেনে নিতে পারি, তোমাদের মধ্যে কে সংগ্রাম করতে চায় এবং কে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, এবং তোমাদের তথ্যসমূহ যাচাই করবো। (৩২) স্পষ্ট সত্য আসার পরেও যারা অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আর পয়গম্বরের বিরোধিতা করেছে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তিনি তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন।

(৩৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও পয়গম্বরের নির্দেশ পালন কর

এবং তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আর অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং শান্তি-চুক্তির আবেদন করো না, তোমরাই প্রভাবশীল থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, আর তিনি কখনই তোমাদের কর্ম ক্ষুন্ন করবেন না।

(৩৬) পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো, আর আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তার প্রতিফল প্রদান করবেন, এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি যদি তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ চান এবং শেষ পর্যন্ত চাইতেই থাকেন, তাহলে তোমরা কার্পণ্য করবে, আর আল্লাহ তোমাদের মনের বক্রতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) দেখো, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে খরচ করতে বলা হয়েছে, তবে তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কৃপণতা করে। যে কৃপণতা করছে সে তো নিজের প্রতিই কৃপণতা করছে। বস্তুতঃ, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। তোমরা যদি বিমুখ হও, তাহলে আল্লাহ অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তারা তোমাদের মত হবে না।

৪৮ ঃ সূরা আল-ফাত্‌হ (বিজয়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দিয়েছি, (২) যাতে আল্লাহ তোমাকে তোমার অতীত ও বর্তমান ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন, তোমার প্রতি তার অনুকম্পা পূর্ণ করে দেন এবং তোমাকে সরলপথ দেখান, (৩) আর তোমাকে দৃঢ় সমর্থন দান করেন।

(৪) তিনিই বিশ্বাসীদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেছেন, যাতে তাদের বিশ্বাসের সাথে আরও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় - আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীগুলি আল্লাহরই; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অসীম প্রজ্ঞাবান - (৫) এবং যাতে তিনি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করিয়ে দেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, এবং যাতে তিনি তাদের পাপ সমূহ মোচন করেন, এটাই আল্লাহর নিকট বড় সফলতা - (৬) এবং যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ আর মুনাফিক মহিলাদেরকে এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদী মহিলাদেরকে শাস্তি দেন যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করেঃ অমঙ্গল চক্র ওদের জন্য কারণ ওদের উপরেই আল্লাহ রুষ্ট হয়েছেন এবং ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ওদের জন্যই তিনি জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং তা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭) আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীগুলি তাঁরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

(৮) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তাকে সহায়তা করো আর তাকে সম্মান করো এবং সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করো। (১০) যারা তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে, তারা আসলে আল্লাহর কাছেই প্রতিজ্ঞা করে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত। আর যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তার দায় সেই বহন করবে। আর যে আল্লাহর নিকট তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।

(১১) যে সব মরুবাসী পিছনে রয়ে গেছে তারা এখন তোমাকে বলবে, 'আমাদের ধন সম্পদ আর আমাদের সন্তান-সন্ততিরা আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, অতএব আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

তারা মুখে যে কথা বলছে তাদের অন্তরে সে কথা নেই। তুমি বলঃ 'কে আছে যে আল্লাহর নিকট তোমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে, যদি আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে চান? তোমরা যা করছো আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন।' (১২) বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, পয়গম্বর ও বিশ্বাসীগণ কখনই তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে আসবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর হয়েছিল। তোমরা খুব খারাপ ধারণা পোষণ করেছিলে। তোমরা ছিলে এক ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায়। (১৩) যারা আল্লাহ ও পয়গম্বরকে বিশ্বাস করল না, তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৪) আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(১৫) যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন পিছনে থেকে যাওয়া লোকগুলো বলবে, 'আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও।' তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করে দিতে চায়। বলঃ 'তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারবে না। আল্লাহ একথা আগেই ঘোষণা করেছেন।' তখন তারা বলবেঃ 'তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছো;' বরং তারা খুব কমই বোঝে।

(১৬) পিছনে থেকে যাওয়া মরুবাসীদের বলঃ শিঘ্রই তোমাদেরকে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে লড়াই করবার জন্য ডাকা হবে। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যতক্ষন না তারা আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং তোমরা যদি এ নির্দেশ পালন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, যেভাবে ইতি পূর্বে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে কষ্টদায়ক

যন্ত্রণা দেবেন।' (১৭) অন্ধ, পঙ্গু এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য কোন অপরাধ হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে; আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

(১৮) আল্লাহ সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আনুগত্যের শপথ করছিল। আল্লাহ তাদের মনের কথা জানতেন, সেইজন্য তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাদের পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দেন আসন্ন বিজয়, (১৯) আর বিপুল পরিমাণ ভবিষ্যতের মুনাফা। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ ভবিষ্যতের মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি এগুলো তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। লোকদের হাতকে তোমাদের অনিষ্ট সাধন থেকে বিরত রেখেছেন, যাতে তা সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণের জন্য একটা নিদর্শন হয়ে যায় এবং তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরও আছে বিজয় যা তোমরা এখনও লাভ করতে সামর্থ হও নাই, কিন্তু আল্লাহ তা (তোমাদের জন্য) নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(২২) এই অস্বীকারকারীরা যদি তোমার সাথে লড়াই করত তাহলে তারা অবশ্যই পিছন ফিরে পালাত; আর তারা কোন সাহায্যকারী বা অভিভাবক পেত না; (২৩) এটাই আল্লাহর নিয়ম যা প্রথম থেকেই চলে আসছে এবং তোমরা আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না। (২৪) তাদেরকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করার পর তিনিই মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের উপর থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ দেখেন।

(২৫) এরাই অস্বীকার করেছিল এবং তোমাকে পবিত্র মসজিদে (ক্বাবায়) প্রবেশে বাধা দিয়েছিল এবং কুরবানীর পশুগুলোকে নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। (আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দিতেন) যদি (মক্কায়) কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা অজ্ঞানতাবশত পদ পিষ্ট করে দিতে এবং যার ফলে তোমরা নিজেদের অজান্তে হয়তো দোষী বলে সাব্যস্ত হতে। (কিন্তু তিনি আদেশ দিলেন না) যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহাধীন করতে পারেন। যদি তারা (বিশ্বাসীরা) পৃথক থাকত তাহলে তাদের মধ্য থেকে অস্বীকারকারীদের আমি কঠিন শাস্তি দিতাম।

(২৬) যখন অস্বীকারকারীরা তাদের অন্তরে অজ্ঞতাযুগের অহমিকা-পোষণ করত, তখন আল্লাহ তার রাসূল ও বিশ্বাসীদের অন্তরে স্বীয় প্রশান্তি দান করেন এং তাদেরকে সত্যনিষ্ঠার বাণীতে অটল রখেন। কারণ তারাই এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ সবকিছুই ভালোভাবে জানেন।

(২৭) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্নই দেখিয়ে বলেছিলেন, ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ চাইলে তুমি অবশ্যই পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে নিরাপদে এবং নির্ভয়ে, মস্তক মুণ্ডন করে, চুল ছেঁটে।’ আল্লাহ যে কথা জানেন তোমরা তা জানো না। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক আসন্ন বিজয়।

(২৮) আল্লাহই তাঁর বার্তাবাহককে পথ-নির্দেশ ও সত্যধর্ম পাঠিয়েছেন; যাতে তিনি একে সব ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(২৯) মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তার সঙ্গীরা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং অনমনীয়, কিন্তু নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।

তুমি তাদেরকে রুকু (আনত) অবস্থায় এবং সিজদারত অবস্থায় দেখবে। তাদেরকে আল্লাহর কৃপা এবং তাঁর প্রসন্নতা অর্জনের জন্য সদা ব্যস্ত থাকতে দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে আছে সিজদার চিহ্ন। তাদের বর্ণনা দিয়ে তৌরাত (তোরাহ) গ্রন্থে এবং ইঞ্জীল (বাইবেল) গ্রন্থে বলা হয়েছে তারা একটি বীজ সাদৃশ্য যে তার অঙ্কুর বার করে এবং অঙ্কুরটি ক্রমে শক্ত হয়; তারপর তা আরো মোটা হয় এবং নিজের কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, যা বপনকারীদেরকে মুগ্ধ করে। তিনি তাদের দ্বারা অস্বীকারকারীদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আর সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৪৯ ঃ সূরা আল - হুজুরাত (কামরা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে অতিক্রম করে যেওনা, আর আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পয়গম্বরের কন্ঠস্বরের চেয়ে তোমাদের কন্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেরা একে অন্যের সাথে যেভাবে জোরে কথা বলো সেভাবে তার সাথে জোরে কথা বলো না, পাছে তোমাদের অজান্তে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। (৩) যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কন্ঠস্বর নিচু রাখে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে আল্লাহ-ভীরুতার (শিষ্ঠাচারের) পরীক্ষা নিয়েছেন - তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর বড় পুরস্কার - (৪) যারা তোমাকে ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশের বোধশক্তি নেই। (৫) তুমি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্যধারণ করতো,

তাহলে সেটাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(৬) হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন অস্বীকারকারী তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা ভাল ভাবে যাচাই করে নেবে, এমন যেন না হয় যে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতি করে ফেল, আর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে পরিতাপ করতে হয়। (৭) জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল আছে। অনেক ব্যাপারে সে যদি তোমাদের কথা মেনে নিত, তাহলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাস স্থাপনকে তোমাদের নিকট পছন্দনীয় করেছেন, তাকে তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। সত্য- অস্বীকার, অবাধ্যতা এবং পাপাচারকে তোমাদের জন্য অপ্রিয় করে দিয়েছেন। এরাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (৮) এটা আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(৯) বিশ্বাসীদের দুটি দল যদি পরস্পরের সাথে বিবাদ করে তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও; তবুও যদি একদল আরেক দলের উপর অত্যাচার করে তাহলে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। (১০) বিশ্বাসীরা সবাই ভাই ভাই। অতএব তোমার ভাইদের একে অপরের সাথে মিলিয়ে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়।

(১১) হে বিশ্বাসীগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হতে পারে। কোন মহিলা যেন অপর মহিলাকে উপহাস না করে, কেননা দ্বিতীয় মহিলা প্রথম মহিলার চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে ব্যাঙ্গ করো না, আর পরস্পরকে খারাপ উপাধিতে সম্বোধিত করো না। বিশ্বাস স্থাপন করার পর মন্দ নামে ডাকা খুবই খারাপ। যারা এগুলো বন্ধ না করে তারাই অসদাচারী।

(১২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক অনুমান করা থেকে বিরতথাকো। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ, এবং তোমরা একে ওপরের দোষ ক্রটি অনুসন্ধান করো না এবং কারো পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাই এর মাংস আহার করা পছন্দ করবে? না, বরং তোমরা তা ঘৃণা করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

(১৩) হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি এবং পরিবারে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানীয় সে, যে সবচেয়ে অধিক আল্লাহকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

(১৪) মরুবাসীরা বলেঃ 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' তাদেরকে বলঃ 'তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো নি;' বরং তোমরা বলঃ 'আমরা আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ) করেছি মাত্র' এবং এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে তিনি তোমাদের কর্মফল কিছুই কমাবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (১৫) সে'ই আস্থাবান, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে সন্দেহাতীত ভাবে, আর নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে কঠোর সংগ্রাম করে। এরাই সত্যবাদী।

(১৬) বলঃ 'তোমরা কি তোমাদের ধর্ম পরায়ণতা সর্ম্পকে আল্লাহকে অবহিত করতে চাও, অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ সবই জানেন? আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত (১৭) এরা মনে করে ইসলাম গ্রহণ করে এরা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। বলঃ 'তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে তোমরা আমার প্রতি

অনুগ্রহ মনে করো না; বরং তোমাদেরকে ঈমানের (বিশ্বাস স্থাপনের) পথ দেখিয়ে আল্লাহ নিজেই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে এটা স্বীকার করো)। (১৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় জানেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সবই দেখেন।

৫০ ঃ সূরা ক্বাফ (ক্বাফ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) ক্বাফ। গৌরবময় কুরআনের শপথ। (২) নিশ্চয়ই তারা অবাক হয়েছে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে। অস্বীকারকারীরা বলেঃ 'এতো এক আশ্চর্যের বিষয় যে (৩) আমরা মরার পরে মাটি হয়ে গেলেও পূনরুজ্জীবিত হব? এ তো সুদুর পরাহত! (৪) মাটি তাদেরকে কতটুকু ক্ষয় করবে তা আমার জানা আছে; তাছাড়া আমার কাছে এক সংরক্ষিত গ্রন্থ তো আছেই। (৫) কিন্তু সত্য যখন তাদের কাছে এল তখন তারা তা অস্বীকার করল, সুতরাং তারা সংশয়ের মধ্যেই পড়ে আছে।

(৬) তারা কি তাদের মাথার উপরের আকাশটা দেখেনি, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওর সৌন্দর্য প্রদান করেছি এবং ওটাকে কত নিখুঁত করেছি? (৭) আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বত স্থাপন করেছি ও সবরকম মনোরম গাছপালা উৎপন্ন করেছি, (৮) প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী বান্দার জন্য শিক্ষা ও উপদেশস্বরূপ; (৯) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, যার সাহায্যে বাগ-বাগিচা এবং কর্তন করা যায় এমন ফসল উৎপন্ন করেছি, (১০) আর সুউচ্চ খেজুরগাছ যাতে আছে স্তরে স্তরে সাজানো খেজুর, (১১) মানুষের জীবিকার জন্য; আর এই (সবকিছুর) মাধ্যমে আমি মৃত ভূমিকে জীবিত করি। এই ভাবেই পুনরুত্থান হবে।

(১২) তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের (নোয়াহ) সম্প্রদায়, রাস্‌স সম্প্রদায় ও সামূদ সম্প্রদায়, (১৩) এবং আদ, ফেরাউন এবং লূতের ভাইয়েরা, (১৪) আইকার অধিবাসীরা ও তুব্বা সম্প্রদায়েরাও সত্যকে অবিশ্বাস করেছিল। অতঃপর আমার সতর্কবার্তা বাস্তবায়িত হল। (১৫) প্রথম সৃষ্টির সময় আমি কি ক্লান্ত ছিলাম? তবুও তারা দ্বিতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে।

(১৬) আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি; তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। গলার ধমনীর চেয়েও আমি তার অধিক নিকটবর্তী - (১৭) এবং ডাইনে ও বামে দুই লিপিবদ্ধকারী ফেরেস্তা লিপিবদ্ধ করতেই থাকে ; (১৮) তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই আছে।

(১৯) মৃত্যু যন্ত্রনা নিশ্চয়ই আসবে, যা থেকে তুমি পলায়ন করতে চাইবে। (২০) শৃঙ্গায় (মহাশঙ্খ) ফুৎকার দেওয়া হবে। সে এক ভয়াবহ দিন হবে। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি এমন ভাবে আসবে যে, তার সাথে একজন (ফেরেস্তা) চালক এবং একজন সাক্ষী থাকবে। (২২) তুমি তো এদিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দিলাম, তাই তোমার দৃষ্টি আজ তীক্ষ্ণ। (২৩) তার সঙ্গের ফেরেস্তা বলবেঃ 'তার এই কর্মলিপি আমি প্রস্তুত রেখেছি।' (২৪) আদেশ হবে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক অবাধ্য কৃতঘ্নকে, (২৫) ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে, (২৬) যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল, তাকে কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ করো' - (২৭) এবং তার সঙ্গী (শয়তান) বলবেঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমি একে অবাধ্য বানাইনি বরং সে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।'

(২৮) আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি তো আগেই তোমাদেরকে শাস্তি থেকে সাবধান করেছিলাম। (২৯) আমার কথার পরিবর্তন হয় না, আর আমি বান্দার উপর অত্যাচার করি না।'

(৩০) সেদিন আমি জাহান্নামকে বলবোঃ 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো?' সে বলবেঃ 'আরো আছে কি?' (৩১) বেহেস্তকে আল্লাহ-ভীরুদের নিকটে উপস্থিত করা হবে, দূরে রাখা হবে না। (৩২) এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল - এটা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ও প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী প্রত্যেকের জন্য। (৩৩) যে না দেখেও করুণাময়কে ভয় করে এবং বিনীত অন্তর নিয়ে উপস্থিত হয়; (৩৪) অতএব শান্তির সাথে তোমরা এতে প্রবেশ করো; এটাই অনন্ত জীবনে প্রবেশের দিন। (৩৫) তারা যা চাইবে এখানে তাদের জন্য সবই থাকবে, আর আমার কাছে আরো বেশী আছে।

(৩৬) আমি তাদের পূর্বে তাদের চেয়ে শক্তিশালী কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি! অতএব তারা অনেক দেশে অনুসন্ধান করল; কিন্তু কোথাও আশ্রয়স্থল পেল কি? (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য যার অনুধাবনযোগ্য অন্তর আছে, যে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে।

(৩৮) আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে ছয় দিনে (সময়ে) সৃষ্টি করেছি। কোন ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব তারা যাই বলুক ধৈর্য ধারণ করো এবং তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর - সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে; (৪০) এবং রাতেও পবিত্রতা ঘোষণা কর, সিজদার (নামাযের) পরেও।

(৪১) কান খাড়া রাখো! যে দিন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে। (৪২) যে দিন মানুষ সত্যিই সেই অবশ্যম্ভাবী আওয়াজ শুনবে। তারা (কবর থেকে) উত্থিত হবে। (৪৩) নিঃসন্দেহে আমিই জীবিত করি,

আমিই মৃত্যু দিই, আর আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৪) যে দিন পৃথিবী চৌচির হয়ে যাবে, সবাই দৌড়াদৌড়ি করবে। তাদেরকে একত্রিত করা আমার কাছে সহজ ব্যাপার।

(৪৫) সত্য অস্বীকারকারীরা যা বলছে আমি ভালোভাবে জানি। তুমি তাদের প্রতি বল প্রয়োগকারী নও। অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও।

৫১ ঃ সূরা আয-যারিয়াত (বিক্ষিপ্ত বাতাস)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ ধূলি উড়ানো প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর, (২) শপথ (বৃষ্টির) বোঝা বহনকারীর। (৩) শপথ স্বচ্ছন্দ গতিময়ের, (৪) এবং শপথ তাঁর আদেশক্রমে, তাঁর আজ্ঞা বন্টনকারীর। (৫) নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা সত্য; (৬) আর বিচার অবশ্যই হবে -(৭) তারকাখচিত আকাশের শপথ, (৮) (কি বিশ্বাস করা উচিত, সে বিষয়ে) তোমরা অবশ্যই মত-বিরোধে নিমজ্জিত হয়ে আছো। (৯) এথেকে সেই মুখ ফিরিয়ে নেয় যে সত্যভ্রষ্ট।

(১০) অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা! (১১) যারা অজ্ঞ ও ভ্রান্ত। (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, 'বিচারের দিন কবে হবে?' (১৩) যে দিন ওদেরকে আগুনের উপর রাখা হবে। (১৪) (বলা হবেঃ) 'তোমরা তোমাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করো। এতো সেই শাস্তি যা তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে চাইতে।' (১৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহভীরুগণ থাকবে উদ্যানে, ঝর্ণাধারায়। (১৬) তাদের প্রভু তাদেরকে যা দিয়েছেন তা উপভোগ করতে থাকবে। ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। (১৭) তারা রাতে কম সময়ই ঘুমাতো,

(১৮) এবং শেষরাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো, (১৯) এবং তাদের সম্পদে দানপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের প্রাপ্য থাকতো।

(২০) বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন আছে, (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও; তোমরা কি দেখ না? (২২) আকাশে আছে তোমাদের জীবিকা, আরও সেই সব আছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। (২৩) অতএব আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুর শপথ। অবশ্যই একথা তোমাদের কথা বলার সামর্থের মত সত্য।

(২৪) তোমরা কি ইবরাহীমের (আবরাহাম) সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত শুনেছো? (২৫) যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে 'সালাম (শান্তি)' বলেছিল, জবাবে সেও বলেছিল 'সালাম (শান্তি)', (নিজেকে বলল), 'এরা অপরিচিত ব্যক্তি।' (২৬) তারপর সে তার ঘরের দিকে গেল এবং একটি স্থুলকায় বাছুর রান্না করে নিয়ে এল, (২৭) সেটি তাদের সামনে রাখল। বললঃ 'তোমরা আহার করছো না কেন?' (২৮) সে মনে মনে তাদেরকে ভয় পেল। তারা বললঃ 'ভয় নেই।' এবং তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল। (২৯) তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এল এবং কপাল চাপড়ে বলতে লাগল, 'আমি এক বৃদ্ধা, বন্ধ্যা।' (৩০) তারা বললঃ 'তবু এমনই বলেছেন তোমার প্রভু। নিঃসন্দেহে তিনি অসীম প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী।'

(৩১) ইবরাহীম (আবরাহাম) বললঃ 'হে ফেরেস্তাগণ! তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি?' (৩২) তারা বললঃ 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে (লূতের সম্প্রদায়) পাঠানো হয়েছে, (৩৩) যাতে আমরা তাদের উপর শক্ত মাটির পাথর বর্ষণ করি, (৩৪) যা তোমার প্রভুর কাছে সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তির জন্য চিহ্নিত করা আছে।' (৩৫) তারপর সেখানে যত বিশ্বাসী

লোকেরা ছিল, তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম। (৩৬) কিন্তু সেখানে আমি একটি ঘর ছাড়া আর কোন আত্মসমর্পণকারীদের ঘর পাইনি। (৩৭) যারা কষ্টদায়ক শাস্তির ভয় করে তাদের জন্য আমি সেখানে এক নিদর্শন রেখেছি।

(৩৮) মূসার (মোজেসের) ঘটনায় অন্য একটি নিদর্শন রয়েছে। স্পষ্ট প্রমাণ সহ তাকে ফেরাউনের (ফ্যারাও) কাছে পাঠালাম -- (৩৯) কিন্তু সে ও তার সভাসদ প্রত্যাখ্যান করল, আর বললঃ 'এতো জাদুকর।' (৪০) তাই আমি তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলামঃ সে (ফ্যারাও) ছিল নিন্দনীয়। (৪১) আদ সম্প্রদায়ের ঘটনাতেও একটি নিদর্শন রয়েছে। যখন তাদের উপরে এক বিধ্বংসী বাতাস পাঠালাম, (৪২) এই বাতাস যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল, তাকেই চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) সামূদ জাতির ঘটনায়ও নিদর্শন রয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকালের জন্য ভোগ করে নাও।' (৪৪) কিন্তু তারা তাদের প্রভুর আদেশ অমান্য করলো। তখন তাদেরকে বজ্রাঘাত পাকড়াও করল, আর তারা দেখতেই থাকলঃ (৪৫) তারা উঠে দাঁড়াতে পারে নি এবং নিজেদেরকে রক্ষা করতেও পারে নি। (৪৬) এর আগে নূহের সম্প্রদায়কেও (আমি ধ্বংস করেছিলাম)। নিঃসন্দেহে তারা এক অবাধ্য সম্প্রদায় ছিল।

(৪৭) আমি আকাশকে নিজ ক্ষমতা বলে তৈরী করেছি এবং তাকে বিস্তৃত করেছি। (৪৮) ভূমিকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিতে পারি! (৪৯) আমি সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় তৈরী করেছি যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো। (৫০) অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও; আমি তাঁরই পক্ষ হতে এক স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫১) আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য একজন প্রত্যক্ষ সতর্ককারী।

(৫২) একই ভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যে পয়গম্বরই এসেছে তারা বলেছে, 'হয় সে জাদুকর নয়তো পাগল।' (৫৩) তারা কি একে ওপরকে এই উপদেশই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক অবাধ্য জনগোষ্ঠী। (৫৪) তাই তুমি ওদের কথায় আমল দিও না, তোমার কোন দোষ নেই। (৫৫) উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসে।

(৫৬) জ্বিন ও মানুষকে আমি আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। (৫৭) তাদের কাছ থেকে আমি কোন জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। (৫৮) নিঃসন্দেহে জীবিকা দেওয়ার মালিক আল্লাহ, ক্ষমতাশালী, মহা শক্তিমান। (৫৯) অতএব অত্যাচারীদের পরিণাম তেমনই হবে যেমন তাদের পূর্বগামীদের হয়েছিল - অতএব তারা যেন তাড়াতাড়ি না করে। (৬০) অস্বীকারকারীদের জন্য দূর্ভাগ্য নেমে আসবে সেই দিনে, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদের সাথে করা হয়েছে।

৫২ ঃ সূরা আত-তূর (সিনাই পর্বত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) তূর পর্বতের শপথ, (২) এবং লিপিবদ্ধ গ্রন্থের (৩) বিস্তৃত পৃষ্ঠায়, (৪) জনবহুল ঘরের শপথ, (৫) এবং উঁচু ছাদের শপথ, (৬) আর উত্তাল সমূদ্রের শপথ, (৭) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভুর শাস্তি আসবেই - (৮) কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না - (৯) যে দিন আকাশ আন্দোলিত হবে (১০) এবং পাহাড়-পর্বত চলতে শুরু করবে। (১১) অতএব সেদিন দূর্ভোগ রয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য, (১২) যারা খেলার ছলে কথা তৈরী করেঃ (১৩) সেদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে ধাক্কা দিয়ে নিক্ষেপ করা হবে। (১৪) এই সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে। (১৫) এটা কি জাদু, না কি তোমরা

দেখতে পাচ্ছো না? (১৬) এতে প্রবেশ করো। তোমরা সহ্য করতে পারো বা না পারো উভয়েই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

(১৭) নিঃসন্দেহে আল্লাহ-ভীরু লোকেরা উদ্যানে অপার অনুগ্রহের মধ্যে থাকবে। (১৮) তাদের প্রভু তাদেরকে যা দেবেন তাতে তারা আনন্দিত হবে, আর তাদের প্রভু তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। (১৯) তোমাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ আহার কর, পানাহার করো উৎফুল্ল চিত্তে। (২০) তারা সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা সুনয়না কুমারীদের সাথে বিবাহ দেব।

(২১) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে তাদের সন্তানদের সাথে মিলিত করাবো, যারা বিশ্বাসের সাথে তাদেরকে অনুসরণ করে এবং তাদের কর্ম একটুও হ্রাস করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ। (২২) আমি তাদেরকে তাদের পছন্দের ফলমূল ও মাংসের যোগান দেব। (২৩) সেখানে তারা একে অপরের মধ্যে পানপাত্র আদান প্রদান করবে, যার মধ্যে কোন অসার কথা কিম্বা পাপ থাকবে না। (২৪) সুরক্ষিত মুক্তার মত সুদর্শন কিশোরেরা তাদের সেবায় সদা নিয়োজিত থাকবে। (২৫) তারা একে অপরকে সম্বোধন করে কথা-বার্তা বলবে। (২৬) তারা বলবেঃ ‘আমরাতো এর পূর্বে আমাদের পরিবার-পরিজনের মাঝে (আল্লাহর অসন্তুষ্টির) ভয়ে শঙ্কিত থাকতাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে ঝলসানো শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা আগেও আল্লাহকে ডাকতাম। নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিশ্রুতি পালনকারী, করুণাময়।’

(২৯) অতএব তুমি উপদেশ দিতেই থাক, তোমার প্রভুর কৃপায়, তুমি ভণ্ড গণক নও আর পাগলও নও। (৩০) তারা না কি বলে, ‘এ একজন কবি;

আমরা তার উপর কোন বিপর্যয় নেমে আসার প্রতীক্ষা করছি।' (৩১) বলঃ 'প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি' - (৩২) এদের বুদ্ধি কি এদেরকে এমন কথা বলতে বলে, না কি এরা অবাধ্য জনগোষ্ঠী? (৩৩) তারা কি বলে, 'এই কুরআন সে নিজেই রচনা করেছে?' তারা বিশ্বাস করতে চায় না। (৩৪) তারা তাহলে এর অনুরূপ একটি বাণী রচনা করে নিয়ে আসুক, যদি তারা সঠিক হয়।

(৩৫) তারা কি কোন আদি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা তারা স্বয়ংই আদি স্রষ্টা? (৩৬) আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা কি তারাই? আসলে তারা বিশ্বাস করে না। (৩৭) তাদের কাছে কি তোমার প্রভুর ভাণ্ডার রয়েছে, না কি তারাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী? (৩৮) তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে যার মাধ্যমে তারা কথা শুনে নেয়? যদি তাই হয় তাহলে এদের শ্রবণকারী কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) আল্লাহর জন্য কি কন্যা সন্তান আর তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান?

(৪০) তাদের কাছে তুমি কি পারিশ্রমিক চাইছো যে, যাতে তাদের উপর ঋণের বোঝা চাপে? (৪১) তাদের কাছে কি কোন পরোক্ষের জ্ঞান আছে যা তারা লিখে নেয়? (৪২) তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? অস্বীকারকারীরা নিজেরাই নিজেদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে। (৪৩) আল্লাহ ছাড়া এদের অন্য কোন উপাস্য আছে কি? এরা যাকে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

(৪৪) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে, তাহলে তারা বলবেঃ 'এতো পুঞ্জীভূত মেঘ।' (৪৫) অতএব ওদেরকে উপেক্ষা করে চল সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তারা মূর্ছিত হয়ে পড়বে। (৪৬) যে দিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোন কাজে আসবে না, আর তারা কোন সাহায্যও পাবে না।

(৪৭) এই অন্যায়কারীদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি আছে; কিন্তু এদের অধিকাংশই তা জানে না।

(৪৮) তুমি ধৈর্য সহকারে তোমার প্রভুর নির্দেশের প্রতীক্ষা কর; নিঃসন্দেহে তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছো। যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর। (৪৯) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে এবং তারকার অস্ত গমনের পর।

৫৩ ঃ সূরা আন-নাজ্‌ম (সুবিন্যস্ত তারকা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) অস্তগামী তারকার শপথ, (২) তোমাদের সাথী পথভ্রষ্টও হয় নি, বিভ্রান্তও হয় নি, (৩) সে মনগড়া কথাও বলে না। (৪) এটি (কুরআন) একটি প্রত্যাদেশ, যা তার নিকট প্রেরিত হয়েছে। (৫) তাকে শিক্ষা দান করে মহাশক্তিশালী (ফেরেস্তা) - (৬) প্রজ্ঞাসম্পন্ন; যে নিজেকে উদ্ভাষিত করেছিল, (৭) সুস্থির দণ্ডায়মান অবস্থায় উর্দ্ধ দিগন্তে। (৮) তারপর, সে নিকটবর্তী হল। (৯) তারপর সে নেমে এল। তাদের মধ্যে দুই ধনুক পরিমাণ বা তারচেয়েও কম দূরত্ব ছিল। (১০) তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, যে প্রত্যাদেশ করার ছিল। (১১) সে (পয়গম্বর) যা দেখেছিল তার অন্তকরণ তা মিথ্যা বলেনি। (১২) এখন কি তোমরা ঐ বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে যা সে স্বচক্ষে দেখেছিল? (১৩) সে তাকে আরো একবার নেমে আসতে দেখেছে, (১৪) সিদরাতুল মুনতাহার নিকট (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট), (১৫) যার নিকটে অবস্থিত শাশ্বত উদ্যান (জান্নাতুল মাওয়া)। (১৬) তখন বদরী বৃক্ষটি যা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকার, তাই দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। (১৭) তার দৃষ্টি ভ্রম হয় নি, বা দৃষ্টি অযথাভাবে স্থূল হয় নি। (১৮) সে তার প্রভুর মহান নিদর্শনাবলী দেখেছে।

(১৯) তোমরা কি ধারণা পোষণ কর 'লাত' ও 'উয্‌যা'[১] সম্পর্কে, (২০) এবং তৃতীয় আর একটি 'মানাত' সম্পর্কে?[১] (২১) তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান? (২২) এটা তো খুবই অসংগত বন্টন। (২৩) এগুলো তো নাম মাত্র যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা উদ্ভাবন করেছে। এদের স্বপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ পাঠাননি। তারা কেবল মনের ভ্রম আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। অথচ তাদের কাছে তাদের প্রভুর নিকট হতে পথ নির্দেশ এসে গেছে। (২৪) মানুষ যা আশা করে তা কি সে পায়? (২৫) বরং আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে পরলোক এবং ইহলোক।

(২৬) আকাশে অসংখ্য ফেরেস্তা আছে, যাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না; যতক্ষন না আল্লাহ তাঁর পছন্দের কাউকে অনুমতি দেবেন এবং গ্রহণ করবেন। (২৭) যারা পরলোক বিশ্বাস করে না, তারা ফেরেস্তাদের নাম নারীদের নামে রাখে। (২৮) অথচ তাদের কাছে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণই নেই। তারা কেবল অনুমানের পিছনে ছোটে, অথচ অনুমান কখনও সত্যের স্থলাভিষিক্ত হয় না। (২৯) অতএব যারা আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব জীবন ছাড়া কিছুই চায় না, তাদেরকে পরিহার করে চল। (৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি ঐ পর্যন্ত। তোমাদের প্রভু তাদেরকে ভালভাবেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, এবং তাদেরকেও ভালকরেই জানেন, কে সঠিক পথে আছে।

(৩১) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি চান, যারা খারাপ কাজ করে তাদেরকে কৃতকর্মের প্রতিফল দিতে এবং যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে উত্তম প্রতিফল দিতে।

---

[১] বিঃদ্রঃ- (৫৩ঃ১৯-২০) আল-লাত,আল-উয্‌যা এবং মানাত হল প্রাচীন আরবের দেবদেবী।

(৩২) যারা ছোটখাটো অপরাধ করে ফেললেও বড় বড় পাপ ও কু-কর্ম থেকে দূরে থাকে, নিঃসন্দেহে তোমার প্রভুর ক্ষমা সুদূর প্রসারিত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং যখন তোমরা মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে। অতএব তোমরা নিজেকে পবিত্র মনে করো না। তিনি আল্লাহ-ভীরুদের ভালভাবেই জানেন।[১]

(৩৩) তুমি (পয়গম্বর) কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, (৩৪) আর সামান্য দান করেছে, তারপর তা বন্ধ করেছে? (৩৫) তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে সব দেখতে পাচ্ছে? (৩৬) না কি তাকে সে সব জানানো হয় নি যা মূসার (মোজেসের) গ্রন্থে আছে, (৩৭) আর ইবরাহীমের (আবরাহাম), যে তার দায়ীত্ব পালন করেছেঃ (৩৮) তা এই যে, একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে না। (৩৯) এবং মানুষ যা পাওয়ার চেষ্টা করে তাই পায়, (৪০) এবং তার উপার্জন (ফল) শীঘ্রই সে দেখতে পাবে; (৪১) এবং পরিশেষে তার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে, (৪২) এবং পরিশেষে সবকিছু প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৩) নিঃসন্দেহে তিনিই হাসি এবং অশ্রু নিয়ে আসেন, (৪৪) এবং তিনিই মৃত্যু দেন, তিনিই জীবন দেন, (৪৫) আর তিনিই পুরুষ ও স্ত্রী দুরকমই সৃষ্টি করেছেন, (৪৬) এক ফোঁটা স্খলিত শুক্র হতে।

---

[১] বিঃ দ্রঃ- (৫৩ঃ ৩২) মানুষের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় সে সম্পর্কে আল্লাহ পরিপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। তবুও ছোটো-খাটো ত্রুটি, যথা ক্ষনিকের আবেগের তাড়নায় সংঘটিত ত্রুটি, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হতে পারে যদি সে তার ত্রুটি বুঝতে পারে এবং লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়।

(৪৭) পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই। (৪৮) তিনিই সম্পদ দেন এবং ধনবান করেন। (৪৯) তিনিই শি'রা (লুব্ধক) নক্ষত্রের প্রভু।

(৫০) আল্লাহই প্রাচীন আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন। (৫১) সামূদ জাতিকেও। কাউকেও অবশিষ্ট রাখেন নি। (৫২) এবং ইতিপুর্বে নূহের (নোয়াহ) সম্প্রদায়কেও। নিঃসন্দেহে তারা অসদাচারী ও অবাধ্য লোক ছিল; (৫৩) এবং উৎপাটিত শহরগুলিকে (লুত আঃ এর শহর) তিনিই উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। (৫৪) অতঃপর চিরতরে তাদেরকে দৃষ্টির অন্তরালে পাঠিয়ে দিলেন। (৫৫) অতএব তুমি তোমার প্রভুর কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে সন্দেহ পোষণ করবে।

(৫৬) পূর্বের সতর্ককারীদের ন্যায়, ইনিও একজন সতর্ককারী। (৫৭) সেই ক্ষন (প্রলয়) আসন্ন। (৫৮) আল্লাহ ছাড়া কেউই তা নিবারণ করতে পারে না। (৫৯) এই কথায় তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছো? (৬০) কেন তুমি না কেঁদে, হাসছো? (৬১) তুমি কি অহংকার করে উদাসীন থাকবে? (৬২) অতএব আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁরই ইবাদত কর।

৫৪ ঃ সূরা আল-ক্কামার (চন্দ্র)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শেষ বিচারের দিন নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) তারা (অবিশ্বাসীরা) যদি কোন নিদর্শন দেখে তাহলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে, 'এতো এক চিরায়ত জাদু।' (৩) তারা অবিশ্বাস করেছে আর নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে - প্রতিটি বিষয়ের সময় নির্ধারিত রয়েছে - (৪) ওদের কাছে এমন সব খবর পৌঁছে গেছে যাতে সতর্কবাণী আছে - (৫) উচ্চ মর্যাদার তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ; কিন্তু সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসে নাঃ

(৬) অতএব ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। যে দিন আহ্বানকারী ওদেরকে এক ভয়াবহ বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে, (৭) সেদিন তারা দৃষ্টি নিচু করে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কবর থেকে বেরিয়ে আসবে, (৮) আহ্বানকারীর দিকে দৌড়তে দৌড়তে। অস্বীকারকারীরা বলবেঃ 'এ এক কঠিন দিন।'

(৯) এর আগে নূহের (নোয়াহ) সম্প্রদায়েরা লোকেরা অস্বীকার করেছিল, তারা আমার বান্দাকে অবিশ্বাস করেছিল আর বলেছিলঃ 'এ এক পাগল।' আর তাকে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। (১০) তখন সে তার প্রভুকে বলেছিলঃ 'আমি অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।' (১১) তখন আমি মুষলধারে বৃষ্টির দ্বারা আকাশের দ্বার খুলে দিলাম; (১২) এবং ভূমি থেকে উৎসারিত স্রোত প্রবাহিত করে দিলাম। অতঃপর ঐ পানি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হল। (১৩) আমি তাকে তক্তা ও পেরেক দ্বারা নির্মিত এক নৌযানে উঠিয়ে নিলাম, (১৪) যা আমার তত্বাবধানে চলতে থাকল; যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। (১৫) এটাকে আমি নিদর্শনস্বরূপ রেখে দিয়েছি; অতএব চিন্তা করার কেউ আছে কি? (১৬) কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (১৭) আমি তো কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

(১৮) আদ সম্প্রদায়ও অবিশ্বাস করেছিল। ফলে কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (১৯) অবিশ্রান্ত বিপর্যয়ের দিনে আমি তাদের উপর এক তীব্র ঝড়ো বাতাস পাঠিয়েছিলাম, (২০) যা মানুষকে এমনভাবে উৎখাত করেছিল যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড। (২১) অতএব কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (২২) আমি তো কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

(২৩) সামূদ জাতিও সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছিল। (২৪) তারা বলেছিলঃ 'আমরা কি আমাদের মধ্যে থেকে একজন মানুষকে অনুসরণ করবো? তাহলে তো আমরা পথভ্রষ্ট ও উন্মাদ বলে গণ্য হবো। (২৫) আমাদের মধ্য থেকে কেবল তার কাছেই কি উপদেশ অবতীর্ণ হয়েছে? বরং সে তো এক উদ্ধত, মিথ্যাবাদী।' (২৬) আমি তাকে বললাম, 'কালই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী আর কে উদ্ধত। (২৭) তাদেরকে পরীক্ষার জন্য আমি উষ্ট্রী পাঠাচ্ছি। তুমি প্রতীক্ষা করো, (২৮) ধৈর্য ধারণ কর, আর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে (কুপের) পানি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকে পানি গ্রহণের জন্য পালাক্রমে উপস্থিত হও।' (২৯) অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে ডাকল, সে একটি তলোয়ার সঙ্গে নিল এবং তাকে (উষ্ট্রী) ধরে বধ করল। (৩০) কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (৩১) তাদের বিরুদ্ধে আমি একটি মাত্র আওয়াজ পাঠিয়েছিলাম। তাতেই তারা খোয়াড় নির্মাণকারীর খড়ের মত (দলিত-মথিত) হয়ে গিয়েছিল। (৩২) আমি তো কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

(৩৩) লূতের সম্প্রদায়ও সতর্ককারীকে অবিশ্বাস করেছিল। (৩৪) আমি তাদের কাছে পাথর বর্ষণকাবী ঝটিকা পাঠিয়েছিলাম। কেবল লূতের পরিবার রক্ষা পেয়েছিল। আমি ওদেরকে রক্ষা করলাম ভোরের আগে, (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদরেকে আমি এই ভাবেই প্রতিফল দিই। (৩৬) লূত ওদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল; কিন্তু তারা তার সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল। (৩৭) তারা তার অতিথিদেরকে কুকর্মে প্রলুব্ধ করতে চাইল, তখন আমি তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে দিলাম এবং বললাম, 'এখন

আমার শাস্তি আস্বাদন করো কারণ তোমরা আমার সতর্কবাণী অবজ্ঞা করেছিলে।' (৩৮) প্রত্যুযে তাদের উপর বিরামহীন শাস্তি নেমে এল। (৩৯) এখন আমার শাস্তি আস্বাদন কর, কারন তোমরা আমার সতর্কবাণী অস্বীকার করেছিলে।' (৪০) আমি তো কুরাআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

(৪১) নিশ্চয় ফেরাউনের (ফ্যারাও) লোকদের কাছেও সতর্ককারী এসেছিল। (৪২) তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছিল। তাই আমি তাদেরকে পরাক্রমশালী ও মহাশক্তিধরের মত পাকড়াও করলাম।

(৪৩) তোমাদের অস্বীকারকারীরা কি এদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ? অথবা তোমাদের জন্য কি ঐশী গ্রন্থে ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে? (৪৪) অথবা তারা কি বলে, 'আমরা এমন একটি দল যেদল প্রভাবশালীই থাকবে?' (৪৫) শীঘ্রই এই দল পরাজিত হবে এবং পশ্চাদাভিমুখে পলায়ণ করবে। (৪৬) নিশ্চয়ই প্রলয়ক্ষনই (কেয়ামত) হল তাদের জন্য নির্ধারিত ক্ষন এবং অন্তিম ক্ষন আরো গুরুতর ও কঠিন। (৪৭) নিঃসন্দেহে অপরাধীরা পথভ্রষ্ট এবং অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে। (৪৮) যে দিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে আসা হবে এবং বলা হবে, 'আগুনের স্বাদ আস্বাদন কর।'

(৪৯) আমি সবকিছুই পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছি। (৫০) আমার আদেশ তো হঠাৎই এসে পড়বে, চোখের পলকে। (৫১) আমি তোমাদের মত দলগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। অতএব চিন্তা করার কেউ আছে কি? (৫২) যা কিছু তারা করেছে সবই কর্মলিপিতে লেখা আছেঃ (৫৩) প্রত্যেক ছোট ও বড় বিষয়ও লেখা আছে। (৫৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহভীরুগণ ঝরনা সমৃদ্ধ উদ্যানে থাকবে, (৫৫) সত্যের আসনে, সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজের সান্নিধ্যে।

৫৫ঃ সূরা আর-রহমান (করুণাময়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) করুণাময় (২) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, (৩) মানুষ সৃষ্টি করেছেন, (৪) তাকে ভাষা শিখিয়েছেন। (৫) চন্দ্র ও সূর্য আছে নির্ধারিত নিয়মাধীন। (৬) তারকা ও বৃক্ষ তাঁকে সিজদা করে। (৭) তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন ও তুলাদণ্ড স্থাপন করেছেন, (৮) যাতে তোমরা পরিমাপের ব্যাপারে অন্যায় না করো। (৯) তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিমাপ কর, এবং ওজনে কম দিও না।

(১০) এই পৃথিবীকে তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য স্থাপন করেছেন। (১১) এতে আছে ফলমূল ও আবরণ সমৃদ্ধ খেজুর, (১২) আর আছে খোসাওয়ালা শস্যদানা ও সুরভিত ফুল। (১৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শক্ত ঠনঠনে মাটি থেকে, (১৫) আর তিনি জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন ধূম্রবিহীন অগ্নিশিখা থেকে। (১৬) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনিই দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের মালিক। (১৮) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৯) তিনিই দুই সমুদ্রের মিলিত প্রবাহ প্রবাহিত করেছেন, (২০) এই দুইয়ের মাঝে আছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২২) এই দুটি থেকেই মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। (২৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২৪) সমুদ্রে চলমান পাহাড়ের মত উঁচু নৌযানসমূহ তাঁরই। (২৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(২৬) ভূ- পৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। (২৭) অবশিষ্ট থাকবে কেবল তোমার প্রভুর সত্তা, যা মহামহিম, চির সম্মানিত। (২৮) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২৯) আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই তাঁর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। প্রতিনিয়ত তিনি কর্মে নিয়োজিত। (৩০) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(৩১) শীঘ্রই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো, হে দুই বৃহৎ সম্প্রদায় (জ্বিন ও মানুষ)। (৩২) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জ্বিন ও মানুষের দল! যদি তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা থেকে বের হয়ে যেতে পারো তাহলে বের হয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ভিন্ন তোমরা তা পারবে না। (৩৪) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের দিকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও ধূম্র পাঠানো হলে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।[১] (৩৬) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(৩৭) যে দিন আকাশ ফেটে চামড়ার মত লাল হয়ে যাবে। (৩৮) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৯) সেই দিন মানুষ বা জ্বিনকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

---

[১] বিঃ দ্রঃ (৫৫ ঃ ৩৫) এইপৃথিবী হলপরীক্ষাকেন্দ্র। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কেউ যত খুশী অহংকারী হতে পারে। এমন স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও, কোন জ্বীন বা মানুষ বিশ্বের সীমা অতিক্রম করতেপারে না। এর দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে মানুষ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। পরীক্ষার নির্দ্ধারিত সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ সকলকে পাকড়াও করতে শুরু করেন, তখন কারো পক্ষে এর থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

(৪০) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪১) লক্ষণ দেখে অপরাধীকে চিনে নেওয়া হবে। তাদের প্রত্যেককে মাথার সামনের চুল ও পা ধরে পাকড়াও করা হবে। (৪২) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই সেই জাহান্নাম, অপরাধীরা যাকে অবিশ্বাস করত। (৪৪) তারা এর ফুটন্ত পানির মধ্যে ছোটাছুটি করবে। (৪৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(৪৬) যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, তার জন্য রয়েছে দুটি বাগান। (৪৭) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪৮) দুটিতেই সবুজের সমারোহ। (৪৯) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫০) ওর মধ্যে দুটি ঝরণা প্রবাহিত হবে। (৫১) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫২) দুটি বাগানের প্রত্যেকটি ফলই দুই দুই প্রকারের। (৫৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতি পালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা রেশমের মোটা আস্তরণের বিছানার উপরে বালিশে হেলান দিয়ে বসবে। আর ঐ বাগান দুটির ফলগুলো ঝুলে থাকবে। (৫৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৬) এসবের মধ্যে থাকবে আনতনয়না রমণীরা, যাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ বা জ্বীন স্পর্শ করেনি। (৫৭) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৮) তারা নীলকান্তমনি ও প্রবালের ন্যায় সৌন্দর্যমণ্ডিত। (৫৯) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬০) ভাল কাজের পুরস্কার ভাল ছাড়া আর কি হতে পারে? (৬১) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(৬২) এছাড়াও আরো দুটি বাগান আছে। (৬৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৪) ঘন সবুজ রঙের। (৬৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৬) দুটি বাগানেই ফেনায়িত দুটি প্রবহমান ঝরণা থাকবে। (৬৭) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৮) তাতে থাকবে ফল, খেজুর এবং ডালিম। (৬৯) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী কুমারীগণ। (৭১) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতি পালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭২) (সেখানে অনুগ্রহ প্রাপ্তরা বাস করবে তাদের) পবিত্র সঙ্গিনীদের সাথে যারা তাঁবুতে সুরক্ষিত থাকবে। (৭৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৪) এর পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বীন এদেরকে স্পর্শ করে নি। (৭৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা (এমন জান্নাতে) সবুজ মসনদে মূল্যবান গালিচার উপরে হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৮) কত মহান তোমার প্রভুর নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!

৫৬ঃ সূরা আল-ওয়াক্বিআহ (অনিবার্য ঘটনা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) যখন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে, (২) এর সংঘটন অস্বীকার করার নয়, (৩) তা কাউকে করবে ভূলুন্ঠিত, কাউকে করবে সমুন্নত। (৪) যখন পৃথিবী প্রবলভাবে কম্পিত হবে। (৫) পর্বতসমূহ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, (৬) এবং বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে, (৭) (ঐ দিন) তোমরা তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে।[১]

(৮) যারা দক্ষিণ-পন্থী, কত সৌভাগ্যশালী দক্ষিণ-পন্থীরা! (৯) যারা বাম-পন্থী, কত নিকৃষ্ট এই বাম-পন্থীরা! (১০) আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই থাকবে। (১১) তারাই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। (১২) তারা থাকবে অনুগ্রহের উদ্যানে; (১৩) এদের বৃহৎ সংখ্যা পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে হবে, (১৪) এবং অল্প সংখ্যাক পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে থেকে হবে। (১৫) মনিমুক্তা খচিত সোনার আসন সমূহে (১৬) হেলান দিয়ে তারা মুখো-মুখি বসবে। (১৭) চির-কিশোর বালকেরা তাদের কাছাকাছি ঘুরবে (১৮) পানপাত্র, কলস ও বিশুদ্ধ শরাবের পেয়ালা নিয়ে। (১৯) যা পান করলে মাথা ব্যাথাও হবে না, জ্ঞান হারা হবে না। (২০) সেই সাথে থাকবে তাদের পছন্দমত ফল, (২১) আর তাদের আকাঙ্খামতো পাখির মাংস, (২২) এবং ডাগর নয়না কুমারী (২৩) সুরক্ষিত মুক্তার মত, (২৪) তাদের কৃত-কর্মের প্রতিদানস্বরূপ। (২৫) সেখানে তারা কোন অসার কথা কিম্বা পাপের কথা শুনবে না। (২৬) শুনবে শুধু শান্তি আর শান্তি।

(২৭) যারা দক্ষিণ পন্থী, কি সৌভাগ্যবান দক্ষিণ পন্থীরা! (২৮) তারা থাকবে উচ্চ স্থানে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে হেলান দিয়ে,

---

[১] বিঃ দ্রঃ (৫৬ঃ০৭) পার্থিব জীবনে মানুষ লক্ষ্য করে, সে স্বাধীনভাবে তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। তাই পরজগতের প্রতিফল সম্পর্কে তার মনে কোন প্রভাব পড়ে না। পরজগতের সৃষ্টি, ইহজগত সৃষ্টির মতোই স্বাভাবিক বিষয়। যখন সেই সময় আসবে তখন সম্পূর্ণ গঠণতন্ত্র উল্টে যাবে। উচ্চ মর্যাদাধারী ব্যক্তির অবনমন ঘটবে, আবার নিম্নতর মর্যাদাধারী ব্যক্তিদের সমোন্নতি ঘটবে। সমগ্র মানব সম্প্রদায় তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হবে-অগ্রবর্তী শ্রেণী (আস-সাবিকুন), দক্ষিনপন্থী শ্রেণী (আসহাব আল -ইয়ামিন) এবং বামপন্থী শ্রেণী (আসহাব আশ-শিমাল)।

(২৯) কাঁদিওয়ালা কলাগাছে, (৩০) সম্প্রসারিত ছায়ায়, (৩১) প্রবাহমান পানিতে, (৩২) প্রচুর ফলমূলে, (৩৩) যা কখনও শেষ হবে না, নিষিদ্ধও হবে না, (৩৪) উন্নত বিছানায়। (৩৫) আমি ঐ কুমারীদের যথাযথভাবে তৈরী করেছি, (৩৬) তাদেরকে কুমারী করেছি, (৩৭) অনুরক্তা ও সমবয়সী করে, (৩৮) দক্ষিণ-পন্থীদের জন্য, (৩৯) পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকে একটি বড় দল হবে (৪০) এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে।

(৪১) আর বামপন্থী, কত নিকৃষ্ট বামপন্থীরা।(৪২) তারা থাকবে ঝলসানো বায়ু এবং ফুটন্ত জলে, (৪৩) আর কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, (৪৪) যা শীতলও নয়, আরামপ্রদও নয়। (৪৫) ইতিপূর্বে এরা ছিল সম্পন্ন লোক। (৪৬) তারা উদ্ধতভাবে বড় পাপকার্যে অনঢ় থাকত, (৪৭) আর বলতঃ 'আমরা যখন মারা যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তারপরও কি আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? (৪৮) আর আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরকেও?' (৪৯) বলঃ 'পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের (৫০) সকলকে এক নির্ধারিত দিনের সময়ে একত্রিত করা হবে। (৫১) অতঃপর হে পথভ্রষ্ট সত্য-অস্বীকারকারীরা, (৫২) তোমরা অবশ্যই যাক্কূম গাছ থেকে আহার করবে, (৫৩) তা দিয়ে উদর পূর্ণ করবে, (৫৪) এবং গরম পানি পান করবে। (৫৫) তোমরা তৃষ্ণার্ত উটের মত পান করবে।(৫৬) এটাই হবে প্রতিদানের দিনে তাদের আপ্যায়ন।

(৫৭) আমিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিঃ অতএব, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করছো না কেন? (৫৮) তোমরা যে (শুক্র) নির্গত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? (৫৯) তোমরা এটা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করেছি এবং আমাকে বিরত করতে পারবে না – (৬১) তোমাদের সাদৃশ্য অন্যদের দ্বারা তোমাদেরকে প্রতিস্থাপিত করতে, তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে এবং এমন একরূপে তোমাদেরকে সৃষ্টি

করতে যা তোমরা জানো না। (৬২) তোমরা কি প্রথমবারের জন্ম সম্পর্কে জানো? তাহলে তোমরা অনুধাবন করো না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপণ করো সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? (৬৪) তোমরা কি তা উৎপন্ন করো, না আমিই উৎপন্ন করি? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটো করে দিতে পারি। তোমরা তখন হতবাক হয়ে থাকবে। (৬৬) বলবেঃ 'আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৭) বরং আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত।' (৬৮) তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা কি তা মেঘ থেকে বর্ষণ করো, না আমিই বর্ষণ করি? (৭০) যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তা অত্যন্ত লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না? (৭১) তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) এর জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত গাছ কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমিই তা সৃষ্টি করি? (৭৩) আমি এটাকে করেছি একটি নিদর্শনস্বরূপ, আর পথচারীদের জন্য উপকারী। (৭৪) অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

(৭৫) আমি শপথ করছি অস্তাচলের তারকারাজীর - (৭৬) এবং নিশ্চয়ই এ এক মস্ত বড় শপথ, যদি তুমি জানতে, (৭৭) নিঃসন্দেহে এ হল মহা সম্মানিত কুরআন, (৭৮) এক সুরক্ষিত গ্রন্থ, (৭৯) একে সেই স্পর্শ করে, যাকে পবিত্র করা হয়েছে। (৮০) এটা বিশ্ব জগতের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) কিভাবে তোমরা এর বাণী উপেক্ষা কর? (৮২) তোমরা কি এটা প্রত্যাখ্যান করাকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ?

(৮৩) অতঃপর, যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে চলে আসে, (৮৪) আর তোমরা তখন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাক - (৮৫) আমি তোমাদের চেয়েও তার বেশি কাছে থাকি; কিন্তু তোমরা তা দেখ না - (৮৬) যদি তোমরা আমার কতৃত্বাধীন না হও, (৮৭) তাহলে তোমরা তার প্রাণ ফিরিয়ে আনো না কেন,

যদি তোমরাই সঠিক হও? (৮৮) যদি সে প্রিয় বান্দাদের একজন হয়, (৮৯) তাহলে সেখানে তার জন্য আছে শান্তি, উত্তম জীবনোপকরণ আর অনুগ্রহের বাগান; (৯০) আর যদি সে ডান-পন্থীদের মধ্যে হয়, (৯১) তাহলে তাকে শান্তির অভিবাদন জানান হবে যেহেতু সে ডান-পন্থীদের একজন। (৯২) কিন্তু যদি সে অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্টদের মধ্যে কেউ হয়, (৯৩) তাহলে তার জন্য আছে ফুটন্ত জলের আপ্যায়ন, (৯৪) আর জাহান্নামের দহন। (৯৫) নিশ্চয় এটা চূড়ান্ত সত্য। (৯৬) অতএব তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

৫৭ঃ সূরা আল-হাদীদ (লৌহ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২) আকাশ ও পৃথিবীর সম্রাজ্য তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই পরোক্ষ তিনিই প্রত্যক্ষ, তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৪) তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে (সময়ে) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন। যা কিছু পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু পৃথিবী হতে নির্গত হয়, আকাশ থেকে যা কিছু নেমে আসে এবং আকাশে যা কিছু উঠে যায়, সবকিছুই তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন, আর তোমরা যা কিছু করো, তিনি দেখতে পান। (৫) আকাশ ও পৃথিবীর সম্রাজ্য তাঁরই, আর আল্লাহর দিকেই সর্ব বিষয়ের প্রত্যাবর্তন হবে। (৬) তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান এবং তিনি অন্তর্যামী।

(৭) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে ও ব্যয় করবে তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান। (৮) তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছো না, অথচ পয়গম্বর তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান করছে এবং তিনি (আল্লাহ) পূর্বেই তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করেছেন, যদি তোমরা আস্থাবান হও? (৯) তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি স্পষ্ট বাণী অবতীর্ণ করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও অতি দয়ালু। (১০) তোমরা কেন আল্লাহর পথে ব্যয় করো না, অথচ সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই থাকবে? তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা তাদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে।[১] তবে আল্লাহ সবাইকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(১১) এমন কে আছে যে, আল্লাহকে ঋণ দিতে পারে, উত্তম ঋণ? তার জন্য তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। উপরন্তু তার জন্যে রয়েছে সম্মানজনক প্রতিফল। (১২) সেদিন তুমি আস্থাবান পুরুষ এবং আস্থাবান মহিলাদের দেখবে তাদের সামনে ও ডাইনে তাদের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। (এবং তুমি শুনবে একটি কণ্ঠস্বর তাদেরকে বলছে) 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ! তোমরা এমন উদ্যানে প্রবেশ করবে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, তোমরা ওখানে চিরকাল থাকবে, এটাই মহাসাফল্য।'

---

[১] বিঃ দ্রঃ- (৫৭ ঃ ১০) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৩) সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলারা আস্থাবানদেরকে বলবে, 'আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরা কিছুটা তোমাদের আলো পাই।' বলা হবেঃ 'তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে ফিরে যাও এবং নিজেদের আলো খোঁজ করো।' অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে। তার ভিতরের দিকে থাকবে কৃপা এবং বাইরের দিকে থাকবে শাস্তি। (১৪) তারা আস্থাবানদের ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ; কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্থ করেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছ এবং সন্দেহ পোষণ করতেই থেকেছ। আর মিথ্যা আশা তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। অবশেষে আল্লাহর নির্ণয় এসে গেছে; আর প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে।' (১৫) অতএব আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ নেওয়া হবে না, আর যারা অস্বীকার করেছিল তাদের কাছ থেকেও না। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। ওটাই তোমাদের সাথী। ওটা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা!

(১৬) বিশ্বাসীদের জন্য কি সেই সময় আসেনি, যখন সে অতি বিনীত হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর সত্যের স্মরণে আনত হয়ে পড়ে; যাতে তারা তাদের মত না হয়ে যায়, যাদেরকে পূর্বে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ায় সাথে সাথে তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গিয়েছিল; আর তাদের মধ্যে অনেকেই অবাধ্য। (১৭) জেনে রেখো, আল্লাহ ভূমিকে তার মৃত্যুর পরে জীবিত করেন। আমি তোমাদের জন্য আমার নিদর্শনসূমহ বর্ণনা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

(১৮) নিঃসন্দেহে দানশীল পুরুষ ও দানশীলা মহিলা এবং যারা আল্লাহকে ঋণ দিয়েছে, উত্তম ঋণ, তাদেরকে বহুগুন বেশী দেওয়া হবে,

এবং তাদের জন্য রয়েছে এক মহাসম্মানিত প্রতিদান। (১৯) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারাই আল্লাহর নিকট সত্যনিষ্ঠ ও সাক্ষ্যদাতা বলে বিবেচিত, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিফল আর জ্যোতি; আর যারা সত্য অস্বীকার করতেই থেকেছে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

(২০) জেনে রেখো,পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন বৃষ্টির দ্বারা উৎপাদিত ফসল কৃষকদের মুগ্ধ করে। তারপর তা শুকিয়ে যায় এবং হলুদ হয়ে যায় এবং তা খড়কূটো হয়ে যায়। পরকালে আছে কঠিন শাস্তি অথবা আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণমাত্র। (২১) তোমরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগীতা করো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার জন্য এবং এমন এক জান্নাতের জন্য যার ব্যপকতা আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ঐ লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এটাই আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে চান তাকে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।

(২২) পৃথিবীতে এবং তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপর্যয় আসে না যা আমি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিনি। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ; (২৩) যাতে তোমরা যা হারাও তাতে দুঃখ না করো এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (২৪) যে কৃপণতা করে এবং অন্যকে কৃপণতা করতে শিক্ষা দেয়, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

(২৫) আমি আমার পয়গম্বরদেরকে নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে গ্রন্থ ও মানদণ্ড দিয়েছি, যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লোহাও দিয়েছি যার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে; এজন্য যে আল্লাহ জানতে চান, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সহায়তা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী।

(২৬) আমি নূহ (নোয়াহ) ও ইবরাহীমকে (আবরাহাম) পাঠিয়েছি, এবং তাদের বংশধরদেরকে পয়গম্বরত্ব ও গ্রন্থ দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল সৎপথ প্রাপ্ত, আবার তাদের অনেকেই ছিল অবাধ্য। (২৭) অতঃপর তাদের অনুগামী করে আমি আমার পয়গম্বরদের পাঠিয়েছি এবং মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে (যিশু) পাঠিয়েছি এবং তাকে ইনজীল (বাইবেল) প্রদান করেছি। যারা তার অনুসরণ করেছে তাদের অন্তরে দিয়েছি সহানুভূতি ও দয়া। সন্ন্যাসকে (বৈরাগ্য) তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে, আমি তাদের উপর এটা অনিবার্য করিনি; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা নিজেরাই এটাকে বেছে নিয়েছে; কিন্তু এটাও তারা ঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। অতএব তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তাদেরকে আমি প্রতিদান দিয়েছি; তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অবাধ্য।

(২৮) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন, এবং তোমাদেরকে এমন আলো প্রদান করবেন যা নিয়ে তোমরা পথ চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (২৯) গ্রন্থধারীরা জানে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। অনুগ্রহ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তা প্রদান করেন। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহের মালিক।

৫৮ঃ সূরা আল-মুজাদালাহ্ (প্রতিবাদীপক্ষ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আল্লাহ ঐ মহিলার কথা শুনেছেন যে তার স্বামী সম্বন্ধে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানাচ্ছিল, আর আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথাবার্তা শুনছিলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবই শোনেন সবই জানেন।

(২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদেরকে এই বলে ত্যাগ করে যে, ‘তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো’, তারা জেনে রাখুক, তারা তাদের মা নয়। তারা নিঃসন্দেহে বিবেকহীন এবং অসত্য কথা বলে, আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৩) যারা তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের মায়ের সমতুল্য হিসাবে বিবৃতকরে তাদেরকে ত্যাগ করে এবং পরে নিজেদের বিবৃতি প্রত্যাহার করে, তারা যেন একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসমুক্ত করে, এই উপদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। (৪) যার সেই সামর্থ্য নেই, সে নিরন্তর দুমাস রোযা রাখবে পারস্পরিক সংস্পর্শে আসার পূর্বেই; এটাও যারা করতে পারবে না তারা ৬০ জন গরীব মানুষকে আহার করাবে। তোমরা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো সেই জন্য এই বিধান। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, অবাধ্যদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৫) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা লাঞ্ছিত হবে, যেভাবে এদের পূর্ববর্তীরা লাঞ্ছিত হয়েছে। আমি সুস্পষ্ট বাণী অবতীর্ণ করেছি। অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (৬) সেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরায় ওঠাবেন এবং তাদের কৃত-কর্ম তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ সব কিছুর হিসাব রেখেছেন, যদিও তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ সবকিছুরই সাক্ষী।

(৭) তুমি কি দেখনি যে, যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজ করছে আল্লাহ সবই জানেন। যদি তিনজনের গোপন পরামর্শ হয়, তিনি থাকেন তার চতুর্থজন হয়ে; আর যদি পাঁচজনের গোপন পরামর্শ হয়, তিনি থাকেন তার ষষ্ঠ জন হয়ে। আবার এরচেয়েও কম বা বেশী জনের হলেও তারা যেখানেই থাকুক, তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর শেষ বিচারের দিনে তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ই অবগত আছেন। (৮) তুমি কি দেখনি যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা তাইই করছে, যা থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল? আর তারা পয়গম্বরের প্রতি অন্যায়, রূঢ় ব্যবহার, অবাধ্যতা করার গোপন পরামর্শ করে, এবং যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন যে শব্দগুলির দ্বারা তারা তোমাকে অভিবাদন জানায় আল্লাহ যেগুলির দ্বারা তোমাকে অভিবাদন জানাননি। মনে মনে বলেঃ 'আমাদের এই কথায় আল্লাহ আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?' ওদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে। কত নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য!

(৯) হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা গোপন পরামর্শ কর সে পরামর্শ যেন পাপ, অন্যায় এবং পয়গম্বরের প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশের গোপন পরামর্শ না হয়; বরং সৎকাজ ও আল্লাহভীতির বিষয়ে গোপন পরামর্শ করো এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (১০) (খারাপ উদ্দেশ্যে) গোপন পরামর্শ তো শয়তানের কাজ, যার দ্বারা সে বিশ্বাসীগণকে কষ্ট দিতে পারে। তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণের উচিত আল্লাহর উপরেই ভরসা রাখা।

(১১) হে বিশ্বাসীগণ! সমাবেশে যখন তোমাদেরকে একে ওপরকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য বলা হয়, তোমরা জায়গা করে দেবে, তাহলে আল্লাহও

তোমাদের জায়গা করে দেবেন। যখন উঠে যেতে বলা হয়, তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তোমরা যা কিছুই করো না কেন আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।

(১২) হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা পয়গম্বরের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইবে, তখন তোমাদের একান্ত কথার পূর্বে কিছু দান (সাদকা) প্রদান করবে। তোমাদের জন্য এটাই উত্তম এবং অধিক পবিত্র। তবে যদি দেওয়ার মতো কিছু না পাও তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (১৩) তোমরা কি ভয় পাচ্ছো যে, একান্ত কথা বলার পূর্বে দান করতে পারবে না? ঠিক আছে যদি এমন হয় যে, তোমরা দান করতে পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন; তখন নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করো। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(১৪) তুমি কি ঐ লোকদেরকে দেখনি, যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আছে? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় বা তদের দলভুক্তও নয়, তারা জেনে বুঝে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন, নিঃসন্দেহে তারা যা করে তা অতিশয় মন্দ। (১৬) তারা নিজেদের শপথ সমূহকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে, আর তারা আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিয়েছে, অতএব তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

(১৭) তাদের সম্পত্তি এবং তাদের সন্তান আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে মোটেও বাঁচাতে পারবে না। তারা জাহান্নামবাসী। তারা সেখানেই থাকবে। (১৮) যে দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে ওঠাবেন, তারা তাঁর কাছে শপথ করবে যেমন

তারা তোমাদের কাছে করত। তারা জানে যে তারা শক্ত ভিত্তির উপরে আছে। জেনে রাখ তারাই মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে ফেলেছে, আর সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে, তারা শয়তানের দলভুক্ত। জেনে রাখ শয়তানের দল অবশ্যই ধ্বংস হবে। (২০) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা চরম লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। (২১) আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, 'আমি আর আমার পয়গম্বর অবশ্যই বিজয়ী হব।' নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী।

(২২) যারা আল্লাহ ও পরলোক বিশ্বাস করে তাদেরকে তুমি এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, এমনকি যদি তারা তাদের পিতা বা তাদের ভাই অথবা পুত্র অথবা তার পরিবারের কেউ হয় তবুও। আল্লাহ তাদের অন্তরে বিশ্বাস সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিজস্ব শক্তি দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল, আর আল্লাহর দলই সফলকাম।

৫৯ঃ সূরা আল-হাশর (নির্বাসন)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২) তিনিই সেই সত্তা যিনি গ্রন্থধারী অস্বীকারকারীদের প্রথমবারের মত একত্রিত করে তাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। তোমরা অনুমানও করতে পারো নি যে, তারা নির্বাসিত হবে।

তারা মনে করত যে, তাদের দূর্গ তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে; কিন্তু আল্লাহ এমন জায়গা থেকে তাদের কাছে পৌঁছলেন যা তাদের কল্পনারও অতীত ছিল এবং তাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করলেন যে তারা নিজের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করছিল এবং সেই সাথে বিশ্বাসীদের হাতেও। অতএব, হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা! শিক্ষা গ্রহণ কর।

(৩) আল্লাহ যদি এদের উপর নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তাহলে এই পার্থিব জগতেই তাদের শাস্তি দিয়ে দিতেন, আর পরলোকে এদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের যন্ত্রণা, (৪) কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর পয়গম্বরের বিরোধিতা করেছিল। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরোধিতা করে আল্লাহ অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর গাছ কেটে দিয়েছ এবং কিছু না কেটে রেখে দিয়েছ, তা আল্লাহর নির্দেশে করেছ, যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে অপমানিত করেন।

(৬) আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরকে যা কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়া বা উটে আরোহন করে অভিযান চালাওনি; কিন্তু আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরদেরকে যার উপরে ইচ্ছা কতৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম - (৭) আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরকে জনপদবাসীদের কাছ থেকে যা কিছু সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহ ও পয়গম্বরের জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, অনাথ এবং নির্ধন ও মুসাফিরদের জন্য, যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। পয়গম্বর তোমাদেরকেযা কিছু দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা নিতে নিষেধ করে তা নিয়ো না। আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) ঐ সব (সম্পদ) দেশত্যাগী গরীবদের জন্য, যারা তাদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, আর তারা আল্লাহ ও তাঁর পয়গম্বরকে সহায়তা করে, এরাই সত্যাশ্রয়ী।

(৯) যারা প্রথম থেকেই মদীনায় বসবাস করে, আর অটুট ভাবে আস্থাশীল থাকে, তারা ওদেরকে ভালোবাসে যারা দেশত্যাগ করে তাদের কাছে এসেছে এবং তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে কোন আকাঙ্খা পোষণ করে না; নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়; মনের কার্পণ্য থেকে যাদেরকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম। (১০) যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলেঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের ঐ ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমাদের অন্তরকে আমাদের বিশ্বস্ত ভাইদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা থেকে মুক্ত রাখুন। হে আমাদের প্রভু! আপনিতো অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং অত্যন্ত কৃপাশীল।'

(১১) তুমি কি ঐ লোকদের দেখনি, যারা কপটতায় লিপ্ত? তারা তাদের অবিশ্বাসী গ্রন্থধারী (ইহুদীও খ্রিষ্টান) ভাইদেরকে বলে, 'যদি তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হয়, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে নিষ্ক্রান্ত হবো। তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারও কথা মানবো না। যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো;' কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি ওদেরকে বহিষ্কার করা হয়, তাহলে তারা ওদের সাথে নিষ্ক্রান্ত হবে না। যদি ওদের সাথে যুদ্ধ হয়, তাহলে তারা ওদের সহায়তা করবে না। যদি সাহায্য করতে আসেও তাহলে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোথাও সাহায্য পাবে না।

(১৩) নিঃসন্দেহে ওদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশী। এর কারণ তারা নির্বোধ লোক। (১৪) কেবল সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে

থেকে অথবা দেয়ালের আড়াল ব্যতীত এরা একত্রিত হয়ে কখনই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। ওদের নিজেদের মধ্যেই প্রচণ্ড সংঘাত রয়েছে। তুমি ওদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছো অথচ ওদের মধ্যে মনের মিল নেই। এর কারণ তারা একদল নির্বোধ লোক।

(১৫) এরা তাদের মতই, যারা এদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি আস্বাদন করেছে। এদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) শয়তানের মত এরা মানুষকে বলে অস্বীকারকারী হয়ে যাও। যখন সে অস্বীকারকারী হয়ে যায় তখন সে বলেঃ 'তোমাদের প্রতি আমি বিরক্ত। আমি আল্লাহকে ভয় করি যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।' (১৭) অতঃপর দুজনের শেষ পরিণতি জাহান্নাম, যেখানে উভয়েই চিরকাল থাকবে, আর অত্যাচারীর শাস্তি এটাই।

(১৮) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির ভেবে দেখা উচিত, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করল। আল্লাহকে ভয় করো; নিঃসন্দেহে তোমরা যা কর আল্লাহ সবই অবগত। (১৯) তোমরা ওদের মত হয়ে যেওনা যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, যার ফলে আল্লাহও ওদেরকে ওদের নিজেদের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। এরাই হল অবাধ্য। (২০) জান্নাতের অধিবাসী আর জাহান্নামের অধিবাসী কখনই সমান হতে পারে না। জান্নাতের অধিবাসীরাই সফলকাম।

(২১) আমি যদি এই কুরআনকে পাহাড়ের উপরে অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি দেখতে সে আল্লাহর ভয়ে ধসে গেছে এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কেউই উপাস্য নেই, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অবগত, তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

(২৩) তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনও উপাস্য নেই, মহাঅধিপতি, অভাবমুক্ত, পরম শান্তিদাতা, মহাসংরক্ষক, পরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, মহানুভব, মানুষ তাঁর সাথে যে অংশীদার বানায় তিনি তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ, মহাউদ্ভাবক, মহারূপকার, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁরই সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তিনি পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

৬০ঃ সূরা আল-মুমতাহিনা (পরীক্ষিতা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা তোমাদেরকে এবং পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে কেবলমাত্র এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছো। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রাম করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো, তবে কিভাবে গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও? আমি জানি তোমরা যা গোপন করো আর যা প্রকাশ করো। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়। (২) তারা যদি তোমাদেরকে নাগালে পায় তাহলে তারা তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে, হাত এবং মুখ দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, তোমরাও যে কোন প্রকারে অস্বীকারকারী হয়ে যাও। (৩) তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি পুনরুত্থানের দিনে কোনই কাজে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখতে পান।

(৪) তোমাদের জন্য ইবরাহীম (আবরাহাম) ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ (নমূনা) রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ 'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাকে ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো।' তবে (এর ব্যতিক্রম হলো) ইবরাহীম (আবরাহাম) তার পিতাকে বলেছিলঃ 'আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। যদিও আল্লাহর সামনে তোমার জন্য আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই।' তারা প্রার্থনা করল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার উপরই ভরসা করেছি এবং অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছেই ফিরে এসেছি, আর তোমার কাছেই তো অন্তিম প্রত্যাবর্তন। (৫) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অবজ্ঞাকারীদের উৎপীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা করো। তুমিই তো নিঃসন্দেহে মহা পরাক্রমশালী অসীম প্রজ্ঞাবান।' (৬) নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে তাদের জন্য ওদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে বিমুখ হয় সে জেনে রাখুক আল্লাহ অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। (৭) সম্ভবতঃ আল্লাহ তোমাদের এবং ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে। আল্লাহই সবকিছুই করতে পারেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

(৮) যারা দ্বীনের (ধর্মের) ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কার করে দেয়নি, তাদের সাথে সদাচার করতে এবং তাদের সাথে ন্যায় করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না, আল্লাহ তো ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেন যারা

ধর্মীয় কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, আর তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে তোমাদেরকে উৎখাত করেছে, এবং তোমাদেরকে বের করে দিতে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

(১০) হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদের কাছে বিশ্বাসী মহিলাগণ হিজরত করে (শরণার্থী হয়ে) আসে তখন তোমরা তাদের যাচাই করো, আল্লাহ তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা আস্থাবান তাহলে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। ঐ মহিলা তাদের জন্য বৈধ নয়, তারাও ওই মহিলার জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসী স্বামীরা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে দিয়ে দাও। যদি তোমরা তাদেরকে প্রাপ্য যৌতুক প্রদান করে বিবাহ করো তাহলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমরাও অবিশ্বাসী মহিলাদেরকে বিবাহ-বন্ধনে আটকে রেখো না; তোমরা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নিতে পার এবং অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে তাও তোমাদের কাছ থেকে ফেরত নিতে পারে। এটাই আল্লাহর আদেশ, তিনি তোমাদের মধ্যে যথাযথ ভাবে মীমাংসা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (১১) তোমাদের কোন স্ত্রী যদি তোমাদের ছেড়ে অবিশ্বাসীদের অধীনে চলে যায়, অতঃপর যদি তোমাদের সুযোগ আসে (তাকে তাদের নিকট হতে নিজের কাছে ফেরৎ নেওয়ার), তাহলে তারা যাদেরকে ছেড়ে আসে, তারা যে পরিমাণ যৌতুক তাদেরকে দিয়েছিল, তার সমপরিমাণ অর্থ তাদেরকে প্রদান কর। আল্লাহকে ভয় করো যাঁর উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো।

(১২) হে পয়গম্বর! যখন আস্থাবতী মহিলারা তোমার কাছে এসে এই মর্মে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না,

নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না, জেনে শুনে মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং ভালকাজে তোমার আদেশ অমান্য করবে না, তখন তুমি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো। ওদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

(১৩) হে বিশ্বাসীগণ! এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করো না যাদের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তারা তো পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন ভাবে অবিশ্বাসী কবরবাসীরা নিরাশ হয়ে গেছে।

৬১ঃ সূরা আস-সাফ্‌ফ (সারিবদ্ধ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আল্লাহর ইবাদত করে। তিনি মহা পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা করো না তা বলো কেন? (৩) তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (৪) আল্লাহ তো ঐ লোকদের পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে অটল থেকে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা এক লৌহ নির্মিত প্রাচীর।[১]

(৫) যখন মূসা (মোজেস) তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর? অতএব যখন তারা বক্র পথ ধরল, তখন আল্লাহও তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সৎপথ প্রদান করেন না।

---

[১] বিঃ দ্রঃ (৬১ঃ০৪) পরিচয় অংশে ১৩ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা (মেরীপুত্র যিশু) বলেছিলঃ 'হে ইসরায়িলের সন্তানেরা! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর, ঐ তৌরাতের (তোরাহ) সমর্থক যা আমার পূর্ব থেকে বিদ্যমান এবং একজন পয়গম্বরের সুসংবাদ জ্ঞাপন করছি, যে আমার পরে আসবে, তার নাম হবে আহমদ। অতঃপর সে যখন স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এল তখন তারা বললঃ 'এতো পরিষ্কার জাদু।' (৭) তার চেয়ে বড় অন্যায়কারী (জালিম) আর কে হবে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে, অথচ তাকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পনের ডাক দেওয়া হয়? আল্লাহ অন্যায়কারী (জালিম) লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৮) তারা ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতি পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন, অস্বীকারকারীদের কাছে তা যতই অপ্রিয় হোক না কেন। (৯) তিনিই তাঁর পয়গম্বরকে পাঠিয়েছেন পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন (ধর্ম) সহ, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করতে পারেন, অংশীবাদীদের নিকট তা যতই অপ্রিয় হোক না কেন।

(১০) হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এক লাভজনক বাণিজ্যের পথ বলে দেব, যা তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (১১) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করো। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে। (১২) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে; এবং এমন উৎকৃষ্ট আবাস সমূহে যা চিরস্থায়ী জান্নাতের উদ্যানে অবস্থিত। এটাই বড়ো সাফল্য। (১৩) তিনি তোমাদেরকে আরও একটি অনুগ্রহ দান করবেন, যা তোমরা আশা কর; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। ঈমানদারদেরকে এই সুসংবাদ দাও।

(১৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন মারইয়ামের পুত্র ঈসা (মেরী পুত্র যিশু) তার সাথীদেরকে বলেছিলঃ 'কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হতে চাও?' সাথীরা বলেছিলঃ 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী।' অতঃপর ইসরায়িলের সন্তানদের মধ্যে কিছু লোক বিশ্বাস স্থাপন করল, আর কিছু লোক অস্বীকার করল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি যুগিয়েছিলাম, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছিল।

৬২ঃ সূরা আল-জুমুআহ (সমাবেশ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে, যিনি মহা অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২) তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে তাদের একজনকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর বাণীসমূহ পাঠ করে শোনায়, তাদেরকে কলুষমুক্ত করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়, কারণ আগে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল - (৩) এবং তাদের অন্যান্যদের জন্যেও, যারা এখনও তাদের সাথে সম্মিলিত হয় নি। তিনিই মহা পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (৪) এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহের মালিক।

(৫) তাদেরকে তৌরাতের (তোরাহ) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের অবস্থা পুস্তক বহনকারী গাধার মত। কতই না নিকৃষ্ট উদাহরণ ঐ লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে! আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

(৬) বলঃ ‘হে ইহুদী সম্প্রদায় ! যদি তোমারা দাবী কর যে, তোমরা অন্যদের তুলনায় আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সঠিক হও। (৭) তাদের নিজেদের কৃত কর্মের কারণে তারা কখনই মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ অনর্থকারীদের ভাল করেই জানেন। (৮) বলঃ ‘যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাইছ তা অবশ্যই আসবে, আর তোমাদেরকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অবগত সত্তার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে।’

(৯) হে বিশ্বাসীগণ ! জুমার দিনে যখন নামাযের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে বেরিয়ে পড় এবং কেনা-বেচা বন্ধ রাখো, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। (১০) নামাজ সম্পূর্ণ হলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো; আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হও। (১১) যখন তারা কোন ব্যবসা অথবা বিনোদন দেখতে পায় তখন তারা তোমাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে সেদিকেই ছুটে যায়। বলঃ ‘আল্লাহর কাছে যা আছে তা ব্যবসা ও বিনোদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’ আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

৬৩ঃ সূরা আল-মুনাফিকূন (কপটাচারীগণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) যখন মুনাফিক লোকেরা তোমার কাছে আসে, তখন বলেঃ ‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।’ আল্লাহ জানেন যে, তুমি অবশ্যই তাঁর রাসূল, তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী - (২) তারা তাদের শপথকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়। তারা যা করে নিঃসন্দেহে তা খুবই মন্দ।

(৩) তার কারণ, তারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর আবার অবিশ্বাসী হয়ে গেছে; তাদের অন্তর মোহর করে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা বোঝে না।

(৪) তুমি যখন তাদেরকে দেখ, তাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যে কথা বলে, সেই কথা তুমি শোন। তারা ঠেস দেওয়া কাঠের মত। তারা প্রতিটি আওয়াজকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরাই শত্রু, এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন! এরা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে! (৫) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ 'এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন,' তখন তারা নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়। তুমি দেখবে যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায় । (৬) তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা কর আর না কর, তা তাদের কাছে সমান। আল্লাহ কখনই ওদেরকে ক্ষমা করবেন না। অহংকারী লোকদেরকে আল্লাহ পথ দেখান না।

(৭) এরাই তারা যারা বলেঃ 'যারা আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।' অথচ আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের মালিক; কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। (৮) তারা বলেঃ 'যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে মর্যাদাবানগণ ওখান থেকে হীনমানদের বহিষ্কার করে দেবে।' যদিও সম্মান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং আস্থাবানদের জন্য; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

(৯) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করতে না পারে; যারা এমন করবে (উদাসীন হবে) তারাই ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। (১০) আমি যা কিছু তোমাকে দিয়েছি মৃত্যু আসার পূর্বে তা থেকে ব্যয় করো; তখন সে বলবেঃ 'হে আমার প্রভু! যদি আপনি আমাকে আরো কিছু অবকাশ দিতেন

তাহলে আমি দান করতাম এবং সৎলোকদের দলভুক্ত হতাম। (১১) সময় এসে গেলে আল্লাহ কখনই কোন প্রাণকে অবকাশ দেন না। যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ সবই জানেন।

৬৪ঃ সূরা আত-তাগাবুন (লাভ-ক্ষতি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী আবার কেউ বিশ্বাসী। যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ সবই দেখেন। (৩) তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন। তাঁর কাছেই তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তন করবে। (৪) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তিনি সবই জানেন। যা কিছু তোমরা গোপন করো আর যা কিছু প্রকাশ করো তিনি সবই জানেন। আল্লাহ অন্তর সমূহের কথাও জানেন।

(৫) তোমার কাছে কি তাদের সংবাদ পৌঁছয়নি যারা তোমার পূর্বে অবিশ্বাস করেছে এবং তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করেছে? তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) কারণ, তাদের কাছে যখন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে পয়গম্বর এসেছিল, তখন তারা বলেছিলঃ 'মানুষই কি আমাদের নেতৃত্ব করবে?' অতএব তারা অবিশ্বাস করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এমন লোকদের জন্য আল্লাহ কোন আবশ্যকতা অনুভব করেন না। আল্লাহ স্বয়ং অভাবমুক্ত এবং অতি প্রশংসিত।

(৭) অস্বীকারকারীরা দাবী করে যে, তাদেরকে কখনই পুনরায় ওঠানো হবে না। বলঃ ‘হ্যাঁ, আমার প্রভুর শপথ। তোমাদেরকে অবশ্যই ওঠানো হবে এবং তোমরা যা করেছ, তা অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে, এবং এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (৮) অতএব বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর উপর এবং তাঁর পয়গম্বরের উপর এবং সেই জ্যোতির উপরে যা আমি অবতীর্ণ করেছি। যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ সবই জানেন। (৯) সমবেত হওয়ার দিনে তিনি তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন, সেই দিনটি হবে লাভ-ক্ষতির দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, আল্লাহ তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সাফল্য। (১০) যারা অস্বীকার করেছে ও আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করেছে, তারাই জাহান্নামবাসী, ওখানেই তারা চিরকাল থাকবে। এটা খুবই নিকৃষ্ট গন্তব্য।

(১১) যে বিপদই আসুক না কেন তা আল্লাহর অনুমতিতেই আসে। যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেন। আল্লাহ সবকিছুই ভালভাবে জানেন। (১২) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং পয়গম্বরের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমার পয়গম্বরের দায়িত্ব শুধু স্পষ্ঠভাবে পৌঁছে দেওয়া। (১৩) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আস্থাবানেরা যেন আল্লাহর উপরেই ভরসা রাখে।

(১৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শক্র। অতএব ওদের থেকে সাবধান থাকো। কিন্তু যদি তোমরা মার্জনা কর, উপেক্ষা কর ও ক্ষমা কর তাহলে আল্লাহও ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (১৫) তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি

কেবলমাত্র একটি পরীক্ষা; আল্লাহর কাছে আছে বড় প্রতিফল। (১৬) অতএব যতটা পারো আল্লাহকে ভয় করো, শোন, আনুগত্য কর ও দান কর। এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল। যারা মনের লোভ এবং কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম। (১৭) তোমরা যদি আল্লাহকে একটি উত্তম ঋণ দাও তাহলে তিনি তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল। (১৮) তিনি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অবগত, মহাপরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

৬৫ঃ সূরা আত-তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে পয়গম্বর! যখন তোমরা স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বিচ্ছিন্ন কর তখন ওদের বিশুদ্ধির মেয়াদের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিবাহ বিচ্ছিন্ন কর এবং সতর্কতাপূর্ণ ভাবে বিশুদ্ধির মেয়াদের গণনা কর; আল্লাহকে ভয় করো, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিষ্কার করে দেবে না - তারা নিজেরাও যেন নিষ্ক্রান্ত না হয় - তবে তারা প্রকাশ্য কোন অশ্লীল কাজ করলে ভিন্ন কথা। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, সে নিজেই নিজের অনিষ্ট করে। তুমি জানো না, এই বিবাহ বিচ্ছেদের পর আল্লাহ হয়তো কোন উপায় বার করবেন। (২) অতঃপর তাদের অপেক্ষার মেয়াদপূর্ণ হলে, হয় তাদেরকে রীতি অনুযায়ী রেখে দাও, অথবা রীতি অনুযায়ী পরিত্যাগ কর। নিজেদের মধ্যে দুজন বিশ্বস্ত সাক্ষী রাখবে, এবং তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। যে আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, এই উপদেশ তাকেই দেওয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার (সমস্যা সমাধানের) জন্য পথ বের করবেন, (৩) আর তার জন্য এমন জায়গা থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করবেন যা সে কখনও কল্পনাও করেনি।

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর উদ্দ্যেশ্য পূরণ করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

(৪) তোমাদের নারীদের মধ্যে যাদের মাসিক ঋতুস্রাবের বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের যদি সন্দেহ হয়, তাহলে তাদের বিশুদ্ধির মেয়াদ তিনমাস। একই বিশুদ্ধির মেয়াদ তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা এখনও ঋতুবতী হয় নি। গর্ভবতী নারীদের বিশুদ্ধির মেয়াদ সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেবেন। (৫) এটাই আল্লাহর নির্দেশ যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে বড় প্রতিফল দান করবেন।

(৬) তোমরা ঐ মহিলাদের জন্য তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করো, যেমন বাসস্থানে তোমরা বাস করো। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য তাদের ক্ষতি করবে না। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে, সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের খরচ বহন করবে; যদি সে তোমাদের সন্তানদের স্তন্য পান করায়, তাহলে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দেবে; নিজেদের মধ্যে সঙ্গতভাবে পরামর্শ করে নেবে - যদি তোমরা উভয়পক্ষ একে অপরের প্রতি অনমনীয় হও, অন্য কোন নারী স্তন্য দান করবে - (৭) বিত্তবান ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবিকা সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যেমন দিয়েছেন তা থেকে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী তিনি কাউকে ব্যয় করতে বলেন না। কষ্টের পর আল্লাহ স্বাচ্ছন্দ দান করবেন।

(৮) অনেক জনপদ আছে যার অধিবাসীরা তাদের প্রভুর এবং তার পয়গম্বরের নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ফলে আমি তাদের

কঠোরভাবে হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে ভয়ানক দণ্ড দিয়েছি। (৯) অতএব তারা তাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করেছে এবং ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণতি। (১০) আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব আল্লাহকে ভয় করো, হে বুদ্ধিমানেরা! যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছো, আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন একটি উপদেশ, (১১) এবং একজন পয়গম্বর যে তোমাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্ট বাণী সমূহ পাঠ করে শোনায়, যার দ্বারা সে ওই লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাকে তিনি এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের জন্য উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন।

(১২) আল্লাহই সেই মহান সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে। এ সবের মধ্যে তাঁরই নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তুমি জানতে পারো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী এবং আল্লাহ সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের পরিবেষ্টনে রেখেছেন।

৬৬ঃ সূরা আত-তাহরীম (নিষেধাজ্ঞা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে পয়গম্বর! তোমার স্ত্রীদের মন রক্ষার জন্য তুমি কেন ঐ জিনিষকে অবৈধ করছো যা আল্লাহ তোমার জন্য বৈধ করেছেন? আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (২) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের এই ধরনের শপথ থেকে অব্যাহতির বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের সহায়ক। তিনি মহাজ্ঞানী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

(৩) পয়গম্বর একসময় তার এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। সে কথাটি গোপন রাখে নি এবং আল্লাহ পয়গম্বরকে সে কথা অবহিত করলেন; তখন পয়গম্বর এই বিষয়ে কিছু কথা ব্যক্ত করল, আর কিছু কথা অব্যক্ত রাখলো। সে যখন তার স্ত্রীকে এটা জানালো তখন সে বললঃ 'আপনাকে এটা কে জানালো?' সে বললঃ 'যিনি সবকিছুই জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন তিনিই আমাকে জানিয়েছেন।' (৪) যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর -- এবং তোমাদের অন্তর ইতিমধ্যে আনত হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা পয়গম্বরের বিরুদ্ধে একে অপরের সাহায্য করো, তবে জেনে রেখো আল্লাহ তার বন্ধু, জিব্রাইল (গ্যাব্রিয়েল) এবং সদাচারী বিশ্বাসীগণও; এ ছাড়া ফেরেস্তাগণ তার সাহায্যকারী। (৫) যদি পয়গম্বর তোমাদের সবাইকে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে, তাহলে তার প্রভু তোমাদের পরিবর্তে তাকে তোমাদের চেয়ে ভাল স্ত্রী দিতে পারেন, যারা হবে আত্ম-সমর্পণকারিণী, বিশ্বাসী, আনুগত্যকারিণী, অনুশোচনাকারিণী, এবাদতে নিষ্ঠাবতী, উপবাসকারিণী - বিধবা এবং কুমারী।

(৬) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, সেখানে কঠোর স্বভাবের শক্তিশালী ফেরেস্তা নিযুক্ত আছে, আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ দেন তারা তার অবাধ্যতা করে না, তাদেরকে যে আদেশ করা হয়, তারা তাই করে। (৭) হে অস্বীকারকারীরা! আজ অজুহাত দেখিও না। তোমরা তারই প্রতিফল পাচ্ছো, যা তোমরা করতে।

(৮) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর সন্মুখে আন্তরিকভাবে অনুশোচনা

প্রকাশ করো। আশা করা যায় তোমাদের প্রভু তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। আল্লাহ সেদিন পয়গম্বর ও তার সঙ্গী বিশ্বাসীগণকে অপমানিত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে এবং ডানদিকে ধাবিত হবে। তারা বলবেঃ 'হে প্রভু! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন, আর আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছুই করতে সক্ষম।'

(৯) হে পয়গম্বর ! অবিশ্বাসী এবং মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেটা কতইনা খারাপ গন্তব্য! (১০) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ দিচ্ছেন- নূহের স্ত্রীর এবং লূতের স্ত্রীর। দুইজনই আমার বান্দাদের মধ্যে দুইজন সৎলোকের স্ত্রী ছিল; কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে তারা দুইজন তাদের দুইজনকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে কিছুই করতে পারেনি। দুইজনকেই বলা হলোঃ 'জাহান্নামবাসীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করো।'

(১১) আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য ফেরাউনের (ফ্যারাও) স্ত্রীর উদাহরণ দিচ্ছেন। সে বলেছিলঃ হে 'আমার প্রভু! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দিন, আর আমাকে ফেরাউন ও তার অপকর্ম থেকে বাঁচান এবং আমাকে অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করুন।' (১২) (আল্লাহ আরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ঈমরানের কন্য মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল; অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার আত্মা সঞ্চার করেছিলাম। সে তার প্রভুর বাণী ও গ্রন্থ সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল; আর সে ছিল অনুগত বান্দাদের একজন।

৬৭ঃ সূরা আল-মুল্‌ক (রাজ্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) মহিমান্বিত সেই সত্তা, যাঁর হাতে যাবতীয় কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (২) তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৩) যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি খুঁজে পাবে না। ভাল করে দেখে নাও, কোথাও কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছো কি? (৪) বার বার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখ, দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।

(৫) আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি, সেগুলোকে শয়তানদের বিতাড়নের মাধ্যম বানিয়েছি, আর ওর জন্য আমি জাহান্নামের শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। (৬) যারা তাদের প্রভুকে অবিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের-যন্ত্রণা; সে গন্তব্য কত নিকৃষ্ট! (৭) যখন ওদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা ফুটন্ত উদ্বেলিত গর্জন শুনবে, (৮) যেন সে ক্রোধে ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তার রক্ষীরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?' (৯) তারা বলবেঃ 'হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল; কিন্তু আমরা তাকে বিশ্বাস করিনি এবং আমরা বলেছিলাম যে, আল্লাহ কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, তোমরা বড়ই পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়ে আছো।' (১০) তারা আরো বলবেঃ 'আমরা যদি শুনতাম বা বুঝতাম তাহলে জাহান্নামবাসী হতাম না!' (১১) অতএব তারা অপরাধ স্বীকার করবে, জাহান্নামবাসীরা আল্লাহর করুণা থেকে বহুদূরে অবস্থান করবে!

(১২) যারা না দেখেও তাদের প্রভুকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে

ক্ষমা ও এক বড় পুরস্কার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বলো বা প্রকাশ্যে বলো তিনি অন্তরের কথা জানেন। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাঁর নিজের সৃষ্টিকে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও মহাবিজ্ঞ।

(১৫) তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া জীবিকা থেকে আহার কর। তাঁর কাছেই তোমাদের সকলের পুনরুত্থান হবে। (১৬) তোমরা কি যিনি আকাশে আছেন তাঁর থেকে নির্ভয় হয়ে গেলে, যে তিনি তোমাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেবেন না এবং ভূমি কাঁপতে থাকবে না? (১৭) তোমরা কি যিনি আকাশে আছেন তাঁর থেকে নির্ভয় হয়ে গেলে যে, তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড় পাঠিয়ে দেবেন না যাতে তোমরা জানতে পার আমার সতর্কবাণী কেমন (সত্য) ছিল? (১৮) এদের পূর্ববর্তীরাও (সত্য) অবিশ্বাস করেছিলঃ তখন আমার প্রত্যাখ্যান কেমন গুরুতর হয়েছিল ?

(১৯) তারা কি তাদের মাথার উপরে পাখীদের দিকে দেখে, যারা ডানা মেলে দেয়, আবার গুটিয়েও নেয়? করুণাময় ছাড়া কেউ নেই যে, তাদেরকে ধরে রাখেন। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুই দেখছেন। (২০) করুণাময় ছাড়া কে আছে যে তোমাদের সেনা হয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? অস্বীকারকারীরা ধোঁকার মধ্যে পড়ে আছে। (২১) কে আছে যে তোমাকে জীবিকা দিতে পারে, যদি আল্লাহ তাঁর জীবিকা বন্ধ করে দেন? তবুও তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

(২২) একজন মুখে ভরদিয়ে চলে, আরেকজন সোজা হয়ে সরল পথে চলে; দুজনের মধ্যে কার পথ চলা সঠিক? (২৩) বলঃ 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুবই অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' (২৪) বলঃ 'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকেএকত্রিত করা হবে।'

(২৫) তারা বলেঃ 'সেই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে, যদি তুমি সঠিক হও?' (২৬) বলঃ 'সে জ্ঞান তো আল্লাহর কাছে আছে। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।' (২৭) কিন্তু তারা যখন তা কাছে আসতে দেখবে তখন সত্য-অস্বীকারকারীদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'এই সেই জিনিষ যা তোমরা চাইতে।' (২৮) বলঃ 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ; আল্লাহ যদি আমাকে এবং যারা আমার সঙ্গে আছে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন, অথবা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেন, তাহলে অবজ্ঞাকারীদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? (২৯) বলঃ 'তিনি করুণাময়, আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তাঁর উপরেই ভরসা করেছি।' শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে। (৩০) বলঃ 'তোমরা আমাকে বলো তো, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে চলে যায়, তাহলে কে এমন আছে, যে তোমাদের জন্য স্বচ্ছ পানি নিয়ে আসবে?'

৬৮ঃ সূরা আল-ক্বলম (কলম)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) নূন-শপথ কলমের, আর তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার। (২) তুমি তোমার প্রভুর কৃপায় উন্মাদ নও। (৩) নিঃসন্দেহে তোমার জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৪) তুমি এক মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) অতএব অতিশীঘ্রই তুমি দেখবে আর তারাও দেখবে, (৬) তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত ছিল? (৭) তোমার প্রভু সম্যক অবগত আছেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর কে সঠিক পথে আছে।

(৮) অতএব তুমি এই অবিশ্বাসীদের কথা মতো চলবে না। (৯) তারা চায় তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (১০) তুমি এমন হীনব্যক্তির

কথা মানবে না যে কথায় কথায় শপথকারী, (১১) বা পশ্চাতে নিন্দাকারী, বা কুৎসা রটনাকারী, (১২) বা ভাল কাজে বাধাদানকারী, বা দুষ্ট সীমালঙ্ঘনকারী, (১৩) যে রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন এবং সর্বোপরি অধম; (১৪) তাদের অধিক ধনবল ও জনবল আছে বলে, (১৫) যখন তার কাছে আমার বাণী সমূহ পাঠ করে শোনান হয়, তখন সে বলেঃ 'এটাতো প্রাচীন উপকথা মাত্র।' (১৬) শীঘ্রই আমি তার নাকে চিহ্ন করে দেবো।

(১৭) আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, যেমনভাবে আমি বাগানের মালিকদের পরীক্ষা করেছিলাম, যারা শপথ নিয়েছিল যে তারা সকালেই বাগানের সমস্ত ফল আহরণ করবে। (১৮) তারা (আল্লাহর ইচ্ছাকে) বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। (১৯) অতঃপর ওই বাগানের উপর তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক বিপর্যয় নেমে এল, যখন তারা ঘুমাচ্ছিল। (২০) সকালে সেটা এমন হয়ে গেল যেন ফসল কাটা উষর ভূমি। (২১) অতএব অতি প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডাক দিয়ে বলল, (২২) 'যদি ফল আহরণ করতে চাও সকাল সকাল বাগানে চল।' (২৩) তারপর যেতে যেতে তারা চুপি চুপি বলছিল, (২৪) 'আজ যেন কোন অভাবী মানুষ তোমাদের সাথে বাগানে না ঢোকে।' (২৫) তারা বিরত রাখতে সক্ষম-এই চিন্তা করে অতি প্রত্যুষে বাগানের দিকে গেল। (২৬) কিন্তু যখন তারা বাগানটি দেখল, তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা পথ ভুলে এসেছি। (২৭) নিশ্চয় আমরা চূড়ান্তভাবে বিনষ্ট হয়েছি।' (২৮) তাদের দুজনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিটি বললঃ 'আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর মহিমা ঘোষণা করতে বলিনি? (২৯) তারা বললঃ 'আমরা আমাদের প্রভুর মহিমা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। (৩০) অতঃপর তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। (৩১) তারা বললঃ 'হায় আফসোস! নিঃসন্দেহে আমরা সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছি। (৩২) আমাদের প্রভু হয়ত এই বাগানের পরিবর্তে

আমাদেরকে এর চেয়েও কোন ভাল বাগান দেবেনঃ আমরা তাঁরই অভিমুখী হলাম।' (৩৩) এটাই ছিল তাদের (ইহজীবনের) শাস্তি, আর পরলোকের শাস্তি এর চেয়েও কঠোর, যদি তারা জানত!

(৩৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহভীরুদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে জান্নাতের সুখোদ্যান। (৩৫) আমি কি অনুগতদেরকে অবাধ্যদের সমতুল্য গণ্য করবো? (৩৬) তোমাদের কী হল? তোমরা কেমন বিচার করছো? (৩৭) তোমাদের কাছে কি এমন কোন গ্রন্থ আছে যাতে বলা আছে যে, (৩৮) তোমরা যা পছন্দ করবে, তাই মঞ্জুর করা হবে? (৩৯) না কি, তোমরা আমার কাছ থেকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কার্যকারী কোন অঙ্গীকার প্রাপ্ত হয়েছো যে, তোমরা যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাই প্রাপ্ত হবে? (৪০) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, তাদের মধ্যে কে এ বিষয়ের জিম্মাদার হবে? (৪১) না কি, তাদের (আল্লাহ ব্যতীত) কোন অংশীদার আছে? তাহলে তারা তাদের অংশীদারদের নিয়ে আসুক যদি তারা সঠিক হয়।

(৪২) যে দিন সত্যের পর্দা উন্মোচিত হবে এবং লোকদেরকে সিজদা করতে বলা হবে, তখন তারা সিজদা করতে পারবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারা যখন নিরাপদ ও সুস্থ ছিল তখনও তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হতো। (৪৪) অতএব যারা এই বাণী অবিশ্বাস করে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করবো যে, তারা জানতেই পারবে না। (৪৫) ওদেরকে আমি অবকাশ দেব। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল খুবই মজবুত।

(৪৬) তুমি কি তাদের কাছে ক্ষতি-পূরণ চাইছো যে তারা অর্থ-দণ্ডের বোঝায় নত হয়ে যাচ্ছে? (৪৭) অথবা তাদের কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা লিখে রাখে? (৪৮) অতএব তুমি তোমার প্রভুর নির্দেশের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর এবং মাছ যাকে উদরসাৎ করেছিল তার (পয়গম্বর ইউনুস)

মত হয়ো না। সে দূর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আমাকে ডেকেছিল। (৪৯) যদি তার প্রভুর অনুগ্রহ তার সাথে না থাকত তাহলে তো সে নিন্দিত অবস্থায় নির্জন প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতো। (৫০) কিন্তু তার প্রভু তাকে সম্মানিত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত করলেন। (৫১) অবজ্ঞাকারী লোকেরা যখন উপদেশ শোনে তখন এমনভাবে মন্দ দৃষ্টি দিয়ে তাকায় যেন তোমাকে আছড়ে ফেলবে, এবং তারা বলে, 'সে তো একটা পাগল।' (৫২) অথচএটা বিশ্ব-জগতের জন্য এক উপদেশ।

৬৯ ঃ সূরা আল-হাক্কাহ (অনিবার্য ক্ষণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) অনিবার্য ক্ষণ। (২) কি সেই অনিবার্য ক্ষণ? (৩) তুমি কি জানো সেই অনিবার্য ক্ষণটা কি? (৪) সামূদ এবং আদ সম্প্রদায় বিশ্বাস করেনি যে বিপর্যয় তাদেরকে আঘাত করবে: (৫) অতএব সামূদকে এক ভয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল; (৬) এবং আদ সম্প্রদায়কে এক প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, (৭) তাদের উপরে আল্লাহ নিরন্তর সাত রাত আর আটদিন বহাল রেখেছিলেন। তুমি দেখতে, মানুষগুলো মাটিতে পড়ে আছে যেন খেজুর গাছের শূন্য গর্ভ কাণ্ড। (৮) তুমি কি ওদের কোন অবশিষ্টাংশ দেখতে পাও? (৯) ফেরাউন (ফ্যারাও) ও তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে দেওয়া জনপদগুলো গর্হিত অপরাধে লিপ্ত ছিল। (১০) তারা তাদের প্রভুর বার্তাবাহককে অস্বীকার করেছিল, যার জন্য তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন। (১১) যখন পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করেছিল, তখন আমি তোমাদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, (১২) যাতে আমি এটা তোমাদের জন্য শিক্ষার বিষয় বানিয়ে দিই, আর শ্রতিধর কান যেন এটাকে সংরক্ষণ করে।

(১৩) যখন শিংগায় (মহাশঙ্খে) হঠাৎই ফুৎকার দেওয়া হবে, (১৪) ভূমি ও পাহাড়গুলোকে উঠিয়ে একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, (১৫) সেই দিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। (১৬) আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং সেদিন সে অতি ক্ষীণ হয়ে পড়বে। (১৭) ফেরেস্তারা থাকবে তার প্রান্তদেশে। আটজন ফেরেস্তা সেদিন তোমার প্রভুর সিংহাসন নিজেদের উপর তুলে ধরবে। (১৮) সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন তথ্যই সেদিন গোপন থাকবে না।[১]

(১৯) যে ব্যক্তিকে তার কর্মলিপি তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে অবাক হয়ে বলবেঃ 'এই নাও আমার কর্মলিপি পড়ে দেখ। (২০) আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাব দিতেই হবে।' (২১) অতএব সে সন্তোষজনকজীবনযাপন করবে, (২২) উচ্চ উদ্যানে। (২৩) তার ফলগুলি নাগালের মধ্যে থাকবে। (২৪) আমি তাকে বলব, 'তৃপ্তি সহকারে আহার কর আর পান কর, তোমাদের সেই কর্মের বিনিময়ে, বিগত দিনে যা তোমরা করেছিলে। (২৫) যে ব্যক্তির কর্মলিপি তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ 'হায়! যদি আমার কর্মলিপি আমাকে না দেওয়া হত! (২৬) এবং আমার হিসাব যদি আমি না জানতাম! (২৭) হায়! যদি মৃত্যুতেই আমার সবকিছু শেষ হয়ে যেত! (২৮) আমার সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও তো শেষ হয়ে গেল।' (৩০) তাকে ধরো ও তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও, (৩১) তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। (৩২) পুনরায় তাকে বেঁধে ফেলো এমন শিকল দ্বারা যার মাপ সত্তর হাত লম্বা।

---

[১] বিঃ দ্রঃ -(৬৯ঃ১৮) পৃথিবী মানুষের জন্য একটি পরীক্ষাগার। যখন পরীক্ষার পর্ব শেষ হবে, এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে এবং নতুন পৃথিবী তৈরী করা হবে, নতুন আবশ্যিকতা পরিপূরণের লক্ষ্যে। বর্তমানে আল্লাহর মহিমা পরোক্ষভাবে প্রতিভাত হয়, কিন্তু তখন তার ওপার মহিমা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিভাত হবে।

(৩৩) এই ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করত না, (৩৪) এবং গরীব মানুষকে আহার করাতে উৎসাহ দিত না, (৩৫) তাই আজ এখানে ওকে সহানুভূতি দেখাবার কেউ নেই, (৩৬) একমাত্র নোংরা আবর্জনা ছাড়া কোন খাদ্য নেই, (৩৭) যা কেবল অপরাধীরাই খাবে।

(৩৮) শুধু তাই না, আমি শপথ করছি ঐ সব জিনিষের যা তোমরা দেখতে পাও, (৩৯) আর যা তোমরা দেখতে পাও না। (৪০) নিঃসন্দেহে, এ এক সম্মানীয় রাসূলের বাণী। (৪১) এটা কোন কবির কথা নয়; তোমরা খুবই কম আস্থাশীল। (৪২) এটা কোন ভবিষ্যৎ বক্তারও কথা নয়; তোমরা খুবই কম চিন্তা করো। (৪৩) এটা বিশ্বপ্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা বানিয়ে বলত, (৪৫) তাহলে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, (৪৬) তারপর তার জীবনধমনী ছিন্ন করে দিতাম, (৪৭) তখন তোমাদের কেউ একাজে আমাকে বাধা দিতে পারতে না। (৪৮) নিঃসন্দেহে এটা এক উপদেশ আল্লাহভীরুদের জন্য। (৪৯) আমি তো জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে মিথ্যা মনে করে। (৫০) অবিশ্বাসীদের জন্য এটা তো অনুতাপের কারণ। (৫১) এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের মহিমা ঘোষণা করো।

৭০ঃ সূরা আল-মা'আরিজ (আরোহী সিঁড়ি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) এক সন্দেহপোষনকারী ব্যক্তি প্রার্থনা করল, সেই শাস্তি দ্রুত প্রদান করা হোক যা অবধারিত হয়ে আছে- (২) অস্বীকারকারীদের জন্য। কেউ আল্লাহকে প্রতিহত করতে পারবে না (৩) তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতে। তিনি আরোহী সিঁড়ির মালিক,

(৪) এর সাহায্যে ফেরেস্তা এবং জিবরাঈল নিকটে আরোহন করে এমন একটি দিনে, যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (৫) অতএব (হে বিশ্বাসীগণ) যথাযথভাবে ধৈর্য ধারণ কর। (৬) তারা তাকে (বিচার দিবসকে) দূরে মনে করছে, (৭) কিন্তু আমি তাকে কাছে দেখছি। (৮) যে দিন আকাশ তরল তামার মত হয়ে যাবে, (৯) পর্বতগুলো ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত হবে, (১০) আর কোন বন্ধু কোন বন্ধুর খবর জিজ্ঞেস করবে না, (১১) যদিও তারা একে অপরের দৃষ্টিগোচরে থাকবে। অপরাধীরা ওই দিনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে উপস্থাপন করতে চাইবে -- নিজের পুত্র, (১২) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাইকে, (১৩) এবং নিজের পরিবার পরিজনদেরকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত, (১৪) এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতেএই মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে।

(১৫) কখনই নয়, এটা তো এক জলন্ত আগুন, (১৬) যা চামড়া খসিয়ে দেবে। (১৭) সে (জাহান্নাম) ওদের প্রত্যেককে ডাকবে যারা (সত্য) উপেক্ষা করেছিল এবং (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, (১৮) (সম্পদ) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিল। (১৯) মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে অস্থিরচিত্ত, (২০) কষ্টের মধ্যে পড়লে ঘাবড়ে যায়, (২১) আর যখন অবস্থা ভাল হয় তখন কার্পণ্য করে। (২২) তবে এর ব্যতিক্রম হল প্রার্থনাকারীরা, (২৩) যারা নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠা করে, (২৪) যারা নিজের সম্পদ থেকে একটি অংশ প্রদান করে - (২৫) যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতদেরকে, (২৬) যারা শেষ বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে, (২৭) যারা তাদের প্রভুর শাস্তিকে ভয় পায়; (২৮) নিঃসন্দেহে তাদের প্রভুর শাস্তি থেকে কারও নির্ভয় হওয়া উচিত নয়; (২৯) যারা তাদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে, (৩০) তাদের স্ত্রী এবং (বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ) অধিকারভুক্তগন ব্যতীত - এক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবে না - (৩১) যারা এছাড়াও অন্যকে কামনা করে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী;

(৩২) যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, (৩৩) যারা তাদের সাক্ষ্যদানের উপর অটল থাকে, (৩৪) আর যে তার নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে, (৩৫) এরাই স্বসম্মানে জান্নাতে স্থান পাবে।

(৩৬) ওই অবজ্ঞাকারীদের কি হল যে, তারা তোমার দিকে দৌড়ে চলে আসছে, (৩৭) ডানদিক থেকে এবং বামদিক থেকে দলে, দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাদেরকে সুখের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে যে জিনিষ দিয়ে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।

(৪০) অতএব না! আমি শপথ করছি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভুর, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম (৪১) তাদের পরিবর্তে তাদের চেয়ে ভাল মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (৪২) অতএব ওদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও, যতক্ষণ না তারা তাদের সেই প্রতিশ্রুত দিনটির সাথে সাক্ষাৎ করে। (৪৩) সেদিন তারা কবর থেকে বেরিয়ে ছুটতে থাকবে, যেন তারা কোন লক্ষ্যের দিকে ছুটছে। (৪৪) তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে; এই সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

৭১ ঃ সূরা নূহ (নোয়াহ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আমি নূহকে (নোয়াহ) তার সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম, এই কথা বলে যে, ‘কঠিন শাস্তি আসার আগে তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো।’ (২) সে বলেছিলঃ ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৩) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো, আর আমার আনুগত্য করো। (৪) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ

ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। নিঃসন্দেহে যখন আল্লাহর নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন তা আর বিলম্বিত করা যায় না।'

(৫) নূহ (নোয়াহ) বলেছিলঃ 'হে আমার প্রভু! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিন রাত ডেকেছি। (৬) কিন্তু আমার ডাক তাদের সাথে শুধু দূরত্বই বৃদ্ধি করেছে। (৭) আমি যখনই ওদেরকে ডেকেছি, যাতে তুমি ওদেরকে ক্ষমা করে দাও, তখনই তারা কানে আঙুল দিয়ে, কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে এবং দারুণ অহংকার করেছে। (৮) অতঃপর আমি ওদেরকে প্রকাশ্যে ডেকেছি। (৯) তারপর তাদেরকে জন সমক্ষে আহ্বান জানিয়েছি এবং গোপনেও ওদেরকে বুঝিয়েছি। (১০) আমি বলেছি যে, 'তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিঃসন্দেহে তিনি পরম ক্ষমাশীল। (১১) তাহলে তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, (১২) আর তোমাদের সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগীচা ও নদ-নদী বানিয়ে দেবেন। (১৩) তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছ না? (১৪) অথচ তিনিই তোমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি দেখনি যে, কিভাবে আল্লাহ সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন, (১৬) আর তাতে চাঁদকে আলোকরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে সৃষ্টি করেছেন, (১৭) কিভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবী (মাটি) থেকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন, (১৮) কিভাবে তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে (মাটিতে) ফিরিয়ে নেবেন, এবং তা থেকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।(১৯) কিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে সমতল বানিয়েছেন, (২০) যাতে তোমরা তাঁর প্রশস্ত রাস্তায় চলাফেরা করতে পারো?'

(২১) নূহ (নোয়াহ) বললঃ ‘প্রভু! এরা আমার কথা শোনেনি, এবং এমন ব্যক্তির অনুসরণ করেছে যার সম্পত্তি ও সন্তান কেবল ওদের ক্ষতি বৃদ্ধি করেছে, (২২) এবং এরা এক বড় ষড়যন্ত্র করেছে, (২৩) এবং এরা বলেছেঃ ‘তোমরা কখনই তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না; ওয়াদ কিম্বা সুওয়াকে, অথবা ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে ত্যাগ করো না।’ (২৪) তারা অনেক লোককেই পথভ্রষ্ট করেছে। এখন আপনি এই পথভ্রষ্ট লোকদের পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি করুন।’ (২৫) তাদের পাপের কারণেই তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে; তারা আল্লাহ ব্যতীত কোনই সাহায্যকারী পায়নি।

(২৬) নূহ (নোয়াহ) বললঃ ‘হে আমার প্রভু! এই অস্বীকারকারীদের কাউকে পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য ছেড়ে দেবেন না - (২৭) যদি আপনি ওদেরকে ছেড়ে দেন, তাহলে এরা আপনার বান্দাদের বিপথগামী করবে। এদের বংশ থেকে যে জন্ম নেবে সে পাপী এবং কঠোর অবজ্ঞাকারীই হবে - (২৮) হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করে দিন। এবং আমার ঘরে যে সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসীরা প্রবেশ করে, তাদের প্রত্যেককে আপনি ক্ষমা করে দিন, সকল আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলাদের ক্ষমা করে দিন, এবং ধ্বংস ব্যতীত অত্যাচারীদের কোন কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।’

৭২ঃ সূরা আল-জ্বিন (জ্বিন জাতি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) বলঃ ‘আমাকে বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল কুরআন শুনে বলেছে যে, ‘আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, (২) যা সঠিক পথনির্দেশ করে, তাই আমরা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি আর আমরা

আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে অংশীদার স্থির করবো না -- (৩) আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সুউচ্চ। তিনি কোন পত্নী বা সন্তান গ্রহণ করেন নি। (৪) আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা আল্লাহ সম্পর্কে অনেক বাস্তব-বিরোধী কথা-বার্তা বলতো। (৫) আমরা মনে করেছিলাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। (৬) কিছু মানুষ ছিল, যারা কিছু জ্বিনের কাছে আশ্রয় নিত, ফলে তারা জ্বিনদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। (৭) তোমাদের মতো তারাও মনে করেছিল যে, আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।

(৮) আমরা আকাশে গিয়ে তার তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু দেখলাম, তা কঠোর প্রহরাধীন এবং উল্কায় পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন স্থানে শোনার জন্য অবস্থান নিতাম। কিন্তু যে শুনতে চায়, সে তার জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কার সম্মুখীন হয় -- (১০) আমরা জানি না পৃথিবীর অধিবাসীদের অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে, না তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পথ নির্দেশনা দিতে চেয়েছেন। (১১) আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা সৎকর্মপরায়ণ, আর কিছু তার ব্যতিক্রম। আমরা বিভিন্ন মতের অনুসারী। (১২) আমরা বুঝে গেছি যে, পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবো না, আর পালিয়ে গিয়ে তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবো না। (১৩) আমরা যখন উপদেশ শুনলাম তখন আমরা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার কোন ক্ষতি বা অবিচারের আশঙ্কা থাকবে না। (১৪) আমাদের মধ্যে কিছু আত্মসমর্পণকারী আছে, আবার কিছু দিশাহীনও আছে। অতএব যে আত্মসমর্পণ করেছে সে সঠিক পথ খুঁজে নিয়েছে, (১৫) আর যারা দিশাহীন তারাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে।'

(১৬) এরা যদি সঠিক পথে থাকত তাহলে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষনের মাধ্যমে

এদেরকে সমৃদ্ধ করতাম - (১৭) যাতে এর দ্বারা এদেরকে পরীক্ষা করতে পারি - যে তার প্রভুর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (১৮) মসজিদ সমূহ আল্লাহর উপাসনার জন্য, অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না। (১৯) যখন আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন তারা এতো অধিক সংখ্যায় তার নিকটে ভিড় জমালো যে তার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হল। (২০) বলঃ ‘আমি কেবল আমার প্রভুকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করি না।’ (২১) বলঃ ‘তোমাদের কোন ক্ষতি করার বা কোন ভাল করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। (২২) বলঃ ‘আমাকে আল্লাহর নিকট থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, আর তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থলও পাবো না। (২৩) আমার দায়িত্ব হল আল্লাহর পক্ষ হতে আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি কেবলমাত্র তা পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর বার্তা প্রচার করা।’ যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে অমান্য করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।

(২৪) তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যখন তারা তা দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে কার সাহায্যকারী দুর্বল, আর কে সংখ্যায় কম। (২৫) বলঃ ‘আমি জানি না, যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা কি নিকটে, না কি আমার প্রভু তার জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করে রেখেছেন?’ (২৬) গুপ্ত বিষয়ের খবর কেবল তিনিই জানেন। তিনি তা কাউকে জানান না, (২৭) তার মনানীত পয়গম্বর ব্যতীত। তিনি তার সামনে ও পিছনে প্রহরার ব্যবস্থা করেন, (২৮) যাতে আল্লাহ জানতে পারেন যে, পয়গম্বগণ তাদের প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে কি না। তাদের কাছে যা কিছু আছে, তা তিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তিনি সব কিছুরই বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

৭৩ঃ সূরা আল-মুয্যাম্মিল (চাদরাবৃত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে বস্ত্রাবৃত, (২) রাতে দণ্ডায়মান হও বেশির ভাগ সময়। (৩) রাতের অর্ধেক অথবা তার কিছু কম, (৪) অথবা এর চেয়ে কিছু বেশি, আর কুরআন ধীরে ধীরে এবং স্পষ্ট করে পড়। (৫) আমি তোমার উপর অবতীর্ন করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।

(৬) নিশ্চয় (উপাসনার উদ্দেশে) রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দমনের জন্য খুবই কার্যকরী উপায় এবং নামাযের (প্রার্থনার) জন্য খুবই উপযোগী। (৭) দিনের বেলায় তোমার অনেক কাজ থাকে।(৮) তোমার প্রভুকে স্মরণ কর এবং নিজে একনিষ্ঠ ভাবে মগ্ন হও। (৯) তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, অতএব তুমি তাঁকেই নিজের অভিভাবক বানিয়ে নাও। (১০) লোকেরা যা বলে তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং তাদেরকে সৌজন্য সহকারে পরিহার করো। (১১) বিলাস সামগ্রীর অধিকারী এমন অবিশ্বাসীদের ব্যাপার আমার উপরে ছেড়ে দাও এবং ওদেরকে কিছু অবকাশ দাও। (১২) আমার কাছে আছে শৃঙ্খল ও জাহান্নাম, (১৩) আর কন্ঠরোধকারী খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, (১৪) যে দিন ভূমি আর পাহাড় কাঁপতে থাকবে, আর পাহাড়গুলো বালির স্তূপে পরিণত হবে।

(১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন পয়গম্বর পাঠিয়েছি যে তোমাদের উপর একজন সাক্ষী, যেভাবে আমি ফেরাউনের (ফ্যারাও) নিকট একজন পয়গম্বর পাঠিয়েছিলাম। (১৬) কিন্তু ফেরাউন (ফ্যারাও) সেই রাসূলের কথা মানেনি, তাই আমি তাকে কঠোর হাতে ধরেছিলাম। (১৭) অতএব তোমরাও

যদি অবিশ্বাস করো তাহলে সেই দিনের শাস্তি থেকে কিভাবে নিস্তার পাবে, যে দিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করে দেবে। (১৮) ঐ দিন আকাশ ফেটে যাবে, এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবেই। (১৯) নি:সন্দেহে, এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।

(২০) তোমার প্রভু জানেন, তুমি রাতের প্রায় তিনভাগের দুইভাগ, অথবা অর্ধেক রাত, কখনও বা তিনভাগের একভাগ রাত নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও, ঠিক তেমনই তোমার সাথীদের একটি দলও। আল্লাহ রাত-দিনের পরিমাপ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না, তাই তিনি তোমাদেরকে কৃপা করেছেন। অতএব কুরআন যতটুকু পাঠ করা সহজ হয় ততটুকু পাঠ করো। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ থাকবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহের খোঁজে পৃথিবীতে ব্যস্ত থাকবে এবং এমনও লোকও থাকবে যারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করবে। কাজেই কুরআন হতে যতটা তোমার জন্য সহজসাধ্য হয় তাই পাঠ কর, নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাতআদায় কর, আল্লাহকে ঋণ দাও, উত্তম ঋণ। তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য যা কিছু সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা তোমার আল্লাহর কাছে পেয়ে যাবে, আরো বর্ধিত আকারে, তার দেওয়া মহোত্তর পুরস্কার হিসাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

৭৪ঃ সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির (বস্ত্রাবৃত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) হে বস্ত্রাবৃত! (২) ওঠো এবং লোকদের সতর্ক কর। (৩) তোমার প্রতিপালকের গৌরব বর্ণনা করো। (৪) তোমার পোষাক পবিত্র রাখো।

(৫) অপবিত্রতা পরিহার করো। (৬) কিছু পাওয়ার আশায় উপকার করো না। (৭) আর তোমার প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধারণ করো।

(৮) যেদিন শিংগায় (মহাশঙ্খে) ফুৎকার দেওয়া হবে, (৯) সেদিনটি হবে এক কঠিন দিন। (১০) অবিশ্বাসীদের জন্য সহজ হবে না। (১১) যে ব্যক্তিকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। (১২) আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ (১৩) এবং তারপাশে থাকাপুত্রগণ, (১৪) এবং তাকে সার্বিক স্বচ্ছলতা দান করেছি; (১৫) তবুও সে চায় তাকে আমি আরো অধিক দিই। (১৬) কখনই নয়, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের বিরোধী। (১৭) শীঘ্রই আমি তাকে এক কষ্টদায়ক চড়াইতে (পাহাড়ে) আরোহণ করাব।

(১৮) সে চিন্তা করল আর সিদ্ধান্ত নিল - (১৯) এবং পরিতাপ তার জন্য! কিভাবে সে সিদ্ধান্ত নিল! (২০) সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! কিভাবে সে এমন সিদ্ধান্ত নিল! (২১) তারপর সে দেখল; (২২) অতঃপর ভ্রূকুটি করল ও বিকৃত মুখভঙ্গি করল। (২৩) অতঃপর সে পিছনে ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো। (২৪) তারপর বললঃ 'এতো প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এক জাদু ছাড়া কিছুই নয়। (২৫) এতো মানুষেরই বাণী।'

(২৬) আমি তাকে শীঘ্রই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। (২৭) তুমি কি জান, জাহান্নাম কি ? (২৮) (জাহান্নাম) কাউকে জীবিত অবস্থায় থাকতেদেবে না, বা মৃত অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। (২৯) চামড়া ঝলসে দেবে। (৩০) এর প্রহরায় থাকে উনিশ জন ফেরেস্তা। (৩১) আমি কেবল ফেরেস্তাদেরকে জাহান্নামের তত্বাবধায়ক বানিয়েছি। তাদের এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কেবল অবজ্ঞাকারীদের পরীক্ষার জন্য, যাতে গ্রন্থধারীদের প্রত্যয় জন্মে, আস্থাবানদের আস্থা বৃদ্ধি পায় - এবং গ্রন্থধারী বা আস্থাবান কেউই যাতে সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে সেই সব অবিশ্বাসী

লোকেরা বলবেঃ ‘এর মধ্যে আল্লাহ কি তাৎপর্য রেখেছেন?’ এই ভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। তোমার প্রভুর বাহিনী সম্পর্কে কেবল তিনিই জানেন। এই বর্ণনা তো সমস্ত মনুষের জন্য নিছক উপদেশ।

(৩২) কখনও নয়, চন্দ্রের শপথ! (৩৩) রাতের শপথ যখন তা অতিক্রান্ত হয়, (৩৪) এবং প্রভাতের শপথ যখন তা উদ্ভাসিত হয়। (৩৫) নিঃসন্দেহে জাহান্নাম গুরুতর বিষয়সমূহের একটি, (৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী, (৩৭) একইভাবে সকলের জন্য, যারা অগ্রসর হয় বা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ, (৩৯) ডানদিকের লোকেরা ব্যতীত। (৪০) তারা থাকবে স্বর্গোদ্যানে, একে অপরের কাছে জানতে চাইবে, (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে, (৪২) ‘কোন্ কাজ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এল?’ (৪৩) তারা বলবেঃ ‘আমরা নামায প্রতিষ্ঠাকারীদের দলভুক্ত ছিলাম না, (৪৪) গরীবদের খাবার দিতাম না, (৪৫) আমরা বিভ্রান্ত সমালোচনাকারীদের সাথে অসার সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম, (৪৬) এবং বিচারের দিনকে মিথ্যা বলতাম, (৪৭) যতক্ষন পর্যন্ত না আমাদের নিশ্চিত পরিণতি (মৃত্যু) এসে গেল। (৪৮) ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।

(৪৯) তাদের কি হলো যে, তারা উপদেশবাণী (কুরআন) হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (৫০) ভীত সন্ত্রস্ত গাধার মতো, (৫১) যে সিংহের ভয়ে পলায়ন করছে? (৫২) নিশ্চয় ওদের মধ্যে প্রত্যেকেই চায় যে, তাদেরকে উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক - (৫৩) কখনই নয়! এরা পরলোকের ভয় করে না - (৫৪) এটাতো এক উপদেশবাণী। (৫৫) অতএব যে চায় সে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। (৫৬) তবে আল্লাহ চাইলেই তারা এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। তিনিই প্রভু তাঁকেই ভয় করা উচিত, তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।

৭৫ঃ সূরা আল-ক্বিয়ামাহ (পুনরুত্থান দিবস)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আমি শপথ করছি পুনরুত্থান দিবসের। (২) আরও শপথ করছি আত্মভৎসনাকারী আত্মার! (৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবো না? (৪) কেন নয়, আমি তার আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত ঠিকভাবে পুনর্বিন্যাস্ত করতে সক্ষম! (৫) তবুও মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে চায়ঃ (৬) তারা প্রশ্ন করে, পুনরুত্থানের দিবস কবে আসবে? (৭) (এদিন) যখন দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যাবে, (৮) আর চন্দ্র জ্যোতি শূন্য হয়ে যাবে, (৯) সূর্য এবং চন্দ্রকে একত্রিত করে দেওয়া হবে, (১০) সেদিন মানুষ বলবেঃ 'কোথায় পালাবো?' (১১) কিন্তু কোন আশ্রয়স্থল নেই। (১২) সেদিনের আশ্রয়স্থল কেবল তোমার প্রভুর কাছেই। (১৩) মানুষ যা পাঠিয়েছে এবং পশ্চাতে যা রেখে এসেছেসেদিন জানিয়ে দেওয়া হবে। (১৪) নিশ্চয়ই, মানুষ নিজের সম্বন্ধে ভালভাবে জানে, (১৫) যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে থাকে।

(১৬) (হে পয়গম্বর) প্রত্যাদেশ তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য তুমি দ্রুত তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করো না। (১৭) এর সংগ্রহ ও পাঠের ব্যবস্থা করা আমারই দায়িত্ব। (১৮) তাই যখন আমি তা শোনাই তখন তুমি সেই পাঠ অনুসরণ করো। (১৯) এরপর তা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমারই।

(২০) বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনটাকেই ভালবাস, (২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা করো। (২২) সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল হবে প্রফুল্ল। (২৩) তারা তাদের প্রভুর দিকে দেখতে থাকবে। (২৪) আর কোন কোন

মুখমণ্ডল হবে উদাস। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের উপর এক বিপর্যয় নেমে আসবে। (২৬) কিন্তু যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে, (২৭) আর বলা হবে, 'কোন জাদুকর কি তাকে বাঁচাতে পারবে?' (২৮) সে বুঝে নেবে যে, এটাই বিদায়ের সময়, (২৯) এবং পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে। (৩০) সেই দিন তাকে তোমার প্রভুর নিকট প্রত্যানীত করা হবে।

(৩১) সে বিশ্বাসও করেনি আর নামায প্রতিষ্ঠা করেনি, (৩২) বরং অবিশ্বাস করেছে আর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, (৩৩) অতঃপর দম্ভভরে তার নিজের লোকের কাছে চলে গেছে। (৩৪) পরিতাপ তোমার জন্য! (হে মানুষ) সত্যি, তোমার জন্য পরিতাপ! (৩৫) পুনরায় পরিতাপ তোমার জন্য! (হে মানুষ) সত্যি, তোমার জন্য পরিতাপ! (৩৬) মানুষ কি মনে করে ইচ্ছামতো চলার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? (৩৭) সে কি নিক্ষিপ্ত এক শুক্র বিন্দু ছিল না? (৩৮) তারপর সে পরিণত হল জোঁকের ন্যায় রক্তের এক ঘনিভূত দ্রব্যে, তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন। (৩৯) তারপর তা হতে সৃষ্টি করেন - পূরুষ ও নারী। (৪০) এই সৃষ্টিকর্তা কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

৭৬ঃ সূরা আল-ইনসান (মানব সম্প্রদায়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) মানুষের উপর দিয়ে কখনও এমন একটা সময় অতিবাহিত হয় নি কি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না? (২) আমি মানুষকে এক ফোঁটা মিশ্রিত তরল থেকে সৃষ্টি করেছি তাকে পরীক্ষা করবো বলে; তাই তাকে শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। (৩) তারপর তাকে পথ বুঝিয়ে দিয়েছি, যাতে সে কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ হয়।

(৪) (এখন) দেখ, আমি অস্বীকারকারীদের জন্য শিকল, বেড়ী ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি, (৫) কিন্তু সৎকর্মশীলরা এমন এক পেয়ালা থেকে পান করবে যাতে কাফূরের মিশ্রণ থাকবে, (৬) যে ঝর্ণা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে তারা তাকে নানা শাখায় প্রবাহিত করবে। (৭) তারা অঙ্গীকার পূর্ণ করে, এবং এমন একটি দিনকে ভয় করে যার কঠোরতা হবে ব্যাপক; (৮) খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা দরিদ্র, অনাথ এবং বন্দীদের খাদ্য দান করে, (৯) (এবং বলেঃ) 'আমরা তোমাদের যা আহার করাই তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না। (১০) আমরা আমাদের প্রভুর কাছ থেকে এক কঠোর ও বিপদময় দিনের ভয় করি।' (১১) তাই আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে উৎফুল্লতা ও আনন্দ দান করবেন, (১২) এবং তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে তাদেরকে বেহেস্ত ও রেশমী বস্ত্র প্রদান করবেন। (১৩) তারা খাটের উপর হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে তারা অতিশয় গরম বা অতিশয় শীত অনুভব করবে না। (১৪) উদ্যানের ছায়া তাদের উপর নুয়ে থাকবে এবং ফল-মূল তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। (১৫) এবং তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং (কাঁচের পেয়ালায়) স্ফটিকের মত পান পাত্রে। (১৬) রৌপ্য নির্মিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে পরিবেশনকারীরা উপযুক্ত পরিমাপে সেগুলো পূর্ণ করবে।

(১৭) সেখানে তাদেরকে আদার মিশ্রণ যুক্ত এক পানীয় পান করানো হবে, (১৮) জান্নাতের একটি ঝরনা থেকে, যাকে 'সালসাবীল' বলা হয়। (১৯) তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে চির কিশোরগণ। তুমি তাদেরকে দেখলে মনে করবে যে যেন মুক্তা ছড়ানো রয়েছে। (২০) যেখানেই দেখবে, সেখানেই তুমি মহাপুরস্কার ও মহান সম্রাজ্য দেখতে পাবে।

(২১) তাদের গায়ে থাকবে সবুজ পাতলা রেশমীবস্ত্র এবং মোটা রেশমী বস্ত্রও। তাদেরকে পরানো হবে রূপোর কঙ্কন। তাদের প্রভু তাদেরকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন। (২২) নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের পুরস্কার, আর তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়েছে।

(২৩) আমিই তোমার উপরে পর্যায়ক্রমে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (২৪) অতএব তোমার প্রভুর নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষা কর এবং ওদের মধ্যে কোন পাপী অথবা কৃতঘ্নের কথা শুনো না। (২৫) সকাল সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো; (২৬) এবং রাতে তার সামনে সিজদাবনত হও এবং রাতের অধিক সময় ধরে তাঁরই সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করো। (২৭) ওই লোকেরা (যারা আল্লাহর প্রতি বিস্মরণশীল) তাৎক্ষনিক মুনাফা কামনা করে এবং পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে। (২৮) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন মজবুত করেছি। আবার আমি যখন ইচ্ছা করবো, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের মতই অন্য এক দলকে নিয়ে আসবো। (২৯) এটা একটা উপদেশ; অতএব যে চায় সে যেন তার প্রভুর দিকের পথ অবলম্বন করে। (৩০) আল্লাহ (পথ প্রদর্শন করতে) না চাইলে তোমরা চাইতে পারো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাবান। (৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, আর অত্যাচারীদের জন্য তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

৭৭ঃ সূরা আল-মুর্‌সালাত (প্রেরিতগণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) প্রেরিত বাতাসের শপথ, (২) এবং তারপর প্রবল বেগে ধাবমান ঝটিকার, (৩) এবং শপথ মেঘ সঞ্চালনকারী বাতাসের, (৪) ন্যায়-অন্যায়ের

পার্থক্যকারী বাণী সমূহের, (৫) আর ফেরেস্তাগণের যারা প্রত্যাদেশ বহন করে আনে, (৬) অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ। (৭) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

(৮) অতএব, যখন তারকারাজি জ্যোতিশূন্য হয়ে যাবে (৯) এবং আকাশ বিদীর্ণ হবে, (১০) পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, (১১) এবং যখন পয়গম্বরগণকে নির্ধারিত সময়ে একত্রিত করা হবে -- (১২) কোন্ দিনের জন্য এসব স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) চুড়ান্ত নিষ্পত্তির দিনের জন্য। (১৪) তুমি কি জানো চুড়ান্ত নিষ্পত্তির দিন কী? (১৫) অবিশ্বাসকারীদের জন্য বিনাশের দিন। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর পরবর্তীদেরকেও তাদের অনুগামী করবো। (১৮) আমি অপরাধীদের সাথে এমনই করে থাকি। (১৯) অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিন বিনাশের দিন।

(২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ তরল থেকে সৃষ্টি করিনি? (২১) তারপর তা এক নিরাপদ স্থানে (জরায়ুতে) রেখেছিলাম, (২২) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। (২৩) এভাবেই আমি ক্রম বৃদ্ধির স্তর নির্ধারণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমার নির্ধারণের ক্ষমতা কতই না উত্তম। (২৪) সেই দিন অবিশ্বাসীদের জন্য বিনাশের দিন! (২৫) আমি কি ভূমিকে ধারণক্ষম করিনি- (২৬) জীবিত ও মৃতদের জন্য? (২৭) তাতে আমি সুদৃঢ় উঁচু পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আর তোমাদেরকে সুপেয় পানি দেওয়া হয়েছে। (২৮) সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্য বিনাশের দিন!

(২৯) তোমরা যা অবিশ্বাস করতে তার দিকেই চল। (৩০) তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে চলঃ (৩১) যাতে না আছে শীতল ছায়া, এবং যা অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করে না , (৩২) যা প্রাসাদের মতো বড় বড় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করবে, (৩৩) হলুদ বর্ণের উটের পালের মতো উজ্জ্বল।

(৩৪) সেই দিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন! (৩৫) সেই দিন লোকেরা কথা বলতে পারবে না, (৩৬) এবং তাদেরকে কোন আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (৩৭) সেই দিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন! (৩৮) এটাই হল শেষ বিচারের দিন। আমি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। (৩৯) যদি তোমাদের কোন কৌশল থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর। (৪০) সেই দিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন!

(৪১) নিঃসন্দেহে আল্লাহভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝরণার মধ্যে। (৪২) এবং তাদের কাঙ্খিত ফলমূলের মধ্যে। (৪৩) (তাদেরকে বলা হবে), 'তৃপ্তি সহকারে আহার কর এবং পান কর, তোমাদের সেই কর্মের বিনিময়ে যা তোমরা (পার্থিব জীবনে) করতে। (৪৪) আমি সৎ মানুষদের এই ভাবেই প্রতিদান দিই। (৪৫) সেই দিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন! (৪৬) আহার কর আর কিছুদিন উপভোগ করে নাও, নিঃসন্দেহে তোমরা অপরাধী। (৪৭) সেই দিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন! (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হত, 'নত হও,' তখন তারা নত হত না। (৪৯) সেই দিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন! (৫০) এখন এরপরে তারা কোন কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

৭৮ঃ সূরা আন - নাবা (সংবাদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) লোকেরা কি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে? (২) (পুনরুত্থান সংক্রান্ত) সেই বড় খবরের ব্যাপারে, (৩) যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে! (৪) কিন্তু শীঘ্রই তারা জানবে। (৫) অবশ্যই, তারা শীঘ্রই সত্যটি জানবে। (৬) আমি কি ভূমিকে বিছানা বানাইনি, (৭) আর পর্বতসমূহকে পেরেক? (৮) আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়

সৃষ্টি করেছি, (৯) এবং ঘুমকে বানিয়েছি তোমাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য, (১০) এবং রাতকে আবরণ বানিয়েছি, (১১) এবং দিনকে জীবিকা উপার্জনের সময় বানিয়েছি, (১২) তোমাদের উপর সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ বানিয়েছি, (১৩) এবং তাতে একটি অতি উজ্জ্বল প্রদীপ স্থাপন করেছি। (১৪) আর আমি বৃষ্টি-বাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করেছি, (১৫) যাতে আমি ওর মাধ্যমে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ, (১৬) এবং ঘন গাছপালা বিশিষ্ট বাগান। (১৭) নিঃসন্দেহে বিচারের দিন নির্ধারিত আছে।

(১৮) যে দিন 'সূর' (মহাশঙ্খ) এ ফুৎকার দেওয়া হবে, আর তোমরা দলে দলে আসবে। (১৯) আকাশ খুলে দেওয়া হবে, ফলে তা বহু দ্বার বিশিষ্ট হবে, (২০) এবং পর্বতসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে, ফলে সেগুলো মরীচিকায় পরিণত হবে। (২১) নিঃসন্দেহে জাহান্নাম তো অপেক্ষায় আছে, (২২) সীমালঙ্ঘনকারীদের ঠিকানা, (২৩) এবং সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে বাস করবে, (২৪) এবং সেখানে তারা কোন শীতলতা কিম্বা কোন পানীয় আস্বাদন করবে না, (২৫) ফুটন্ত পানি ও দূর্গন্ধযুক্ত তরল ব্যতীত-(২৬) এটাই সমুচিত প্রতিফল, (২৭) কারণ তারা হিসাবের ভয় করত না, (২৮) আর আমার বাণীসমূহকে পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করত; (২৯) আমি কিন্তু সবকিছুই লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি। (৩০) (আমি বলব), 'অতএব স্বাদ আস্বাদন করো, আমি কেবল তোমাদের শাস্তি বৃদ্ধিই করে যাব।'

(৩১) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহকে ভয় করত তাদের জন্য এক বিরাট সাফল্য রয়েছেঃ (৩২) সেখানে থাকবে বাগান এবং আঙুর, (৩৩) সমবয়স্কা যুবতী কুমারীগণ, (৩৪) এবং পরিপূর্ণ পেয়ালা। (৩৫) সেখানে তারা কোন নিরর্থক ও অসত্য কথা শুনবে না।

(৩৬) এ সবই প্রতিফল তাদের কর্ম অনুসারে, তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে, (৩৭) যিনি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবার প্রভু, পরম করুণাময় এবং তাঁর নিকট কারও কথা বলার সামর্থ্য থাকবে না। (৩৮) যে দিন জিব্রাঈল ও ফেরেস্তাগণ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াবে, কেউ কথা বলবে না, কেবলমাত্র করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যতীত, এবং সে সঠিক কথা বলবে। (৩৯) সেই দিনটি সুনিশ্চিত; অতএব যে চায় সে তার প্রভুর কাছে আশ্রয় নিক। (৪০) আমি তোমাকে এক নিকটবর্তী শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেদিন মানুষ তার হাতের অর্জিত কৃতকর্মকে দেখবে আর অস্বীকারকারী বলবেঃ হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

৭৯ঃ সূরা আন-নাযিআত (নিমজ্জিত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ শিকড় ছেঁড়া (বাতাসের)। (২) আর শপথ, মৃদু গতিতে চলা বাতাসের। (৩) আর শপথ, ভাসমান মেঘের, (৪) অতঃপর যারা দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে তাদের, (৫) এবং যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। (৬) সেদিন মহা কম্পন (পৃথিবীকে) প্রকম্পিত করবে। (৭) তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী (প্রকম্পন)। (৮) কত হৃদয় সেদিন কাঁপতে থাকবে। (৯) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত। (১০) তারা বলেঃ 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব, (১১) ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরেও?' (১২) তারা বলেঃ 'এই প্রত্যাবর্তন তো খুবই ক্ষতিকর হবে।' (১৩) এটা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ মাত্র। (১৪) তারপর তখনই তারা (একে একে) এক ময়দানে উপস্থিত হবে।

(১৫) মূসার (মোজেস) কথা তুমি শুনেছ কি? (১৬) যখন তার প্রভু

তাকে পবিত্র তূবা উপত্যকায় সম্বোধন করেছিলেন- (১৭) 'ফেরাউনের (ফ্যারাও) কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। (১৮) তাকে গিয়ে বলঃ 'তোমার কি শুধরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে? (১৯) আমি কি তোমাকে তোমার প্রভুর দিকের পথ দেখাব, যাতে তুমি ভয় কর?'' (২০) অতঃপর মূসা (মোজেস) তাকে মহা নিদর্শন দেখাল; (২১) কিন্তু সে অবিশ্বাস করল ও অবাধ্য হল। (২২) সে দ্রুত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। (২৩) তারপর সে তার লোকজনদের একত্রিত করল এবং ঘোষণা করল, (২৪) 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু।' (২৫) তাই আল্লাহ তাকে পরলোক ও পার্থিব জগতের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন। (২৬) নিঃসন্দেহে এতে এক শিক্ষা আছে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যারা ভয় করে।

(২৭) তোমাদেরকে বানানো বেশী কঠিন কাজ, না আকাশকে; আল্লাহই ওটা বানিয়েছেন, (২৮) তিনি এর ছাদকে উঁচু করেছেন এবং একে ত্রুটিহীন করেছেন,(২৯) এর রাতকে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর দিনকে করেছেন জ্যোতিষ্মান, (৩০) এরপরে তিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন, (৩১) তা থেকে তিনি বের করেছেন পানি ও তৃণভূমি, (৩২) এবং পর্বতসমূহ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেনঃ (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের গবাদী পশুদের জীবনসামগ্রী রূপে?

(৩৪) তারপর যখন মহাসংকট আসবে, (৩৫) সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে, (৩৬) এবং জাহান্নামকে প্রকাশ্যে দেখানো হবে, (৩৭) যে সীমালঙ্ঘন করেছে (৩৮) আর পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, (৩৯) জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। (৪০) আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে, (৪১) অবশ্যই বেহেস্ত হবে তার ঠিকানা। (৪২) তারা তোমাকে মহাপ্রলয়ের দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলে, 'তা কখন সংঘটিত হবে?' (৪৩) ওদের মন্তব্যের

সাথে তোমার কি সম্পর্ক? (৪৪) এই ব্যাপারটি তোমার প্রভুর সাথে সম্পর্কিত। (৪৫) যে ভয় করে তুমি তো কেবল তারই সতর্ককারী। (৪৬) যে দিন তারা তা দেখবে, তাদের মনে হবে তারা এই জগতে মাত্র একটি সন্ধা বা প্রভাতের অধিক অবস্থান করে নি।

৮০ঃ সূরা আল-আবাসা (ভ্রূকুঞ্চিত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, (২) যখন তার কাছে অন্ধ লোকটি এসে ছিল। (৩) তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং এই উপদেশ তার কাজে আসত? (৫) যে লোক কারও পরোয়া করে না (৬) তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ, (৭) অথচ তারা পরিশুদ্ধ না হলেও তোমার কোন দায়িত্ব নেই। (৮) পক্ষান্তরে, যে তোমার কাছে ছুটে এল (৯) এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে (১০) তাকে তুমি গুরুত্ব দিলে না। (১১) নিশ্চয় এটা (কুরআন) তো একটা উপদেশ। (১২) অতএব যে ইচ্ছা করবে, সে এটাকে স্মরণে রাখবে। (১৩) এটা সম্মানিত গ্রন্থে (লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ, (১৪) যা শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র, (১৫) লেখকদের হাতের দ্বারা, (১৬) যারা সম্মানিত ও পুণ্যবান।

(১৭) পরিতাপ মানুষের জন্য! সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) আল্লাহ তাকে কী (বস্তু) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) একটি ফোঁটা শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর সেটাকে পরিমিতভাবে গঠন করেছেন। (২০) তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। (২১) তারপর তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরস্থ করেন। (২২) তারপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) তবুও মানুষ তাঁর আদেশ মান্য করতে অস্বীকৃত হয়। (২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। (২৫) আমি প্রচুর পরিমাণ

বৃষ্টি বর্ষণ করি। (২৬) তারপর ভূমিকে যথোচিতভাবে বিদীর্ণ করি, (২৭) এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করি, (২৮) এবং আঙুর, শাক-সবজি, (২৯) জলপাই, খেজুর, (৩০) ঘন গাছপালা বিশিষ্ট বাগান, (৩১) ফল ও সবুজের সমারোহ, (৩২) তোমাদের ও তোমাদের গবাদীপশুদের জীবনোপকরণ রূপে।

(৩৩) অতঃপর যখন কর্ণ বিদারক বিকট শব্দ উঠবে, (৩৪) যে দিন মানুষ তার ভাই এর নিকট থেকে পালাবে, (৩৫) তার মাতা-পিতা থেকে, (৩৬) তার স্ত্রী থেকে এবং পুত্র থেকে, (৩৭) সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেরকে নিয়ে অধিক চিন্তিত থাকবে। (৩৮) কোন কোন মুখ সেদিন উজ্জ্বল থাকবে, (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৪০) আর কোনো কোনো মুখ সেদিন ধূলি ধূসরিত থাকবে, (৪১) এবং থাকবে কালিমালিপ্ত। (৪২) এই লোকেরাই অস্বীকারকারী, পাপাচারী।

৮১ঃ সূরা আত-তাকবীর (ভাঁজ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) সূর্যকে যখন দীপ্তিহীন করা হবে, (২) এবং নক্ষত্ররাজী জ্যোতি শূন্য হয়ে যাবে, (৩) আর পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে, (৪) যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো অযত্নে পরিভ্রমণ করবে, (৫) যখন সমস্ত বন্য পশুদেরকে একত্রিত করা হবে, (৬) যখন সমূদ্রগুলোকে উত্তাল করা হবে, (৭) যখন আত্মাগুলি বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভিক্ত করা হবে, (৮) যখন জীবন্ত সমাধি দেওয়া কন্যা সন্তানদের জিজ্ঞাসা করা হবে, (৯) কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল, (১০) যখন কর্মলিপি খোলা হবে, (১১) যখন আকাশ আবরণমুক্ত হবে, (১২) আর জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে, (১৩) বেহেস্তকে নিকটে আনা হবে, (১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যে, সে কী নিয়ে এসেছে।[১]

(১৫) আমি অপসৃয়মান নক্ষত্রের শপথ করছি, (১৬) ঐ গ্রহ সমুহ যারা তাদের গতিপথে সঞ্চারমান হয় এবং অস্তমিত হয়। (১৭) শপথ রাতের যখন তার অবসান ঘটে (১৮) এবং প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয়। (১৯) নিশ্চয় এই বাণী (কুরআন) সম্মানিত দূতের মাধ্যমে আনীত হয়েছে, (২০) যে মহাসিংহাসনের মালিকের নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ও উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত, (২১) মান্যবর ও বিশ্বাসভাজন। (২২) তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়ঃ (২৩) সে তাকে (ফেরেস্তা) স্পষ্ট দিগন্তে প্রত্যক্ষ করেছে। (২৪) সে অদৃশ্য বিষয় নিয়ে অতি উৎসুক নয়, (২৫) এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাণীও নয়। (২৬) অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছো? (২৭) এটা তো বিশ্ব-বাসীর জন্য এক উপদেশ, (২৮) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। (২৯) আল্লাহ (পথ প্রদর্শন করতে) না চাইলে তোমরা কিছুই চাইতে পার না।

৮২ঃ সূরা আল-ইন্‌ফিতার (চূর্ণবিচূর্ণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) যখন আকাশ ফেটে যাবে, (২) আর তারকারাজি ছড়িয়ে যাবে, (৩) আর যখন সমূদ্র বহমান হবে, (৪) কবর গুলো খুলে দেওয়া হবে, (৫) প্রত্যেকেই জানবে যে, সে আগে কি পাঠিয়েছে আর পিছনে কি ফেলে এসেছে।

---

[১] বিঃ দ্রঃ (৮১ঃ১৪) কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় প্রলয় দিবস বা শেষ বিচার দিবসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যখন প্রলয় দিবসের আগমন ঘটবে, তখন পৃথিবীর ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং মানুষ অসহায় বোধ করবে। সেই দিন সৎকর্ম ব্যতীত সমস্ত কিছুই গুরুত্ব হীন হয়ে যাবে। তখন অত্যাচারিত মানুষেরা তাদের অত্যাচারীদের উপর নিজেদের ইচ্ছামত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে।

(৬) হে মানুষ! কি তোমাকে তোমার দয়াবান প্রভু হতে বিভ্রান্ত করল, (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন, তোমাকে সুঠাম করলেন এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করলেন, (৮) তিনি যেমন চাইলেন তেমন আকৃতি দিলেন? (৯) তবুও তোমরা বিচার দিনকে অবিশ্বাস করে থাকো। (১০) তোমাদের উপরে অবশ্যই পর্যবেক্ষক নিযুক্ত আছে। (১১) সম্মানিত লেখকেরা। (১২) তোমরা যা করো তারা সবই জানে। (১৩) নিঃসন্দেহে পুন্যবানেরা সুখে থাকবে (১৪) এবং অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামে; (১৫) বিচারের দিনে তারা তাতে প্রবেশ করবে। (১৬) তা থেকে তারা কোনদিন নিষ্কৃতি পাবে না। (১৭) তুমি কি জান, বিচারের দিন কী? (১৮) পুনরায়, তুমি কি জান, বিচারের দিন কী? (১৯) যে দিন কেউ কারও জন্য কিছুই করতে পারবে না। সেদিনের কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রনে।

৮৩ঃ সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন
(যারা ওজনে কম দেয়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) দূর্ভাগ্য তাদের জন্য, যারা মাপে ও ওজনে কম দেয়, (২) যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পুরো নেয়, (৩) আর দেওয়ার সময় মাপ বা ওজনে কম দেয়। (৪) তারা কি বোঝে না যে, তাদেরকে আবার ওঠানো হবে (৫) এক মহাদিবসে। (৬) যে দিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে। (৭) নিশ্চয়ই পাপীদের কর্মলিপি সিজ্জীনে থাকবে। (৮) সিজ্জীন কী তা তুমি জান কি? (৯) সুলিখিত এক পুস্তক। (১০) সেদিন অবিশ্বাসকারীদের জন্য দুর্ভাগ্য! (১১) যারা বিচারের দিনকে অবিশ্বাস করে। (১২) কেবল দুষ্ট সীমালঙ্ঘনকারী ব্যতীত কেউ তা অবিশ্বাস করে না।

(১৩) যখন তার কাছে আমার বাণী সমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সে বলেঃ 'এতো প্রাচীন উপকথা মাত্র।' (১৪) কখনই নয়, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের হৃদয়ের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছে। (১৫) নিশ্চয়ই! সেদিন তাদের ও তাদের প্রভুর মাঝে একটা অন্তরাল থাকবে। (১৬) তারপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) তারপর বলা হবেঃ 'এটাই তো তাই যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।'

(১৮) অবশ্যই, পূন্যবানদের কর্মলিপি থাকবে ইল্লিয়ীনে (১৯) তুমি কি জান ইল্লিয়ীন কী? (২০) সুলিখিত এক পুস্তক। (২১) আল্লাহর নিকটে অবস্থানকারী ফেরেস্তারা ওটা প্রত্যক্ষ করবে। (২২) নিঃসন্দেহে পুণ্যবানেরা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। (২৩) তারা পালঙ্কে বসে বসে দেখবে। (২৪) তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। (২৫) তাদেরকে সীলমোহর কৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করতে দেওয়া হবে, (২৬) যার সীলমোহর হবে কস্তুরীর - অতএব এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত - (২৭) এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি, (২৮) এটা একটা ঝরনা যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে। (২৯) নিঃসন্দেহে অপরাধীরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের উপহাস করত। (৩০) তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে যেত, তখন নিজেরা পরস্পর চোখ টিপে বিদ্রুপ করত, (৩১) এবং যখন তারা নিজের লোকদের কাছে ফিরতো তখন তাদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো। (৩২) যখন তারা তাদেরকে দেখতো, তখন (ঘৃণাপূর্ণ ভাবে) বলতঃ 'এই লোকগুলি নিশ্চিতভাবে বিপথগামী।' (৩৩) অথচ তাদেরকে ওদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয় নি - (৩৪) অতএব আজ আস্থাবানেরা অস্বীকারকারীদেরকে উপহাস করছে, (৩৫) পালঙ্কে বসে বসে দেখছে। (৩৬) অস্বীকারকারীদেরকে কি তাদের কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিফল দেওয়া হয় নি ?

৮৪ ঃ সূরা আল-ইনশিক্কাক (চৌচির)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) এবং স্বীয় প্রভুর আদেশ পালন করবে এবং এটাই করণীয়। (৩) যখন ভূমিকে বিস্তৃত করে দেওয়া হবে, (৪) এবং ভিতরের সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করে সে শুন্য হয়ে যাবে, (৫) এবং স্বীয় প্রভুর আদেশ পালন করবে এবং এটাই করণীয়, (৬) হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর অভিমুখে কঠোর পরিশ্রম করার পর তোমরা তার সাক্ষাৎ পাবে ঃ (৭) তখন যাকে তার কর্মপত্র তার ডান হাতে দেওয়া হবে, (৮) তার হিসাব খুব সহজ হবে, (৯) এবং আনন্দের সাথে নিজের লোকদের কাছে ফিরে আসবে, (১০) কিন্তু যার কর্মপত্র পিঠের পিছন থেকে দেওয়া হবে (১১) সে ধ্বংস কামনা করবে, (১২) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৩) সে তার নিজের লোকদের কাছে প্রফুল্ল থাকত; (১৪) সে মনে করত সে কখনও (তার প্রভুর নিকট) ফিরে আসবে না। (১৫) কেন নয়? তার প্রভু তার উপর দৃষ্টি রাখতেন। (১৬) আমি শপথ করছি গোধূলী লগ্নের, (১৭) রাতের এবং রাত যেসব জিনিষকে আচ্ছন্ন করে তার (১৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণ হয়, (১৯) অবশ্যই তোমরা এক দশা থেকে আর এক দশায় উত্তীর্ণ হবে। (২০) সুতরাং তাদের কি হল যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না? (২১) যখন তাদের সামনে কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয় না? (২২) যারা সত্য অস্বীকার করতে আগ্রহী তারা প্রত্যাখ্যান করে। (২৩) তারা তাদের অন্তরে যা কিছু সঞ্চয় করে আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (২৪) অতএব ওদেরকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (২৫) কিন্তু যারা সত্যে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অন্তহীন এক পুরস্কার।

৮৫ঃ সূরা আল - বুরুজ (নক্ষত্রপুঞ্জ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) তারামণ্ডল সম্বলিত আকাশের শপথ, (২) আর প্রতিশ্রুত
দিনের, (৩) দ্রষ্টা ও দৃষ্টের, (৪) ধ্বংস হয়েছে খাদের অধিপতিরা,
(৫) যাতে ইন্ধনপ্রাপ্ত আগুনের তাপ ছিল, (৬) যখন তারা তার কিনারায়
বসে ছিল; (৭) তারা আস্থাবানদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ
করছিল। (৮) তারা তাদেরকে ঘৃণা করতো শুধু একারণেই যে, তারা
পরাক্রমশালী ও সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহকে বিশ্বাস করত।
(৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সম্রাজ্য তাঁরই। আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন।
(১০) যারা আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলাদের প্রতারিত করেছে
এবং অনুশোচনা করেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।
(১১) নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে
তাদের জন্য রয়েছে উদ্যান যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, এটাই বড়
সফলতা।(১২) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভুর শাস্তি বড়ই কঠিন।(১৩) তিনিই
সূচনা করেন আবার তিনিই পুনরাবৃত্তি করবেন, (১৪) তিনিই ক্ষমাশীল,
পরম স্নেহপরায়ণ, (১৫) মহা সিংহাসনের অধিপতি ।(১৬) তিনি যা চান
তাই করতে সক্ষম।(১৭) তোমার কাছে কি সেনাদলের সংবাদ পৌঁছেছে?
(১৮) ফেরাউন (ফ্যারাও) ও সামূদের ? (১৯) তবুও এই অস্বীকারকারীরা
তাদের অবিশ্বাসে অনড় রয়েছে। (২০) তবে আল্লাহ ওদেরকে চতুর্দিক
থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন; (২১) নিশ্চয় এটা গৌরবময় কুরআন।
(২২) লওহে-মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ আছে।

৮৬ঃ সূরা আত-তারিক (নৈশ আগন্তুক)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ আকাশের ও রাতে আগমনকারীর! (২) তুমি কি জান, রাতে আগমনকারী কী? (৩) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) এমন কোন মানুষ নেই যার উপর তত্ত্বাবধায়ক নেই। (৫) তাই মানুষের ভাবা উচিত যে, তাকে কি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) তাকে সবেগে স্খলিত এক তরল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, (৭) যা বেরিয়ে আসে পিঠ ও বুকের মধ্য থেকে। (৮) নিঃসন্দেহে তিনি তাকে পূনঃসৃষ্টি করতে সক্ষম। (৯) যে দিন গোপন কাজগুলো পরীক্ষা করা হবে, (১০) সেদিন মানুষের কোন ক্ষমতা বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (১১) শপথ আকাশমণ্ডলীর যা নিয়ত ঘূর্ণায়মান, (১২) এবং শপথ পৃথিবীর যা বিদীর্ন হয়ে যায়, (১৩) নিশ্চয় এটা একটা চুড়ান্ত সিদ্ধান্তসূচক বাণী, (১৪) এটা হালকাভাবে গ্রহণের জন্য নয়। (১৫) তারা একটা চক্রান্ত করছে, (১৬) আর আমিও কৌশল করি।(১৭) অতএব অস্বীকারকারীদের অবকাশ দাও, ওদেরকে অবকাশ দাও কিছুদিনের।

৮৭ঃ সূরা আল-আ'লা (সর্বোচ্চ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) তোমার প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো যিনি সুমহান, (২) যিনি সমস্তকিছু তৈরী করেছেন, তারপর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। (৩) তিনি (সকল অস্তিত্বশীলদের) প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন এবং তদানুসারে পথ প্রদর্শন করেছেন। (৪) তিনি সবুজ ঘাস উৎপন্ন করেছেন, (৫) অতঃপর তাকে কালো বর্ণের আবর্জনায় পরিণত করেছেন। (৬) আমি তোমাকে কুরআন পাঠ করাব ফলে তুমি ভুলবে না। (৭) কিন্তু আল্লাহ যা

ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত; তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবই জানেন। (৮) আমি তোমাকে সরল পথে নিয়ে যাব। (৯) অতএব উপদেশ দাও, যদি উপদেশ ফলপ্রসু হয়। (১০) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর সে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, যে অভাগা, (১২) সে ভয়ঙ্কর আগুনে প্রবেশ করবে, (১৩) অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, আবার জীবিতও থাকবে না। (১৪) যে নিজেকে শুদ্ধ করেছে, সেই সফল হয়েছে; (১৫) যে স্বীয় প্রভুর নাম স্মরণ করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে সে নিশ্চয়ই সফল হবে। (১৬) তবে তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, (১৭) অথচ পরলোকের জীবনই শ্রেয় ও স্থায়ী। (১৮) নিশ্চয় এটা পূর্বের গ্রন্থেও আছে। (১৯) (বিশেষতঃ) মূসা (মোজেস) ও ইবরাহীমের (আবরাহাম) গ্রন্থে।

৮৮ ঃ সূরা আল-গাশিয়াহ (অপ্রতিরোধ্য ঘটনা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) তোমার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর (কেয়ামতের) সংবাদ এসেছে? (২) সেদিন বহুমুখমন্ডল অবনত থাকবে, (৩) শ্রান্ত, ক্লান্ত, (৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে, (৫) এবং তাদেরকে ফুটন্ত ঝরনা থেকে পানি পান করানো হবে, (৬) তাদের একমাত্র খাদ্য হবে কাঁটাওয়ালা তৃণ ঝাড়, (৭) যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না বা ক্ষুধা নিবারণ করবে না। (৮) সেদিন কিছু চেহারা হবে আনন্দোজ্জ্বল, (৯) নিজেদের কর্মের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে, (১০) সুউচ্চ উদ্যানে, (১১) যেখানে তারা কোন অসার কথা শুনবে না, (১২) সেখানে থাকবে বহমান ঝরণা, (১৩) উন্নত শয্যা, (১৪) সুরক্ষিত পানপাত্র সমূহ, (১৫) এবং সারি সারি বিছানো গদি, (১৬) এবং বিছানো থাকবে গালিচা। (১৭) তারা কি কখনও উটগুলির

প্রতি তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? (১৮) এবং আকাশের দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তা উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে? (১৯) পাহাড়গুলোর দিকে দেখে না কিভাবে সেগুলো স্থাপিত করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে দেখে না, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব উপদেশ দাও, বস্তুতঃ তোমার কাজ হল কেবলমাত্র উপদেশ দেওয়া। (২২) তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও। (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং অবিশ্বাস করেছে, (২৪) আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। (২৫) আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। (২৬) তারপর তাদের হিসাবের দায়িত্ব আমারই।

৮৯ ঃ সূরা আল - ফজর (ভোর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ প্রভাতের (২) আর দশ রাতের, (৩) জোড় ও বিজোড়ের (৪) এবং রাতের, যখন তা গত হতে থাকে। (৫) বোধ সম্পন্নদের জন্য তো এতে অনেক নিদর্শন আছে। (৬) তুমি কি শোননি, তোমার প্রভু কি আচরণ করেছিলেন ‘আদ’ সম্প্রদায়ের সাথে? (৭) স্তম্ভের শহর, ইরাম অধিবাসীদের সাথে। (৮) পৃথিবীতে এদের মতো কখনও সৃষ্টি করা হয় নি, (৯) এবং ‘সামূদ’ সম্প্রদায়ের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর খোদাই করত, (১০) এবং কীলকের অধিপতি ফেরাউনের (ফ্যারাও) সাথে? (১১) তারা সকলেই দেশের মধ্যে উদ্ধত আচরণ করেছিল, (১২) এবং সেখানে অনেক অশান্তি সৃষ্টি করেছিলঃ (১৩) ফলে তোমার প্রভু তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন ঃ (১৪) কারণ তোমার প্রভু অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন! (১৫) মানুষ এমনই যে, যখন তার প্রভু পরীক্ষা করার জন্য তাকে সম্মান ও কল্যাণ দান করেন, তখন সে বলেঃ ‘আমার প্রভু আমাকে সম্মান দিয়েছেন।’

(১৬) আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করার জন্য তার জীবিকা সংকুচিত করেন, তখন সে বলেঃ 'আমার প্রভু আমাকে অপমানিত করেছেন। (১৭) কখনও নয়, বরং তোমরাই অনাথকে মর্যাদা দাও না, (১৮) আর নির্ধনকে আহার করাতে একে অপরকে উৎসাহিত কর না, (১৯) আর তোমরা দুর্বলের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ কর, (২০) এবং সম্পদকে খুবই ভালবাস। (২১) কখনই নয়! যখন পৃথিবীকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে, (২২) যখন তোমার প্রভু সারিবদ্ধ ফেরেস্তাগণসহ অবতরন করবেন, (২৩) এবং সেই দিন যখন জাহান্নামকে দৃষ্টিগোচর করানো হবে, তখন মানুষ সতর্ক হবে, কিন্তু সেই সতর্কতা তার কি কাজে আসবে? (২৪) তারা বলবেঃ 'হায়! যদি আমি আমার জীবনের জন্য আগে কিছু পাঠাতাম!' (২৫) অতএব সেদিন আল্লাহর সমতুল্য শাস্তি কেউ দেবে না, (২৬) এবং তিনি যেমন বাঁধবেন তেমন বাঁধন কেউ বাঁধতে পারবে না! (২৭) (কিন্তু সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ বলবেন,) 'হে পরিতৃপ্ত আত্মা! (২৮) তোমার প্রভুর কাছে ফিরে চল। তুমি তাঁর প্রতি প্রসন্ন, এবং তিনিও তোমার প্রতি প্রসন্ন। (২৯) অতএব আমার বান্দাদের দলভুক্ত হও। (৩০) আমার জান্নাতে প্রবেশ কর ।

৯০ ঃ সূরা আল-বালাদ (শহর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আমি শপথ করছি এই নগরীর (মক্কার) - (২) এবং তুমি এই শহরে বসবাস করো - (৩) শপথ, পিতা ও তার সন্তানের, (৪) অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্টের এবং পরীক্ষার জীবন দিয়ে। (৫) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান নেই? (৬) সে বলে আমি বিপুল সম্পদ ব্যয় করেছি। (৭) সে কি মনে করছে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তাকে দিইনি দুটি চোখ, (৯) একটি জিহ্বা, দুটি ওষ্ঠ?

(১০) আমি তাকে দুটি পথ বলে দিয়েছি। (১১) কিন্তু সে সমুন্নতির পথ গ্রহণ করে নি। (১২) তুমি কি জান সেই সমুন্নতির পথটি কি? (১৩) তা হল - দাসমুক্তি, (১৪) অথবা দূর্ভিক্ষের সময় অন্ন দান করা (১৫) অনাথ আত্মীয়কে, (১৬) দূর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে, (১৭) এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যারা একে অপরকে ধৈর্য ধারণ ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়; (১৮) যারা এমন করে তারাই ভাগ্যবান, (১৯) যারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে, তারাই হতভাগা, (২০) এবং তাদের উপরেই থাকবে অবরুদ্ধকারী আগুন।

৯১ ঃ সূরা আশ - শামস (সূর্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ সূর্যের ও তার প্রকাশমান ঔজ্জ্বল্যের, (২) এবং চন্দ্রের যখন সে সূর্যেরপরে আবির্ভূত হয়, (৩) আর শপথ দিবসের, যখন তা তাকে প্রকাশ করে। (৪) এবং রাতের যখন তা তাকে ঢেকে রাখে, (৫) এবং আকাশের, যেমন তাকে তৈরী করা হয়েছে, (৬) এবং পৃথিবীর যেমন তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে, (৭) এবং মানুষের যেমন তাকে সুষম করা হয়েছে, (৮) অতঃপর তাকে তার পাপ-পূণ্যের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। (৯) যে নিজেকে পবিত্র করেছে সে সফল হয়েছে; (১০) আর যে নিজেকে দূষিত করেছে সে অসফল হয়েছে। (১১) ‘সামূদ’ জাতি অবাধ্যতার কারণে অবিশ্বাস করেছে, (১২) যখন তাদের মধ্যে দুষ্টতম ব্যক্তিটি সক্রিয় হয়েছিল। (১৩) আল্লাহর বার্তাবাহক তাদেরকে বলেছিলঃ ‘এটা আল্লাহর উষ্ট্রি। একে পানি পান করতে দাও।’ (১৪) কিন্তু তারা তাকে অবিশ্বাস করল এবং উষ্ট্রিকে হত্য করল। তারপর তাদের প্রভু তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে ভূমিসাৎ করে দিলেন, (১৫) আর তিনি পরিণতির ভয় করেন না।

৯২ ঃ সূরা আল-লাইল (রাত্রি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ, আচ্ছাদিত রাতের, (২) এবং উদ্ভাসিত দিনের, (৩) আর তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী। (৪) তোমাদের কর্মপ্রয়াস অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন। (৫) অতএব যে দান করে এবং ভয় করে, (৬) এবং যা ভালো তা সত্য বলে মেনে নেয়, (৭) আমি তার জন্য সরলপথ সুগম করে দেব। (৮) আর যে কৃপণতা করে ও উদাসীন থাকে, (৯) এবং যা উত্তম তা অবিশ্বাস করে, (১০) আমি তার জন্য কঠোর পথ সুগম করে দেব। (১১) যখন সে অধঃপতিত হবে (জাহান্নামে) তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব তো পথের সন্ধান দেওয়া। (১৩) নিঃসন্দেহে ইহকাল ও পরকালের কতৃত্ব তো আমারই। (১৪) আমি তোমাকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করলামঃ (১৫) অত্যন্ত দূর্ভাগা ব্যক্তিই তাতে নিক্ষিপ্ত হবে; (১৬) যে অবিশ্বাস করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (১৭) যে আল্লাহকে ভয় করে তাকে তা থেকে সুরক্ষিত রাখা হবে - (১৮) যে নিজের পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে, (১৯) এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়, (২০) কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় - (২১) শীঘ্রই সে সন্তোষ লাভ করবে।

৯৩ ঃ সূরা আয-যুহা (গৌরবান্বিত সকাল)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) উজ্জ্বল সকালের আলোর শপথ, (২) এবং রাতের যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। (৩) তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি, আর তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হন নি। (৪) তোমার জন্য পরলোক

পার্থিব জীবনের চেয়ে উত্তম। (৫) তোমার প্রভু অবশ্যই তোমাকে অনুগ্রহ করবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে। (৬) আল্লাহ কি তোমাকে অনাথ অবস্থায় পাননি? তারপর তিনিই তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনিই তোমাকে পথহারা অবস্থায় পেয়েছিলেন;তারপর পথের সন্ধান দিয়েছেন। (৮) তিনিই তোমাকে নির্ধন অবস্থায় পেয়েছিলেন; তারপর তোমাকে সম্পদ দান করেছেন। (৯) অতএব তুমি অনাথদের উপরে কঠোরতা দেখিও না, (১০) আর তুমি ভিখারীদেরকে ধমক দিও না, (১১) আর তুমি তোমার প্রভুর অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করো।

৯৪ঃ সূরা আল-ইনশিরাহ্ (স্বস্তি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিইনি? (২) এবং তোমার সেই ভার অপসারণ করেছি, (৩) যা তোমার পিঠে দূর্বহ হয়ে ছিল, (৪) এবং তোমার খ্যাতি সমুন্নত করেছি। (৫) সুতরাং প্রত্যেক কষ্টের সাথে নিশ্চিতরূপে আছে স্বস্তি। (৬) নিশ্চয়ই প্রত্যেক কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি। (৭) অতএব যখন অবকাশ পাবে, তখন পরিশ্রম করবে, (৮) এবং নিজের প্রতিপালকের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ কর।

৯৫ঃ সূরা আত-ত্বীন (ডুমুর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ ডুমুর এবং অলিভের, (২) আর সিনাই পর্বতের, (৩) আর এই সুরক্ষিত নগরীর, (৪) আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি,

(৫) তারপর তাকে সর্বনিম্নে নিক্ষেপ করেছি, (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অন্তহীন প্রতিফল। (৭) সুতরাং এখন কী তোমাকে প্রতিফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে তুলল? (৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

৯৬ ঃ সূরা আল-আলাক (জমাট বাধা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) তুমি পাঠ কর! তোমার প্রতিপালকের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেনঃ (২) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে। (৩)পাঠ কর! তোমার প্রতিপালক বড়ই উদার, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানতো না। (৬) তবুও মানুষ উদ্ধত আচরণ করে, (৭) কারণ, মানুষ নিজেকে স্ব-নির্ভর মনে করে ঃ (৮) নিঃসন্দেহে সকলকে তোমার প্রতি পালকের কাছেই ফিরতে হবে। (৯) তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ, যে বাধা দেয়, (১০) এক বান্দাকে, যখন সে নামায প্রতিষ্ঠা করে? (১১) তোমরা কি মনে করো, সে সঠিক পথে আছে, (১২) অথবা আল্লাহভীরুতার শিক্ষা দেয়? (১৩) তুমি কি দেখেছ কিভাবে সে সত্য অস্বীকার করে এবং এর থেকে বিমুখ হয়েছে? (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? (১৫) অবশ্যই, যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি তার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে টেনে আনবো- (১৬) মিথ্যাচারী, পাপাচারীর কেশগুচ্ছ। (১৭) সে তার সমর্থকদের আহ্বান করুক; (১৮) আমি জাহান্নামের ফেরেস্তাদের আহ্বান করব। (১৯) সাবধান! তুমি তার কথা শুনো না, বরং সিজদা কর আর প্রভুর নৈকট্য অর্জন কর।

৯৭ ঃ সূরা আল-ক্বদর (ভাগ্য রজনী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আমি একে (কুরআন) মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। (২) তুমি কি জান মহিমান্বিত রজনী কি? (৩) মহিমান্বিত রজনী হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (৪) ফেরেস্তা এবং (জিবরাঈল) রূহ এ রাতে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল নির্দেশ নিয়ে নেমে আসে। (৫) এই রজনী শান্তির রজনী, উষার আবির্ভাব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

৯৮ ঃ সূরা আল-বাইয়িনাহ (স্পষ্ট প্রমাণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) গ্রন্থধারীদের (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) মধ্যে সত্য অস্বীকারকারীরা এবং বহুশ্বরবাদীরা তাদের অবিশ্বাস থেকে নিবৃত হতো না, যতক্ষন তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসতো - (২) আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক পয়গম্বর, যিনি পড়ে শোনাবেন পবিত্র গ্রন্থ, (৩) যা ন্যায়নিষ্ঠ কর্মবিধি সম্বলিত। (৪) যারা গ্রন্থধারী ছিল তারা স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও বিভক্ত হয়ে গেল, (৫) অথচ তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহর ইবাদত করে এবং আন্তরিক আস্থা জ্ঞাপন করে, নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে, আর এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) নিঃসন্দেহে গ্রন্থধারী ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তারাই জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল সেখানেই থাকবে, এরাই সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট। (৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে এরাই সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট। (৮) তাদের পুরস্কার তাদের প্রভুর কাছে চিরস্থায়ী উদ্যান যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এভাবেই আল্লাহভীরুদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

৯৯ ঃ সূরা আয-যিল্‌যাল (ভূমিকম্প)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) যখন পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা হবে, (২) যখন পৃথিবী তার বোঝা নিক্ষেপ করে দেবে, (৩) যখন মানুষ বলবেঃ 'তার কি হল?' (৪) সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কেননা তোমার প্রভু তাকে এরকমই আদেশ দেবেন। (৬) সেদিন মানুষ আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে, যাতে তাদেরকে তাদের কর্মসমূহ দেখানো যায়। (৭) সুতরাং যে অনু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। (৮) আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

১০০ ঃ সূরা আল-আদিয়াত (হ্রেষাধ্বনি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ ঐসব ঘোড়ার যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, (২) যাদের ক্ষুরের আঘাতে স্ফুলিঙ্গ বের হয়, (৩) যারা ভোরের সময় হানা দেয়, (৪) ধূলি উড়িয়ে (৫) শত্রু সেনার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, (৬) নিঃসন্দেহে মানুষ তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই এর বড় সাক্ষী। (৮) নিশ্চয় সম্পদের মোহে সে অনড়। (৯) সে কি সেই সময়ের কথা জানে না, যখন তাকে কবর থেকে বের করা হবে? (১০) এবং বের করা হবে, যা কিছু অন্তরে আছে? (১১) নিশ্চয়ই সেদিন তারা জানতে পারবে যে তাদের প্রভু তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

১০১ ঃ সূরা আল-ক্বারিআহ (মহাপ্রলয়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) মহাপ্রলয়! (২) মহাপ্রলয় কি? (৩) তুমি কি জান, কি সেই মহাপ্রলয়? (৪) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত, (৫) আর পাহাড়গুলো হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত। (৬) তখন যার পাল্লা ভারী হবে (৭) সে প্রীতিপূর্ণ জীবন লাভ করবে। (৮) আর যার পাল্লা হাল্‌কা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে অতল গহ্বর। (১০) তুমি কি জান, সেটা কি? (১১) উত্তপ্ত আগুন।

১০২ ঃ সূরা আত-তাকাসুর (প্রাচুর্যের লালসা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, (২) যতক্ষন না তোমরা কবরে উপনিত হও। (৩) এটা কখনও ঠিক নয়, খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৪) অতঃপর, এটা কখনও ঠিক নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৫) সাবধান! যদি তোমরা নিশ্চিত ভাবে জানতে (৬) যে, তোমরা অবশ্যই জাহান্নামের সাক্ষাৎ পাবে। (৭) তখন তোমরা তা নিশ্চিত প্রত্যক্ষ করবে। (৮) অতঃপর সেদিন অবশ্যই তোমাদেরকে পার্থিব অনুগ্রহ (নিয়ামত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

১০৩ ঃ সূরা আল-আসর (অতিক্রান্ত সময়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) শপথ অতীত সময়ের। (২) নিঃসন্দেহে মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

১০৪ ঃ সূরা আল-হুমাযাহ (নিন্দুক)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) দূর্ভাগ্য প্রত্যেক ব্যাঙ্গকারী ও পরনিন্দাকারীর! (২) যে সম্পদ জমা করে এবং গুনে গুনে রাখে! (৩) সে মনে করে যে, তার সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে। (৪) কখনই নয়, তাকে নিক্ষেপ করা হবে হুতামায়। (৫) আর তুমি কি জান হুতামা কী? (৬) আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাবে। (৮) এ আগুন তাদেরকে সমস্ত দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে। (৯) উঁচু উঁচু স্তম্ভ সমুহে।

১০৫ ঃ সূরা আল-ফীল (হাতি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) তুমি কি দেখনি, তোমার প্রভু হস্তী অধিপতিদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? (৩) তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (আবাবীল) পাঠিয়েছিলেন, (৪) যারা তাদের উপরে পাথরের কাঁকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের মত করে দিয়েছিলেন।

১০৬ ঃ সূরা কুরাইশ (কুরাইশ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) কুরাইশদের নিরাপত্তার জন্যঃ (২) তাদের শীত এবং গ্রীষ্মকালীন সফরের নিরাপত্তা। (৩) অতএব তারা যেন এই ঘরের প্রভুর ইবাদত করে। (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দিয়েছেন এবং তাদেরকে ভয় মুক্ত করেছেন।

১০৭ ঃ সূরা আল-মা'ঊন (তুচ্ছ দ্রব্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি যে বিচার দিনকে অবিশ্বাস করে? (২) যে অনাথকে তাড়িয়ে দেয়, (৩) আর নির্ধনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না? (৪) ওই সমস্ত নামায আদায়কারীদের জন্য পরিতাপ, (৫) যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে অমনোযোগী। (৬) যারা লোক দেখানোর জন্য সমস্ত কিছু করে থাকে। (৭) যারা কাউকে প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রীও দেয় না।

১০৮ ঃ সূরা আল-কওসর (প্রাচুর্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আমি তোমাকে কাওসার (প্রাচুর্য) প্রদান করেছি। (২) অতএব তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং কুরবাণী কর। (৩) নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুরাই নির্বংশ।

১০৯ ঃ সূরা আল-কাফিরূন (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) বলঃ 'হে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা, (২) আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা করো। (৩) আর তোমরাও তাঁর ইবাদত করো না, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৪) আবার তোমরা যার ইবাদত করে আসছো, আমি কখনও তার ইবাদত করবো না। (৫) এবং আমি যাঁর ইবাদত করি,

তোমরা কখনও তাঁর ইবাদত করবে না। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) আর আমার জন্য আমার দ্বীন (ধর্ম)।'

১১০ ঃ সূরা আন-নাস্‌র (সাহায্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, (২) আর তুমি দেখবে মানুষ দলে দলে আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করছে, (৩) তখন তোমার প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা কর, আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

১১১ ঃ সূরা সূরা আল-লাহাব (অঙ্গারবর্ণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) আবু লাহাবের হাত ধ্বংস হোক, আর সে ধ্বংস হোক! (২) তার ধনসম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসে নি। (৩) সে শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, (৪) এবং তার স্ত্রীও, সে মাথায় জ্বালানী কাঠ বহন করে, (৫) তার গলায় থাকে পাকানো রশি।

১১২ঃ সূরা আল-ইখলাস (একত্ব)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) বলঃ 'তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়, (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (৩) তিনি কাউকে জন্মদান করেন নি এবং তিনিও জন্মগ্রহণ করেন নি, (৪) এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।'

১১৩ ঃ সূরা আল-ফালাক (ঊষাকাল)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) বলঃ 'আমি আশ্রয় চাইছি প্রভাতের প্রভুর, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে, (৩) অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা নেমে আসে, (৪) এবং যারা গ্রন্থিতে ফুঁক দেয় তাদের অনিষ্ট থেকে, (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।'

১১৪ ঃ সূরা আন-নাস (মানব সম্প্রদায়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

(১) বলঃ 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভুর, (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের উপাস্যের, (৪) আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, (৫) যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়, (৬) জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে।'

Quran Translations







- English
- French
- Spanish
- German
- Dutch
- Italian
- Russian
- Portuguese
- Polish
- Japanese
- Korean
- Thai
- Chinese
- Ukranian
- Chichewa
- Filipino
- Hebrew
- Sinhalese
- Burmese
- Swahili
- Rwandese
- Czech
- Romanian
- Bengali
- Urdu
- Hindi
- Malayalam
- Tamil
- Marathi
- Telugu
- Gujarati
- Punjabi
- Kannada
- Dogri
- Assamese
- Manipuri

To order a printed copy of the Quran, please log on to:
www.goodwordbooks.com, www.cpsglobal.org

To order Quran copies for hotels, hospitals and prisons please contact: info@goodwordbooks.com, info@cpsglobal.org
Mob: +91 8588822672

For requirements in the US and Canada, please contact:
kkaleemuddin@gmail.com Mob. +1 617-960-7156

Quran Study Resources



কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা খোদায়ী (ঐশী) নির্দেশনার পাশাপাশি মানবজাতির জন্য সুসংবাদ বহন করে এনেছে; আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় ক্ষেত্রে সত্য-আবিষ্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

প্রত্যেক গ্রন্থের নিজস্ব উদ্দেশ্য রয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। অর্থাৎ মানুষকে বলা, কেন আল্লাহ এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের বন্দোবস্ত করেছেন; মৃত্যু-পূর্ব জীবনে মানুষের নিকট হতে কি চাওয়া হয়েছে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে মানুষের সাথে কি ঘটতে চলেছে। কুরআনের লক্ষ্য হল, এই বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা, এবং ইহ-জীবন থেকে পর-জীবনের যাত্রাপথে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করা।

কুরআনের মূল বিষয়বস্তু হল বোধোদয়, আল্লাহর নৈকট্য, শান্তি এবং আধ্যাত্মিকতা। 'তা'ওয়াস্সুম', 'তাদাব্বুর' এবং 'তাফাক্কুর' - কুরআনে ব্যবহৃত এই পরিভাষাগুলির দ্বারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বিবেচনা, চিন্তাভাবনা ও গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলি স্মরণে রেখে এই গ্রন্থে কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক টীকাগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

Scan the code to download the Quran in Bengali



ISBN 978-93-94886-03-2



www.goodwordquran.com www.cpsglobal.org